বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১৩৯৮৯/২০১৬

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ
.....দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য
..... প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ সংগে
এ্যাডভোকেট মোঃ ছারওয়ার আহাদ চৌধুরি
এ্যাডভোকেট একলাছ উদ্দিন ভুইয়া
এ্যাডভোকেট রিপন বাড়ৈ
এ্যাডভোকেট সঞ্জয় মন্ডল
.....দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট সৈয়দ মফিজুর রহমান
..... ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ ইমাম হাসান সংগে
এ্যাডভোকেট মোঃ শাহিনুল ইসলাম
----------৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকির
----------৪ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ হারুন-অর-রশিদ
----------১০নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আসাদুজ্জামান
----------১২ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট এ,এম মাহবুব উদ্দিন সংগে
এ্যাডভোকেট সাকিব মাহবুব
----------১৩-২১ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মেহেদী হাসান চৌধুরী সংগে
এ্যাডভোকেট শেখ ফজলে নূর তাপস
এ্যাডভোকেট অপুর্ব কুমার বিশ্বাস
এ্যাডভোকেট জুসনা পারভীন
এ্যাডভোকেট উপমা বিশ্বাস
এ্যাডভোকেট সপ্নিল ভট্টাচারিয়া
----------২২-২৩ প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ ইকরামুল হক, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট পুরবী রানী শর্মা, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট পুরবী সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল
----------৫নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী
এবং
বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

শুনানীর তারিখঃ ৪ঠা শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ১৭ই শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ৩০শে কার্তিক, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ২৬শে পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ৩রা মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা

মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী ১৯.০৭.২০১৮, ০১.০৮.২০১৮, ১৪.১১.২০১৮, ০৯.০১.২০১৯, ১৬.০১.২০১৯, ১৭.০১.২০১৯) এবং রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৭ই মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ এবং ২১ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী ৩০.০১.২০১৯ এবং ০৩.০২.২০১৯)।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

"পানির অপর নাম জীবন"

প্রানবন্ত সবকিছুই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে- আল কুরআন (২১ঃ৩০)

অর্থাৎ পানি ও জীবন (Life) সমার্থক। যেখানে পানি সেখানেই জীবন। যেখানে পানি নেই সেখানে জীবনও নেই। পানি ছাড়া পৃথিবীর কোন জীবজন্তু, গাছপালা এবং মানুষ বাঁচতে পারে না। আর এই পানির আধার তথা ধারক ও বাহক হল সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, নালা, ঝিল, হাওর-বাওড় এবং জলাভূমি।

বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক বাংলাদেশ। নদী এবং বাংলাদেশ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনাদিকাল থেকে নদীকে কেন্দ্র করেই সমাজ, রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, সূচিত হয়েছে মানবজাতির সকল প্রগতি। অথচ আজ বাংলাদেশসহ সমস্ত বিশ্বের নদ-নদী সমূহের অস্থিত্ব বিলীন হওয়ার সম্মুখীন।

এমন এক অবস্থায় বিগত ইংরেজী ০৬.১১.২০১৬ তারিখে দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকায় ***" Time to declare Turag dead"*** শিরোনামে সাংবাদিক তৌফিক আলীর "তুরাগ নদী" সংক্রান্ত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় । যা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

"In the end, nobody would save the Turag river. Left at the mercy of ruthless land grabbers who continue to ravage one of Dhaka's lifelines, the river is only a shadow of its once mighty self.
"We are dismayed by the slow death of the river. It in our childhood, used to be a mighty river and we fondly called it the Kahar Daria," said Hafizul Islam, an elderly farmer with ancestrail homestead in Machhimpur mouja of Tongi.
Today, with unbridled grabbing of the river foreshore by "land claimants," the river is barely surviving. It has become a lean flow like a drainage ditch, he lamented.
Fresh water, fish resource, marine ecology and panoramic waterfront of the river are all gone with encroachments, industrial pollution and random structures, said Shafia Begum who works in an NGO. She commutes regularly to the city from Ashulia along the bank of the Turag.
Even three decades ago, the river had all its splendor, vitality, serene beauty and wide navigability, says Shafia, who was born in Savar. "The number of grabbers multiplied only over the last half a decade."
"The river grabbers are powerful and rich and apparently mighty," she added, "The grabbing has been indiscriminate and appears unstoppable."
Abdur Razzaq, a fish wholesaler and inhabitant of Abdullahpur, said the river has been killed over the past decade, "---- while we have seen feeble attempts in the name of saving it."
During several visits in the past few weeks, this correspondent saw the earth filling of the rivers's foreshores, the part of a shore between high and low water marks. Not only ----------but also --------claimants" were busy with their work.
The areas grabbed some half a decade age now stand covered with plants, trees and structures.
This Daily Star correspondent, since April 2011, has been following the destruction of the river. River laws and repeated High Court orders fell flat, it appears. Half a dozen

উপরিল্লিখিত প্রতিবেদনে প্রদত্ত ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের তুরাগ নদীর ছবি পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ক্রমাগতভাবে তুরাগ নদী অবৈধ দখলদারদের দ্বারা দখল হয়ে আসছে। দি ডেইলি ষ্টার পত্রিকার উপরিল্লিখিত প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে দরখাস্তকারী ***"হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ"*** নামক সংগঠনটি জনস্বার্থমূলক অত্র রীট মোকদ্দমাটি দাখিল করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ০৯.১১.২০১৬ তারিখে উপরিল্লিখিত রীট দরখাস্ত শুনানীঅন্তে অত্র বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিতভাবে রুল ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why inaction/failure of the respondents to protect the Turag river from illegal encroachments and earth filling, should not be declared illegal and without lawful authority and why a direction should not be given upon the respondents to stop earth filing and illegal encroachment and construction within the territory of Turag River as reported in Daily Stat dated 06.11.2016 and why a direction should not be given upon the respondent to remove all earth filing and structures from the Turag river at the cost of the encroacher and/or such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.*

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকার বিগত ০৬.১১.২০১৬ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্ট ও প্রকাশিত বিগত ইংরেজী ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের স্যাটেলাইট ইমেজ পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, তুরাগ নদী ক্রমাগতভাবে অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে যাচ্ছে। নদী দূষণ ও দখলের ফলে সুপেয় পানির চরম সংকটের কারণে জনগণ প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ঝুকিতে পতিত হচ্ছে, রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং আশংকা করা হয় যে অদূর ভবিষ্যতে অবৈধ দখলের কারণে নদীসমূহ এর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। তুরাগ নদীর অবৈধ দখলের কারণে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে এবং নদীর আশপাশের জীবনযাত্রা জীবিকা প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অবৈধ দখল নদীর তীরে অবৈধভাবে ফ্যাক্টরী, বাড়িঘর এবং ভবন নির্মানের সুযোগ করে দিচ্ছে। উপরিল্লিখিত দখল বেআইনী এবং দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। উপরিল্লিখিত তুরাগ পাড়ের দখল কার্যক্রম যদি দ্রুত বন্ধ করা না হয় তাহলে তুরাগ নদী দ্রুতই মৃত নদীতে পরিণত হবে। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ অত্র রীট পিটিশনে তুরাগ নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং উক্ত নদীর জায়গায় মাটি ভরাট, দখলসহ যেকোন নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ চেয়ে অত্র দরখাস্তটি দায়ের করে।

উপরিল্লিখিত দরখাস্তটি দায়েরের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক অবৈধ দখল এবং মাটি ভরাট হতে তুরাগ নদীকে রক্ষা করতে প্রতিবাদী পক্ষগণের "নিষ্ক্রিয়তা" আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উক্ত নিষ্ক্রিয়তার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই মর্মে কেন ঘোষণা করা হবে না এবং তুরাগ নদীতে

অবৈধভাবে ভরাটকৃত মাটি এবং নির্মিত স্থাপনাদি দখলদারদের খরচে উৎপাটন আইনের দ্বারা প্রতিবাদীপক্ষগণের করণীয় কার্য হেতু কেন তৎমর্মে নির্দেশ প্রদান করা হবে না মর্মে অত্র রুলটি ইস্যু করা হয়।

রুল ইস্যুর তারিখে তথা বিগত ইংরেজী ০৯.১১.২০১৬ তারিখে ২, ৪ এবং ৯ প্রতিপক্ষগণকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত তুরাগ নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর বিগত ইংরেজী ২৭.০১.২০১৭ তারিখে ৬নং বিবাদীর পক্ষে অত্র আদালতের নির্দেশ পালনের জন্য সময়ের আবেদন করা হলে অত্র বিভাগ ৩০ দিনের সময় মঞ্জুর করে রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায় ও নির্দেশের আলোকে তুরাগ নদীর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশ দেন। অতঃপর বিআইডব্লিউটিএ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে পত্রিকায় প্রকাশিত তুরাগ নদীর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের উপর বিগত ইংরেজী ০৫.০১.২০১৭ তারিখে আদালতে শুনানী চলাকালে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে তুরাগের কতিপয় স্থাপনা উচ্ছেদ করলেও আরও অনেক অবৈধ স্থাপনা ও অবৈধ দখল রয়ে গেছে যা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অতঃপর আদালত উক্ত তারিখে এক আদেশে গাজীপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটকে তুরাগ নদীর তীরবর্তী যে সকল স্থাপনা রয়েছে তা তদন্ত করে অত্র বিভাগের সম্মুখে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জনা নির্দেশ প্রদান করেন।

অতঃপর অত্র রীট পিটিশন নং ১৩৯৮৯/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.০১.২০১৭ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক মোঃ আসলাম জগলুল হোসেন *"তুরাগ নদীর অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা"* ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, গাজীপুর তুরাগ নদীর অবৈধ দখল সংশ্লিষ্টতায় বিস্তারিত তদন্ত করেন এবং বিগত ইংরেজী ১১.১০.২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন সুপারিশসহ অত্র বিভাগে দাখিল করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের বিষয়ে বিগত ইংরেজী ০৩.১২.২০১৭ তারিখে অত্র বিভাগ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট গাজীপুরকে উপরিল্লিখিত রিপোর্টে বর্ণিত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন এবং জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, গাজীপুর, বিআইডব্লিউটিএ এবং অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুরকে উক্ত উচ্ছেদ কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

রিপোর্টে বর্ণিত অবৈধ দখলদারদের মধ্য হতে ১০ থেকে ২৩ নং বিবাদীগণ অত্র মোকদ্দমায় বিবাদী হিসেবে পক্ষভুক্ত হয়ে এফিডেভিট ইন অপজিশন দাখিল করেন।

১০ নং বিবাদী তার জবাবে উল্লেখ করেন যে, রিপোর্টে উল্লিখিত জমি ২০১২-২০১৩ সালে তিনি ক্রয় করেছেন এবং মিউটেশন সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর

রায় অনুসারে নদীর তীরে পিলার বসানো হয়েছে এবং তার জমি উক্ত পিলারের বাইরে, নদী সীমানায় নয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকালে তার কোন বক্তব্য গ্রহণ না করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তবে আদালতের নির্দেশে নদীর জায়গা হতে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ যুক্তিতর্ক উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, ১০নং প্রতিবাদীর এফিডেভিট ইন অপজিশনের জবাবে তার বক্তব্য হলো এই যে, তুরাগ নদীতে ইতিপূর্বেও ১০নং বিবাদী অবৈধ স্থাপনা তৈরি করেছে। যেহেতু তুরাগ নদী বিআইডব্লিউটিএ বা সাধারণত প্রশাসনের দৃষ্টির বাইরে থাকে সে কারণে অনেকেই বিভিন্ন সময় নদীর জায়গা দখল ও মাটি ভরাট করার প্রয়াস পায়। উক্ত জমি ১০নং বিবাদী কর্তৃক ক্রয়কৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে সিএস জরীপ অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি নদীর জায়গা; তাই সঠিকভাবেই অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে।

১২ নং প্রতিবাদী নিশাদ জুট মিলস তার জবাবে উল্লেখ করেন যে, রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত ২.৯ একর সম্পত্তি বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের নিকট হতে টেন্ডারমূলে ক্রয় করা হয়েছে যা বিজিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন নিশাদ জুট মিলস হিসেবে পরিচালিত এবং সরকার পক্ষ হতে মাপজোক করে উক্ত সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রয়কৃত সম্পত্তি সম্পর্কে জেলা প্রশাসক গাজীপুর বরাবরে এক আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারীভাবে উক্ত জায়গা সরেজমিনে জরিপ করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে, যেখানে রিপোর্টে উল্লিখিত জমি তার মালিকানাধীন এবং সরকারের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া জমি এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। ১২ নং বিবাদী আরও দাবী করেন যে, রীট পিটিশনটি Resjudicata হিসেবে বিবেচিত হবে, কারণ বাদী একই বিষয়ে ইতোপূর্বে ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশন দায়ের করেছেন যার রায় হয়েছে । নিশাদ জুট মিল ক্রয়ের সময় সরকার পক্ষ হতে মাপজোক করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু ইতোপূর্বে আদালত হতে উচ্ছেদের আদেশ দানের সময় তাদেরকে সঠিকভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সেহেতু নতুন করে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। ১২ নং প্রতিবাদী আরও উল্লেখ করেন ১২নং প্রতিবাদী কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাব দ্বারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনকে অস্বীকার করা হয়েছে সে বিষয়ে অত্র রীট আবেদনকারী কিংবা অন্য কোন পক্ষ থেকে কোন লিখিত আপত্তি উত্থাপন করেন নাই বিধায় অত্র ১২নং প্রতিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বীকৃত বলে গণ্য করা হয়েছে। পরিশেষে ১২নং প্রতিবাদীপক্ষের অজ্ঞাতসারে যেহেতু উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়েছে সেহেতু প্রতিবাদী পক্ষের স্বাভাবিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত হয়েছে। ফলে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অত্র প্রতিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

১২নং বিবাদীর এফিডেভিট ইন অপজিশনের জবাবে এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন যে, সরকারের নিকট হতে ২.৯০ একর সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। তবে একজন বিচারক দিয়ে নিরপেক্ষ জরিপের মাধ্যমে নদী সীমানার মধ্যে অবৈধ দখল প্রমাণিত হওয়ায় নিশাত জুট মিলস এর সংশ্লিষ্ট দখল উচ্ছেদযোগ্য। যদি তার জমি কম হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দায়বদ্ধ। এমনও হতে পারে তাকে পুরো সম্পত্তি বুঝে নেয়ার সময় নদীর দিকে এগিয়ে বুঝে দেয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার পাওনা পিছনের দিকে। তিনি আরও বলেন যে, রীট পিটিশন নং ৩৫০৯/২০০৩ এর কারণে বর্তমান মামলা রেসজুডিকাটা হবেনা। কারণ উক্ত মামলায় জরিপের মাধ্যমে যাদের অবৈধ দখলের প্রমাণ মিলেছে এবং নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল তাদেরকে আদালতের নির্দেশের পরেই ২০১০-২০১১ সালে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বর্তমানে বিবাদী নতুন দখলদার হওয়ায় এবং অত্র রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৩ এর বিষয়বস্তু এবং পক্ষ একই না হওয়ায় রেসজুডিকাটার ব্যাপারটি আসবে না। ১২নং বিবাদীপক্ষে আরও দাবী করা হয় যে, বিগত ইংরেজী ১৩.১২.২০১৭ তারিখে স্থাপনা সংরক্ষণ করে অন্যদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য আদালত নির্দেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ তাদের সংরক্ষণের আদেশের বিপক্ষে কোন আপিল করা হয়নি বলে রুল শুনানীতে নিশাত জুট মিলস এর সম্পত্তি সম্পৃক্ত হবে না। উক্ত যুক্তির বিপক্ষে বাদীর বক্তব্য এই যে, বিগত ইংরেজী ১৩.১২.২০১৭ তারিখের আদেশ আপিল বিভাগ স্থগিত করেছেন। ফলে ১২নং বিবাদীর অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি অত্র রীট মামলার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে তার বক্তব্য এই যে, আদালতের নির্দেশে ৩৫০৩/২০০৯ নং রীটের প্রেক্ষিতে সিএস/আরএস অনুসারে যে জরিপ সম্পাদন হয়েছিল তা হাইকোর্ট গ্রহণ করে প্রশংসা করেছেন। ১২নং বিবাদী আদালতের নির্দেশে সম্পাদিত জরিপকে অকার্যকর করতে জেলা প্রশাসন থেকে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন এবং প্রতিবেদনটি সঠিক নয়; এমনকি উক্ত রিপোর্ট ৩৫০৩/২০০৯ এর রিপোর্টকে অকার্যকর করার জন্য করা হয়েছে বলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩-২১নং প্রতিবাদীপক্ষে জবাব দাখিল করে বলে যে, তারা নদী অভ্যন্তরে কোন স্থাপনা করেননি বরং সিএস, আরএস, ও এসএ রেকর্ডীয় মালিক হতে উত্তরাধিকার বা ক্রয় সূত্রে মালিক হয়ে নিজ সম্পত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনা করে ভোগ দখলে আছে। অত্র প্রতিবাদীগণ উল্লেখ করেন যে, রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদীর সীমানা নির্ধারণপূর্বক চিহ্নিত সীমানায় সীমানা পিলার স্থাপন এবং ওয়াকওয়ে/পেভম্যান্ট বা সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষরোপণ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া নদীর অভ্যন্তরে অবস্থিত স্থাপনা অপসারণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্তরূপ জরিপ কার্য সুসম্পন্ন এবং সীমানা পিলার স্থাপনের করার পর সংশ্লিষ্ট নদীর সীমানা

বিশদভাবে চিহ্নিত করা হবে। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা অনুসারে ওয়াকওয়ে/পেভম্যান্ট বা সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপণ করবে। উদ্দেশ্য হলো জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত নদী সীমানা যেন কোনভাবেই স্থানান্তরিত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা যত্নবান হবেন। উক্ত রীট পিটিশনের রায়ে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ বন্দর এলাকার জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন। নারায়নগঞ্জ, ঢাকা ও টঙ্গী বন্দরের পুনঃনির্ধারিত সীমানা উল্লেখপূর্বক বন্দর সীমানার এলাকায় নদী থেকে ৫০ গজ পর্যন্ত বাংলাদেশ আভ্যন্তরিণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের বরাবরে হস্তান্তরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করেন। বন্দর এলাকা সম্পর্কিত রায়ের নির্দেশ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, নদীর হাই ওয়াটার মার্ক থেকে ৫০ গজ পর্যন্ত বিআইউব্লিউটিএ কে দখল নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত এলাকাকে নদীর জায়গা বলে বিবেচনা করা হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে, নদীর হাই ওয়াটার মার্ক থেকে ৫০ গজ এর হিসাবটি শুধুমাত্র ঘোষিত বন্দর সীমানার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য করা হয়েছে, সম্পূর্ণ নদীর ক্ষেত্রে নয়। বন্দর ব্যতিত নদীর বাকী এলাকায় সিএস জরিপ অনুসারে নির্ধারিত সীমানাকেই নদীর সীমানা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত যে নদীর সিএস লাইনই নদীর প্রকৃত সীমানা। উক্ত আলোচনা ও নির্দেশনা থেকে এও প্রতিয়মান হয় যে, শুধুমাত্র নদীর সিএস লাইন অভ্যন্তরে অবস্থিত স্থাপনাগুলোই অবৈধ স্থাপনা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। সিএস লাইন অতিক্রম করে বাড়তি কোন জায়গাকে নদীর জায়গা হিসেবে বিবেচিত করার কোন সুযোগ উক্ত রায়ে দেওয়া হয়নি। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর তদন্ত প্রতিবেদনে ১৩৮নং অনুচ্ছেদে পিডব্লিউডি কর্তৃক স্থাপিত পিলারকে নদীর সিএস লাইনের উপর অবস্থিত হিসাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই পিলারকে একত্রে নদীর সীমানা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোন কারণ বর্ণনা ছাড়াই পিলার অর্থাৎ সিএস লাইন হতে আরও অতিরিক্ত ৫০ ফুট পর্যন্ত এলাকাকে নদীর তীরভূমি হিসাবে বিবেচনা করেন। উক্ত তীরভূমিতে প্রতিবাদী নং ১৩ এর স্থাপনা বেআইনী হিসাবে উল্লেখ করেন। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য মতেই এটা স্পষ্ট যে, উক্ত স্থাপনা নদীর সিএস লাইন অতিক্রম করেনি। ১৩নং প্রতিবাদীপক্ষ পারমিশন দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিবি খতিয়ান এনেক্সার-১০ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৪নং প্রতিবাদীপক্ষে আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদার ওরফে কুদ্দুস দাবী করেন বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত প্রতিবেদনের ১৪৩নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তির অবৈধ স্থাপনা আছে বলে দাবী করা হয়, অথচ উক্ত স্থাপনা সিএস লাইন অথবা সিএস লাইনের উপর বিদ্যমান পিলারকে অতিক্রম করে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ করা হয়নি; বরং অজানা কারণে নদীর সিএস লাইন হতে অতিরিক্ত ২৫ফুট এলাকাকে নদীর তীরভূমি

হিসেবে আখ্যায়িত করে উক্ত জায়গার উপর বিবাদীপক্ষের স্থাপনাকে অবৈধ বলা হয়েছে। যেহেতু রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে সিএস লাইনকে নদীর সীমানা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু সিএস লাইন অতিক্রম করে অতিরিক্ত ২৫ ফুট জায়গাকে নদীর জায়গা হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত উক্ত রায়েরই পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে শুধুমাত্র নদী অভ্যন্তরে নির্মিত স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তীরভূমি বা নদীর সিএস এলাকার অতিরিক্ত কোন জায়গার স্থাপনাকে অপসারণের কথা বলা হয়নি। ১৪নং প্রতিবাদীপক্ষ তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১০ সিরিজ হিসাবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৫নং প্রতিবাদী ইলিয়াস মিয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ১৪১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কুটি মিয়ার সন্তান। উক্ত প্রতিবাদী দাবী করেন তিনি সিএস লাইন অতিক্রম করে স্থাপনা নির্মাণ বা নদীর অভ্যন্তরে স্থাপনা নির্মাণ করেন নাই বরং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিভ্রান্তিমূলকভাবে সিএস লাইন হতে অতিরিক্ত ৩০ ফুট জায়গাকে নদীর তীরভূমি হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং উক্ত প্রতিবাদীর স্থাপনাকে অবৈধ স্থাপনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত। কারণ, রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে শুধুমাত্র নদীর অভ্যন্তরে নির্মিত স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তীরভূমি বা নদীর সিএস এলাকার অতিরিক্ত কোন জায়গার স্থাপনাকে অপসারণের কথা বলা হয়নি। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১১ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৬ নং প্রতিবাদী মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর পিতা আঃ হাই এর নাম তদন্ত প্রতিবেদনের ১৪২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। অত্র প্রতিবাদীপক্ষ দাবী করেন এখানে সিএস লাইন অতিক্রম করে নদীর অভ্যন্তরে স্থাপনা নির্মানের অভিযোগ করা হয়নি বরং সিএস লাইন হতে অতিরিক্ত ২৮ ফুট পর্যন্ত জায়গাকে নদীর তীরভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করে স্থাপনাকে অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০৯ এর পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে শুধুমাত্র নদীর অভ্যন্তরে নির্মিত স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তীরভূমি বা নদীর সিএস এলাকায় অতিরিক্ত কোন জায়গার স্থাপনাকে অবৈধর কথা বলা হয়নি। ১৬নং প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১২ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৭ নং প্রতিবাদী এস এম এ সোবহান-কে প্রতিবেদনের ১৪৩ নং অনুচ্ছেদে সোবহান শেখ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্যদের মত অত্র প্রতিবাদীপক্ষও দাবী করেন যে, উক্ত স্থাপনা সিএস লাইন অথবা

সিএস লাইনের উপর বিদ্যমান পিলারকে অতিক্রম করে নির্মাণ করা হয়েছে বা নদী অভ্যন্তরে নির্মিত করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ করা হয়নি। বরং অজানা কারণে নদীর সিএস লাইন হতে অতিরিক্ত ২৫ ফুট এলাকাকে নদীর তীরভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করে উক্ত জায়গার উপর প্রতিবাদীর স্থাপনাকে অবৈধ বলা হয়েছে। যেহেতু রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯-এর রায়ে সিএস লাইনকেই নদীর সীমানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেহেতু সিএস লাইন অতিক্রম করে অতিরিক্ত ২৫ ফুট জায়গাকে নদীর জায়গা হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত উক্ত রায়ের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে শুধুমাত্র নদী অভ্যন্তরে নির্মিত স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেয়া হযেছে তীরভূমি বা নদীর সিএস এলাকার অতিরিক্ত কোন জায়গার স্থাপনাকে অপসারণের কথা বলা হয়নি। ১৭নং প্রতিবাদী পক্ষ তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১৩ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৮ নং প্রতিবাদী মোঃ ইমান উদ্দিন এর নাম প্রতিবেদনের ১৭৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। এই অনুচ্ছেদে দাবী করা হয়েছে এখানে সিএস লাইন হতে উপরের দিকে অন্ততপক্ষে ২০ ফুট পর্যন্ত নদীর তীর ভূমির সীমা বিস্তৃত। অত্র প্রতিবাদী পক্ষ দাবী করেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট নদীর সিএস লাইনকে নদীর সীমানা হিসেবে বিবেচনা না করে নিজের মনগড়া সীমানা অংকন করেছেন তার পরিস্কার নিদর্শন এই উক্তি। এরপর তিনি বলেন, তবে যদি বাস্তবতার নিরিখে নকশায় ২০ ফুট তীরভূমি দেখানো হতো তাহলে বিনিময় টেক্সটাইলের মালিক জনাব ইমান আলী নির্মিত বাড়িটি এই তীর ভূমিতে অবৈধ স্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত হতো। এহেন Hypothetical Finding কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং ভূমি জরিপ সম্পর্কে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের অপারদর্শীতার নিদর্শন। ১৮ নং প্রতিবাদী পক্ষ তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১৪ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৯ নং প্রতিবাদী নুরুল ইসলাম কে প্রতিবেদনের ১৪১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রতিবাদীদের অনুরূপ তিনি দাবী করেন উক্ত স্থাপনা সিএস লাইন অথবা সিএস লাইনের উপর বিদ্যমান পিলারকে অতিক্রম করে নির্মাণ করা হয়নি বা নদী অভ্যন্তরে নির্মাণ করা হয়নি। বরং অজানা কারণে নদীর সিএস লাইন হতে অতিরিক্ত ৩০ ফুট এলাকাকে নদীর তীরভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করে উক্ত জায়গার উপর প্রতিবাদীর স্থাপনাকে অবৈধ বলা হয়েছে। যেহেতু রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে সিএস লাইনকেই নদীর সীমানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেহেতু সিএস লাইন অতিক্রম করে অতিরিক্ত ৩০ ফুট জায়গাকে নদীর জায়গা হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত উক্ত রায়ের পরিপন্থী। উক্ত রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর

রায়ে শুধুমাত্র নদী অভ্যন্তরে নির্মিত স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তীরভূমি বা নদীর সিএস এলাকার অতিরিক্ত কোন জায়গার স্থাপনাকে অপসারণের কথা বলা হয়নি। ১৯নং প্রতিবাদী পক্ষ তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১৫ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

২১নং প্রতিবাদীপক্ষ আব্দুস সালাম এর ভেন্ডর মোসলেম সরকারকে প্রতিবেদনের ১৩৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দাবী করেন, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সীমানা পিলার এবং ওয়াকওয়ে নদী অভ্যন্তরে রয়েছে বললেও প্রতিবাদীপক্ষের স্থাপনা নদী অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছে বা নদীর সিএস লাইনকে অতিক্রম করেছে মর্মে অভিযোগ করেননি। বরং অজানা কারণে উক্ত রিপোর্টে নদীর সিএস লাইন হতে অতিরিক্ত ৩৫ ফুট এলাকাকে নদীর তীরভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করে উক্ত জায়গার উপর প্রতিবাদীপক্ষের স্থাপনাকে অবৈধ বলা হয়েছে যা রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর পরিপন্থী। ২১নং প্রতিবাদী পক্ষ তার বক্তব্যের সমর্থনে সাব কবলা দলিল, মিউটেশন খতিয়ান, ডিসিআর রশিদ এবং ডিপি খতিয়ান এনেক্সার-১৭ সিরিজ হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটে সংযুক্ত করেন।

১৩-২১ নং প্রতিবাদীপক্ষ দাবী করেন যে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনটিকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন হিসেবে নামকরণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন তদন্ত প্রতিবেদন নয়। কারণ একটি তদন্ত প্রতিবেদনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উক্ত তদন্তে সকল পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবাদীপক্ষগণকে তদন্তকালে কোন শুনানীর সুযোগ দেননি, তাদের কাগজপত্র পর্যালোচনা করেননি বরং অজানা কোন পন্থায় বা নাম না জানা কোন সাক্ষীর কাছ থেকে স্থাপনাগুলোর মালিকানা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যা Principle of Natural Justice এর পরিপন্থী। বিচার বিভাগীয় তদন্ত বলা হলেও তদন্ত পরিচালনায় বিচারকসূলভ কোন পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন নাই। উক্ত প্রতিবেদনকে বড়জোড় একটি জরিপ বলা যেতে পারত কিন্তু একটি জরিপেও নকশা প্রস্তুত করার বাধ্যবাধকতা থাকে যা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট করেননি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে গেলেও তার সাথে জরিপ কাজে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি ছিলেন বলে তার কোন বর্ণনা প্রদান করেননি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কিভাবে জিপিএস রিডিং নেয়ার যন্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী হলেন তার কোন বর্ণনাও প্রতিবেদনে দেননি। সুতরাং ১৩-২১ নং প্রতিবাদীপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত প্রতিবেদন অসংখ্য ভুলে ভরা, বিভিন্ন Hypothetical Finding এ দুষ্ট এবং সর্বোপরি রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর রায় তুরাগসহ চারটি নদী নিয়ে একটি continuing mandamus অর্থাৎ তার কার্যকারিতা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। এই রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে দরখাস্তকারীপক্ষ বিভিন্ন জায়গায় নদী দখলের অভিযোগ তুলে আবেদন করেছেন এবং সেসব আবেদন নিস্পত্তিও হয়েছে। উক্ত রীট পিটিশন থাকাকালে বর্তমান রীট পিটিশন principle of res judicata এর আওতায় খারিজযোগ্য। শুনানীকালে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হলে রীটকারীর আইনজীবী কোন সদুত্তর দিতে পারেননি বলে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

২২ এবং ২৩ নং প্রতিবাদীপক্ষে এডিডেভিট ইন অপজিশন দাখিলক্রমে বলেন যে, ২২ ও ২৩ নং প্রতিবাদীগণ নদীর তীরভূমি অবৈধভাবে দখল করেন নাই এবং নদীর তীর ও তীর সংলগ্ন বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নির্মিত নদীর সীমানা চিহ্নিত পিলার এবং হাটার রাস্তার শেষাংশ (outside the walkway) হতে তাদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এর ৮১ নং পৃষ্ঠায় ১৫৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ্য এই যে, " তবে সরেজমিনে তদন্তকালে দেখা যায় যে, এখানেও সিএস লাইন হতে উপরের দিকে অন্তত ৫০ ফুট পর্যন্ত নদীর তীরভূমির সীমা বিস্তৃত। তাই নকশায় সিএস রেখা হতে উপরের দিকে অন্ততপক্ষে ৫০ ফুট তীরভূমি প্রদর্শন করা বাঞ্চনীয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নকশা প্রস্তুতকারকগণ নকশায় উক্ত তীরভূমি প্রদর্শন করেনি। তীরভূমি নদীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেখানে নদী থাকবে সেখানে অবশ্যই নদীর তীরভূমি থাকবে। তবে যদি এখানে বাস্তবতার নিরিখে নকশায় ৩০ ফুট তীর ভূমি দেখানো হতো তাহলে আনোয়ার গ্রুপের ফ্যাক্টরীর ভবন ও সীমানা দেয়াল এই তীর ভূমিতে অবৈধ স্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত হতো।" ২২ এবং ২৩ নং প্রতিবাদীদ্বয়ের আরও বক্তব্য এই যে, নদীর সিএস লাইন ও তীরভূমির সীমা বাস্তবিক অবস্থানে একই রেখায় রয়েছে বিধায় নকশা প্রস্তুতকারীগণ তাদের প্রস্তুতকৃত নকশায় নদীর সিএস লাইন এবং তীর ভূমির সীমা একই রেখায় প্রদর্শন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নদী থাকলেই যে তার তীরভূমি থাকবে ইহা সর্বক্ষেত্রে এবং সকল নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এর ১৫৯ নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন, বাস্তবতা বিবর্জিত এবং কল্পনাপ্রসূত। তদন্ত প্রতিবেদন কল্পনাকে ঘিরে প্রস্তুতকৃত বিধায় কল্পনাকে কেন্দ্র করে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সমীচীন নয় মর্মে অত্র প্রতিবাদীপক্ষ দাবী করেন। তারা আরও দাবী করেন যে, ২২ এবং ২৩ নং প্রতিবাদীপক্ষ জমি ক্রয়ের পর হতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনাদি পরিশোধ করে যথাযথভাবে ভোগ দখলরত আছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কর্মকর্তাগণ তদন্তকালে অত্র প্রতিবাদীদ্বয়কে কোন প্রকার নোটিশ প্রদান না করে একতরফা মনগড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন যা প্রকৃত

সত্যের উপর প্রস্তুত নয়। অত্র প্রতিবাদীদ্বয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে স্বচ্ছ উপায়ে সকল কাগজাদী নিজ উদ্যেগে এবং আইনগত সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সরকারের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি যেমন জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বারা যথাযথ উপায়ে সীমানা নির্ধারণপূর্বক শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ দখলে আছেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের ৮২ নং পৃষ্ঠায় ১৬০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ্য যে, আনোয়ার গ্রুপের সীমানা প্রাচীর এবং বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নির্মিত ওয়াকওয়ে বেআইনীভাবে নদী অভ্যন্তরে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বিআইউব্লিউটিএ অর্থাৎ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ সরকারের অধিনস্ত একটি সংস্থা যার প্রধান কাজ নদীর নাব্যতা, নদী রক্ষা, সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, নদীপথের উন্নয়ন এবং সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করা। বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এর ১৬০ নং অনুচ্ছেদের বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নির্মিত ওয়াক ওয়ে বেআইনীভাবে নদী অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছে এমন বক্তব্য সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন, বাস্তবতা বিবর্জিত এবং কল্পনাপ্রসূত। প্রতিবাদীদ্বয় দাবী করেন যে তদন্ত প্রতিবেদন কল্পনাকে ঘিরে প্রস্তুতকৃত বিধায় মাননীয় আদালত কল্পনাকে কেন্দ্র করে বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। তদুপরি আনোয়ার গ্রুপের সীমানা প্রাচীর বিআইডব্লিটিএ কর্তৃক নির্মিত ওয়াকওয়ে এর বাইরে স্থাপিত বিধায় আনোয়ার গ্রুপের বেআইনীভাবে নদী অভ্যন্তরে স্থাপনা নির্মাণ বিষয়ক আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন, বাস্তবতা বিবর্জিত এবং কল্পনাপ্রসূত।

প্রতিবাদীদ্বয় দাবী করেন যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের ৮২ নং পৃষ্ঠায় ১৬১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, পূর্ববর্তী নম্বর বিহীন পিলার যার অবস্থান জিপিএস রিডিং Northing ২৩"৫৩'১৯.৭ এবং Easting ৯০" ২৫'১৮.৩ হতে ১০০ ফুট পূর্ব দিকে পাগাড় মৌজায় সিএস ৫৭৫ নং দাগের দক্ষিণ সীমানা সংলগ্ন নদী অভ্যন্তরে একটি পয়েন্ট স্থির করা। উক্ত পয়েন্টটি নদীর সিএস রেখা হতে ৫ ফুট নদী অভ্যন্তরে আনোয়ার গ্রুপের ফ্যাক্টরীর সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন বাহিরে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক কিসের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী নম্বর বিহীন পিলার হতে ১০০ ফুট পূর্ব দিকে পাগাড় মৌজায় সিএস ৫৭৫ নং দাগের দক্ষিণ সীমানা সংলগ্ন নদী অভ্যন্তরে একটি পয়েন্ট স্থির করা হলো তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, ভিত্তি ও কারণ প্রতিবেদনের কোথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নাই বিধায় আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন, বাস্তবতা বিবর্জিত, কল্পনাপ্রসূত এবং রীট পিটিশনটি খরচাসহ সরাসরি খারিজযোগ্য।

১৩-২১ নং বিবাদীর উক্ত বর্ণনা ও যুক্তির বিপরীতে বাদীপক্ষের আইনজীবী জনাব মনজিল মোরসেদ বলেন যে, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জরিপ প্রতিবেদনের ব্যাপারে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তা কোনভাবে

গ্রহণযোগ্য নয় এবং সত্য নয় যে, বিআইডব্লিউটিএ ম্যাপ অনুসারে জরিপ করা হয়েছে। রিপোর্টে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য রয়েছে এমন বক্তব্যও সঠিক নয়। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য পর্যালোচনা করার পরে তিনি আদালতের নির্দেশ অনুসারে সিএস রেখা অনুসারে জরিপ সম্পাদন করেছেন মর্মে রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। এমনকি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জিপিআরএস এর মাধ্যমে জরিপ করা হয়েছে বিধায় ভুল বা সন্দেহ থাকার কারণ নেই। বিবাদীরা আরও দাবী করেন যে, নদীর ধারে সীমানা পিলার ও ওয়াকওয়ে এর পরে তাদের স্থাপনা এবং যেহেতু সরকার ওয়াকওয়ে নদীর সীমানায় স্থাপন করেছেন সুতরাং তাদের সম্পত্তি উচ্ছেদের মধ্যে পড়বে না। বিবাদীপক্ষের উক্ত দাবীর জবাবে বাদীপক্ষ বলে যে, আদালতের নিদের্শে পিলার ও হাটার পথ তৈরির নির্দেশনা থাকলেও অনেক অনেক জায়গায় কন্ট্রাক্টর অবৈধ যোগসাজসে পিলার নদীর সঠিক সীমানায় স্থাপন করেনি যার ফলে বিআইউব্লিউটি উহা বুঝে নেয় নাই। রীট নিপিটশন নং ৩৫০৩/২০০৯-এর বিগত ইংরেজী ২৪.০৭.২০১৪ তারিখের এক আদেশে সঠিক জায়গায় পিলার স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে যার প্রেক্ষিতে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা কার্যকর হবে। বিবাদীপক্ষ আরও দাবী করে যে, ক্রয় সূত্রে তারা জমির মালিক হয়েছেন এবং খাজনাদি পরিশোধ করেছেন। এর জবাবে বাদীপক্ষের বক্তব্য রীট পিটিশন ৩৫০৩/২০০৯ এর রায় অনুসারে নদীর সীমানার জায়গা ক্রয় সূত্রে মালিকানা সৃষ্টি করে না কারণ উক্ত জায়গায় অন্যের মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি হয় না।

বাদীপক্ষের এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ আরও বলেন যে, জরিপটি করা হয়েছে একজন বিচারকের মাধ্যমে। এখানে তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কারো সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। তাই উক্ত জুডিসিয়াল জরিপের ব্যাপারে বিবাদীদের আপত্তি কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩নং প্রতিবাদীপক্ষ রাজউক এর পক্ষে এফিডেভিট ইন অপজিশন দাখিল করে দরখাস্তকারীর বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

৫নং প্রতিবাদীপক্ষ পরিবেশ অধিদপ্তর পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এফিডেভিট ইন অপজিশন দাখিল করেন এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল তার বক্তব্যে দরখাস্তকারীর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সাথে একমত পোষণ করেন।

দরখাস্তকারীর দরখাস্ত এবং দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত সংযুক্তি, প্রতিবাদীপক্ষগণের এফিডেভিট ইন অপজিশন এবং এর সাথে সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করা হলো এবং সকল পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের বিস্তারিত বক্তব্য শ্রবণ করা হলো।

প্রতিবাদী পক্ষ নং ১০, ১১, এবং ১৩-২৩ এর দাবী মূলত এই যে, তারা কেহই নদীর জায়াগায় ভবন এবং স্থাপনাদি নির্মাণ করে নাই। অত্র প্রতিবাদীগণ সকলেই জোরালোভাবে বলতে চাচ্ছেন যে তারা কেহই অবৈধ দখলদার নন। অত্র প্রতিবাদীগণের উপরিল্লিখিত দাবী বিবেচনা করতে হলে দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ ভিন্ন বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই। এ এইচ সিকদার বনাম বাংলাদেশ ব্যাংক (৩১ ডিএলআর (এডি)-৩০৩) মোকদ্দমায় আপিল বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

> *"There is a long line of decisions in favour of the view that the High Court should not enter into disputed question of fact nor decide any question as to title which require investigation into facts and taking of elaborate evidence."*

শামসুন্নাহার সালাম ও অন্য বনাম মোঃ ওহিদুর রহমান [(৫১ ডিএলআর (এডি)-১৯৯৯ পাতা ২৩২] আপিল বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

> *" A writ Court cannot and shoud not decide any disputed question of fact which requires evidence to be taken for settlement."*

উপরিল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় তৎসংক্রান্তে রীট আদালত বিশেষ এখতিয়ারে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করবে না। অত্র মামলায় ১০, ১১ এবং ১৩-২৩ নং বিবাদীর সকল বক্তব্যই সাক্ষ্য প্রমাণ উপর নির্ভরশীল যা একমাত্র দেওয়ানী আদালতেই নিতে পারে। ফলে অত্র প্রতিবাদীপক্ষগণের বক্তব্য বিবেচনা করা গেল না।

অপরদিকে ১২ নং প্রতিবাদীর মূল বক্তব্য হলো সরকার থেকে বৈধভাবে বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়ে তারা অত্র ভূমিতে আইনগতভাবে দখলদার নিযুক্ত আছে।

সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জীব বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

অর্থাৎ সংবিধান রাষ্ট্রকে বনের, জীববৈচিত্র্যের, বন্যপ্রাণীর, সমুদ্র, সমুদ্রসৈকত, নদ-নদীর, খাল-বিল, নালা, ঝিল এবং জলাভূমির মালিকানা প্রদান করে নাই। উপরিল্লিখিত সম্পদ সংশ্লিষ্টতায় রাষ্ট্রের অবস্থান হলো শুধুমাত্র একজন ট্রাষ্টির আইনি অবস্থানের মত, যার অবশ্য কর্তব্য হলো জনগণের পক্ষে উক্ত সম্পদসমূহের রক্ষা এবং উন্নতি সাধন করা। যেহেতু ১২ নং প্রতিবাদী পক্ষকে প্রদত্ত লীজ দলিলের তফসিল সংশ্লিষ্ট জমি পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি তথা জনগণের সম্পত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্র উক্ত সম্পত্তির মালিক নন শুধুমাত্র ট্রাষ্টি তথা আমানত গ্রহীতা, সেহেতু সরকার কর্তৃক ১২নং প্রতিবাদী পক্ষকে প্রদত্ত পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির (Public Trust Property) হস্তান্তর দলিল বা লীজ দলিল একটি বেআইনী দলিল। অর্থাৎ দলিলটির সৃষ্টিই হয়েছে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের

পরিপন্থীভাবে তথা সংবিধান পরিপন্থীভাবে তথা বেআইনীভাবে। সেহেতু এটি ছিল শুরুতেই বাতিল একটি দলিল তথা *void abinitio*। যে দলিলটি শুরুতেই বাতিল দলিল তার উপর ভিত্তি করে ১২ নং প্রতিবাদীপক্ষ কোন প্রতিকার পেতে পারে না।

নদ-নদী না থাকলে পানি থাকবে না। পানি না থাকলে মাছ থাকবে না। আমাদের পুষ্টির সবচেয়ে বড় অংশ মৎস্য আহরণ থেকে আসে। পানি না থাকলে নৌকাসহ সকল নৌ যান বন্ধ হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ নৌকার মাঝিসহ সকল নৌ-যান শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। পানি না থাকলে কৃষক কৃষি কাজ করবে কিভাবে? বাংলাদেশ যেমন নদীমাতৃক দেশ তেমনি বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ধানসহ সকল রবি শস্য পানি ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব। পানি না থাকলে ধান চাষসহ সকল রবি শস্য চাষ বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোটি কৃষক এক কথায় বেকার হয়ে যাবে যা ভাবাই যায় না। নৌপথ হল সবচেয়ে সাশ্রয়ী বাহন। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পাশাপাশি পণ্য পরিবহনে নৌ পথের বিকল্প নেই।। এখনও আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশী পণ্য নৌ পথে পরিবহন করা হয়। পানি না থাকলে এসব পণ্য কিভাবে পরিবহন হবে ভাবা যায়?

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, জলাভূমি ব্যাপক অবদান রেখেছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সৈনিক এবং অফিসার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের মত নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, জলাভূমি নাই। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আমাদের পরিবেশের সাথে তথা আমাদের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, জলাভূমি এর সাথে অভ্যস্ত ছিল না। অপরদিকে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যারা এই মাটিরই সন্তান তারা অভ্যস্ত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, জলাভূমিতে অভ্যস্ত না থাকায় এবং যুদ্ধের মাঝামাঝি বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় আমাদের পক্ষে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করা এবং যুদ্ধ জয় করা অনেক সহজ হয়।

নদী রক্ষায় বিআইডব্লিউটিএ কতটুকু সক্ষম? বিআইডব্লিউটিএ এর চোখের সামনে যখন নদীগুলো ভরাট হচ্ছে তখন আমরা বিআইডব্লিউটিএ-এর কোন তৎপরতা দেখি না। নদী দখল কারা করে? আমরা দেখি নদ-নদী দখল কোন শ্রমিক করে না, কোন কৃষক করে না, কোন মজুর করে না। কোন সাধারণ মানুষ করে না। আমরা দেখি নদী দখল করে বিত্তশালী ব্যক্তি, বড় বড় কোম্পানী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ। নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিএডিসিসহ পরিকল্পনা কমিশন, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও এতগুলো মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর এর সম্মুখে নদ-নদী দখল হচ্ছে ক্রমাগতভাবে।

নদী দখল ও দূষণকারী এবং তাদের সহায়তাকারী গুটিকয়েক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের কারণে ক্রমাগতভাবে আমাদের নদ-নদী, খাল-বিল দখল এবং দূষণ হয়ে আসছে এবং তা এখনও চলমান। এ সকল দখলকারী এবং তাদের সহায়তাকারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করত তাহলে তুরাগ নদীতে এমন দখল ও দূষণ হতে পারত না। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সচিত্র প্রতিবেদন থেকে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, নদী নিয়ে কানা মাছি খেলা হচ্ছে। হাইকোর্টের রায় ও আদেশে কর্তৃপক্ষ নদী দখলদারকে উচ্ছেদ করার কিছু দিন পর আবার পুনরায় দখল হয়ে যাচ্ছে।

নদী দখলের প্রধান কারণগুলো হলো প্রথমত জনগণ এর নিকট স্পষ্ট নয় নদীগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন কোন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। বর্তমানে নদ-নদীর উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। এতদ্‌ভিন্ন নদী দখল ও দূষণকে অপরাধ গণ্য করে কোন সুনির্দিষ্ট আইনও নেই। স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভার কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চোখের সম্মুখে নদী দখল হচ্ছে। একে অন্যের উপর দায়িত্ব ও দোষ চাপিয়ে প্রকারন্তরে প্রত্যেকেই নদী দূষণ ও দখলদারকে নদী দূষণ ও দখলে সাহায্য সহযোগিতা করছে।

এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.২০১৮ তারিখের ১০ম জাতীয় সংসদের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ১১(৫-৮) নং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবর রহমান হাওলাদার মহোদয়ের সভাপতিত্ব ১০ম জাতীয় সংসদের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ১১(৫-৮)নং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

তারিখ ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০১৮
বার/সময় ঃ সোমবার/সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত সদস্যের তালিকা নিম্নরুপঃ
০১। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০২। জনাব জগন্নাথ দাস খোকন, সচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৩। জনাব ইকরামুল হক, পরিচালক (পরিবীক্ষণ-১), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৪। জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, পরিচালক (অর্থ ও পরিবীক্ষণ-২), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৫। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, উপপরিচালক (গবেষনা ও পরিবীক্ষন), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৬। জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৭। জনাব মোঃ সহিদুজ্জামান, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৮। জনাব মোঃ সোহেল রানা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

২।সভার আরম্ভে কমিশনের সভাপতি চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যসহ সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর দশম জাতীয় সংসদে গঠিত নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫২তম সভার ১১(৫-৮) সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শুনান। সভাপতি বলেন যে, নদীর জমি CS পর্চাতে RoR (Record of Rights) যথাযথভাবে রেকর্ডভুক্ত আছে। CS এর পরবর্তীতে RS রেকর্ড-এ পর্চা

অনুসারে নদীর জমির মালিকানা জেলা কালেক্টরের নামে আছে এবং সেটিই বিধান। এ সকল RoR- এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করা দরকার। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব কোর্টকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪ (ক) সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরীপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SASTA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ কর নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা যাচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩। তা সত্ত্বেও এসব নদীর জমির অবৈধভাবে দখল, পুনঃদখল নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ ঘটেই চলেছে। কালবিলম্ব ব্যতিরেকে এসব অবৈধ কর্মকান্ড বন্ধ করে নদী রক্ষার্থে নাব্যতা আনয়নের কাজ সুনিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপর ১২ (ক)-(ড)-তে অর্পিত কার্যাবলী নির্বাহের বাস্তবিক প্রয়োজনের জন্যস্বার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনে যথোপযুক্ত সংশোধন আনতে হবে যা প্রায়োগিক সংশ্লিষ্টতা স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর বা অন্য কোন সংস্থা নদী সংক্রান্ত কোন প্রকল্প বা কাজ করলে নদী কমিশন হতে সম্মতি/অনুমোদন নিতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের ১২(ক) অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় নিয়ে সমন্বয়মূলক সভায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নাম, নদীর সংজ্ঞা, কমিশন আইন সংশোধনের খসড়া প্রণয়ন এবং আইনের অধীনে বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরুপভাবে কমিটি গঠন করা হলো:-

১.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য	আহ্বায়ক
২.	সদস্য (অবৈতনিক) সকল	সদস্য
৩.	সচিব	সদস্য
৪.	পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৫.	পরিচালক (পরিবীক্ষণ)	সদস্য
৬.	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য
৭.	উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ)	সদস্য-সচিব

৪। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ১১(৫)ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর একটি বাস্তবসম্মত নামকরণের নিমিত্ত সম্ভাব্য কয়েকটি নামের প্রস্তাব কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নাম এবং নদীর সংজ্ঞা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পেশ করবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সচেতন জনগণের মতামত গ্রহণার্থে ওয়েব সাইট/অনলাইন, বিজ্ঞাপন এ লক্ষ্যে প্রকাশ করতে হবে।

৫। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ১১(৬)ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর মামলা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুপারিশ করা হয়ঃ

আলোচনার চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ সংশোধনের সিদ্ধান্ত উক্ত স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত হয়। কমিশনের উপর অর্পিত আইন বলে প্রদত্ত কার্যাবলী [১২ (ক)-(ড)] কার্যকররুপে বাস্তবায়ন করতে হলে এবং বস্তুত পক্ষে নদী দখল, পানি ও পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধ করতে হলে আইনের সংশোধন ব্যতীত বিকল্প নেই। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, পত্র-পত্রিকায় সুশীল সমাজসহ পরিবেশ সংগঠন , নদী রক্ষায় নিয়োজিত সমিতিসহ দেশের সচেতন নাগরিক সমাজের পর্যায়ক্রমিকভাবে উত্থাপিত দাবীর প্রেক্ষিতে উক্ত আইনের সংশোধনী এনে নদী রক্ষা কমিশনকে নদী, পানি ও পরিবেশ রক্ষায় শক্তিশালী করে গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেই সংগে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, সার্ভে আইন ১৮৭৫, পানি আইন ২০১৩, পরিবেশ আইন ২০১০, বন্দর আইন ১৯০৮, মেরিন কোর্ট আইন, দন্ড বিধি, উচ্ছেদ বিষয়ক ও নদীর অবৈধ দখল সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বিশ্লেষণ করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

(ক) কমিটি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধনের নিমিত্তে খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, সার্ভে আইন ১৮৭৫, পানি আইন ২০১৩, পরিবেশ আইন, বন্দর আইন, মেরিন কোর্ট আইন, দন্ড বিধি, নদী সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বিশ্লেষণ করবে।

(খ) নদী রক্ষা স্পেশাল কোর্ট গঠনের খসড়া আইন প্রণয়নকালে কমিটি নিম্নরুপ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবেঃ

(i) অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধার এবং দূষণরোধের ক্ষমতা;

(ii) নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ বিষয়ক Criminal Offence এর শাস্তির বিধান;

(iii) ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের ন্যায় নদী, নদীর তীরবর্তী জমির মালিকানা ও RoR, দিয়ারার জরিপ বিষয়ক বিশেষ ক্ষমতাসহ Quasi-Judicial Power;

(iv) মাঠ প্রশাসনসহ দেশের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতসমূহ তথা কালেক্টরের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে যাতে কোনরুপ সাংঘর্ষিক না হয় সেটিকে বিবেচনায় রেখে এবং তাদেরকে সহায়তামূলক (In aid to Collector's and Magistrate eviction responsibilities) সংশোধনী আনয়ন;

(গ) ৮টি স্পেশাল কোর্ট স্থাপিত করার এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন স্পেশাল কোর্টের প্রশাসনিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুপারিশকরণ। সংশোধিত কমিশন আইনের প্রাধান্যের বিষয়টি আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(ঘ) উপরোক্ত কমিটি সমুদয় কার্যাবলি সম্পাদন করে খসড়া প্রণয়নপূর্বক কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট পেশের ব্যবস্থা নিবে।

৬। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ১১(৭)ঃ বাংলাদেশের নদীসমূহের ডিজিটাল এবং কম্পিউটারইজড ডাটাবেজ তৈরী করা সুপারিশ করা হয়;

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, স্বল্প ব্যয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO) এর মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নদী সংক্রান্ত ডিজিটাল Database প্রস্তুত করতে হবে; কারণ নদী, খাল, বিল, হাওর-বাওড়সহ জলাশয়ের হাইড্রো-মরফলজিক্যাল সমীক্ষা এর মাধ্যমে করাই শ্রেয় যৌক্তিক। তবে যেক্ষেত্রে SPARRSO এর সুযোগ সীমিত সেক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন-CEGIS/IWM/WARPO) সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে। ঢাকার চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ের সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী ২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করণার্থে Integrated Technological Approach এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার প্রস্তাব প্রেরণের জন্য SPARRSO কে অনুরোধ করতে হবে। এরপর SPARRSO এর সাথে MoU করা যেতে পারে।

ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নদী, খাল, বিল, জলাশয়ের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে RS/GIS পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য ভান্ডার নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর-বাওর ও মৃতপ্রায় সকল জলাধারের প্রস্তুত ও ডাটাবেজ ম্যাপসহ সংগ্রহ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে SPARRSO এর ঢাকা এবং এর চারপাশের নদ-নদীর তথ্যাবলী এবং সারা বাংলাদেশের নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও জলাধারের তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিশনে প্রেরণ করবে। অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সংস্থা/দপ্তর/অফিস/গবেষণা দল/স্থানীয় থেকেও এসব তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। যার ভিত্তিতে এ কমিশন স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। সকল বিভাগীয় এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি SPARRSO এর মাধ্যমে হাইড্রো-মরফলজিক্যাল জরীপের জন্য SPARRSO এর নিকট পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানাতে পারে। উল্লেখ্য যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯ এর রায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকার চারপার্শ্বে নদীর সীমানা চিহ্নিত করে তাতে Walk Way/Pavement তৈরি করতে হবে। এ নির্মাণ কাজ বিআইডব্লিউটিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ সম্পন্ন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

(ক) কমিশনের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভাগীয় ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে; অবিলম্বে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করতে হবে। বিগত ৪ মাসে দেশের সকল বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা, সেমিনার ও সরেজমিন পরিদর্শন চিত্র ও তথ্যাদি এবং কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সুপারিশমালা যথার্থ পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্তগুলো দৃঢ়করণ করতে হবে এবং নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(খ) দেশের নদ-নদী, খাল, বিল, জলাশয়ের উপর নতুন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন এবং এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিএডিসিসহ অন্যান্য সংস্থা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন এবং মতামত গ্রহণ করবেন। নদী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদনের সভায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি-কে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(গ) ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে SPARRSO স্যাটেলাইটের সাহায্যে RS/GIS উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে (ক) ঢাকা ও ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর (খ) সারা দেশের নদ, নদী, খাল, বিল, জলাশয়ের ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয় এবং জীববৈচিত্র্য বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ কার্যক্রমের জন্য SPARRSO সহ অন্যঅন্য সংস্থার সংগে যৌথভাবে সমন্বয়ের স্বার্থে কাজ করবে; প্রয়োজনে সঙ্গে কামিশনের MoU স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) বৃহত্তম জনস্বার্থে সমন্বয়ের জন্য দেশের নদ, নদী, খাল, বিল, জলাশয়ের উপর প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে কমিশন হতে 'অনাপত্তি' সনদ গ্রহণের বিধান, প্রয়োজনে আইন সংশোধনপূর্বক ও বিধিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করে নিশ্চিত করবে।

৭। <u>সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ১১(৮)</u>ঃ সারা দেশের নদীসমূহের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত স্ব-স্ব এলাকার লোককে দায়িত্ব দেয়ার পরামর্শ প্রদান করার সুপারিশ করা হয়ঃ

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, তিনি সাম্প্রতিক রংপুর বিভাগের অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদাহারন টেনে বলেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক নদ-নদী ও জলাধারের পূর্বাপর হালনাগাদ তথ্যচিত্র স্বল্প ব্যয়ে সহজেই সংগ্রহ ও প্রকাশের বহুবিধ কার্যে ব্যবহারের জনস্বার্থে নদী/জেলা/বিভাগভিত্তিক স্থানীয় গবেষণা দলকে তালিকাভুক্ত করে দায়িত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ রিভারাইন সমিতির আহ্বায়ক এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.তুহিন ওয়াদুদ উত্তরাঞ্চলের নদ-নদী বাস্তবিক তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক রংপুর বিভাগীয় সেমিনারে প্রশংসনীয় তথ্য ভান্ডার উন্মোচিত করেন। এভাবে দেশের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলের নদ-নদীর বাস্তব অবস্থা ও কার্যকারণ গবেষণা পত্র প্রণয়নে দেশের সকল বিভাগ থেকে অবিলম্বে প্রস্তাব আহ্বান করতে হবে। উক্ত রংপুর বিভাগীয় সেমিনারে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন, যা সেমিনারের বিশেষত্ব ও সুধীজন কর্তৃক প্রসংশিত হয়েছিল। দায়িত্ব তার নেতৃত্বে অর্পণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া বাপাসহ বিভিন্ন সংস্থা নদী সংক্রান্ত তথ্য বিভাগীয় এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অধিকন্তু উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কার্যক্রম জোরদার থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রাখা সমীচীন। তিনি আরো বলেন যে, দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, প্রাকৃতিক জলাধার বিষয়ক একটি সাধারণ Database সকলের জ্ঞাতার্থে অবিলম্বে তৈরী করা হবে।

(ক) তিনি আরও মতামত ব্যক্ত করেন যে-দেশের সকল বিভাগ হতে নদ-নদীর অতীত এবং বর্তমান তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি বিভাগ হতে আগ্রহী, যোগ্য ও দক্ষ গবেষক/গবেষণা দল/সংস্থা থেকে প্রস্তাব আহ্বানপূর্বক তা যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ড. তুহিন ওয়াদুদকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনপূর্বক সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণার্থে চলতি অর্থ বছরেই অনুরোধ করা যায়।

এবং (খ) ইউনিয়ন পর্যায়ে নদী রক্ষা কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রাখতে হবে।

বাস্তবায়নঃ ১। সার্বক্ষণিক সদস্য।

২। সচিব

৩। পরিচালক (পরিবীক্ষণ-১)/পরিচালক (পরিবীক্ষণ-২)

৪। উপ-পরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ)।

<u>বিবিধঃ</u>

ক) চেয়ারম্যান বলেন যে, এ কমিশনের কার্যক্রমের প্রশাসনিক এবং আইনের ১২ ধারায় (ক-ড) অর্পিত কার্যাবলী, বিশেষ করে নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় আরো ০২ জন সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়োগ দরকার। এক্ষেত্রে বর্তমান অবৈতনিক সদস্যদের মধ্য থেকেও সেই ব্যবস্থা চালু করার স্বার্থে আইনের সংশোধনী আনা যেতে পারে। এছাড়াও প্রত্যেক অবৈতনিক সদস্যকে অফিসে বা অনুষ্ঠিতব্য সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ সহ ইত্যাদি কাজে ব্যবহার, আনা-নেয়ার জন্য ৩টি সিডান কার/মোটরযান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

খ) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের পদমর্যাদা হতে হবে অপরাপর সাংবিধানিক কমিশন যেমন- Public Service Commission (PSC), নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর ন্যায্য হওয়া আবশ্যক। এ কারণে ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স এ চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণ

করতে হবে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সভায়/স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এসব বিষয়ে কমিশনের কার্যের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরামর্শ রয়েছে।

(ক) কমিশনের আরো ২টি সার্বক্ষণিক সদস্যের পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে হবে।

(খ) কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(গ) তিন জন অবৈতনিক সদস্যদের কমিশনের কাজে যাতে ব্যাপক ও সুবিস্তৃত কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখতে পারেন সেজন্য তাদের জন্য ৩টি সিডান কারের প্রস্তাব অবিলম্বে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ ১। সচিব

২। পরিচালক (প্রশাসন)

৩। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৮
ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

নং- ১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০১.১৪-৩৯৮ *তারিখ* *৩১জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫*
১৪ জুন ২০১৮

বিতরণ (কার্যার্থে)ঃ

০১। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

০২। জনাব জগন্নাথ দাস খোকন, সচিব ও পরিচালক (প্রশাসক), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

০৩। জনাব ইকরামুল হক, পরিচালক (পরিবীক্ষণ-১), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

০৪। জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, পরিচালক (অর্থ ও পরিবীক্ষণ-২), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

০৫। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ)/(প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

০৬। জনাব মোঃ সহিদুজ্জামান, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

০৭। জনাব মোঃ সোহেল রানা, সহকারী পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

অনুলিপিঃ

০১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার, উপসচিব (চবক) ও কাউন্সিল অফিসার)।

০২। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (মহোদয়ের অবহিতির জন্য)।

০৩। দপ্তর নথি (সংরক্ষণার্থে)।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
১৪/৬/২০১৯
জগন্নাথ দাস খোকন
সচিব
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
দূরালাপনীঃ ৫৮৩১৪১০৮

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিগত ইংরেজী ০৯.০৯.২০১৮ তারিখে মন্ত্রীপরিষদ সচিব বরাবরে প্রেরিত পত্র নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

চেয়ারম্যান,
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৮ইং

সরকারী পত্র নম্বর ১৮.২০.০০.০০.০১৮.১৬.০০২.১৪-৬৩৫
শ্রদ্ধেয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়,
সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

১। আপনি সম্যক অবগত আছেন যে, সরকারের বদান্যতায় নদ-নদী রক্ষায় জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২৯নং আইন) এর ৩ (১) ধারা অনুসারে ৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিশন আইনের ১২ ধারায় (ক)- (ড) পর্যন্ত উপধারাসমূহে কমিশনের ১৩ দফা কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে (আইনের কপি সংযুক্ত)। কমিশন আইনের অধীনে নদীর অবৈধ দখল ও পুনর্দখল রোধ, নদী ও নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখা এবং পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও উক্তরূপ নানাবিধ অনিয়ম রোধ এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, নৌপথকে নৌপরিবহনযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ১২ (ক) ধারায় কমিশনকে নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়ে সাধন ও এ লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত আইন বলে অর্পিত এসব কার্যক্রম ও দায়িত্বাবলি নির্বাহে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগসমূহ যেমন-নৌপরিবহন/পানি সম্পদ/ ভূমি কিংবা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কমিশনের মুখ্য স্টেকহোল্ডার (Stakeholder) হিসাবে বিবেচ্য। উক্ত স্টেকহোল্ডার মন্ত্রণালয়/ বিভাগসহ অধীনস্থ সকল দপ্তর/ অধিদপ্তর এবং মাঠ প্রশাসনে বিভাগীয়/ জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নদী সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয়/পরিদর্শন/ তদারকি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে পালনার্থে এ কমিশনকে প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সংযুক্তির আবশ্যকতা অপরিহার্য ও অগ্রাধিকার বিবেচ্য।

৩। কমিশন কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে দেশে নদ-নদীর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণসহ নদীগ্রাসের চরম প্রবণতা লক্ষণীয়। এ প্রবণতা প্রতিরোধ করা নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং তদাধীন সংস্থা মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের আন্তরিক সমন্বিত সহযোগিতা এবং একইসংগে আইনের ন্যায়ানুগ কঠোর প্রয়োগ ব্যতিত তা সম্ভব নয়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগ জেলা/উপজেলা/ নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। এ সকল কাজে যথারীতি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক আওতায় থেকেই এসব মাঠ প্রশাসন কার্য নির্বাহ করে থাকে। আইনানুগভাবেই কমিশনের নদী সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির সাথে উক্ত মাঠ প্রশাসন কার্যতঃ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। দুর্নীতি দমন কমিশনকেও তাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় নিরপেক্ষভাবে কর্ম নির্বাহের সুযোগ দেয়া হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় সংযুক্তিপূর্বক স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সংগে কর্ম নির্বাহ করাই যৌক্তিক ও বিধিসম্মত এবং তা আইনের ১২ (ক) ধারার কার্যাবলি সম্পাদনের সংগে গভীরভাবে অনুগামী, সাযুজ্য ও সংযুক্তিপূর্ণ।

৪। জাতীয় নদী কমিশন আইন, ২০১৩-এ কমিশনের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় নির্ধারিত নেই। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বর্তমানে অলিখিতভাবে বাজেট বরাদ্দসহ প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করে চলছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের ১২ (ক) ধারামতে নদী সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। সেই ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ও ভূমি/পানি সম্পদ/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ন্যায় একটি স্টেকহোল্ডার এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নদী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকেও এইরূপ কমিশনকে সমন্বয় করতে হয়। সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা/পরামর্শ উন্নয়নের নামে/অজুহাতে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও প্রাকৃতিক জলাধার কোনক্রমেই অবৈধভাবে দখল করা যাবে না/বরদাস্ত করা হবে না, বাস্তবায়নে এ কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯ রীট পিটিশনের রায়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠনের নির্দেশনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত ও প্রতিফলিত। তাই এ কমিশনের কার্য নির্বাহে সমন্বয়ের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আনায়ন জরুরি। উক্ত যে কোন স্টেকহোল্ডার- মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থেকে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সংগে দায়িত্ব নির্বাহ নদ-নদীর তীরভূমি রক্ষাসহ নাব্যতা আনয়ন, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ নানাদিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিব্রতকর বলে কমিশনের নিকট বিবেচিত।

৫। উপর্যুক্ত বিষয়াবলি সুবিবেচনায়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আইনের শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানো, আইনবলে অর্পিত সমন্বয়ের দায়িত্ব নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও ন্যায়পরায়নতার মাধ্যমে সুনিপুন প্রয়োগ করার মানসে এবং নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ (স্টেকহোল্ডার)-গুলির দায়িত্ব সমন্বয় সাধনের মহৎ উদ্দেশ্যকে ফলদায়ক করার বৃহৎ জাতীয় স্বার্থেই এ কমিশনের প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংগে সংযুক্তির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতা ও পরামর্শ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জাতীয় সার্থেই গভীরভাবে প্রত্যাশা করছে।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছান্তে

মন্ত্রীপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
ফোন ঃ ৪৯৩৪৯৬৭৬

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপরিল্লিখিত বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.২০১৮ তারিখের কার্যবিবরণী এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিব বরাবরে বিগত ইংরেজী ০৯.০৯.২০১৮ তারিখে প্রেরিত পত্রে বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও পরামর্শগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে আমাদের বিশ্বাস নদী দূষণ ও দখল প্রতিরোধ অনেক সহজ হবে।

বিআইডব্লিউটিএ সহ সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে যে, জনগণের অর্থে জনগণের সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তুরাগ নদীর পাড়ে প্রাসাদসম বাড়ী, ছোট-বড় বাণিজ্যিক শিল্প কারখানা এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ এত বিশাল আকার ধারণ করল? এসব স্থাপনা একদিনে তৈরি হয়নি, লেগেছে দীর্ঘসময়। এ দীর্ঘ সময় ধরে অবৈধ দখলদাররা তাদের অবৈধভাবে নদী ভরাট এবং দখল করে চলেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীল সরকারি ব্যক্তিগণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ এ ব্যাপারে ছিল নিশ্চুপ কোন এক অজানা কারণে। তাই দায়ী সকল ব্যক্তিদের জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করা জরুরী।

বলা হয় যে, সে শহর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান যে শহরের পাশ দিয়ে কিংবা মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। আমাদের ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে একটি নয় দুটি নয় চার চারটি নদী প্রবাহিত। ঢাকার চারপাশের চারটি নদীর যথাযথ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারলে ঢাকা বহু পূর্বেই সিঙ্গাপুরের চেয়েও সুন্দর নগরীতে পরিণত হত। দুর্ভাগ্য এই যে আমরা আমাদের সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করছি ক্রমাগতভাবে নদী দখল এবং দূষণের মাধ্যমে। ঢাকা শহরকে রক্ষাসহ এবং এর চারপাশের নদী রক্ষা করতে হলে ঢাকার উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ অবশ্যই কমাতে হবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী সিদ্ধান্তটি হবে তা হল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে দূরে কোন সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে যাওয়া। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল প্রথমে ফিলাডেলফিয়া যা পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাগিদে নিউ ইয়র্ক এবং আরও পরে ওয়াশিংটন ডি সি তে স্থানান্তরিত হয়। তেমনি মালয়েশিয়া তার রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে সরিয়ে পুত্র জায়ায় স্থানান্তর করে ।

নদ-নদী সম্পর্কে আমাদের সকলের মনের অনেক জানা অজানা প্রশ্নের জবাব আমরা পাব মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক কর্তৃক লিখিত এবং ''কথাপ্রকাশের'' জসিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত ''**বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতিপ্রকৃতি**'' শীর্ষক বই থেকে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ উক্ত বই থেকে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

ভূমিকা

বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। এখন এই নদীর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। সে সুবাদে নদী এবং সমুদ্রের সমন্বয়ে আমরা বিপুল জলসম্পদের অধিকারী হয়েছি। নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা সৃষ্ট এই বদ্বীপটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, সুরমা-কুশিয়ারা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদনদীর মাধ্যমে দেশের বাইরের অববাহিকা (ক্যাচমেন্ট) থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ (১.২ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার) পানির সঙ্গে এক বিলিয়ন টনেরও বেশি পলি পরিবাহিত হয়। এর পরোক্ষ প্রভাবে তীরবর্তী অববাহিকার ফসলি জমিন যেমন উর্বর হয়ে ওঠে, তেমনি নদনদীর তলদেশ ভরাট হয়ে সৃষ্টি করছে অচলাবস্থার। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে

সংঘটিত হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, নদীভাঙ্গনের মতো ভয়াবহ ঘটনা। প্রকারান্তরে যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে করছে ব্যাহত।

এই সমস্ত নদী জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের সাথে। একদিকে যেমন নদীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে নৌচলাচল, জনপদ রক্ষার প্রতিরক্ষা বাধঁ, বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ, অন্যদিকে তেমনই নদীকে উপজীব্য করে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের অর্থনীতি, জীবনাচার এবং তৎসম্পৃক্ত সাহিত্য জগৎ। এ সমস্ত নানাবিধ করণে নদী সম্পর্কিত জানার আগ্রহ কম-বেশি সকলের মাঝে বিরাজমান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দীর্ঘদিন আমরা নদীর প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কেই ছিলাম অজ্ঞাত। নদী বিধৌত এই বদ্বীপে আদতে নদীর সংখ্যা কত, তা নিয়েই সন্দেহ-সংশয়েরও শেষ নেই। এখনো কেউ কেউ এদেশকে তেরশ নদীর দেশ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কেউবা নদীর সংখ্যা ৭০০ বা ৩০০-তে নির্ধারন করে রেখেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে নদীগুলোকে সংখ্যাবদ্ধ করেছে এবং প্রতিটি নদীর একটি পরিচিতি নম্বর দিয়েছে। এই সুকর্ম সাধনের ফলে নদীর সংখ্যাবিষয়ক সংশয় হয়েছে অনেকটাই দূরীভূত। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী দেশে নদনদীর সংখ্যা এখন ৪০৫। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যায়ে নদীগুলোকে অবস্থান অনুযায়ী বিভাজনকরত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদী, উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নদী, পূর্ব-পাহাড়ি অঞ্চলের নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নদীগুলোকে প্রবাহের প্রকৃতি ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে। ১. প্রধান নদী : বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মূল নদীসমুহ । যেমন- গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-কুশিয়ারা। ২. উপনদী : যেসব নদী প্রধান নদী বা অন্য কোন নদীতে পতিত হয় (পানি গ্রহণ করে), সেসব নদী প্রধান প্রধান নদী বা অন্য কোন নদীর উপনদী। যেমন- তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার হলো ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর উপনদী। ৩.শাখানদী : যেসব নদী প্রধান নদী বা অন্য কোনো নদী হতে উৎসারিত হয় (পানি গ্রহণ করে), সেসব নদী প্রধান নদী বা অন্য কোন নদীর শাখানদী। এসব নদী সংশ্লিষ্ট মূল নদীর প্রবাহ নিষ্কাশনে সহায়তা করে এবং এলাকার বন্যার প্রকোপ হ্রাস করে থাকে। যেমন- আড়িয়াল খাঁ নদ হলো পদ্মা নদীর শাখানদী। ৪. আন্তঃশাখানদী : এসব প্রধান নদী বা অন্য কোন নদী থেকে উৎসারিত হয়ে পুনরায় একই নদীতে পতিত হয়। যেমন- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুলিমাখালি নদী হলো বুড়িশ্বর-পায়রা নদীর একটি আন্তঃশাখানদী। ৫. স্বাধীন নদী : এ নদীগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে এদের একটি নিজস্ব অববাহিকা আছে এবং এসব নদীর প্রবাহ অন্য কোন নদীতে পতিত না হয়ে সোজাসুজি সমুদ্রে পতিত হয়। কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মতামুহুরী, বাকখালী এ ধরনের নদী। ৬. মোহনা : সমুদ্রের সাথে নদীর সঙ্গমস্থলকে মোহনা বলে। মোহনা এলাকায় জোয়ার-ভাটার প্রবাহ, নদীর প্রশস্ততা এবং লবণাক্ততা নদীর উজান অংশের চেয়ে অনেক বেশি। যথা- রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, শিবসা-পশুর, বলেশ্বর ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল প্রায় ১০০০ কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত।

<u>বাংলাদেশের নদনদীর উৎপত্তি</u>

একটি দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন নির্দিষ্ট ভূখন্ড গড়ে ওঠে, তেমনই একটি দীর্ঘতর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নদী। আমাদের নদীগুলোও তেমনই এক দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে এক এক অঞ্চলের নদী এক

এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে ক্রমশ বিকশিত হয়ে বয়ে চলছে এই বদ্বীপের বুকে। নদীর উৎপত্তি, বাংলাদেশের বর্তমান নদনদী। বাংলাদেশের অতীতকালের নদনদী, আদর্শ নদীর ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া, ভূ-আন্দোলন এবং উত্তরবঙ্গের নদনদী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নদনদীসমূহ উন্মেষ সম্পর্কিত বিষয়ে লিখেছেন সৈয়দ মাজহারুল হক। নদী সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর তথ্যবহুল বাংলাদেশের নদী গ্রন্থটি এক্ষেত্রে অনেকটা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। সে কারণে এ বিষয়ক আবশ্যিক অংশ এখানে উপস্থাপনা করা হলো।

নদীর উৎপত্তি

বাংলাদেশের নদনদী সম্বন্ধে কিছু বলার আগে নদীর উৎপত্তি এবং এর সাথে ভূপ্রাকৃতিক এবং ভূতাত্ত্বিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণত নদী বলতে এমন একটি জলধারাকে বোঝায়, যা কোন পর্বত বা হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নদীখাত খনন করে তার পথ তৈরী করে এবং পরবর্তী সময় সমুদ্রে বা হ্রদে পতিত হয়। নদী তার পথ এমনভাবে তৈরী করে, যাতে উৎপত্তিস্থল থেকে যেসব নুড়ি, বালি, পলি প্রভৃতি আহরণ করে তা অতিসহজে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারে। নদীর এই পথ তৈরী করতে কোনো সময় ক্ষয় বা কোনো সময় অবক্ষেপণের আশ্রয় নিতে হয়। নদী এভাবেই আবহমানকাল ধরে পৃথিবীপৃষ্ঠকে ক্ষয় করে চলছে। তার কাজ শেষ হবে তখন, যখন সমস্ত নদী-অববাহিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমি বা সমভূমি-প্রায় অঞ্চলে পরিণত হয়। তাই নদীর এই কাজকে আরেকভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন- ভূমিকে বহন করে সমুদ্র নিয়ে যাওয়া (To carry the land to the sea)। নদীকে মানব জীবনের সাথে তুলনা করা যায়। মানব জীবনকে যেমন- যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য- এই তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, নদীকেও তদ্রূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর সাথে নদীর বিভিন্ন অবস্থায় গঠিত ভূমিরূপের কথাও বলতে হয়। কোনো ভূখন্ডের সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থানের সাথে সাথে নদীর কাজ আরম্ভ হয় এবং এ কাজ ততদিন চলতে থাকে,যতদিন না তা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ কাজটুকু শেষ করতে একটি নদীর যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় নদীর স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র । এই স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র চলাকালে যে বিভিন্ন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাকে যৌবন, পরিপক্ক এবং বার্ধক্য নামকরণে আখ্যায়িত করা হয়।

নদীর যৌবন অবস্থাঃ *এ অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয় এবং বহন। সাধারণত পার্বত্য অবস্থাতেই নদীর যৌবনকাল। এ সময় নদী বড় বড় পাথর বহন করে নিয়ে আসে। এসব পাথরের ঘর্ষণে নদীর তলদেশে ক্ষয় পেয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে গিরিখাত ক্যানিয়ন এবং জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়।*

নদীর পরিপক্ব অবস্থাঃ *এ অবস্থায় নদীর নতিমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে নদীর বেগ এবং সাথে সাথে বোঝা বহন করার ক্ষমতাও কমে যায়। সাধারণত নদীর উপত্যকীয় অবস্থাকেই নদীর পরিপক্ব অবস্থার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এ অবস্থায় গিরিখাত, খরস্রোত জলপ্রপাত প্রভৃতি আর নদীপথে দেখা যায় না। পাহাড়গুলো এবং এর মধ্যবর্তী জলবিভাজিকার উচ্চতাও পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায়।*

নদীর বৃদ্ধাবস্থাঃ *এ অবস্থায় নদীর ক্ষয় করার ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। সাধারণত একে নদীর সমভূমি অবস্থার সঙ্গে সমন্ধযুক্ত করা হয়। এ অবস্থায় ভূমিরূপে একঘেয়ে ঢালু অঞ্চলে পরিণত হয়। তবে কোথাও কোথাও ক্ষয়িত অবশিষ্ট হিসেবে কিছু কিছু*

উচ্চভূমি দেখা যায়। বৃদ্ধাবস্থায় নদীর গতিমাত্রা এত বেশি কমে যায় যে, নদী সামান্য বাধা পেলেই তার গতিপথ পরিবর্তন করে। নদী এ অংশে এঁকেবেঁকে চলে এবং পথে পথে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ অবক্ষেপণ। এ সময় প্রায়ই বর্ষাকালে নদীর স্বাভাবিক পাড় প্লাবিত করে নদী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বালি, পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন সমভূমির সৃষ্টি করে। মানুষের যেমন যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বৃদ্ধাবস্থা আছে তেমনই নদীরও সেসব অবস্থা রয়েছে। তবে একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে, মানব জীবনে কোনো ব্যক্তিবিশেষের একই সঙ্গে যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধাক্য এই তিনটি অবস্থা থাকতে পারে না। কিন্তু নদীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশের বর্তমান নদনদীসমূহ

বাংলাদেশে প্রবাহিত সব নদনদীই আন্তর্জাতিক। এদের উৎসমুখ বাংলাদেশের বাইরে রয়েছে, কিন্ত সব নদীই বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বাংলাদেশের নদীগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা - ক. হিমালীয় নদী খ. অহিমালীয় নদী।

হিমালীয় নদীসমূহঃ

যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) সিসটেমঃ *যমুনা- মূলনদী ব্রহ্মপুত্রেরই বাংলাদেশের প্রবাহিত অংশবিশেষ। ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের মালভূমিতে অবস্থিত মানস সরোববের নিকটবর্তী চেমাইয়াংডুং হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তৎপর সানপো নামে প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমির ওপর দিয়ে পূর্বদিকে প্রায় এক হাজার মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ দক্ষিণ দিকে ঘুরে প্রায় ৪৪২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সদিয়ার নিকট আসামে প্রবেশ করে আসাম উপত্যাকার প্রথমে ডিহাং এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নামে পশ্চিমদিকে প্রায় ৪৫০ মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর, গারো পাহাড়ের নিকট হঠাৎ দক্ষিণে বাঁক নিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর যমুনা নামে ১৫০ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়ার পর গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত প্রথমে পদ্মা নামে চাদঁপুরের নিকট মেঘনার সঙ্গে এবং পরে উক্ত ত্রিধারা মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। যমুনার একটি শাখা পুরনো ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে।*

উৎপত্তিস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ মাইল। এর প্রধান উপনদীগুলোর মধ্যে তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই ও সুবর্ণশ্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাখা নদীর মধ্যে ধলেশ্বরী এবং প্রশাখা নদীর মধ্যে বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যার নাম করা যেতে পারে। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বিশাল অংশ নিয়ে যমুনার অববাহিকা গঠিত। এর উপনদীগুলোর প্রত্যেকটিরই উৎসমুখ বাংলাদেশের বাইরে রয়েছে তাই এর উপনদী এবং শাখা নদী সমন্বয়ে গঠিত স্বাভাবিক নিষ্কাশনের বিস্তৃতির জন্য এর নামের সঙ্গে সিসটেম আখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

উৎপত্তিস্থল থেকে সদিয়া পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ণ যৌবনকাল। সদিয়া থেকে কুড়িগ্রাম জেলায় বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের মধ্যগতি বা উপত্যকীয় অবস্থা। একে ব্রহ্মপুত্রের যৌবন এবং পরিপক্ব অবস্থার মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। রংপুর জেলার কিছুটা দক্ষিণ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনার নিম্নগতি বা সমভূমি অবস্থা। এ অংশটুকুকে বার্ধক্য অবস্থা বলা হয়।

পদ্মা (গঙ্গা) সিসটেমঃ *গঙ্গা নদী ভারতের হিমাচল প্রদেশে গোমুখ বিন্দুর নিকটবর্তী ১২৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত হিমালয়ের গঙ্গোত্রি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রথমে দুটি*

ধারায় গঙ্গোত্রি হিমবাহ থেকে বেরিয়ে আসে, একটি ভাগীরথী, অপরটি অলকানন্দা। রামায়ণে উল্লেখ আছে, প্রথমে গঙ্গানদীকে স্বর্গ থেকে মর্তে আনয়ন করার মতো সাহস কারো ছিল না, কারণ গঙ্গার ধারা বহন-করা এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অবশেষে, শিবের সহায়তায় রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তো আনয়নে সাহসী হলেন এবং শিবের মাথার জটায় প্রথমে ধারণ করে পরে ধীরে ধীরে সপ্তধারায় একে মর্ত্যে সঞ্চারিত করেন। এজন্য গঙ্গার এক না ভাগীরথী এবং স্বর্গ থেকে গঙ্গা এসেছে বলে একে অলকানন্দা নামেও অভিহিত করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায় গঙ্গাকে পবিত্র নদী বলে মনে করে। তারা গঙ্গাকে জাহ্নবী নামেও আখ্যায়িত করে থাকে।

ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলিত স্রোত গঙ্গা নামে দক্ষিণ-দিকে প্রবাহিত হবার পর হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে নেমেছে। অতঃপর উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদের নিকট পদ্মা ও ভাগীরথী নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কলকাতার দক্ষিণে হুগলি নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পক্ষান্তরে, গঙ্গার প্রধান অংশটি রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে বাংলাদেশের প্রবেশ করেছে। পরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হওয়ার পর প্রথমে গোয়ালন্দের নিকট যমুনার সঙ্গে, পরে চাদঁপুরের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। উৎসমুখ থেকে সঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য ১৫৫৭ মাইল। গঙ্গার প্রধান যেসব উপনদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাদের মধ্যে যমুনা, কালী, কর্ণালী, ধর্মরা, গন্ডুক এবং কুশী প্রধান। যেসব উপনদী দক্ষিণের উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে চম্বল, বেতওয়া ও শোনের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব উপনদী উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পদ্মার উপনদীর মধ্যে মহানন্দা এবং পুনর্ভবা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার শাখা নদীর মধ্যে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার গড়াই, আড়িয়াল খাঁ এবং প্রশাখা নদীর মধ্যে মধুমতী, পশুর ও কপোতাক্ষ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

উৎপত্তিস্থল থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা নদীর উচ্চগতি বা পার্বত্য অবস্থা। এটিই গঙ্গা নদীর যৌবনকাল। হরিদ্বার থেকে ভারতের রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার মধ্যগতি। এ অংশকে গঙ্গার পরিপক্ব অবস্থা বলা যেতে পারে। রাজমহল থেকে চাদঁপুর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর (পদ্মা) নিম্নগতি। সত্যিকার বার্ধক্য অবস্থা আরম্ভ হয়েছে গঙ্গা যেখানে পদ্মা এবং ভাগীরথী এ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এরপর পদ্মা দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর প্রাককালে একে একে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, গড়াই এবং আড়িয়াল খাঁর উদ্ভব হয়। এতে করে পদ্মার পানি ওই সব শাখা নদীর দ্বারা বাহিক হয়ে সমুদ্র চলে যাওয়ার ফলে পদ্মা তার তীব্র গতিধারা হারিয়ে ধীরে ধীরে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। গঙ্গা একটি বৃহৎ নদী। গঙ্গা এবং তার অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী ভারতের হিমাচল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশ নিয়ে এক বিরাট অববাহিকা গঠন করেছে। তাই এর নামের সাথে সিসটেম আখ্যাটি যুক্ত করা সত্যিকার অর্থে সার্থক হয়েছে।

অহিমালীয় নদীসমূহঃ *যেসব নদী হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়নি, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত এ রকম নদীর মধ্যে মেঘনা, কর্ণফুলি, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

মেঘনা নদীঃ *আসামের পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত বরাক নদী আসামের বদরপুরের নিকট সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে সিলেট জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত*

হয়েছে। মারকুলির নিকট একসঙ্গে মিলিত হয়ে কালনি নামে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর ভৈরববাজারের নিকট পুরনো ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারন করে। পরে চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সংগে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। সুরমাসহ মেঘনার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৫০ মাইল। মেঘনার প্রধান প্রধান উপনদীর মধ্যে সোমেশ্বরী, কংস ও গোমতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনু কুশিয়ারার উপনদী। মেঘনার শাখানদীগুলোর মধ্যে তিতাস ও ডাকাতিয়ার নাম করা যেতে পারে। মারকুলির কাছে যেখানে সুরমা ও কুশিয়ারা পরস্পর মিলিত হয়েছে, উৎস হতে উক্ত স্থান পর্যন্ত মেঘনার উচ্চগতি বা পার্বত্য অবস্থা বলা যেতে পারে। তৎপর কালনি নামে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের যেখানে পুরনো ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে, সে পর্যন্ত মেঘনা নদীর মধ্যগতি বা পরিপক্ক অবস্থা বলা যায়। এরপর মেঘনা যেখানে চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে- সেটাকে তার পরিপক্ব অবস্থার অন্তর্গত করা যায়। মেঘনা বাংলাদেশের এমন একটি নদী, যার উদ্যমে এখনো ভাটা পড়েনি।

ভারতের আসাম, বাংলাদেশের ময়মনসিংহের পূর্বাংশ, সিলেট, কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মেঘনা তার উপনদী এবং শাখা নদীসহকারে যে স্বাভাবিক নিষ্কাশন প্রণালি গঠন করেছে, এটাই মেঘনা অববাহিকা।

কর্ণফুলি নদীঃ *আসামের লুসাই পাহাড়ে উৎপন্ন হয়েছে । সমান্তরালভাবে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আসামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বরকলের কিছু উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে তৎপর দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে পাহাড়শ্রেণির সাথে আড়াআড়িভাবে পথে গিরিখাত তৈরী করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর উপনদীগুলোর মধ্যে কাসালং, মইনী, চিংড়ি এবং রানখিয়াং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্ণফুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। আসাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সবটুকুই কর্ণফুলির উচ্চগতি বা পার্বত্য অবস্থা। এ অংশটুকু কর্ণফুলির যৌবনকাল। চট্টগ্রামের সমতল অংশটুকুকে এর নিম্নগতি বা সমভূমি অবস্থা বলা যায়।*

সাঙ্গু নদীঃ *এই নদী বর্মা-বাংলাদেশ সীমানায় আরাকানের পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে পাহাড়শ্রেণীর সাথে সমান্তরালভাবে উত্তর-পশ্চিমে অনেকদূর প্রবাহিত হওয়ার পর বান্দরবানের নিকট দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। পরে চট্টগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর কর্ণফুলি নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। চট্টগ্রামের নিম্নভূমিতে পড়ার আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটুকু সাঙ্গু নদীর পার্বত্য অবস্থা বা উচ্চগতি। এটাই তার যৌবনকাল। মোহনার নিকটবর্তী অংশকে নিম্নগতি বা সমভূমি অবস্থা বলা যায়।*

মাতামুহুরী নদীঃ *এটিও পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বার্মার সীমানায় উৎপন্ন হয়েছে। পাহাড়শ্রেণির সাথে সমান্তরালভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা নামক স্থানে দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তৎপর, চিড়িঙ্গার নিকট চট্টগ্রামের সমতলে নেমে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। চট্টগ্রামের কিছু সমতল অংশ ছাড়া বাকিটুকু এর পার্বত্য অবস্থা বা উচ্চগতি এবং এটাই মাতামুহুরীর যৌবনকাল।*

বাংলাদেশের অতীত নদনদীসমূহঃ *বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক যুগে নদনদীসমূহের উৎপত্তি ও অবস্থান ভালোভাবে জানতে হলে ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয় । এ কথা সভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগতি বিচারের বেলায় যেমন প্রযোজ্য, নদীর ক্ষেত্রেও তেমনই। বাংলাদেশের অতীতের নদনদী সম্বন্ধে ভূ-তত্ত্ববিদ এবং ভৌগোলিকদের যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। কিন্ত বাংলাদেশের অতীতের নদনদী সম্বন্ধে কিছু বলা বেশ কঠিন। এজন্য অতীতকালের প্রত্ন-ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। তবে এ বিষয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। এটি প্রাকভূমিরূপে নদী । হিমালয় পর্বতের উত্থানের বহু পূর্বে থেকেই এটা বিদ্যমান ছিল। তাই আমাদের দেখতে হবে, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে হিমালয়ের সম্বন্ধ কি রকম।*

হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি মোট ৫টি বা তার চেয়ে বেশি ভূ-আন্দোলনের ফল বলা যেতে পারে। প্রথম আন্দোলন সংঘটিত হয় ভূ-তাত্ত্বিক ক্রিটেশিয়াস (১৩ কোটি ৫০ লাখ বছর আগে) যুগের শেষের দিকে। দ্বিতীয় আন্দোলন ইয়োসিন (৬ কোটি বছর আগে) কালের শেষের দিকে। সবচেয়ে বড় হিমালীয় গিরিজনি সংঘটিত হয়, মধ্যমায়োসিন (২ কোটি ৫০ লাখ বছর আগে) কালে। এ সময়ই হিমালয় পর্বত তার নিজস্ব অবয়ব ধারণ করে। এবং টেথিস সাগর উপমহাদেশের মানচিত্র থেকে চিরকালের জন্য মুছে যায়। চতুর্থ আন্দোলন সংঘটিত হয় পায়োসিন (১ কোটি ১০ লাখ বছর আগে) কালের শেষের দিকে এবং পঞ্চম আন্দোলন সংঘটিত হয় পিস্টোসিস (১০ লাখ বছর আগে) কালের তুষারযুগের প্রথম দিকে। খুব সম্ভবত পঞ্চম আন্দোলনের পূর্বেই মানুষ আবির্ভূত হয়েছে। পাকিস্তানের পটোয়ার এবং ভারতের কাশ্মীর ও নর্মদা উপত্যকায় মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি বছর আগেই ব্রহ্মপুত্র নদ উপমহাদেশে প্রবহমান ছিল ক্রিটেশিয়াস যুগে প্রথম হিমালয়ী আন্দোলনের ফলে। বর্তমান বঙ্গোপসাগরের উত্তরে বর্মা ও আসামে দুটি অগভীর উপসাগর এবং ম্যবর্তী উচ্চভূমির সৃষ্টি হয়। যথা- বর্মা উপসাগর এবং আসাম উপসাগর। আসাম উপসাগরের কাছাকাছি তৎকালীন ব্রহ্মপুত্র নদের এবং বর্মা উপসাগরের কাছাকাছি উরাবতী নদীর মোহনা ছিল। এবং এগুলো ইয়োসিনকালের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী ইয়োসিনকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান সমুদ্র গ্রাসের আওতায় আসে। অনেকে মনে করেন, সে সময় রংপুরে ঢাল অঞ্চল নামে একটি উচ্চভূমি ছিল। উক্ত অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের সবটুকুই সমুদ্র গ্রাসের অন্তর্ভূক্ত হয় । এর সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ, ভূ-তত্ত্ববিদগণ সিলেটের লালঘাট, টাকেরঘাট এবং বাগালিবাজার অঞ্চলে আবিস্কৃত চুনাপাথরের বিষয় উত্থাপন করেন। এছাড়া বগুড়ার জয়পুরহাট অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের ১৬৮৫ ফুট নিচে ইয়োসিনকালের চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই মনে করা হয়, ইয়োসিনকালে উক্ত দুটি অঞ্চলের অগভীর সমুদ্রে ফোরামিনিপারা নামে একশ্রেণীর ক্ষুদ্র জীব বাস করত। মৃত্যুর পর এদের খোলস পুঞ্জীভূত হয়ে চুনাপাথর গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয় । কিন্ত উক্ত দুটো অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও এ পর্যন্ত ফোরামিনিপারাজনিত চুনাপাথর আবিস্কৃত হয়নি। তাই সম্পূর্ণ বাংলাদেশ ইয়োসিনকালে সমুদ্রের আওতায় ছিল এ কথা না বলে, বরঞ্চ উক্ত সময়ে বাংলাদেশে দুটি উপসাগর ছিল- এটাই বলা যুক্তিসঙ্গত। যথা : সিলেট উপসাগর এবং বগুড়া উপসাগর।

নিকটবর্তী উৎস অঞ্চল থেকে ক্ষয়িত পললসমূহ উল্লিখিত উপসাগরদ্বয়ে বহন করে আনার জন্য নিশ্চয়ই সে সময় ওই সময়কার নদীর কোনো অস্তিত্ব আজ আর নেই । তবে সিলেট

অঞ্চলে হিমালীয় নদী ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা-প্রশাখা যে বিদ্যমান ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার ওলিগোসনকালে (৪ কোটি বছর আগে) আসাম ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলে যে ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়, তার ফলে আসামে বরাইল পাহাড়ের উৎপত্তি হয়। এরই ফলে, তৎকালীন সমুদ্র আসাম এবং সিলেট অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ করে অনেক দক্ষিণে সরে আসে।

মায়োসিন কালের (২ কোটি ৫০ লাখ বছর আগে) প্রথম দিকে পুনশ্চঃ সমুদ্র গ্রাস সংঘটিত হয় এবং তৎকালীন রংপুর ঢাল ছাড়া প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই এর আওতায় চলে আসে। এ সময় বঙ্গ অববাহিকার পশ্চিমাংশ একটি মহীসোপানে এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশ একটি অগভীর সমুদ্রে পরিণত হয়। ফলে উল্লিখিত অংশদ্বয়ে সামুদ্রিক পললের সঞ্চয়ন ঘটে। এই পললের মধ্যে বালি, পলি এবং কর্দম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মধ্য-মায়েসিন পর্যন্ত উল্লিখিত অগভীর সমুদ্রে পলল বহন করে আসার জন্য সে সময় অসংখ্য নদনদী বর্তমান ছিল। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশ আজ আর নেই। তবে এ সময় ব্রহ্মপুত্র এবং ইরাবতী নদী যে বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মপুত্র এবং ইরাবতী নদী যথাক্রমে শিলং মালভূমির এবং বর্মার শান মালভূমির শিলারাশি ক্ষয় এবং বহন করে পূর্বাংশের অগভীর সমুদ্রে সঞ্চয় করতে থকে। ওই সমস্ত পললই পরে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। একেই আসামের সুরমা গ্রুপের শিলারাশির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে উল্লিখিত, দক্ষিণ-পূর্বাংশের অগভীর সমুদ্রে যে পলল বঞ্চিত হচ্ছিল, তা উপরোক্ত মায়োসিনকালের ভূ-আন্দোলনের ফলে উত্থিত হয়ে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্ট-গ্রামের পাহাড়শ্রেণির সৃষ্টি করে এবং তৎকালীন সমুদ্র আরো পশ্চাদপসারণ করে অনেক দক্ষিণে সরে আসে।

<u>আদর্শ নদীর বদ্বীপ গঠন</u>

বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমি বলে আখ্যায়িত করা হয়। অনেকে একে কতকগুলো উপ-বদ্বীপের সমষ্টি বলেও মনে করে। আবার অনেক ভূগোলবিদের মতে, এটি একটি জটিল বদ্বীপ। সাধারণত মনে করা হয় পদ্মা (গঙ্গা) যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনা নদী তার উৎসমূল থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের সীমানায় পৌছার আগ পর্যন্ত যেসব ভূ-খন্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেসব স্থান থেকে প্রচুর পরিমানে নুড়ি এবং পলি বহন করে নিয়ে এসেছে। এসব পলল সমুদ্রের মোহনায় নানাভাবে অনীত হয়। সাধারণত তিনভাবে ক্ষয়িত পদার্থগুলো নদনদী দ্বারা বাহিত হয়। যথা-

ক. যেসব ক্ষয়িত পদার্থ পানি থেকে ভারী হয় এবং নদীর স্রোত যদি প্রবল থাকে , সেক্ষেত্রে ওই সব নুড়িপাথর জলপ্রবাহের তোড়ে নদীর তলদেশে দিয়ে নদী মোহনায় আনীত হয়।

খ. যদি ক্ষয়িত পদার্থগুলো পানি থেকে হালকা হয়, সেক্ষেত্রে তা ভাসমান অবস্থায় সমুদ্রে নীত হয়।

গ. আর এক শ্রেণির পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় মোহনায় নীত হয়। যথা- সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি লবণ জাতীয় দ্রবণ। এক কথায় উক্ত তিন শ্রেণির পদার্থ সমষ্টিগতভাবে নদীর বোঝা গঠন করে।

পৃথিবীর সব নদী তার মোহনায় বদ্বীপ গঠন করতে পারে না। যেসব নদীর মোহনার জেয়ার-ভাটা খুব প্রবল নয় বা যে পরিমাণ পলল কোনো নদী দ্বারা বাহিত হয়ে সাগর সঙ্গমে আনীত হয় যদি তার সবটুকু অন্তঃস্রোত দ্বারা বাহিত হয়ে অন্যত্র চলে না যায়, সেক্ষেত্রে সাধারণত উক্ত নদীর মুখে বদ্বীপ গঠিত হয়। এছাড়া সমুদ্রের লবনাক্ত পানিও

বদ্বীপ গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। যেসব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় বাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত, হয় এরা সমুদ্রের লবণাক্ত পানির সাথে বিক্রিয়ার ফলে ঘনীভূত হয়ে বদ্বীপ গঠনে সাহায্য করে। এভাবে নদীর দ্বারা বাহিত পলল সমুদ্রের মহীসোপানে স্তরে স্তরে জমতে থাকে। এই স্তরে স্তরে সঞ্চিত পলল পরবর্তী সময়ে নিমজ্জিত বাঁধের উৎপত্তি করে। তখন নদীর শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নবোত্থিত ভূখন্ডের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। একেই বলা হয় বদ্বীপ। সর্বপ্রথমে নীলনদের বদ্বীপটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। নীলনদ যেখানে সাগরবক্ষে পতিত হচ্ছে, সেখানে রোজেটা এবং ডিমিয়েটা নামক শাখা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী নতুন জেগে ওঠা স্থলভাগটি দেখতে অনেকটা গ্রিক অক্ষর ডেলটার মতো । সেজন্য এর নামকরণ করা হয়, ডেলটা। বাঙ্গালিরা একে মাত্রাহীন ব এর মতো ধারণ করে বলেই একে বদ্বীপ নামে আখ্যায়িত করে। তবে ব-দ্বীপ দেখতে নানা রকম হতে পারে। যেমন- মিসিসিপি নদীর বদ্বীপ দেখতে অনেকটা পাখির পায়ের মতো সে জন্য, একে বলা হয় পক্ষি-নদ বদ্বীপ। বদ্বীপ প্রধানত তিন প্রকার স্তর দ্বারা গঠিত। যথা-

ক. মূল শিলাস্তরের ওপর সঞ্চিত সরু কর্দম বা পলি দ্বারা গঠিত নিচের সারি।

খ. পলি বা বালি দ্বারা গঠিত তির্যকস্তরের সম্মুখ সারি।

গ. সম্মুখ সারির ওপরে পাতলা সমান্তরাল স্তর দ্বারা গঠিত ওপরের সারি।

ভূ-আন্দোলন এবং উত্তরবঙ্গের নদনদীসমূহ

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ভূ-আন্দোলনের প্রচন্ডতা অনেক কমে গেছে। তাই মানব জাতি এখনো টিকে আছে। তবে ভূ-আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে থেমে গেছে বললে ভুল হবে। এখনো হিমালয়, আন্দিজ, রকি, আটলাশ প্রভৃতি ভাঁজ পর্বত এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বত্র যে মৃদু ভূ-আন্দোলন প্রায়ই অনুভূত হচ্ছে তা-ই ভূ-কম্পন বা ভূমিকম্প। এ সমস্ত মৃদু ভূ-আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে ভূ-ত্বকের এবং নদীখাতের পরিবর্তন এমনভাবে সংঘটিত হয় যে, তা সহজে কারো কাছে ধরা পড়ে না। তবে ভূ-তত্ত্ববিদ ও ভূগোলবেত্তাগণ, ভূ-সংস্থানের এবং তার ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদনদীর পরিবর্তন সহজেই ধরতে পারেন। এখন দেখা যাক, বাংলাদেশের নদনদী এই মৃদু ভূ-আন্দোলনের দ্বারা কতটুকু প্রভাবান্বিত হয়েছে।

মেজর জেমস রেনেল ১৭৬৩ সাল থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অবিভক্ত বঙ্গদেশের একটি ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরী করেন। ওটি ১৭৮১ সালে প্রকাশিত হয়। রেনেলের মানচিত্রে যেসব নদীর অবস্থান দেখানো হয়েছিল, বর্তমান মানচিত্রের সাথে তুলনা করে দেখা গেছে তাতে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর অবস্থানের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ওই সব নদনদী আগের গতিপথ পরিবর্তন করে নতুন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীখাতের এই পরিবর্তনের জন্য ভূ-আন্দোলনকেই দায়ী করা হয় বটে, তবে এর কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এজন্য ভূগোলবেত্তাগণ তাঁদের যুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। রেনেলের ১৭৭০ সালের ম্যাপে জেনাই নদীকে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা নদী হিসাবে দেখানো হয়। তখন ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রেনেলের ম্যাপ এবং বর্তমান বরেন্দ্রভূমির ম্যাপের তুলনা করলে ওই অঞ্চলের নদনদীর গতি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এখানকার প্রধান নদনদীর মধ্যে রয়েছে তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, মহানন্দা এবং পুনর্ভবা, তিস্তা, করতোয়া, এবং আত্রাই বর্তমানে যমুনার উপনদী এবং মহানন্দা ও পুনর্ভবা পদ্মার উপনদী। কিন্তু রেনেলের ম্যাপে এ রকম ছিল না। এখানে উল্লেখ্য, এসব নদীর উৎস রয়েছে বাংলাদেশের বাইরে। রেনেলের ম্যাপ পর্যালোচনা

করলে দেখা যায়, আজ থেকে প্রায় তিনশ বছর আগে নাগর নদী করতোয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল এবং বরেন্দ্রভূমির ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে ভূ-আন্দোলনের ফলে নাগর নদী করতোয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তার পূর্বের আধিপত্য হারিয়ে বর্তমানে স্থানীয় একটি স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়েছে।

১৭৭০ সালের রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়, তিস্তা জলপাইগুড়ির কাছে কয়েকটি শাখার বিভক্ত হয়েছেঃ

ক. চেপা-পুনর্ভবার গতিপথ ধরে পশ্চিমদিকে,

খ. আত্রাই নদী দক্ষিণ দিকে এবং

গ. যমুনা দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হতো।

এই তিনটি নদীই তৎকালে গঙ্গায় মিলিত হতো, অর্থাৎ ওই তিনটি নদী ছিল গঙ্গার উপনদী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথমে আত্রাই তারপর পুনর্ভবা এবং সর্বশেষে ছিল যমুনা। লা-টোচের মতানুসারে ১৭৮৭ সালের কাছাকাছি সময়ে বরেন্দ্রভূমির উত্থানজনিত কারণে যে ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয় তার ফলে এ অঞ্চলের নদনদীরও গতিপথ পরিবর্তিত হয়। সত্যি কথা বলতে, ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্তনকেই মুখ্য বলে মনে করা উচিত। সুতরাং আমরা এ কথা অনেকটা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে এক সময় মধুপুর গড় এবং বরেন্দ্রভূমি একটি মাত্র ব্লক ছিল। তখন ব্রহ্মপুত্রের মুখ্য জলদ্বারা বর্তমান পুরনো ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা বাহিত হতো। তখন, মেঘনা ছিল ব্রহ্মপুত্রেরই একটি উপনদী এবং জেনাই ছিল তৎকালীন একটি ক্ষুদ্রকায় নদী মাত্র। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া, মহানন্দা এবং পুনর্ভর সব নদীই ছিল এক একটি বড় নদী। এরা বাংলাদেশের বাইরে ভারত থেকে পানি বহন করে নিয়ে এসে গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়ে একে উজ্জিবীত রাখত। কিন্তু বিগত তিনশ বছরে হিমালয় বা তার সন্নিকটবর্তী শিলং মালভূমি অঞ্চলে যে ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়, তার ফলে হিমালীয় নদী ব্রহ্মপুত্র পুনঃযৌবনপ্রাপ্ত হয়ে গতি পরিবর্তন করে নতুন খাতে জেনাই নামে মধুপুরের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। কালক্রমে ওই ক্ষদ্রকায়া জেনাই বিরাটকায় যমুনা নদীতে পরিবর্তিত হয় । যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে তিস্তা, করতোয়া এবং আত্রাইয়েরও গতিপথ পরিবর্তিত হয়। পুনঃযৌবনপ্রাপ্ত যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) উপরোক্ত তিস্তা, করতোয়া এবং আত্রাই নদীর পানি ছিনতাই করে নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে। ফলে উক্ত তিনটি নদী পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যমুনা নদীর উপনদীতে পর্যবসিত হয়।

<u>চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নদনদীসমূহ</u>

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নদনদীসমূহের বয়স বাংলাদেশের অন্য নদীগুলোর তুলনায় অনেক কম। বস্তুত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চলের অভ্যুত্থানের পরে এদের উৎপত্তি হয়েছে। সধারণভাবে এখানকার পাহাড়গুলো উত্তর-উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রলম্বিত। এগুলো ভাঁজ পর্বতের অন্তর্ভুক্ত। ভাঁজ বলতে কতকগুলো ঊর্ধ্বভাঁজ এবং অধঃভাঁজকেই বোঝায়। ভূ-প্রাকৃতিক চক্রের প্রাথমিক অবস্থায় ঊর্ধ্বভাঁজ সাধারণত পাহাড়ের চূড়া এবং অধঃভাঁজ নদী-উপত্যকা গঠন করে। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য-চট্টগ্রামের নদীগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধঃভাঁজ দখল করে পাহাড়শ্রেণির সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। পাহাড়গুলোর উঁচু অংশ দুটি নদী অববাহিকার মধ্যবর্তী জলবিভাজিকা রূপে কাজ করেছে। তবে নদীগুলো যেখানে মোড় নিয়েছে, সেখানে এরা ঊর্ধ্বভাঁজের চূড়াকে আড়াআড়িভাবে কেটে গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। যেমন কর্ণফুলি নদী

যে তিনটি স্থানে দিক পরিবর্তন করেছে, সে তিনটি স্থানে সীতা পাহাড়, চিলারডাক এবং বরকল উর্ধ্বভাঁজকে আড়াআড়িভাবে কেটে গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। অনুরূপভাবে, সাঙ্গু এবং এর উপনদী রুমাছড়া ল্যাফাজং, উর্ধ্বভাঁজ এবং চিম্বুক উর্ধ্বভাঁজকে কেটে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। মাতামুহুরী নদী লামাবাজারের নিকট ম্যানিভিন টুয়াং উর্ধ্বভাঁজের চূড়াকে গভীরভাবে কেটে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়েছে। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এরা প্রত্যেকেই এক একটি প্রাক ভূমিরূপ নদী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ওই নদীসমূহ যেসব গিরিখাত উৎপন্ন করেছে, তা খুব গভীর নয়। এতদ্ব্যতীত সেখানে এ রকম শিলা পাওয়া যায়নি, যা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ওই নদীত্রয় চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়শ্রেণির উৎপত্তির অনেক আগে থেকেই সেখানে প্রবহমান ছিল।

বস্তুত প্রাথমিক অবস্থায় কর্ণফুলি, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী প্রথমে ছড়ার আকারে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিচে নেমে আসে। পরে সম্মিলিতভাবে এক একটি নদীর সৃষ্টি করে এবং পাহাড়ের সাথে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে, ওই সমস্ত নদী হতে উৎপন্ন খরস্রোতা শাখা নদীর দ্বারা উর্ধ্বভাগে ক্ষয়সাধনের ফলে দুটি নদী অববাহিকার মধ্যবর্তী জলবিভাজিকা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়কার্য আরো প্রবল হয়, যখন পরবর্তী পায়োসি এবং পিক্টোসিনকালে যথাক্রমে চতুর্থ এবং পঞ্চম হিমালীয় গিরিজানিপ্রসূত প্রচন্ড ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়।

এর ফলেই কর্ণফুলি, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীর পুনঃযৌবনপ্রাপ্তি ঘটে। ওই সব নব যৌবনপ্রাপ্ত নদীগুলো পূর্ণতেজে উর্ধ্বভাঁজের চূড়াসমূহকে গভীরভাবে কেটে গিরিখাতের সৃষ্টি করে এবং গতি পরিবর্তনের দ্বারা সমসাময়িক অন্য আরেকটি নদীর পানি ছিনতাই করে নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে। ওই সব নব যৌবনপ্রাপ্ত নদীর দ্বারা অতীতে অপর নদীর পানি ছিনতাই এবং দিক পরিবর্তনকালে গভীর খাত খননকে প্রাক-ভূমিরূপে নদীর কাজ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

<u>নদ এবং নদী</u>

জলপ্রবাহকে আমরা দ্বিধারায় বিভাজিত করেছি। কোনোটিকে আখ্যায়িত করেছি নদী হিসেবে আবার কোনোটিকে নদ হিসেবে। এভাবে নামকরণের প্রবণতা পাশ্চাত্যে বা অন্য অনেক দেশ বা মহাদেশে নেই। পশ্চাত্যে সব নদীকেই রিভার বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো লৈঙ্গিক বিভাজন করা হয় না। আবার পরিসরগত দিক দিয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে অনেক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যে এমন অনেক নদী আছে যেগুলোকে আমরা সচরাচর খাল বলে থাকি। ব্রিটেনের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের বোল্টন অ্যাবেতে যে নদীটি বয়ে চলেছে বা ব্রাডফোর্ড শহরের কোল ঘেষে যে নদীটি বয়ে চলেছে, প্রশস্ততার দিক দিয়ে সে দুটি জলধারা ঢাকার পূর্বপ্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া নন্দা খালের চেয়ে অধিক প্রশস্ত নয় অথচ ওই জলধারা দুটি রীতিমত নদীর সম্মান নিয়ে বুক ফুলিয়ে বয়ে চলছে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া আরেক ডিগ্রি সরস। কুয়ালালামপুর শহরের বুক চিরে যে জল প্রবাহ বয়ে চলছে সেটি হাল আমলে অবলুপ্ত ফকিরাপুলের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ক্ষুদ্র খাল সদৃশ হলেও রীতিমতো নদীর মর্যাদা নিয়ে বয়ে চলছে। সেখানকার উতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এলাকায় দুই আড়াই ফুট প্রশস্ততার একটি জলপ্রবাহকেও ওদেশের লোকেরা নদী হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। এ ধরনের জলপ্রবাহকে আমরা নিছক নালা বলে সম্বোধন করে থাকি। এ ব্যাপারে উতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হামজার সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, যাহা প্রকৃতিগতভাবে উৎসারিত তাহাই নদী। এ ধরনের মনোবৃত্তি মেনে

নিলে আমাদের দেশে নদীর সংখ্যা যে লাখের কোটা ছাড়িয়ে যাবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এসব অন্য প্রসঙ্গ। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় নদীর লৈঙ্গিক পরিচিতি নিয়ে আবর্তিত। কেন আমরা কিছু জলধারাকে নদী এবং কিছু জলধারাকে নদ বলে চিহ্নিত করে থাকি, সে বিষয়ের স্বরুপ সন্ধানের জন্য যেতে হবে অনেক পিছনে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক জীবনাচারের নানা অনুষঙ্গ। ঝর্ণাধারা থেকে সৃষ্টিধারা শিরোনাম সংবলিত এ বিষয়ে যথাযথভাবে আলোকপাত করেছেন জনাব কলিম খান। তিনি লিখেছেন, ইউরোসেন্ট্রিক রিভার বনাম প্রাচ্যের নদনদী পশ্চাত্য রিভার বলতে বোঝে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলধারা। এই ব্যাপারে পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ খুবই স্পেসিফিক, সুনির্দিষ্ট। শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণরূপে সমাধান করে ফেলার কৃতিত্বের কারণে, তারা একরৈখিকতার চূড়ান্ত উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছেন। যে কোনো বস্তু বা বিষয়কে সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত করে একেবারে টু দ্য পয়েন্ট উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তারা। তাই স্পেডকে স্পেড বলবার গৌরবে তারা গৌরবান্বিত হয়েছেন। (স্পেশালাইজেশন)

কেবল তাই নয়, সমগ্র পরিবেশে, জড় জগতে, জীবজগতে এবং মানব সমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ঐ রিভারসমূহ কী কী ভূমিকা নির্বাহ করে ও কীরূপ প্রভাব ফেলে; প্রতিটি রিভারের ক্ষেত্রে সে সবের বিস্তারিত হিসাবে তারা দাখিলও করে দিতে পারেন। সেই কারণে, অন্যান্য সমস্ত বস্তু বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি রিভারের বেলাতেও তাদের চিন্তাকাঠামোটি যথার্থই স্পেসিফিক।

প্রাচ্যের নদনদীকে জানতে বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে ঝামেলা বাধায় পাশ্চাত্যের রিভার বিষয়ক ঐ চিন্তা কাঠামো। একে তো প্রাচ্যোর নদীগুলি কেবল নদী নয়, কেউ নদ কেউবা নদী, অর্থাৎ কেউ পুরুষ রিভার কেউ স্ত্রী রিভার; তাই আবার তাদের কারো কারো দারা-পুত্র-পরিবার বিদ্যমান। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের কথা সবাই জানেন।

কেবল তাই নয়, ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে কেউ আকাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় (আকাশগঙ্গা) তো কেউ পাতাল দিয়ে প্রবাহিত হয় (ভোগবতী), কেউ পতিতপাবনী তো কেউ পাশমুক্তিপ্রদায়িনী (বিপাশা), অনেকেই আবার দেবী বা গডেস পদবাচ্য। কারো জন্ম হয় দু ফোটা অশ্রুজলে তো, কারো জন্ম হয় গান শুনে গলে গিয়ে। পাশ্চাত্যের স্পেসিফিক রিভার-চিন্তা-কাঠামোর ভিতরে এই সকল নদনদীকে তাই কিছুতেই আটকানো যায় না।

অথচ আজকের দিনে যারাই প্রাচ্যের এই সকল নদনদী বিষয়ে জানতে বুঝতে যান, তারা তাদের মাথার ভিতরে পাশ্চাত্যের ঐ রিভার- চিন্তা-কাঠামোটি ভরে নিয়ে যান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই। অনন্যোপায় হয়ে ঐ কাঠামোটি ঝামেলা পাকায়। সে দাবি করে হয় নদকে বিসর্জন দাও, নয় নদীকে। দুটোকেই এই কাঠামোর ভিতরে স্থান দেওয়া যাবে না। কেননা, ইউরোসেন্ট্রিক রিভার চিন্তাকাঠামোর ভিতরে পুং-রিভার ও স্ত্রী-রিভারের জন্য পৃথক কোনো প্রকোষ্ঠ নেই। তাছাড়া, জলধারার আবার বিয়ে-শাদী বালবাচ্চা এসব হয় নাকি? ওসব বাদ দাও, ফেলে দাও। মনে রাখ, প্রবাহক্ষেত্রে মানেই ভূ-পৃষ্ঠ; আকাশবাহিনী পাতালবাহিনী- ওসব বাজে কথা। সর্বোপরি, জলধারার কোনো পবিত্রতা অপবিত্রতা হয় না, স্রেফ জলধারা হয়। সুতরাং পাপনাশিনী পাশমুক্তিপ্রদায়িনীদের এখানে কোনো জায়গা নেই, হবে না; ওদের বাদ দাও।

ইউরোসেন্ট্রিক -রিভার-চিন্তা- কাঠামোর এই দাবির কাছেই নদনদী অনুসন্ধিৎসুগণ অগত্যা নতিস্বীকার করেন। যেহেতু প্রাচ্যের নদনদীকে পাশ্চাত্যের চিন্তাকাঠামোর নিরিখে

দেখতে যান তারা, তাই অগত্যা তারা সিদ্ধান্ত করেন; রিভারের যা নেই, নদনদীর সেসব থাকলেও নেই। পাশ্চাত্যে-মানসের সঙ্গে সাম্য বজায় রাখতে গিয়ে, তারা নদকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েই ক্ষান্ত হন না; নদনদীর আর যত আচরণ স্বভাবচরিত্র রিভারের স্বভাবের সঙ্গে মেলেনা, তা সবই তারা পরিত্যাগ করেন কিংবা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং রিভার-এর প্রতিশব্দরূপে নদী শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে দেন। ফলে নদী শব্দটির অন্তর্নিহিত নিজস্ব অর্থটিও বিসর্জিত হয়ে যায়; নদীর শব্দ শরীরের ভিতর রিভার এর আত্মা ঢুকে পড়ে। ফল হয় এই যে, লোকে মুখে বলে নদী; আর মনে বোঝে রিভার। মাঝ থেকে প্রাচ্যের নদনদীর, কেবল লিঙ্গ হরণই হয় না, তাদের সমগ্র অঙ্গই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। প্রাচ্যের নদনদী শেষমেশ প্রাচ্যের-রিভার-এ পরিণত হয়ে যায়।

তাহলে কি প্রাচ্যের নদনদী ও পাশ্চত্যের রিভার আলাদা বস্তু? প্রাচ্যের নদনদীতে কি জল প্রবাহদি নেই? রিভারের মতো সেগুলোর উৎস, প্রবাহক্ষেত্রে, উপনদী শাখানদী, এসব নেই? অর্থাৎ রিভারের যা যা গুণাগুণ স্বভাবচরিত্র, প্রাচ্যের নদনদীসমূহের কি সে সকল গুণাগুণ নেই? গঙ্গা যমুনা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রদের খবরাখবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে, রিভাবের গুণাগুণ তাদের তো রয়েছেই, তবে সে গুণাগুণ গৌণ আর, মুশকিল হয়েছে বাড়তি গুণাগুণ তাদের রয়েছে এবং সেগুলিই মুখ্য। আর মুশকিল হয়েছে বাড়তিগুলোকে নিয়েই। ইউরোপকেন্দ্রিক রিভার ধারণা ঐ বাড়তিগুলোকে জায়গা দিতে অক্ষম। সেই কারণে, প্রাচ্যের নদনদী বিষয়ক আলোচনার উপর আগেভাগেই সেন্সর চাপে। নদী-নদীকে ছেটেঁ কেটে কেবলমাত্র ভূ-পৃষ্ঠবাহিনী নদী বানিয়ে রিভারের সমান করে নেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় আলোচনা, গবেষণা, থেকেই সেসবই পাওয়া যেতে থাকে। প্রাপ্তি হয়ে যায় সমান, দেখতে ভালো, শুনতেও ভালো।

কিন্তু এ রকম না হয়ে যদি উল্টো হতো? নদী-অনুসন্ধিৎসুগণ যদি তাদের মাথার ভিতরে প্রাচ্যের নদী-বিষয়ক চিন্তা কাঠামো ভরে নিয়ে নদী বিষয়ে জানতে বুঝতে যেতেন? সেক্ষেত্রে, স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তেমন চিন্তা কাঠামো কি প্রাচ্যের আছে? উত্তর হলো, নিশ্চয়ই আছে। যে কোনো দেশেরই তার নিজস্ব চিন্তাকাঠামো থাকেই। তার নিজস্ব অর্জন থেকে তার নিজস্ব একপ্রকার চিন্তাকাঠামো গড়ে ওঠে। তা দিয়ে সে তার মতো জগদ্দর্শন করে, তার নদী পাহাড় গাছপালাকে দেখে, বোঝে। প্রাচ্যেরও ছিল। নইলে এমন নদীর কথা প্রাচ্য জানলো কেমন করে, যার বাবা হয়, মা হয় বিয়ে হয়, সন্তান হয়, সেই সন্তানদের নিজের জলস্রোতে বিসর্জন দেবার প্রতিজ্ঞা হয় সেই প্রতিজ্ঞা পালিত হয়; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গও হয়, কী হয় না? কোন চিন্তাকাঠামোতে এমন নদীর কথাও স্বীকার করা সম্ভব হয়, যার কন্যা হয় এবং সে কন্যার নাম হয় সম্পদ বা লক্ষ্মী; সর্বপ্রকারের জলধারাই যেখানে সিন্ধু পদবাচ্য এবং তারা সর্বদা মধুক্ষরণ করে? পতিতপাবনী নদীর অস্তিত্বই বা কীরূপ চিন্তাকাঠামোতে স্বাভাবিক, ত্রিলোকব্যাপী যার জলধারা প্রবাহিত, যার জলে সারা ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত জনসাধারণ আজও পাপস্খলন করে থাকেন? তাহলে প্রাচ্যের সেই চিন্তাকাঠামোটিকেই সর্বাগ্রে জেনেবুঝে নেওয়া দরকার; যে চিন্তাকাঠামোর নদনদীর এবম্বিধ স্বভাবচরিত্র স্বাভাবিক প্রতীয়মান হয়। কেবলমাত্র তারপরই আমরা প্রাচ্যের ঐ সকল বহুরূপী নদনদীগুলিকে জানার চেষ্টা করতে পারি।

ইউরোসেন্ট্রিক আউটলুক বনাম প্রাচ্য-দৃষ্টিভঙ্গিঃ

উড়ছে হাঁটছে চলছে মারছে ধরছে-এইসব কথা বললে, আমরা প্রশ্ন করি কে, কে? উত্তরে যাকে পাওয়া যায়, ঐ ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করবার গৌরব তার। অর্থাৎ ওড়া হাঁটা চলা মারা ধরা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় না, যদি ঐ ক্রিয়াগুলির সম্পাদক

ক্রিয়াগুলির সঙ্গে না থাকে। তার মানে, আলো যেমন কারও উপরে পতিত হলে তবেই সেই আলোকে দেখা সম্ভব হয়, তেমনি ক্রিয়া দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় কেবল ক্রিয়াসম্পাদনকারীর আচরণে। পথিকের আচরণেই আমরা পথচলাকে দেখতে পাই। পথিককে বাদ দিয়ে পথচলা দেখতে পাওয়া অসম্ভব। ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে ক্রিয়া-সম্পাদককে কিংবা ক্রিয়া-সম্পাদককে বাদ দিয়ে ক্রিয়াকে দেখা যাবে না; বিধির নিয়ম । এর কারণ হলো, কার্যত ক্রিয়া ও ক্রিয়া-সম্পাদক এক যৌথ সত্তা। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যের অস্তিত্ব নেই। সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় বস্তুটিও একটি ক্রিয়ার সম্পাদনকারী-থাকা ক্রিয়া। সুতরাং বিশ্বজগতের সবকিছুই এক একটি দ্বৈত সত্তা, প্রত্যেকেই ক্রিয়া-কারী। প্রশ্ন হলো, ঐ দ্বৈত অস্তিত্বের কোন দিকটি আগে দেখা হবে? ক্রিয়ার দিকটি, নাকি সম্পাদকের দিকটি? ক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটির নাম হবে বিশেষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেই ক্রিয়ার দিক থেকে জগদ্দর্শন করলে, জগদ্বিষয়ে আপনার ক্রিয়াভিত্তিক চিন্তা কাঠামো গড়ে উঠবে। আর, ক্রিয়া-সম্পাদকের দিক থেকে জগদ্দর্শন করলে, জগদ্বিষয়ে আপনার গড়ে উঠবে বিশেষ্যভিত্তিক চিন্তাকাঠামো।

পন্ডিতেরা এই ব্যাপারটিকে আরেকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের মতে জগতের মূলত দুটি রূপ। একটি হলো তার বহিরঙ্গের রূপ, ফর্ম বা আধেয়, প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় প্রকৃতি। অপরটি হলো তার অন্তরঙ্গের রূপ, কনটেন্ট বা আধেয়; প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় একে বলে পুরুষ। ঐ প্রকৃতিতে দেহ এবং পুরুষকে আত্মাও বলে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই পুরুষটিকে ক্রিয়া এবং তার আধারকে প্রকৃতি বলা হয়েছে। জগতের ঐ বহিরঙ্গ দেখবার যে চোখ, তাকে বলে Out Look বা দেহ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জগতের অন্তরঙ্গ দেখবার যে চোখ তাকে বলে আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিচারে, কার্যত দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বা Out Look একই কথা এবং বিপরীতে আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিও আসলে একই কথা। প্রথম প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গিকেই ইউরোসেন্ট্রিক আউট-লুক বলে। ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে জগদ্দর্শনে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ, অত্যন্ত ও পটু। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণভাবে প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গি বলে। পন্ডিতদের মতে, দেহভিত্তিক জগতের দৈহিক রূপসমূহের দেখা মেলে, তাই এর সাহায্যে জগতের মর্ত্যরূপদান সম্ভব হয়। আর, আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগতের আন্তরিক রূপসমূহের দেখা মেলে, তাই এর সাহায্যে জগতের অন্তরীক্ষদর্শন সম্ভব হয়। মর্ত্যদর্শনের জন্য আমাদের মর্ত্যচোখ দুটিই যথেষ্ট। কিন্তু অন্তরীক্ষদর্শনের জন্য জগতের অন্তরে ইক্ষণ (দর্শন) ক রে দেখতে হয় এবং তার জন্য মর্ত্যচোখ দুটি বন্ধ রেখে আমাদের তৃতীয় নয়নটি ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে তাই কবির কথাই সত্যি, চোখ খুললে যায় না দেখা মুদলে পরিষ্কার। মোট কথা জগতের বহিরঙ্গ দেখতে হয় চোখ কুলে এবং জগতের অন্তরঙ্গ দেখতে হয় চোখ বুজে। ইউরোপের গৌরব তাই খোলা চোখে দেখায়, প্রাচ্যের গৌরব বন্ধ চোখে কগদ্দর্শন, প্রবৃদ্ধার্মির সুপ্ত। মনে রাখা ভালো, অন্তরীণ-দর্শনকেই স্বর্গদর্শন বলে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পাশ্চাত্যের মানুষেরা সাধারণভাবে জগৎকে দেহের/বিশেষ্যের/প্রকৃতি/আধারের দিক থেকে দেখতে অভ্যস্ত ও পটু; অতএব তাঁরা জগতের মর্ত্যরূপবিলাসী। আর প্রাচ্যের মানুষেরা সাধারণভাবে জগৎকে আত্মার/ক্রিয়ার/পুরুষের/আধেয়র দিক থেকে দেখতে অভ্যস্ত ও পটু; তাই তাঁরা জগতের অন্তরীক্ষবিহারী। সেই কারণে জগদ্দর্শনের ফলাফল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক নয়, আলাদা। পাশ্চাত্য জেনেছে জগতের আত্মার (মনের) খবর, সে খবর অপরিমেয়। দুটোকে

জুড়ে নিলে তাবেই জগদ্দর্শন সম্পূর্ন হয়। অতএব, নদী দর্শনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের উপলব্ধির সঙ্গে প্রাচ্যের উপলব্ধিকে জুড়ে নিতে হবে; নইলে নদীদর্শন সম্পূর্ণ হবে না।

সুতরাং আমরা যে আজ নদী দেখতে বেরিয়েছি, আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা মর্ত্যবিলাসী হবো, নাকি অন্তরীক্ষবিহারী হবো, নাকি আমাদের দুটোই চাই। প্রথম ক্ষেত্রে, যাঁরা পাশ্চাত্যের দেহভিত্তিক আউট-লুকে জগদ্দর্শনে পটু, এবং অতএব জগতের মর্ত্যরূপজ্ঞ, তাঁরা আমাদের সহায়তা করতে পারেন, ইতিমধ্যে করেছেনও যথেষ্ট। কিন্তু জগতের অন্তরীক্ষবিহারের পথে বিস্তর বাধা। আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগদ্দর্শন করতে গিয়ে পাওয়া সমস্ত উপলব্ধিই আমাদের বহুকাল ক্রমাগত সংস্কারের তলায় ও ইংরেজির আক্রমণে বিধবস্ত বাংলা ভাষার ধবসংস্তুপের তলায় চাপা পড়ে গেছে। একটি মাত্র উপায়, বুলডোজার দিয়ে ঐ ধংসস্তূপ সরিয়ে সেই চাপা পড়া উপলব্ধিগুলিকে পুনরুদ্ধার করে, তবে অন্তরীক্ষেবিহার করবার চেষ্টা চালানো। সে ক্ষেত্রে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি নামে ঐ বুলডোজারটি আমাদের অধিকারে এসেছে। অতএব, তাই নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে, আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাপ্ত জগদ্দর্শনের উপলব্ধিগুলিকে উদ্ধার করে, সেগুলির সাহায্যে অন্তরীক্ষবিহারের চেষ্টা চালাতে পারি।

ত্রিভুবনের নদনদীঃ *(Universal flux of events and processes) ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ বিধিতে কোনো কিছুর অনবচ্ছিন্ন অবিরাম গমনলীলতাকে বা অবিচ্ছেদে প্রাপাতকে ধারা বলে। জগতে ঐরূপ অজস্র ধারা বিদ্যমান বা প্রবহমান। সেই সকল ধারাসমূহের ভিতর কোনো কোনো ধারা চোখ মেলে দেখতে পাওয়া যায়, চোখ মেলে দেখতে হয়; যেমন-জলধারা বৃষ্টিধারা অশ্রুধারা ঘটনাপ্রবাহ পণ্যপ্রবাহ বিদ্যুৎপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ সংবাদপ্রবাহ কৃষ্টিধারা রক্তধারা ঘৃতধারা রসধারা.....ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো কোনো ধারা ও প্রবাহ আবার দেখতে হয় চোখ বন্ধ করে, যেমন-চিন্তাধারা করুণাধারা বংশধারা আনন্দধারা গতিধারা প্রজাতিধারা সৃষ্টিধারা রীতিপ্রবাহ ক্ষমতাপ্রবাহ চৌম্বকপ্রবাহ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ধারা বা প্রবাহ আসলে একই সৃষ্টিধারা অজস্র, আনন্দময় রূপ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আনন্দধারা বহিছে ভূবনে। বলেছেন.....আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। কখনও বা ঐ সকল ধারাস্রোতের মনোমুগ্ধকর রূপে গুণে বিমোহিত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন- আনন্দমদিরাধারা। সেই সমস্ত অগণ্য অপরিমেয় অজস্র দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান স্রোতধারা নিয়েই আমাদের এই জগৎসংসার।*

স্বভাবের বিচারে ঐ সকল স্রোতধারাকে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়-পুরুষধারা ও প্রকৃতিধারা। পুরুষধারাগুলি সব ন দানকারী ন-দাতা, (ন-দান কীরূপ ব্যাপার, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।) তাই তাদের বলা হয় নদ। আর প্রকৃতি ধারাগুলি সব ন-দাতার পালন-পোষণকারী, ন-দাতা-ধারয়িত্রী বলে, তাদের বলা হয় নদী। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড ঐ সকল নদ ও নদীসমূহের এক ঘনজালমাত্র। এ যুগের বিজ্ঞানীদের ভাষায় (Universal flux of events and processes) প্রাচীন ভারত ঐ প্রসেস (প-র-ষ-ষ)-কে পুরুষরূপে এবং ঐ ইভেন্ট (ইভ/আদম-ইভ)-কে প্রকৃতিরূপে শনাক্ত করেছিল। প্রাচ্যের এই চিন্তাকাঠামোর দ্বারা প্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জানিয়ে গেছেন যে, গতিপ্রধান ধারাকে পুরুষ এবং স্থিতিপ্রধান ধারাকে প্রকৃতি বলে। এ যুগের বিজ্ঞানীরাও আমাদের জানাচ্ছেন যে উপরোক্ত স্রোতধারার একটি শ্রেণি হচ্ছে varian-এর

স্রোতধারা, অর্থাৎ নদ শ্রেণিভুক্ত; অপর শ্রেণিটি relatively invariant-এর স্রোতধারা, অর্থাৎ নদী শ্রেণিভুক্ত।

আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ জগতের তিনভাগ-মর্ত্যলোক, স্বর্গলোক ও পাতাললোক। এই তিনটিকে একত্র ত্রিলোক বা ত্রিভুবন বলে। উপরোক্ত নদনদীসমূহ এই তিনলোকেই প্রবহমান, মর্ত্যদৃষ্টিতে দৃশ্য নদনদীগুলি মর্ত্যলোকে প্রবাহিত,অন্তরে ইক্ষণ করে দৃষ্টি নদনদীগুলি সবই আন্তরীক্ষে বা স্বর্গে প্রবাহিত; আর যে সকল হিসেবের ধারা কাগজের পাতায় প্রবাহিত তারা পাতাললোকে প্রবহমান। এই সকল ধারাগুলোকে নিয়েই ত্রিভুবনের নদনদী। আমাদের প্রয়োজন প্রাচ্যের নদনদী। সুতরাং, সেদিকেই এখন আমাদের যেতে হবে।

প্রাচ্যের নদনদী: জ্ঞানপ্রবাহ ও পণ্যপ্রবাহ: চিন্তাধারা ও কর্মধারা- *প্রাচীন ভারত কিন্তু অত কথা জানতো না, জানার যোগ্যও সে হয়নি এবং জানার প্রয়োজনও তার ছিল না। তার সমস্যা ছিল সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা। সে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছিল, কেমন করে সমাজটা নিজের সৃষ্টি করা সমস্যার জালে নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ গতিশীলতা হারাচ্ছে। তবে সেই প্রাচীন ভারতের হাতে ছিল আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার সাহায্যে সে দেখছিল; আর সেই দর্শন থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধিগুলোকে বলার জন্য তার মুখে ছিল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা; যে ভাষায় সে বলছিল। যত কৃতিত্ব, যত কারিসমা, তার সবটাই ঐ দৃষ্টিভঙ্গির এবং ঐ নদ বা নদীর সমধর্মী সমস্বভাবী সর্বলোকের সকল নদ বা নদীর বর্ণনাই দেওয়া যায়; তা সে সব নদ বা নদী ঐ বক্তা দেখুক চাই না দেখুক।*

তার মানে, আপনি আপনার সামনে মর্ত্যলোকের কোনো বস্তুকে দেখছেন আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিতে এবং তার বর্ণনা দিচ্ছেনক্রিয়া ভিত্তিক ভাষায়। আপনার বর্ণনা, আপনার বর্ণিত বস্তুটির সমধর্মী বস্তুসমুদয়কে আপনি দেখেননি, জানেন না তাদের সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও। এবার, আপনার বক্তব্য শোনার পর, কোনো শ্রোতা যদি মিলিয়ে দেখতে যায়, সে তাজ্জব হয়ে দেখবে যে, আপনার কথাটি সর্বলোকেই সত্য। তার ধারণা হবে, আপনি বুঝি সর্বলোক অধ্যয়ন চালিয়ে, তবে ঐসব বলেছেন- আপনাকে তার খুব জ্ঞানী মানুষ বলে মনে হবে। কিন্তু সত্যিই তো আপনি সর্বলোকে অধ্যয়ন চালাননি। আপনি আসলে একটি ভাত টিপে সেই ভাতের ভিতরের খবরটা বলছিলেন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়, তাতে যে সব ভাতের খবরই বলা হয় গেছে, সেটা আপনি খেয়াল করেননি। এই সেই কারণ, যে জন্য প্রাচ্যের প্রতি একটা সমীহের ভাব পাশ্চাত্যের আজও আছে।

একটি উদহরণ দিয়ে, তারপর আমরা সোজাসুজি প্রাচ্যের নদনদীতে প্রবেশ করব। আদিম উদ্ভিদ ছিল ফুলহীন। সাইলুরিয়ান যুগের শেষে (৪৪ কোটি বছর আগে) যে ফুলহীন উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশ, পরবর্তী ডিভোনিয়ান যুগের শুরুতে (৪১ কোটি বছর আগে) তার ব্যাপক বিকাশ ঘটে, ফুলহীন উদ্ভিদে ডাঙা ভরে যায়। অ্যাঙ্গারাল্যান্ড এবং গন্ডোয়ানাল্যান্ড উভয় অতি-মহাদেশের কয়লার স্তরগুলোর উৎস যেসব গাছপালা, তারা ছিল ফুলহীন। দেশে দেশে ব্যাপ্ত ফুলহীন এই সব গভীর বন কয়লার স্তরে চিরস্থায়ী আকার নিয়েছে।

এই বাক্যগুলো এ যুগের বিজ্ঞানীর বহু বছরের চেষ্টায় তারা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পেরেছেন। এদিকে ভারতীয় পুরাণাদিতে, মনুসংহিতার জগৎসৃষ্টি অধ্যায়ে, আদিতে পুষ্পহীনকৃক্ষের আবির্ভাব-এর কথা বলা হয়েছে। কী করে একথা লেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো? মনুসংহিতা নিশ্চয় ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে লেখা হয়নি যে পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারসমূহ মনুসংহিতাকারগণ আত্মসাৎ করেছেন। মনুসংহিতার রচনাকাল

নিয়ে যত মতানৈক্য থাকে না কেন, একটি ব্যাপারে সবাই একমত, গ্রন্থটি নিশ্চয়ই ১০০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই লেখা হয়েছিল। তা, ভারতের সংস্কৃত পন্ডিতেরা কি কয়লার প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠ নিতে শিখে গিয়েছিলেন ১০০০ খ্রিস্টাব্দে? তখন তো কয়লাই আবিষ্কৃত হয়নি। তাহলে, ভারতীয় পন্ডিতেরা 'পুষ্পহীন বৃক্ষের' কথা জানলেন কোত্থেকে? নিশ্চয় ৪৪ কোটি বছর আগে কোন মানুষ পুষ্পহীন বৃক্ষের আদিম উদ্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তার ভারতীয় উত্তরপুরুষদের কানে কানে সে কথা বলে দিয়ে যাননি। তাহলে মনুসংহিতাকারেরা পুষ্পহীন বৃক্ষের কথা জানলেন কেমন করে?

আসলে সংস্কৃতকারগণ দিতে বসেছিলেন সামাজিক সংগঠনগুলোর বর্ণনা। তাঁদের সময়ে সেগুলো কেমন ছিল, তার আগে কেমন ছিল, ইত্যাদি। তো, সেই প্রাচীনকালের আদি সামাজিক উৎপাদন সংগঠনগুলো, তাঁরা দেখেছিলেন, ছিল পণ্যহীন। অর্থাৎ ঐ সকল সংগঠনগুলো বিক্রয়ের জন্য কোন উৎপাদন করত না। তাদের উৎপন্ন, সমাজে বিশেষ বিশেষ নিয়মে ভাগ হয়ে যেত। আজও অমন কিছু সরকারি সংগঠন রয়েছে, যাদের উৎপন্ন বাজারে বিক্রি হয় না। ভারতে যেমন টেলিফোন লাইনের খুঁটির মাথায় চীনামাটির যে ''পাখি'' লাগানো হয়, ঐ পাখি- উৎপাদক সংগঠন। আত্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গাছে ফুল ফুটেছে, চারদিকে তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, এটা যেমন দেখতে, তাঁতি অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে ধনেখালি শাড়ি বিকোচ্ছে, এই খবর (গন্ধ) বাতাসে ছড়িয়ে পড়াও তেমনি দেখতে। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় এই রকম অ্যাসোসিয়েশন বা উৎপাদন সংগঠন হলো পুষ্পধান বৃক্ষ। আর যে সংগঠনের উৎপন্নের খবর ঐভাবে বাতাসে ছড়ায় না, সে সংগঠন হলো পুষ্পহীন বৃক্ষ। আদিতে এই রকম সামাজিক উৎপাদন সংগঠনই সর্বাগ্রে উদ্ভূত হয়েছিল। পুরাণকারগণ এই সকল সংগঠনকে দেখে লিখে গেলেন পুষ্পহীন বৃক্ষের আদি আবির্ভাবের কথা। ফুলহীন উদ্ভিদের পুরাতাত্ত্বিক কথা তাঁরা আদৌ জানতেন না। কিন্তু আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার দৌলতে পুরাত্ত্ববিদের কথাও নিজেদের অজান্তেই পুরাণকারগণ অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলে বসেন। কেন পণ্যকে পুষ্প বলা হতো, তা জানতে হলে পুষ্কর, পুষ্পক, পুষ্কিকা, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি শব্দের ভিতরে ঢুকতে হয়। এই মুহূর্তে সেই সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। একই ঘটনা ঘটে তাঁদের 'প্রথম জলের সৃষ্টি হইয়াছিল' ১২-ইত্যাদি বয়ানে। কার্যত তাঁদের সামাজিক ঘটনাক্রমের বিকাশের বর্ণনা জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগতের সমজাতীয় বিকাশের ব'য়ান একই সঙ্গে সেরে ফেলে। আমরা সেসব পড়ে আমাদের মতো করে তার মানে বুঝতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।

নদনদীর ক্ষেত্রেও সেই রকম। আদি সংস্কৃতকারগণ দেখতে পান, মানুষের জ্ঞান ও কর্ম, চিন্তাধারা ও কর্মধারা ক্রমশ পৃথক হয়ে যাচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে, অজস্র শাখায় ভাগ হয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, যেন দুটি ধারা থেকে দুটি ধারাশ্রেনীতে পরিণত হচ্ছে। তাঁদের তৎকালীন প্রকাশভঙ্গিতে, তাঁরা ঐ চিন্তাধারা (চেতনাপ্রবাহ/জ্ঞানপ্রবাহ/অভিজ্ঞতাপ্রবাহ/-কে প্রকাশ, করেন নদ শব্দের সাহায্যে; এবং কর্মধারা উৎপন্নধারা/পণ্যপ্রবাহ/-কে প্রকাশ, করেন নদী শব্দের সাহায্যে। উত্তম অধিকারীদের বিচারে এ দুটোই আনন্দধারা। বাস্তবে, তারাই প্রতিরূপ তারা দেখেন ভূ-পৃষ্ঠবাহিনী নদনদীতে। নিম্ন-অধিকারীগণ অতঃপর সেই বর্ণনা বহন করতে থাকেন কেবলমাত্র রিভার অর্থে। এখন কথা হলো, উত্তম-অধিকারীদের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্ররা তাহলে দেখতে কেমন, সেটা আমাদের জানতে হবে। নদনদীকে বিভাজিত করে আমাদের চিন্তা জগতের যে আলোড়ন, তাকে উপজীব্য করে

আবর্তিত হয় আমাদের সামাজিক জীবন। যে কারণে নদীকে আমরা নারী হিসাবে বিবেচনা করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকি। এর প্রভাবেই নদের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব অনেকটা কম। প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কপোতাক্ষ এবং ব্রহ্মপুত্র আভিধানিকভাবে নদ হিসেবে বিবেচ্য হলেও সামাজিক জীবনে এদের আমরা নদী নামেই বহুলভাবে সম্বেধন করে থাকি। আমাদের সাহিত্যাঙ্গনেও নদীকে নারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়ে থাকে। নদী ও নারী বিষয়ক এক প্রবন্ধে নূর কামরুন নাহার সার্থক এক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

এখানে রমণীগুলো নদীর মতো
নদীও নারীর মতো কথা কয়।

নদীর সাথে নারীর কি সম্পর্ক? নদী কি নারীর মতো অথবা নারী নদীর মতো? এ প্রশ্নের উত্তর কি সরাসরি হয়? হয় না। নদীর সাথে নারীর মিলই বা কি? কেন নদী আর নারী একসাথে উচ্চারিত হয়। দৃশ্যপট আর চিত্রকল্পের কোথায় যেন নদী আর নারী এক হয়ে মিশে থাকে। কোথায় যেন নদী আর নারীর মধ্যে এক অপূর্ব সাদৃশ্য। নদী যেন নারী আর নারী যেন নদী হয়ে এক অনিন্দ্যসুন্দর রহস্যে আমাদের দোলায়। তাই কবিও নদীর মধ্যে নারী আর নারীর মধ্যে আবিস্কার করে নদীকে-

নদীকে দেখিনি
জলের কিনারে গিয়ে দেখেছি তোমার মুখ।
তোমাকে পাবার জন্য এভাবেই বারবার
নদীকে দেখেছি।

নদী যেমন নারীর উপমাণ তেমন নদীর উপমাণ নারী। কবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যের নদীগুলোর রূপ-ধর্ম-বর্ণনা করেছেন তার সবটাই রমণীসদৃশ। বনবধূ, গ্রামবধূ, পুষ্টচয়িকা, পরস্ত্রী, বারাঙ্গনা, নর্তকী, যক্ষনারী, দেবকন্যা সবই এসেছে কালিদাসের বর্ণনায়। সেই রমণীরূপ নদীর বর্ণনার অববদ্য অনুবাদ করেছেন কবি বুদ্ধদেব বসু।

কোনো নদীর ঢেউ রূপসীর ভঙ্গির মতো,
কোনো নদী তার ঘূর্ণিরনূপ নাভি দেখাচ্ছে,
কেই বিরহে কৃশ, কারো বায়ু মিলনোৎসুক প্রিয়ের মতো চাটুকার
কারও বায়ুতে যুবতীর জলকেলির সৌরভ ভেসে আসছে।

প্রিয় নদীতে অবগাহন করে মানুষ যেমন কখনও ভুলে যায় তার ক্লান্তি, শ্রান্তি, তাপ, জ্বালা। তেমনি প্রিয় নারীর ভেতরে অবগাহন করেও পুরুষ খুঁজে পায় আপার তৃপ্তি মিলনের মাঝে। এই জীবনের যত বঞ্চনা, শোক তাপ যেন ঝরে পড়ে যায় সেই প্রিয় মিলনের মাঝে। এই মিলনেও পুরুষ নারীর ভেতর আবিস্কার করে এক নদীকে। সেই নদীতে সে স্নান করে তৃপ্ত হয়। আর নারীর শরীরেও যেন লুকিয়ে আছে স্রোত, অন্তঃস্রোত, উদ্দামতা আর ঢেউ। নারী যেন এক তৃপ্তি নদী। সেই নদী যেমন অবগাহনের তেমনি আবিষ্কারের। সেই প্রিয় পবিত্র নদীতে স্নান যেন শুদ্ধ আর নবীন আর পূর্ণ করে তোলে মানব জীবনের আন্তর্লীন গূঢ় রহস্যাকে।

নদী জলে ডুবে আবগাহনের চেয়ে বড় স্নান

তোমার শরীরে
জোয়ার ভাটায়
মেদমজ্জা-মাংস-ত্বকে অন্তঃসলিলা খেলা করে;
এবং তোমার শরীরের ভীরু নদী
মাঝে মাঝে উদ্দাম হয়ে ওঠে
জঘনে বক্ষে বাসনার মরুজ্বালা এবং অথবা লালসারা কটিতটে।

নদী ও নারীর মধ্যে নানাভাবেই মিল খুঁজে পেয়েছেন চিন্তাবিদেরা। নানাভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন সেই মিলের অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলো। নদী আর নারী নানাভাবে সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

নদী এবং নারীকে ঘিরে নানা সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয়েছে। নদী এবং নারী আর্ট বা শিল্পের এক প্রকার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। আবহমানকাল ধরে নদী আর নারীকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য কাব্য কথা গান। বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টিতেও নদী আর নারী নানাভাবে প্রভাবিত করেছে মানুষকে। লোককৃষ্টির তথা লোকসঙ্গীতের এক অন্যতম প্রধান উৎসভূমি হচ্ছে নদী ও নারী। নদী বা জলধারা হচ্ছে জীবনের প্রধান সঞ্চালক, আর নারী হচ্ছে জন জন্মদাত্রী প্রসূতি। খাদ্য ও জল-এর কারণেই নদনদীসমূহের অববাহিকার উর্বর অঞ্চলগুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রাচীন জনপদ বা জনসভ্যতা। আর সেই জনসভ্যতা লালনে ও বিস্তারে প্রধান ভূমিকা রেখেছে উর্বরা নারী। জীবন আর জনপদ ঘিরে পুরুষ যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে তা শস্য উর্ববা করে তুলেছে নারী। ফলবতী নারী নিজের রক্তে নিজের ভেতর তিল তিল করে বেড়ে ওঠা ভ্রূণকে মানবশিশুর জন্মে রূপান্তর করে পৃথিবীকে শুনিয়েছে জন্ম আর জীবনের গান। সৃষ্টির আনন্দ আর যন্ত্রণাতে উদ্বেল নারীর সাথে এভাবেই যেন মিলেমিশে গেছে নদী। নদীও তার দুকুল ভাসিয়ে জল দিয়ে সিক্ত করেছে ভূমি। উর্বরা করেছে মাটি। শস্য শ্যামলা করে তুলেছে ধরণীকে। সৃষ্টির আনন্দে মেতেছে আবার গড়ার আনন্দেও মেতেছে। ঠিক যে দর্শনের প্রতধ্বনি শুনি আমরা হুমায়ুন কবিরের কালজয়ী উপন্যাস নদী ও নারীর একবারে শেষে আসগরের কণ্ঠে।

নদীর ধারা বদলাবেই। এ পাড় ভাঙবে ও পাড় গড়বে। পুরোনো খাদ ছেড়ে নতুন খাদ খুজঁবে-এই নদীর নীতিই এই। কিন্ত তবু পুরোনো খাদকে ভোলে না নদী- বারবার পুরোনো খাদে ফিরে আসে। (হুমায়ন কবির, নদী ও নারী)

এই যে নদীর ধারাবদল এই যে এপাড় ভাঙ্গা ওপাড় গড়া এর সাথে মানব জীবনের ওতপ্রোত মিল। মানুষের জীবনও ভাঙাগড়ার এক খেলা, পালাবদলের এক দীর্ঘ উপ্যাখ্যান। আর এই ভাঙাগড়া যেন নারীর জীবনে আরো বেশী। নারীর জীবনে সৃষ্টি বা গড়ার আনন্দ ঠিক তেমনই। বাঙালি নারীর জীবনের জন্য যেন আরো বেশি সত্য। পুরনোকে ছেড়ে সে যায় নতুন সংসারে গমন। তবু সেই পুরনো শেকড়ের কাছে বারবার ফিরে আসে গভীর মমতায়। এসবই যেন নদীর সাথে নারীর আর নারীর সাথে নদীর সম্পর্কের নানা ভিন্নমাত্রা সৃষ্টি করে।

নদীর সাথে নারীর এ মিল শুধু কবিতা আর সাহিত্যে সৃষ্টিতে নয়। পুরাণের বহু জায়গায় নদী ও নারী এক হয়ে মিশে আছে। গ্রিক পুরাণের এক পরিচিত নদী টাইরো। থেসালি রাজ্যের সালমোনেউসের মেয়ে ছিল এই টাইরো। ভালোবাসতেন নদী-দেবতা এনিপিউসকে। এনিপিউসের দেখা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন বসে থাকতেন নদীর ধারে। সাগর-দেবতা পোসাইডন ভালোবেসে ফেলেন টাইরোকে। পোসাইডন একদিন নদী-দেবতার রূপ ধরে অ্যালফিউস ও এনিপিউস নদীর মোহনায় নিয়ে যান টাইরোকে। সেখানে গিয়ে পোসাইডন ভালোবেসে ফেলেন টাইরোকে। পোসাইডন একদিন নদী-দেবতার রূপ ধরে অ্যালফিউস ও এনিপিউস নদীর মোহনায় নিয়ে যান টাইরোকে। সেখানে গিয়ে পোসাইডন তার ছদ্মবেশ পাল্টে ফেলে তরঙ্গমালায় পরিণত হন। সেই তরঙ্গমালার মধ্যে হারিয়ে যান টাইরো। সৃষ্টি হয় টাইরো নদী।

অ্যালফিউস নদীকে মনে করা হয় নদী ও নারীর এক মিলিত প্রতিমূর্তি। অ্যালফিউস গ্রিসের এক বড় নদীর নাম। আর্কেডিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদী আউলিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বিখ্যাত অলিম্পিয়া নগরী এ নদীর তীরে অবস্থিত। সুন্দরী দেবী আর্টেমিসের সাহচরী ছিলেন অ্যারিথিউসা। অ্যারিথিউসা যখন একদিন স্নান করছিলেন তখন অ্যালফিউস তাকে দেখতে যান। অ্যালফিউস অ্যারিথিউসাকে চিরদিনের জন্য তার কাছে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। অ্যালিথিউসা তা চাননি। তো নিজেকে রক্ষা করতে শরণাপন্ন হন আর্টেমিসের। অ্যারিথিউসাকে আর্টেমিস ঝরনাধারায় পরিণত করেন, যাতে অ্যালফিউস আর কখনো তাকে ছুতে না পারেন; কিন্তু অবুঝ প্রেমিক অ্যালফিউস ছুটে

যান সেই ঝরনাধারার কাছে। তারপর প্রেম। অ্যারিথিউসা অন্তঃসলিলা হয়ে অ্যালফিউস নদীল সঙ্গে মিলিত হন।

আবার ইনাকাসের কন্যা আইও শাখা নদীরূপে প্রবাহিত। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হন স্বর্গের রাজা জিউস। জিউসও মেঘের রূপ ধারণ করেন মিলিত হন আইওর সাথে। দুগ্ধবতী গাভীর দুধের মতো সুস্বাদু হয়ে ওঠে তার জল।

স্বর্গের দেবী হওয়ার কারণে আইওর নতুন নাম হয় আইসিস। গ্রিক পুরাণের আর এক ব্যতিক্রমী নদ দাফনি। এক সময়ে সে হয়ে যায় নারীর প্রতিমূর্তি, আবার এক সময়ে পরিণত হয় চিরসবুজ একটি গাছে। জীবনের সঙ্গে নদীর এ এক অসাধারণ তুলনা।

ভারতবর্ষীয় পুরাণেও বহু জায়গায় নদী এবং নারী প্রায় অভিন্নভাবে কল্পিত। পুরুষবংশজাত চেদি দেশের রাজা ছিলেন উপরিচর বসু। তার রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামের এক পর্বত শুক্তিমতীর চলার পথ রোধ করে জোর করে তাকে বিয়ে করেন । অসহায় শুক্তিমতী রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পদঘাতে রাজা কোলাহলের মস্তক চূর্ণ করেন। দুই ভাগ হয়ে যাওয়া কোলাহলের মাঝখান দিয়ে বইয়ে দেন শক্তিমতীকে। মানুষের মতোই শুক্তিমতীর একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়। ছেলেমেয়ে দুটিকে শুক্তিমতী রাজার হাতে সম্প্রদান করেন। রাজ-শুক্তিমতীর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং পুত্রকে সেনাপতি পদে বরণ করেন।

পুরাণের কাহিনীতে যমুনা নদীও মানবীরূপে চিত্রিত। যমুনার বাবার নাম সূর্য আর মায়ের নাম সংজ্ঞা। কালিন্দ পর্বতে জন্ম নিয়ে যমুনা ভারতবর্ষের নানা জনপদের ওপর দিয়ে হেসে-খেলে বয়ে যায়। যমুনার রূপ চারদিক আলোকিত করলে বলরাম তার কাছে প্রস্তাব পাঠান। কিন্ত বলরামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যমুনা। বলরামের ছিল হল বা লাঙ্গল নামের অস্ত্র। প্রত্যাখ্যাত বলরাম তখন লাঙ্গল দিয়ে মাটি খুঁজে যমুনাকে নিজের দিকে চলে আসতে বাধ্য করার চেষ্টা চালান। ঘাবড়ে যান যমুনা। শেষ পর্যন্ত যমুনা নারীমূর্তি ধারণ করে বলরামের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং বোঝাতে সক্ষম হন, তার জন্য একজন অপেক্ষা করেছেন। বলরাম তখন যমুনাকে তার ইচ্ছেমতো চলে যেতে দেন। এভাবে পুরাণে কখনো নদী নারীতে আবার কখনো নারী নদীতে রূপান্তর হয়েছে।

নদীর সাথে বারবার তুলনা করা হয়েছে নারীর যৌবনকে। নদীর যেমন প্লাবন আসে দুই কূল ভাসিয়ে ঠিক একইভাবে যেন নারীর দেহে যৌবন আসে, প্লাবন ডেকে যায় তার শরীরের বাঁকে বাঁকে। আর তাই নদীর বাঁকের সাথে নারীর শরীরের বাঁকেরও মিল খুঁজে ফিরছেন কবি, শিল্পী আর সাহিত্যপ্রেমীরা। নারীর যৌবনের কূল ভাসানো প্লাবন, সেই প্লাবনে আবার পুরুষের ভেসে যাওয়া নিয়েও রচিত হয়েছে বহু কবিতা গান আর কথাসাহিত্য। প্রিয় নারী তার ভরা যৌবন সেই যৌবনের মাধুর্য ও সৌন্দার্য তাই কবির কাছে পদ্মার প্লাবনের বিচলিত তটভূমি।

পদ্মার প্লাবনে যেন বিচলিত তটভূমি নেই।
কিছু কিছু রমণীরা যেন নদী পরিপূর্ণ উথাল-পাথাল ভীষণ শরীরী হয়ে
কোনো কোনো পুরুষেরা কী করে যে জেনে যায় এই নারী প্রার্থনার একান্ত আকুতি
(ফজল শাহাবুদ্দীন, মানুষেরা রমণীরা পুরুষেরা)

নারীর ভরাট যৌবনে তোমাকে খোঁজ করে দেখেছি তোমার শরীরের বাঁক, নদীর মোহনা, মেলেনা আর ।

নারী শরীরের বাঁকে নদীর বাঁক আর নদীর বাঁকে নারীর শরীর শুধু কবি আর সাহিত্যিকদেরই উদ্বেলিত করেনি। তাদের কলমেই শুধু অঙ্কিত হয়নি নদী আর নারীর বাঁক। বহু চিত্রকরের তুলিও ধন্য করেছে এই নারী আর নদীর অপূর্ব দেহভঙ্গিমা আর বক্রিম রেখা। তারাও মুগ্ধতার বিস্ময়ে এই অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি রহস্য তুলির আচঁড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অনন্য নান্দনিকতায়। সেই অপূর্ব বাকঁ আর নান্দনিকতায় বিষয়ে পটুয়া কামরুল হাসান তাই বলেন-

বাঙালি মেয়েরা সর্বাঙ্গীণভাবে লাবণ্যময়ী। তাদের প্রতিটি ভঙ্গি অনন্য। একটি মেয়ে কলাবাগানের শব্য দিয়ে কলসী কাঁদে বাড়ি ফিরছে। ডানদিকটা তার একদিকে হেলে আছে। বাধাঁ কলাপাতার বা মেয়েটির একদিকে হেলে থাকা সম্পূর্ণ রেখার সৃষ্টি করছে। যা হয়তো নদীর বাঁকে দেখলে মনে হতে পারে।

দুকূল প্লাবিত নদীর মধ্যে যেমন নারীকে দেখেন কবি ঠিক তেমনই নদীর দীর্ণ শীর্ণ শরীর, শুকিয়ে যাওয়া স্রোত, হারানো নদীর মধ্যেও বিগত যৌবনা নারীকে দেখেছেন কবি-

একদা যৌবনবতী সেই ধলেশ্বরী-

এখন বিশীর্ণা ক্ষীয়মাণ বিগত যৌবনা রমণীর মতো,

থেমে গেছে ঢেউ এর ডানায় জলপরীদের কেলীকল্লোল।

এভাবে শুধু যৌবনবতী নারী বা বিগতযৌবনা বৃদ্ধা নয় নদী যেন নারীর নানা বয়সের প্রতিরূপ। নদীর সাথে নারীর যেন পলে পলে মিল। মিল নানা বয়সের, নানা ঢঙের। মিল তার পায়ের নূপুরের সাথে, তার হাসির সাথে, তার মনের কোণে জেগে ওঠে প্রেমের ঢেউয়ের সাথে। নদী তাই কখনো যৌবনবতী নারী, কখনো চঞ্চলা কিশোরী কখনো বা প্রেমিকা-

পদ্মার কূলে দাঁড়িয়ে নজুমিয়া একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সামনে বিরাট নদীর প্রসার-জলের স্রোত চলেছে তো চলেছেই। আজ সকালে আলোর ছড়াছড়ি, নদীর বুকে হাসির আভাস। দুরন্ত মেয়েটির মত নদী চঞ্চলা, কিন্তু সে চাঞ্চল্য খুশিতে ভরপুর। স্ফূর্তি আছে, তেজ রয়েছে, কিন্তু আবেগ যতই থাক সর্বনাশী শক্তির ইঙ্গিত নেই।

নদীর যেন আপন নারীর মতোই আপন। নদী তাই কখনো আলোকময় নববধূর মতো যৌবনবতী, কখনো মমতার আধার সুখ-দুঃখের সাথী সেই প্রিয় রমণীর মতো, যার কাছে সকল আবেগ সকল ভালোবাসার আশ্রয় খোঁজা যায়। যার সাথে চলে মান অভিমানের খেলা আবার সোহাগে সোহাগে ভরা অভিসার । যার কাছে দেখানো যায় খুশির উচ্ছলতা এবং একই সাথে যার কাছে ফেলা যায় দুঃখের দীর্ঘশ্বাস।

ভরা পদ্মার দিকে তাকিয়ে নজুমিয়ার মনও যেন ভরে উঠল। বর্ষার পদ্মার উদ্দাম স্রোত আজ শান্ত, আশ্বিনের শেষে কখনো জলের ভার রয়েছে কিন্তু ধার এসেছে কমে। তাকিয়ে তাকিয়ে নজুমিয়ার মনে হল পদ্মা যেন তার ঘরের বউ। কতদিন কত সন্ধ্যা একসাথে কেটেছে, কত ঝড় ঝাপটা বিপদ-আপদ একসঙ্গে সয়ে আজ মাথার চুল পাক শুরু করেছে।

শুধু যৌবনা, বৃদ্ধা আর চঞ্চলা কিশোরীই নয়। নদী ও নারীর মিল যেন মাতৃত্বেরও। নদী যেমন মায়ের মতো বুকে টেনে নেয়, জল দেয়, স্নেহ দেয় সিঞ্চ করে তেমনই নারীর মাতৃত্বে আধুনিক কবি দেখেন নদীকে। নারীত্বে, মাতৃত্বে, সন্তানবতী নারীতে তিনি দেখেন পরিপূর্ণ এক নদীকে-

মেয়ে, যখন মা হয়ে যায়/আমি তার নাম দিই নদী। নদী শুধু নারীর প্রতীক হয়ে ওঠেনি নদীর মধ্যে শুধু নারীর বিভিন্ন রূপের ছায়াই দেখেনি কবি-সাহিত্যেকেরা। নদীর রূপ আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনায় নারীর অলংকারকেও ব্যবহার করেছেন। নদী তাই নারীর অলংকারের উপমা হয়েছে- কেউ মনেও করে না কিসে তার উৎপত্তি হইল। শুধু জানে সে একটি নদী। অনেক দূর-পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়েছে। পল্লীরমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক-কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলয়াকৃতি।

নদীর সাথে আমরা শুনি নদের নাম, কথায় কথায় বলি নদনদী। নদ আর নদীর এই পার্থক্য করা হয়েছে পুরুষবাচক শব্দ আর নারীবাচক শব্দের ভিত্তিতে। বাংলা হিন্দি, ফারসি ইত্যাদি ভাষায় পুরুষবাচক শব্দ সাধারণত অ-করান্ত এবং নারীবাচক শব্দ আ-কারান্ত বা ই, ঈ-কারান্ত হয়। তাই যে নদীর নাম পুরুষবাচক অর্থাৎ অ-কারান্ত তারা নদ আর যেসব নদীর নাম নারীবাচক অর্থাৎ আ-কারান্ত বা ঈ, ই-কারান্ত তারাই নদী। তবে প্রবাহ দিয়েও অনেকে নদনদীর পার্থক্য করেছেন। একটি

পূর্ব-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত এবং অন্যাটি সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। আবার কারো কারো মতে, নদের কোনো শাখা বা উপশাখা হয় না। উইকিপিডিয়াতে নদ ও নদী সম্পর্কে লেখা আছে, যে জলস্রোত কোন পর্বত, হ্রদ, প্রস্রবণ ইত্যাদি জলাধার হতে উৎপন্ন ও বিভিন্ন জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্য কোন জলাশয়ে পতিত হয়, তাকে নদী বলে। আর যখন কোন নদী হতে কোন শাখা নদীর সৃষ্টি হয় না, তখন তাকে বলা হয় নদ।

তবে নদ আর নদী মূলত ব্যাকরণগত আমাদের উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে নদ ও নদীকে যথাক্রমে নারী ও পুরুষ হিসেবে ভাগ করার পিছনে পুরাণ, ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাস আর প্রবাদের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই শাখা থাকা সত্ত্বেও প্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মপুত্রকে মেয়ে ভাবার কোন সুযোগ নেই। তেমনিই হিমালয়দুহিতা গঙ্গা, সে তো নারী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তবে মজার ব্যাপার হলো নদ আর নদী যাই হোক তাকেও তুলনা করা হয়েছে নারীর সাথে। মাইকেল মধুসূদন তাই কপোতাক্ষ নদের ধারায় দেখেন মাতৃস্তন্য

সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে
.....
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে
দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি মাতৃভূমি স্তনে।

আবার এই নদের সাথেও তুলনা করা হয়েছে নারীর যৌবনকেও। অনূঢ়া নারীর উপমা হিসেবেও কবি এনেছেন ভরা নদকে-

আয়নার সাথে প্রগাঢ় সখ্য থাকে অনূঢ়া নারীর।
এারম্বার চেয়ে দেখ সুখময় চপলা বিস্ময়,
দেখে অতি চেনা দেহ নদে জেগে ওঠে আরাধ্য প্লাবন।

মায়াবী নদীর সাথে রয়েছে এই মায়াবী নারীটির অনেক মিল। নদী যেমন সোহাগের ঢেউয়ে কাছে ডাকে, আপন করে নেয় তার দুই জনপদের মানুষকে। মায়া ছড়িয়ে দিয়ে কোলে টেনে নিয়ে অনন্ত রহস্য নিয়ে আবার বাঁক ঘুরিয়ে সুদূরে মিলায়, নারীও যেন গভীর মায়ায় গভীর আপনে আপন হয়ে এক নিকট-দূর হয় অনন্ত রহস্য আবৃত থাকে।

নারী তো নদীর মতই, কাছে এসে ছড়ায় সে
সোহাগের ফেনা, দূরে স্তব্ধ, অগাধ-অবাধ
অতল গহীন রহস্যে আবৃত।

প্রিয় নারী আর নদীর মধ্যে আধুনিক কবি এতটাই মিলিয়ে ফেলেন যে নারী আর নদীকে আর আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। প্রিয় নারীর জন্য যে তৃষ্ণা প্রিয় নদীর জলে যে তৃষ্ণার তৃপ্তি তাকে এক করে নদী আর নারীকে নিয়ে আসেন একই সরলরেখায়-

মোহনায় ফোন করে জেনেছি যে তোমার
খবর সেখানে জানে না কেউ; আর আমাকে ডাকছে আবার করতোয়ার
একচিলতে ঢেউ; কিন্তু আমি তো ভুলে গেছি বর্ণজ্ঞান; কিভাবে পড়ি
আর জলে লেখা পিপাসার পাঠ! ও সর্বনাশা নদী! কোনো দাবি নেই;
নালিশেরও ভাষা ভুলে গেছি; শুধু আমাকে ফিরিয়ে দাও পিপাসার ঋতু।

কখনো কখনো প্রেমিকের প্রার্থনা হয়ে উঠে তার প্রিয়া হয়ে ওঠুক এক নদী। দুরন্ত আবেগে আর উদ্দাম ভালোবাসায় নদীর মতো ভাসিয়ে নিক তাকে ভেঙ্গে পড়ুক দুপাড়-

অনার্যের সরল স্বভাব তুমিও ধারণ করে আছো।
নদীকে ভালবেসে নদী হয়ে যাও; পাখিদের কণ্ঠে
গেয়ে ওঠো গান। নদী তুমি দুরন্ত আবেগে একা
ছুটে চল, ভাসিয়ে দুপাড়, ভেঙেচুরে জনপদ
(সোহরাব হাসান: একটি অবাঙ্গালী প্রেমের কবিতা)

আবার নারীটিই হয়ে ওঠে দৃশ্য আর নদী

আমি তোমার মধ্যে দৃশ্য আর নদী দেখতে দেখতে যখন পৌঁছে গেছি সোনালী শীর্ষে তখন তুমিই হয়ে গেলে দৃশ্য আর নদী। পুরাণে, কবিতায় সাহিত্যে, চিত্রে, মানুষের মন ও মননে এভাবেই নদী আর নারী যেন পাশাপাশি অবস্থান করে। নদী আর নারী এভাবেই এক হয়ে আছে সৌন্দর্য, নন্দন,

অস্তিত্ব আর শরীরী সত্তায়। নদী আর নারী হয়েছে পরস্পর পরস্পরের প্রতীক। নারীদেহের বাঁক, লাবণ্য, সৌন্দার্য অন্তঃস্রোত আর অন্তঃক্ষরণ নিয়ে নদীর উপমা যেন শুধু নারী আর মায়া, প্রেম প্রীতি, কাম, ভালোবাসা, যৌবন আর রহস্য নিয়ে নারী হয়েছে এক পরিপূর্ণ নদী। এই নদীর নারী হয়ে যাওয়া আর নারীর নদী হয়ে যাওয়ার সেই অপূর্ব নান্দনিকতা, অনন্ত অপার সৌন্দর্য আর গহিনতম গূঢ় রহস্যকে বুঝতে হলে আমাদের আবার কবিতার মধ্যে আশ্রায় নিতে হয় যখন কবি অনিন্দ্যসৌন্দর্যে আর অতীন্দ্রিয়তায় নদীর মধ্যে দেখেন উষ্ণ এক নদী তিতাসের মধ্যে আরেক তিতাসকে-

তোমার গোসল আমি একদা কি দেখিনি তিতাসে?
মনে পড়ে? শ্মশানঘাটের সেই সিঁড়ি ছুঁয়ে নেমে যাওয়া জল
ডোবায় সে পাদপদ্ম। সফরী পুঁটির ঝাঁক আসে
আঙুল ঠুকরে খেতে। নদী যেন নদীতে পাগল।
উদীর ভিতরে যেন উষ্ণ এক নদী স্নাস করে।
তিতাসের স্বচ্ছজলে প্রক্ষালনে নেমেছে তিতাসই।
(নদীর ভিতরে নদী, আল মাহমুদ)

<u>বিভিন্ন শ্রেণির নদী</u>

অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো অবস্থানগত দিক দিয়ে নদীরও শ্রেণিবিভাগ আছে। কিছু নদী যেমন একটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে প্রবাহিত হয়, কিছু নদী তেমনই দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিস্তৃত পরিসরে প্রবাহিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো নদী আবার শুধু দেশের চৌহদ্দিতেই প্রবাহিত হয়। এ সব কিছু বিবেচনা করেই নদীর শ্রেণিবিভাজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও নদীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে উপনদী এবং শাখানদী। এখানে এসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হলো।

<u>নদী ও নদীর শ্রেণি</u>

'নদী' শব্দটি আমাদের দেশে অত্যন্ত পরিচিত। বাংলাদেশের প্রতিকিলোমিটারে কোনো-না-কোনো নদী বা নদীর শাখা রয়েছে। কোনোটি বর্ষব্যাপী অবিরাম স্রোতধারায় সিক্ত ও রিক্ত করছে তীরবর্তী জনপদ। আবার কোনো কোনো নদী স্রোতহীন জলাধার। এসব নদীর অধিকাংশই মরা নদী নামে পরিচিত।

নদীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, নদী হচ্ছে এমন একটি প্রাকৃতিক প্রবাহ যা মোটামুটিভাবে বড় এবং যা কোনো নির্দিষ্ট পথে অথবা বিভিন্ন কেন্দ্রিক বা সমকেন্দ্রিক জলপথে প্রবাহিত হচ্ছে (A natural stream of water of fairly large size flowing in a definite course or channel or scries of diverging and converging channels.-Unabridged Dictonationary, Random House,

বাংলাদেশের পানি নীতি ২০০৮-এর খসড়ায় পানিপ্রবাহের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-পানিপ্রবাহ বলতে যেসব নদী বা ঝরনাধারা, প্রাকৃতিক অথবা মানুষের দ্বারা খননকৃত খালে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে পানি প্রবাহিত হয় সেসব প্রবাহ এবং জলা,হ্রদ অথবা বাঁধ যার মধ্যে বা যা থেকে পানি প্রবাহিত হয়। ('Water course' means a river or spring, a natural or man made channel in which water flows regularly or intermittently, a wetland, lake or dam into which or from which water flows)।

বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের নদী রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে নদীকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-নদী, উপনদী ও শাখানদী। কোনো নদীর ওপর অন্য নদী পতিত হলে, ঐ নদীকে উপনদী বলে। এ বিচারে বাংলাদেশের সব আন্তসীমান্ত নদনদী উপনদীর পর্যায়ে পড়ে। মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই, যমুনা, বড়াল, করতোয়া ছাড়াও ব্রক্ষপুত্র নদও এ বিচারে উপনদী মাত্র। গোমতী, খোয়াই, মনু, জুরি, লংলা ইত্যাদি নদীও অন্য নদীতে মিলিত হওয়ায় উপনদী বলে বিবেচনা করা হয়। আবার কোনো নদী দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হলে বিভক্ত নদীগুলোকে শাখানদী বলে। এ বিচারে সুরমা ও কুশিয়ারা বরাক নদীর শাখানদী, তবে দুটো নদীই মেঘনার উজানে পতিত হওয়ায় উপনদীতে পরিণত হয়েছে।

ঁ আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে নদীকে সাধারণত জাতীয় নদী, আন্তঃসীমান্ত নদী বা বহুজাতিক নদী হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। বহুজাতিক নদীকে আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন-সীমান্তনদী, আঞ্চলিক নদী, আন্তর্জাতিক নদী। নিচে কয়েক প্রকার নদীর বর্ণনা প্রদান করা হলো।

***<u>জাতীয় নদী</u>-** যে নদী একটি দেশে উৎপত্তি হয়ে কেবল সে দেশের ওপরই প্রবাহিত হয়, সে নদীকে জাতীয় নদী বলা হয়। জাতীয় নদীতে রাষ্ট্র একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও অধিকার ভোগ করে থাকে। ইংল্যান্ডের টেমস নদী হচ্ছে জাতীয় নদীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।*

*আন্তসীমান্ত **নদী**– একাধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী হচ্ছে বহুজাতিক নদী বা আন্তসীমান্ত নদী। বাংলাদেশে মোট ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোমতী, তিস্তা, সুরমা, কুশিয়ারা, নাফ ইত্যাদি নদী রয়েছে। হেলসিংকি (Convention on the Protection and Use of Tran boundary Watercourses and International Lakes, Helsinki 1992) কনভেনশনে আন্তসীমান্ত নদীর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হচ্ছে, আন্তসীমান্ত নদী বলতে দুই বা ততোধিক দেশের সীমান্ত অতিক্রমকারী ভূমির উপরস্থ বা ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহকে বোঝাবে। ('Transboundary waters' means any surface or ground waters which mark, cross or are located on boundaries between two or more states; wherever transboundary waters flow directly into the sea, these transboundary waters end at a straight line across their respective mouths between pounts on the law-water line of their banks)।*

***অভিন্ন নদী**- যেসব নদীতে একাধিক রাষ্ট্রের মালিকানা বা অংশীদারি আছে, সেসব নদীকে অভিন্ন নদী বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে আন্তঃসীমান্ত নদী , সীমান্ত নদী ও আন্তর্জাতিক নদীসমূহকেও অভিন্ন নদী বলে অভিহিত করা হয়।*

*সীমান্ত **নদী**-দুটো রাষ্ট্রের সীমানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী হচ্ছে সীমান্ত নদী। সীমান্ত নদী দুটো রাষ্ট্রের সীমানা হিসেবে পরিচিত হয়। যেমন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত নাফ নদী। একইভাবে ডেট্রয়েট নদী যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে, রাইন জার্মান ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে এবং আমুর নদী চীন ও রাশিয়ার সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।*

***আঞ্চলিক নদী**- যেসব নদীর সমূদ্রের সাথে সম্পর্ক নেই অথচ একাধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সে নদীসমূহকে আঞ্চলিক নদী বলে অভিহিত করা হয়। যেমন-দক্ষিণ আমেরিকার লাপ্লাটা নদী।*

*আন্তর্জাতিক **নদী**- যে নদীগুলো একাধিক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমূদ্রে পতিত হয়, সেগুলোই হচ্ছে আন্তর্জাতিক **নদী** । যেমন-গঙ্গা, নীল, আমাজন, দানিয়ুব নদী ইত্যাদি। বিশ্বেও প্রায় ২১৬টি নদী আন্তর্জাতিক **নদী** হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক নদীগুলো আন্তঃসীমান্ত নদীও বলে।*

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহ- বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ বড় নদী আছে যা আরো প্রায় ৪০০ শাখা নদী-উপনদীতে বিভক্ত হয়ে দেশের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের নদনদীর মধ্যে ৫৭টি নদীর উৎপত্তিস্থল প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারে। এসব আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা বা পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলি, ফেনী, খোয়াই, গোমতী, মনু, তিস্তা নদীসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব নদী দিয়ে যে পরিমাণ পানি বাহিত হয় তার অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়, আমাজন ও কঙ্গো নদীর পরেই বাংলাদেশের স্থান।

বাংলাদেশে ভারত ও মিয়ানমার থেকে প্রবাহিত ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় আসে ২শ কোটি টন পলি। বর্তমানে পানিবাহিত পলির মধ্যে ৭৫ ভাগ নদীতে, ১৫ ভাগ নদীর মোহনায়, ৫ ভাগ প্লাবনভূমিতে এবং বাকি ৫ ভাগ সাগরে সঞ্চিত হয়। ভারত বিভাগের আগে নদী, উপনদী ও শাখা নদীগুলো গভীর, প্রশস্ত ধারণক্ষমতা বেশি থাকায় নদীতে স্রোতের বেগ ছিল বেশী। এ কারণেই পানিবাহিত পলি নদীতে থিতিয়ে পড়ার সুযোগ পেত না। এই বিপুল পরিমাণ পলির ৯৫ ভাগ সাগরে, অবশিষ্ট ৫ ভাগ প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ত। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ লাখ ঘনমিটার হিসেবে বছরে প্রায় এক লাখ ৫৫ হাজার কোটি ঘনমিটারের বেশি পানি পাওয়া যায়। জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে এক লাখ কোটি ঘনমিটার, অবশিষ্ট ৮ মাসে ৫০ হাজার কোটি ঘনমিটার পানি পাওয়া যায়। দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা নিচু হওয়ায় এ পানির ৯৮ ভাগই নদীপথে চলে যায় সাগরে।

বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদী- ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী-অভিন্ন নদী (Transboundary River) রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৫৪টি এবং মিয়ানমারের সাথে ৩টি নদীর সীমানা যুক্ত। আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর নাম এবং প্রবাহিত গতিপথের জেলা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো-

০১. রায়মঙ্গল	*সাতক্ষীরা জেলা।*
০২. ইছামতি কালিন্দী	*সাতক্ষীরা জেলা।*
০৩. বেতনা কোদালিয়া	*যশোর জেলা।*
০৪. ভৈরব কোবাদাক	*চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও খুলনা জেলা।*
০৫. মাথাভাঙ্গা	*কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলা।*
০৬. পদ্মা	*চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলা।*
০৭. পাগলা	*চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।*
০৮. আত্রাই লোয়ার	*নওগাঁ ও পাবনা জেলা।*
০৯. পুনর্ভবা	*দিনাজপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।*
১০. তেঁতুলিয়া (তুলাই)	*দিনাজপুর জেলা।*
১১. ট্যাংগন	*পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা।*
১২. কুলীক	*ঠাকুরগাঁও জেলা।*
১৩. নাগর আপার	*পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলা।*

১৪. মহানন্দা আপার	পঞ্চগড় জেলা। মহানন্দা লোয়ার-চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলা।
১৫. ডাহুক	পঞ্চগড় জেলা।
১৬. করতোয়া	পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা।
১৭. তালমা	পঞ্চগড় জেলা।
১৮. ঘোড়ামারা	পঞ্চগড় জেলা।
১৯. দেওনাই-চাড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী	নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলা।
২০. বুড়ি তিস্ড়া	নীলফামারী জেলা।
২১. তিস্ড়া	নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা।
২২. ধরলা	লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা।
২৩. দুধকুমার	কুড়িগ্রাম জেলা।
২৪. ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলা।
২৫. জিঞ্জিরাম	কুড়িগ্রাম জেলা।
২৬. চিতলখালী	শেরপুর জেলা।
২৭. ভোগাই কংশ	শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলা।
২৮. নিতাই	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা।
২৯. সুমেশ্বরী	নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলা।
৩০. জাদুকাটা রক্তি	সুনামগঞ্জ জেলা।
৩১. জালুখালী ধামালিয়া	সুনামগঞ্জ জেলা।
৩২. নয়াগাং (খাসিয়ামারা)	সুনামগঞ্জ জেলা।
৩৩. উমিয়াম (শীলা)	সুনামগঞ্জ জেলা।
৩৪. ধলা	সিলেট জেলা।
৩৫. পিয়াইন	সিলেট জেলা।
৩৬. সারি গোয়াইন	সিলেট জেলা।
৩৭. সুরমা	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলা।
৩৮. কুশিয়ারা	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলা।
৩৯. সোনাই বরদল	সিলেট জেলা।
৪০. জুরি	মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলা।
৪১. মনু	মৌলবীবাজার জেলা।
৪২. ধলাই	মৌলবীবাজার জেলা।
৪৩. গোপাল লংরা	মৌলবীবাজার জেলা।
৪৪. খোয়াই নদী	হবিগঞ্জ জেলা।
৪৫. সুতাং	হবিগঞ্জ জেলা।
৪৬. সোনাই	হবিগঞ্জ জেলা।
৪৭. হাওড়া	ব্রাহ্মবাড়িয়া জেলা।
৪৮. বিজনী	ব্রাহ্মবাড়িয়া জেলা।
৪৯. সালদা	কুমিলণ্ঢা ও ব্রাহ্মবাড়িয়া জেলা।
৫০. গোমতী	কুমিলণ্ঢা জেলা।
৫১. কাঁকড়ি-ডাকাতিয়া	কুমিলণ্ঢা জেলা।
৫২. সেলোনিয়া	ফেনী জেলা।
৫৩. মুহুরী	ফেনী জেলা।
৫৪. ফেনী	খাগড়াছড়ি ও ফেনী জেলা।
৫৫. সাঙ্গু	বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলা।
৫৬. মাতামুহুরী	বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা।
৫৭. নাফ	বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা।

পানি নিয়ে ভাবনা

"বিশ্বেও ২৬০টিরও বেশি আন্তঃজার্তিক নদী রয়েছে। বিশ্বের সুপেয় পানি বা মিঠা পানির প্রায় ৬০ শতাংশ চাহিদা এ নদীগুলো পুরণ করে থাকে। সে জন্য মোট ১৪৫টি দেশ এসব আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ লোক আন্তর্জাতিক নদী এলাকায় বসবাস করে থাকে। ফলে এসব এলাকার রাষ্ট্রসমূহের পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শান্তি ও সমঝোতার ক্ষেত্রে, উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে, সর্বোপরি এসব এলাকার মানুষের জীবনাচারে আন্তঃসীমান্ত নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের অথবা একটি অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নগরায়ন ইত্যাদির জন্য মিষ্টি পানির প্রয়োজনীয়তা এখন অর্থনীতিতে অত্যান্ত ব্যাপক।

মিষ্টি পানির ব্যবহার ক্রমাগত জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির এই চাহিদার দরুন বৃদ্ধি পাচ্ছে মিষ্টি পানির সহজতম উৎস নদীর পানি ব্যবহারের ওপর চাপের মাত্রা। পানির প্রবাহ প্রাকৃতিক হওয়ায়, এর সরবরাহ সীমিত। ভবিষ্যতে তীব্র পানি সংকটের কথা চিন্তা করে বহু রাষ্ট্র তাদের পানি ব্যবস্থাপনাকে ভবিষ্যতের চাহিদা মিটানোর উপযোগী করে গ্রহণ করছে নানা পরিকল্পনা। পানির অভাবের দরুন ইতোমধ্যেই উপমাহাদেশসহ অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে নিদারুন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। পানির অভাব এক সময় অত্যন্ত প্রকট হতে পারে মনে করে অনেকে বলে থাকেন যে ভবিষ্যতে চাহিদার ক্ষেত্রে মিঠা পানি পেট্রোলের স্থান অধিকার করবে এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পানিসম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এমনকি বিশ্বের অনেক দেশ পানি নিয়ে জড়িয়ে পড়বে প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান আইনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্রায়ান এস. ওয়ার্ড উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'It is becoming

acknowledge water is likely to be the most pressing environmental concern of the next century.' বিভিন্নমুখী প্রয়োজনীয়তার দরুন আগামী দিনে পানিই হবে তরল ডলার। পানির জন্য যতই হাহাকার বৃদ্ধি পাবে, ততই বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সামরিক হুমকির মুখে পড়তে পারে।

'পৃথিবীর মোট আয়তনের ৭৫ ভাগই জল। এই পানি নিয়ে আজকাল খুব বেশি মাত্রায় কানাকানি এবং হানাহানি চলছে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে অনেক দেশ পানি নিয়ে তস্করবৃত্তিও করে যাচ্ছে। অন্যান্য অনেক ইস্যুর মতো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পানির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখন জাতিসংঘের উদ্যোগে খুব ঘটা করে পানি বর্ষও প্রতিপালিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষাপটেই ২০০৩ সালকে জাতিসংঘ কর্তৃক ' আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জীবনাচারের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে পানির ব্যবহার নেই। শুধু আমাদের মানুষের কথাই বা বলি কেনো, কোনো প্রাণের পক্ষেই কি পানি ছাড়া জীবন নির্বাহ করা সম্ভব? পানি বিহীন একটি ধরিত্রী কেউকি কল্পনা করতে পারে? কেউই পারে না। এ পর্যায়ে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়; ব্যবহৃত পানির ৬৯ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে, ২৩ শতাংশ শিল্প ক্ষেত্রে এবং মাত্র ৮ শতাংশ পানীয় গৃহস্থালি কাজের নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়। যেহেতু অন্যান্য সম্পদের মতে পানির জোগানও সীমিত, সেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখন পানির মারাত্মক সঙ্কট ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে ২৮টি দেশের প্রায় ৩৬ কোটি মানুষ জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ পায়নি। পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। কিন্তু পানির উৎস বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। যে কারণে পানি সঙ্কট দিনকে দিন তীব্র আকার ধারণ করছে এবং করবে। চলমান পরিস্থিতির আলোকে হিসাব করে দেখা গেছে ২০২৫ সাল নাগাদ ৪৬-৫২ টি দেশের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পানির নাগাল পাবে না। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ পানি থেকে বঞ্চিত হলে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ আকার ধারন করবে। এই আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই হয়তোবা বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাজেলদিন ১৯৯৫ সালের এক রিপোর্টে বলেছিলেন, 'চলতি শতাব্দীতে বেশিরভাগ যুদ্ধ হয়েছে তেল নিয়ে, আগামী শতাব্দীতে যুদ্ধ হবে পানি নিয়ে'। তাঁর এ আশঙ্কা একেবারে যে অমূলক নয়, তার কিছু কিছু নমুনা ইতোমধ্যে উঁকি দেয়া শুরু করেছে। এ উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশ এখন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক নদীর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আড়াই, তিন হাজার বছর আগেকার মানুষ এখনকার মতো করে প্রকৃতিকে জয় করতে পারত না, সে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ তারা তখন অর্জন করতে পারেনি। ফলে প্রকৃতির বিরূপতার মুখে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ধ্বংস হতে হতো। আজকের দিনে পৃথিবী যখন অনেক অগ্রসর, মানুষ যখন মঙ্গলগ্রহে আবাসনের আবাসনের এন্তেজামে ব্যতিব্যস্ত বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মাঝে যখন আমাদের বসবাস, তখনো জল সঙ্কটের কারণে গরিব বিশ্বে প্রতিদিন সুপেয় পানির অভাব হেতু অনূর্ধ্ব ৩ বছরের শিশু মারা যায় প্রায় ১০ হাজার। এত সমৃদ্ধ পৃথিবী সৃষ্টি করেও আমরা মানুষের অস্তিত্ব বিলোপন ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। পারছি না দারিদ্যমুক্ত পৃথিবীসহ সবার জন্য সুপেয় পানির অধিকার নিশ্চিত করতে। অধিকন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উল্টোপথে হেঁটে জলের উৎসসমূহ কলুষিত করে এ সমাজ, এ পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দিচ্ছি ধ্বংসের দ্বারাপ্রান্তে।

ছোটকাল থেকেই আমরা জেনে এসেছি, পানির অপর নাম জীবন। আদতেও তাই। পানি ছাড়া কখনো, কোনো অবস্থাতেই জীবনযাপন সম্ভব নয়। শুধু মানুষ বা প্রাণিকুলের জন্য নয়, বৃক্ষরাজির জন্যও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত পানি না হলে হয়তোবা এ পৃথিবীরও সৃষ্টি হতো না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অজস্র অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা এখনো যেমন প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করতে পারিনি, তেমনই পানিরও বিকল্প সন্ধান করতে পারিনি। প্রাত্যহিক জীবনাচারের সব উপাচার যেমন পানির ওপর নির্ভরশীল তেমনই শিল্পকারখানার পণ্যসহ প্রায় সব ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে পানি। এই পানিকে কেন্দ্র করেই এখানো বয়ে চলছে মানুষের সভ্যতার তরী, বৃহত্তর অর্থে বললে বলতে হয়, এই পৃথিবীটাকে এখনো সচল রেখেছে এই পানি। শুধু খানাপিনা কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থাতেই পানির অবদান বা উপস্থিতি সীমাবদ্ধ নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অনাদিকাল থেকে জলপথের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আদিম সমাজ থেকে বিকশিত হয়ে মানবসমাজ যে সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল তারও ভিত্তি ছিল পানিকেন্দ্রিক জলপথ। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় জল জোগানের সুবিধার্থে যেমন ব্যাপক হারে নদীর তীরে জনপদ গড়ে উঠেছিল তেমনই যোগাযোগের সুবিধার সুবাদে গড়ে উঠেছিল নগর, বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্র। নদীর তীরবর্তী এসব প্রাচীন সভ্যতাকে সমাজবিজ্ঞানীগণ এক কথায় নদীতীরবর্তী সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রক্রিয়ায় নীলনদ, হোয়াংহো, ইউফ্রেটিস এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতর প্রাচীন সভ্য সমাজ। আমাদের দেশের প্রাচীন নগরসমূহও এ ধারাতেই বিকাশ লাভ করেছিল। পাহাড়পুর, ময়নামতি, পুন্ড্রবর্ধন এবং হাল আমলে আবিষ্কৃত উয়অরী-বটেশ্বরও বিকশিত হয়েছিল জলপথে যোগাযোগ সুবিধার বদৌলতে। আজও এ নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনপ্রণালি এবং অর্থনীতির পুরোটাই জলনির্ভর। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে

চলছে আমাদের নদনদী খালবিল পুকুর নালা এবং সমুদ্র। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পানির উৎসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে বর্তমানে পানির পরিমাণ ৩৪৪ মিলিয়ন কিউবিক মাইল। এর মধ্যে ৩১৫ মিলিয়ন কিউবিক মাইল বা ৯৩% সমুদ্রের জল। ৯ মিলিয়ন কিউবিক মাইল বা ২.৫০% ভূ-গর্ভস্থ জল। ৭ মিলিয়ন কিউবিক মাইল বা ২% জল বরফ আকারে জমাট অবস্থায় আছে। ৫৩ হাজার কিউবিক মাইল জল ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের নদ, নদী, হ্রদ, পুকুর, জলাশয়ে প্রবাহমান বা মজুদ আছে। ৪০০০ কিউবিক মাইল জল বাতাসের আর্দ্রতা হিসেবে বায়ুমন্ডলে বিরাজ করছে এবং ৩৪০০ কিউবিক মাইল জল মানবদেহসহ সব প্রাণীর প্রাণে বিরাজমান।

আগেও বলেছি তদুপরি আরো বলছি এখন বিশ্বেও জলসম্পদের প্রায় ৬৯ শতাংশই ব্যবহৃত হয় ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে। ২৩% ব্যবহৃত হয় শিল্পকারখানায় এবং মাত্র ৮% জল পানীয় হিসেবে ও দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৩৫ শতাংশ অর্জিত হয় জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। এক্ষেত্রেও জলের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি হিসেবে দেখা যায়, পৃথিবীতে প্রতিবছর জনপ্রতি গড়পড়তা ২০০ কেজি খাবার উৎপাদন করতে হয়, এই খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাপক পরিসরে জলের ওপর নির্ভর করতে হয়। জলবিহীন খাদ্য বা শস্যের উৎপাদন অলিক কল্পনার নামান্তর। এখানে কিছু কিছু শস্য উৎপাদনের জন্য কী পরিমাণ পানির জোগান প্রয়োজন হয় তার একটি ফিরিস্তি তুলে ধরছি। প্রতিকেজি ধানের জন্য ১৯০০-৬০০০ লিটার, প্রতিকেজি গমের জন্য ৯০০-২০০০ লিটার, প্রতিকেজি ভুট্টার জন্য ১১০০-২০০০ লিটার এবং প্রতিকেজি আলুর জন্য গড়ে ৫০০-১৫০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়।

এখানে পানির তাৎপর্য বা অপরিহার্যতা মুল্যায়নের জন্য দেশি কিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে আলোকপাত করছি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এদেশে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৩৪১.১৩ লাখ মেট্রিকটন। এর মধ্যে আউশ ধান ১৭.০৯ লাখ, আমন ধান ১২২.০৭ লাখ, বোরো ধান ১৮৩.৪১ লাখ, গম ৯.৬৯ লাখ এবং ভুট্টা ৮.৮৭ লাখ টন উৎপাদিত হয়েছিল। এই উৎপাদিত ফসলের পরিমাণকে আবশ্যক পানির পরিমাণ দিয়ে গুণন করে দেখুন কি পরিমাণ পানি আমাদের খাবার উৎপাদনের জন্য প্রতিবছর জোগান দিতে হয়। আমরা আমাদের কৃষিকাজের জন্য এক সময় পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিলাম কিন্তু এখন বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদের প্রয়োজনের আমাদের সে অবস্থান নেই। এখন এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই সেচনির্ভর। এক্ষেত্রে ২০১০-১১ অর্থবছরে সেচকার্য ভূ-উপরিভাগের জল ব্যবহৃত হয়েছে ২১ লাখ ৯৮ হাজার হেক্টর জমিতে। গভীর, অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়েছে ৩৯ লাখ হেক্টর জমিতে। ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের মাধ্যমে জল জোগান দিতে গিয়ে আমরা যেমন পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছি তেমনই আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে আর্সেনিকের মুখোমুখি। বাংলাদেশে এখন এমন কোনো জেলা নেই যা আর্সেনিকের প্রভাবমুক্ত। দেশের ৬১ জেলার ২৭০টি উপজেলার ৮৫ মিলিয়ন মানুষ এখন আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে। কোনো কোন এলাকায় এটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের পরিবেশের জন্য এটিও এখন একটি বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত। এই আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আমাদের জনপদের লোকদেরও ২৩টি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এ থেকে অবমুক্তি পথ সন্ধানে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হচ্ছে এবং এ বাবদ প্রচুর অর্থ খরচা করতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ভূ-গর্ভস্থ জল সঞ্চালনের মাধ্যমেই আজকে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমরা যদি উপরিভাগের জলের উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে পারতাম বা আমাদের চাহিদা মোতাবেক জল যদি পুকুর, নদী, খালবিল থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হতাম তা হলে এ দুর্যোগ থেকে নাজাত পেতাম। এই আর্সেনিকের কোপানলে আমাদের নিপতিত হতে হতো না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা এখনো সে পথে না হেঁটে শর্টকাট পথে মাটির নিচ থেকে জল উত্তোলন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাচ্ছি এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা মাটির নিচের জলের দিকে দিনকে দিন ঝুঁকে পড়ছি, তেমনই নাগরিক জীবনের জন্যও ভূ-গর্ভস্থ জলের ওপর ক্রমশ বাড়িয়ে চলছি নির্ভরশীলতা। এ ব্যাপারে ঢাকা মহানগরের জল সরবরাহের দিকে একটু আলোকপাত করা যেতে পারে। ২০১০ সালে ঢাকা ওয়াসা প্রতিদিন জল সরবরাহ করেছে ২০৮৭.৫০ মিলিয়ন লিটার। এর মধ্যে ১৮৩১.২০ মিলিয়ন লিটার সরবরাহ করা হয়েছে ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে এবং মাত্র ২৫৬.৩০ মিলিয়ন লিটার জোগান দেওয়া হয়েছে ভূ-উপরিভাগের থেকে। মাটির তলদেশ থেকে এভাবে পাইকারি হারে জল উত্তোলন করতে গিয়ে প্রতিনয়ত নিচে নেমে যাচ্ছে পানির স্তর। বিগত ৭ বছরে এই স্তর নেমেছে ২০ মিটার। প্রতিবছর এ্ জল স্তর নেমেছে গড়ে ২.৮১ মিটার হারে। চলমান প্রবণতা এভাবে অব্যাহত থাকলে ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ ঢাকা শহরের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ১২০ মিটারে অধঃপতিত হবে। এরপর কী হবে? তা এক হেভিওয়েট প্রশ্নই বটে।

অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে দিনে দিনে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। 'দৈনিক প্রথম আলো' তে ২৩-০৫-২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। 'অপরিকল্পিতভাবে তোলায় নেমে গেছে পানির স্তর' শিরোনামের প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়েছে, "বছরের পর বছর অপরিকল্পিতভাবে পানি তোলার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। কোথাও পানি নেমে গেছে সমুদ্রের পানি গড় উচ্চতা থেকে ১৭০ ফুট নিচে। দক্ষিণাঞ্চলের লবণপানি ক্রমেই উত্তর দিকে এগোচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৭ শতাংশ এলাকা হুমকির

মুখে পড়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) আয়োজিত এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার কৃষি, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক প্রকৌশলী ইফতেখারুল আলম এই ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেন। এ বিষয়ে তিনি সুপারিশ রাখতে গিয়ে বলেন, 'এখন যেটা করতে হবে, তা হচ্ছে আমরা এ বছর মাটির নিচ থেকে যে পানি তুলে নিচ্ছি, পরের বছর তা মাটিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।' ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলনে কৃষি ও পরিবেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আইইবির কৃষি প্রকৌশলী বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ মেশকে আলম।

আইইবির সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার জানান, ১৪ বছর গবেষণা করে তিনি ভূ-গর্ভস্থ পানির বিষয়ে ভয়াবহ তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, এ দেশে অগভীর নলকূপ বিকল হওয়া শুরু হয় পানি স্তর নেমে যাওয়ার পর থেকেই। আগে ১০ বছরে এক মিটার পানি নামত। বর্তমানে বছরে দুই থেকে তিন মিটার পানি নেমে যায়। সেমিনারে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পানি বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত বলেন, এ দেশের পানিতে এখন প্রচুর লবণ। এর জন্য প্রধানত দায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ। তবে বর্তমানে ইকো ও জলবায়ু পদ্ধতি নিয়ে এ দেশে অনেক কাজ হচ্ছে। এই তৎপরতা অনেক দেশের কাছে ঈর্ষণীয়ও। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইইবির সভাপতি শামীজামান বসুনিয়া স্বচ্ছ পানির স্থলে লবণপানির আধিক্য কমিয়ে আনার বিষয়ে সবার সচেতনতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন"।

বৈশ্বিক পানি পরিস্থিতি নিয়েও এখানকার সময়ের বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ভবিষ্যতে এ ভয়বহতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে সমস্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে পন্ডিতগণ প্রতিনিয়তই গলদঘর্ম হচ্ছেন। এ বিষয়ে দ্য ইনডিপেন্ডেন্টের উদ্ধৃতিক্রমে '২০৫০ সালের মধ্যে বিশুদ্দ পানির সঙ্কটে পড়বে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ, ৫০০ শীর্ষ বিজ্ঞানীর যৌথ ঘোষণাপত্র' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে ২৭-০৫-১৩ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো'য় প্রকাশিত প্রদিবেদনটিতে বলা হয়, "২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্য হতে পারে ৯০০ কোটি। এই জনসংখ্যার অর্ধেকই তখন বিশুদ্ধ পানির তীব্র সঙ্কটে পড়তে পারে। জীবনের জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য এই উপাদানকে রক্ষা ও সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে সরকারগুলোর ব্যর্থতা এমন পরিণতি ঘটাতে পারে।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সেই পানি সঙ্কটের প্রথম লক্ষণ হবে, মানুষ যেসব এলাকায় পানি পাবে না, সেসব এলাকা থেকে গণহারে অন্যত্র চলে যাবে। এ নিয়ে তখন রাজনৈতিক উত্তেজনাও বাড়তে পারে। পানি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৫০০ বিজ্ঞানী এক যৌথ ঘোষণাপত্রে এসব আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছেন। জার্মানির বন শহরে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল ওয়াটার সিস্টেম প্রজেক্ট' শীর্ষক এক বৈঠকে ওই ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ক্রমেই অপ্রতুল হয়ে ওঠা পানিসম্পদ ব্যবহারে বর্তমানে অব্যবস্থাপনা ও অপব্যবহারই বিশ্ববাসীকে পানির চরম সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁরা জানিয়েছেন, মানুষের কর্মকান্ড (যেমন ভূমিধস, দূষণ, নদী খনন ইত্যাদি) বিশুদ্ধ পানির সরবরাহে বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়েছে। নদীর পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ স্তর পানিও মানবসৃষ্ট কারণে দূষিত হচ্ছে। ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী আরো ২০০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানির সঙ্কটে পড়বে।

যৌথ ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছেন, আগামী এক বা দুই প্রজন্মের মধ্যেই বিশ্বেও ৯০০ কোটি মানুষের বেশিরভাগকেই বিশুদ্ধ পানির তীব্র সঙ্কটের মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন পানি এমন একটি মারাত্মক বিষয় হতে চলেছে, যা একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক মানব উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করতে পারে। বৈশ্বিক পানিসম্পদ প্রকল্প নিয়ে কাজের সঙ্গে যুক্ত এই বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিশ্বব্যাপী পানির ব্যবহার যে হারে বেড়েছে এবং বিদ্যমান পানির উৎসগুলো যে মাত্রায় স্থায়ীভাবে কমে যাচ্ছে, সেটা চরম পর্যায়ের কাছাকাছি, যা অদূরভবিষ্যতে বৈশ্বিক চূড়ান্ত সীমা ছুঁয়ে ফেলতে পারে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই মাত্রা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে অনুমান করা সম্ভব নয় বলেও সর্তক করে দিয়েছেন তাঁরা"। এ সমস্ত সর্তকবাণী ও বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি দাড়িয়ে আমরাও এখন অনেকটা নড়েচড়ে উঠেছি। ভবিষ্যতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে গ্রহণ করছি কার্যকর পদক্ষেপ। ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারের ব্যাপারে হয়ে উঠছি সচেতন। নেতিবাচক সংবাদেও ভিড়ে তাই মাঝে মাঝে নজরে পড়ে দু-একটা ইতিবাচক সংবাদ। এ ধরনেরই একটি সংবাদ প্রতিবেদনে ০৭-০৬-২০১৩-এর 'দৈনিক প্রথম আলো' তে লেখা হয়েছে, "ঢাকা ওয়াসার সরবরাহ পানির ২২ শতাংশ আসছে ভূ-উপরিস্থিত উৎস থেকে। চার বছর আগে এর পরিমাণ ছিল ৯ শতাংশ। ২০২১ সালে ৭০ ভাগ পানি ভূ-উপরিস্থিত উৎস থেকে পাওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, অনেক আগেই তা পূরণ হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার 'পরিবেশবান্ধব পানি ব্যবস্থাপনা: ঢাকা ওয়াসার অর্জন' বিষয়ে এক সেমিনারে মুল প্রবন্ধে এসব কথা বলেন নগরের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থাটির ব্যবস্পনা পরিচালক তাকসিম এ খান। ঢাকা ওয়াসা এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যৌথ উদ্যোগে সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এই সেমিনারে তিনি বলে, ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর অতি নির্ভরলীলতা ঢাকা শহরের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। এই নগরে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়ে গেছে বহুগুন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে ভূ-উপরিস্থিত উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। প্রবন্ধে বলা

হয়, ওয়াসার সরবরাহ এলাকায় এখন দৈনিক পানির চাহিদা ২১৩ থেকে ২২৪ কোটি লিটার। তবে এখন প্রথমবারের মতো এই চাহিদার চেয়ে বেশি পানি উৎপাদন করে ওয়াসা। ওয়াসার উৎপাদন ক্ষমতা এখন ২৪২ কোটি লিটার"।

এক্ষেত্রে ভূ-উপরিভাগের পানির জোগানসহ সব জল উৎসগুলোকে কার্যকর করতে হবে। প্রয়োজনে চাহিদার অনুপাতে গড়ে তুলতে হবে নতুন নতুন জলাধার। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পানি ধরে রাখার উপায় খুজে বের করতে হবে। একই সাথে পানির অপচয় রোধসহ সব নদনদী জলাশয়ের পনি নিষ্কলুষ রাখবারও ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা যদি পানির প্রয়োজনীয় জোগান নিশ্চিত করতে না পারি তা হলে আমাদের বিপর্যয় ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে।

<u>আমাদের নদ নদী</u>

'ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে ৫৩টি নদী, বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবাহিত হয়েছে ১টি নদী এবং মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে ৩টি নদী-এই ৫৭টি নদী বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে পরিচিত বা স্বীকৃত এসব নদীসহ বর্তমানে দেশে নদী-নদীর সংখ্যা ৭১০। এ জনপদে ইতিপূর্বে ১৩শ নদীর দেশ বলে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে সে অবস্থান আর নেই। এখন ৩০৯ টি নদনদীকে নিয়েই আমাদের আলোচনা-গবেষণা আবর্তিত হয়ে থাকে। এক সময় পদ্মা আমাদের অহংকারের নদী ছিল। বস্তুত ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণে এ কথা সর্বজন বিদিত যে, এই পদ্মা বা গাঙ্গেয় উপত্যকাকে কেন্দ্র করেই এতদঞ্চলে জনপদের বিকাশ ঘটেছিল। সহজে পানিপ্রাপ্তির বদৌলতে এ বদ্বীপ অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। কালের প্রবাহে এখন পদ্মা প্রায় পরিত্যক্ত। ফারাক্কার করালগ্রাসে এ নদী তার যৌবন হারিয়ে এখন দাতভাঙ্গা বুড়ির মতো লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ৪০ বছর আগেও এ নদীর ছন্দময় ঢেউয়ের ধ্বনি শোনা যেত দু-তিন কিলোমিটার দুর থেকে। এখন এর কোন ছন্দময়তা নেই। বিস্তীর্ণ বালুচরে দৃশ্যমান হয় শুধু নীরবতা, শ্রুত হয় হাহাকার ধ্বনি। রাজশাহী শহরের পাশ দিয়ে বলে চলা এ নদীতে যে একদিন বড় বড় ষ্টিমার চলত সে কথাও যেন বিশ্বাস হতে কষ্ট হয়। পরিবেশ অবান্ধব ফারাক্কার প্রভাবে এরই মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানি সমস্যায় নিপতিত। সেচসহ মৎস্য জগতে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। হারিয়ে যেতে বসেছে রূপালি ইলিশসহ শত প্রজাতির মাছ। অবলুপ্ত হয়েছে মাঝি মাল্লার গীতিময়তায় ভরপুর অসংখ্য নৌপথ। এক সময়ের পূর্ণ যৌবনা কুমার, কালী, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, জলাঙ্গী, নবগঙ্গা, ডাকুয়া, হিসনা, ভাইমারা, মড়কা এবং চন্দনার মতো অসংখ্য নদী আজ অকাল বার্ধক্যের চাপে মৃতপ্রায়। কালের প্রবাহে একদিন হয়তোবা এসব নদী শুধু পাঠ্যপুস্তকে শোভা পাবে। কোনো বাউলের কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হবে না এখানকার জলধারার উপাখ্যান। অন্যদিকে অসংখ্য বালুচর বুকে নিয়েও এখনো ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলছে তার স্বকীয় ধারায়। যদিও পুরনো ব্রহ্মপুত্রের ধারাটি শীর্ণকায় জলধারার আদলে কোন মতে টিকে আছে। তদুপরি পদ্মার মতো এখনো মূল ব্রহ্মপুত্রের বুকে অন্ধকার নেমে আসেনি। তবে বৈশ্বিক পর্যায়ে নদী নিয়ে যে তুলকালামকান্ড চলছে তাতে করে ব্রহ্মপুত্র কতদিন নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারবো তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ ইতোমধ্যে এ নদীর দিকে উদীয়মান চীনারা কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। এ নদীর জলধারার উৎসমুখে বিনির্মিত হচ্ছে সাংপো ড্যাম। এখানে চীনারা নির্মাণ করছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ড্যাম। প্রকৌশলগত দিক দিয়েও এটি একটি বিস্ময়কর স্থাপনা। এ ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে সাংপো নদীর উৎসমুখে। এ নদীর জলধারার মাধ্যমে বর্তমানে ব্রহ্মপুত্রের ৭০% জল প্রবাহিত হয়। সাংপো প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রাক্কালে বিদ্যমান জলধারা গতিপথ পরিবর্তনের জন্য সীমিত পরিসরে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটারের ট্যানেল সৃষ্টি করা হবে এবং সে ট্যানেলের সাহায্যে জলের ৭০% প্রবাহ ডাইভার্ট করা হবে চীনের অভ্যন্তরে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ওরা উৎপাদন করবে ৪০ হাজার মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ এবং এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিঃসৃত পানি দিয়ে সিনজিয়াং ও গাংসু মরু অঞ্চলকে করা হবে সুজলা-সুফলা। এই

মহাযজ্ঞের মাধ্যমে ৪০০ মাইল দূরত্বের মরু অঞ্চলে জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে চীনাদের কাছে এ প্রকল্পটি অত্যান্ত লাভজনক বলে প্রতীয়মান হলেও এর ভূ-বৈচিত্রিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। এতে করে ১০০ প্রকারের অর্কিড, ৪০০ প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদ চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়াও এ ঝুকিঁপূর্ণ প্রকল্পের যে কোন বিপর্যয়ের কারণে পুরো চীন ধ্বংসের মুখে নিপতিত হতে পারে বলেও নাসা কর্তৃপক্ষ মনে করছেন। তারপরও থেমে নেই এ আত্মঘাতী বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প। চীনের অভ্যন্তরে টেনে নেয়া হবে ৭০% জল বাদবাকি ৩০% জল প্রবাহিত হবে ব্রহ্মপুত্রের দিকে। এতে করে ব্রহ্মপুত্রের বিদ্যমান প্রবাহ ৭০ থেকে কমে ৩০ শতাংশে স্থিত হবে। ফলে ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাসহ বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে জল সংকটজনিত মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। এর সাথে মরুকরণ প্রক্রিয়ার আশঙ্কাকের একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এসব ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ছাড়াও আমাদের সামনে এখন যে সমস্যা বিরাজিত তার নেতিবাচক দিকটিও জল সঙ্কটের ক্ষেত্রে মড়ার উপর খাঁড়ার মতো চেপে বসে আছে। আমাদের শহরাঞ্চলের নদীগুলো ইতোমধ্যেই ভয়াবহ আকারে দূষিত হয়ে পড়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, লীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলি মনুষ্য সৃষ্ট অপকর্মের কারণে মারাত্মকভাবে কলুষিত। শিল্পবর্জ্যের অবাধ নিষ্কাশনের কারণে এসব নদী হারিয়েছে আবহমানকালের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। বুড়িগঙ্গার পানি এখন পরিশোধনের পর্যায়েও আর নেই। এই দুষণের কারণে একদিকে যেমন মৎস্যসম্পদ বিলীনের পথে অন্যদিকে তেমন এ বিশাল জলবান্ডার দিয়ে শিল্প বা কৃষি উৎপাদনও সম্ভব হচ্ছে না। অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং জনসংখ্যার আধিক্যের চাপে দিনে দিনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে জলাভূমিসমূহ।

আমাদের এখানে এখনো তেমন কোনো ভারী শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। জাতীয় আয়ে এখানো শিল্প খাত ২৯ শতাংশে স্থিত হয়ে আছে। অথচ এর জন্য ভয়াবহ মাসুল গুনতে হচ্ছে। নদীগুলো হয়ে পড়ছে কলুষিত। অবহেলার কারণে নদীপথ দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। আমরা পারছি না বৃষ্টির জলধারা এবং আষাঢ়ে নদীর প্রবাহ ধরে রাখতে। ফলে দিন দিন বেড়ে চলছে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা। নদীমাতৃক সমাজের পরিচিত পুনরুদ্ধার এবং জনজীবনের বিপর্যয় রোধের স্বার্থে এখনি তাই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে যতটা বিলম্ব হবে ততটাই আমরা পিছিয়ে পড়ব অথবা হারিয়ে যাব। আবহমানকাল থেকেই আমাদের এ উপমহাদেশে জলব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হতো। সেই আড়াই হাজার বছর আগে কৌটিল্যের জামানাতেও সেচ ব্যবস্থাসহ ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের চল ছিল। পানির ওপর প্রদান করা হতো অতীব গুরুত্ব। সমাজ গবেষক উইটফোগেল আমাদের সমাজকে বলেছেন হাইড্রোলিক সোসাইটি। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, আবহমানকাল থেকেই এ অঞ্চলের রাজন্যদের জন্য জল ব্যবস্থপনা ছিল সরকারি কাজের অন্যতম অনুষঙ্গ। এখানকার প্রেক্ষাপটে এ ক্ষেত্রটি আরো অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিধায় এক্ষেত্রে দায় পালনে শিথিলতার কোনো অবকাশ নেই।

এ পরিস্থিতিতে ফারাক্কা, সাংপো, টিপাইমুখের প্রভাব, আর্ন্তজাতিক নদীসমূহের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং ভূগর্ভস্থ জলের কুপ্রভাব বিবেচনায় এনে এখনই আমাদের জলের উৎসসমূহকে করতে হবে সচল এবং নিষ্কলুষ। এ ব্যাপারে যে কোনো আপসকামিতা মানেই ধ্বংসকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো। আমাদের অবহেলার কোপানলে পড়ে হরপ্পার মতো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যাই সে ব্যাপারে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। পানি নিয়ে ভাবতে হবে গভীরভাবে। মনে রাখতে হবে পানির অপর নাম জীবন।

পানি নিয়ে আমাদের নগরাঞ্চলেও ইতোমধ্যে হাহাকার শুরু হয়েছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরের অনেক এলাকাতে মাঝে মাঝে পানি সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে থাকে। এ ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের

বরেন্দ্র এলাকাসহ অনেক এলাকার পানির স্তর আশঙ্কাজনক হারে নিচে নেমে যাওয়ায় সঙ্কট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। বর্তমান সময়কালে আমাদের সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানির ৭৫ শতাংশ আহরিত হয় ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে, বাদবাকি ২৫ ভাগ পানি পাওয়া যায় নদ, নদী, হাওর, বিল ও অন্যান্য জলাশয় থেকে। এরই মধ্যে সারা দেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে গেছে। অদূরভবিষ্যতে এ স্তর কোথায় গিয়ে স্থিত হবে কে জানে। উপরিভাগের জোগানের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। উপরিভাগের পানির প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- ব্রহ্মপুত্র জোগান দেয় ৫১%, পদ্মা জোগান দেয় ২৮% এবং মেঘনার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় ১৪ শতাংশ পানি। আর মাত্র ৭ শতাংশ পানি আমরা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

নদীগুলোর অবস্থাও আশাপ্রদ নয় । কম-বেশি সব নদীই এখন বিপর্যয়ে নিপতিত। ১৫১ টি ট্যানারির নিঃসৃত বর্জ্যে ঢাকার বুড়িগঙ্গার অকাল মৃত্যু হয়েছে। এসব শিল্প থেকে অবাধে সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্রোমিয়াম, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়ামের অক্সাইড নদীর পানিতে মিশে জলধারাকে সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করে ফেলেছে। দূষণ এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, এ নদীর পানি এখন আর পরিশোধনেরও যোগ্য নয়। ঢাকাবাসীর জন্য পানি সরবরাহের একটি সহজ ও সাশ্রয়ী উৎস হতে পারত বুড়িগঙ্গার পানি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ওই নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়াটাও এখন আর স্বাস্থ্যসম্মত নয়। একই অবস্থা শীতলক্ষ্যা, তুরাগ এবং কর্ণফুলি নদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিল্পবর্জ্যের নিয়ন্ত্রণহীন প্রবাহের কারণে এসব নদী হারিয়েছে তাদের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য। এখন বাইনোকুলার দিয়ে খুঁজলেও এসব নদীতে কোন মাছের উপস্থিতি চোখে পড়ে না। এসব নদীর জল গৃহস্থালি কাজসহ কোনো কাজেই আর ব্যবহার করা চলে না। এর সাথে দূর্গন্ধ তো বোনাস হিসেবে আছেই। এভাবেই রাসায়নিক সার, শিল্পবর্জ্য, সঙ্কীর্ণ মানসিকতা এবং অসচেতনতা আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য যেমন বিনষ্ট করছে, তেমনই আবার ভবিষ্যৎকে করে তুলছে অনিশ্চিত, অন্ধকার।

ছোটবেলায় আমাদের দেশ সম্পর্কে পড়তে গিয়ে দেশটিকে নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পড়তে হতো। আমাদের জীবনের সাথে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল সারা দেশে জালের মতো বিস্তৃত অসংখ্য ছোট-বড় নদী। আমাদের গল্প কবিতা ছড়ায় নদনদীর সগৌরব উপস্থিতি ছিল অত্যাবশ্যক। তখন দিনাজপুর থেকে সড়ক পথে চট্টগ্রামের পথে রওনা দিলে কিছু দূর পর পর ফেরির মাধ্যমে নদী পার হতে হতো। কালের প্রবাহে এবং উন্নয়নের সুবাদে এখন আর ফেরিতে নদী পাড়ি দেয়ার ঝক্কি নেই। সেই সাথে নদীগুলো সেই তরঙ্গও নেই। এক সময়ের ১৩শ নদী দেশে বর্তমানে বয়ে চলছে ৭১০টি নদী। এসব নদীর ৫৭টি নদী ট্রান্সবাউন্ডারি বা আন্তর্জাতিক নদী। এই ৫৭টি নদীর ৫৪টি নদী ভারতের সাথে এবং তিনটি মিয়ানমারের সাথে সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক নদীগুলোর জল নিয়ে এখন শুরু হয়েছে নানা রকমের টালবাহানা। এছাড়াও উজান থেকে পরিবাহিত বিপুল পরিমাণ (আগে বছরের পলিমাটি পরিবাহিত হতো ২০০ কোটি টন, এখন তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি টনে) পলিমাটির কারণে নদীর তলদেশ প্রতিনিয়ত ভরাট হচ্ছে। এতে করে নদীগুলো একদিকে যেমন নাব্যতা হারাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই হারিয়ে ফেলছে জল ধারণক্ষমতা। এই নাজুক পরিস্থিতিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো পার্শ্ববর্তী দেশের বিনির্মিত বাঁধ, ব্যারাজ স্বাভাবিক জলপ্রবাহকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। শুধু ফারাককা বাঁধের কারণেই পদ্মা অববাহিকায় ইতোমধ্যে ৩০টি নদী নাব্যতা হারিয়ে মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে। যে গড়াই নগীতে এক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বিঘ্নে নৌভ্রমণ করতেন,সেটি এখন হাঁটুর কাপড় ওপরে না তুলে, জলে পা না ভিজিয়েই পার হওয়া যায়। এসব এক্সাটারনাল ফ্যাক্টর ছাড়াও নদী খাল বিলের প্রতি আমাদের নেতিবাচক মনোভাব পরিস্থিতিকে আরো সঙ্গিন করে তুলছে। নদীমাতৃক দেশে জন্ম নিয়েও কেন যেন নদী ও বিভিন্ন

জলাধারের প্রতি আমাদের ভালবাসা অত্যন্ত কম, ক্ষেত্রবিশেষে নেই বললেই চলে। জলাধারের প্রতি কেন আমাদের এই অপমানসিকতা তা নিয়ে এখন ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন বলে মনি করি। এক সময় যেসব নদী আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার খেলায় নিয়োজিত থাকত, সেসব নদীর অনেকগুলোরই এখন পক্ব কেশ, খেলার নিঃশেষিত। ছোটবেলায় মরা সতী নামের যে ছোট্ট নদীতে বর্ষাকালে প্রান খুলে সাঁতার কাটতাম, ওখানে এখন সারি সারি দালান দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকার ধোলাইখালকে এমনভাবে ধোলাই দেয়া হয়েছে যে, খালটি ঢাকার মানচিত্র থেকেই হারিয়ে গেছে। এখন ওটি পুরোপুরি ধোলাই রোড হয়ে গেছে। এভাবেই ছোট্ট উৎসগুলো সঙ্কুচিত হতে হতে এখন এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, কদিন বাদে এ দেশটিকে আর নদীমাতৃক বাংলাদেশ বলারই যৌক্তিকতা কেউ খুঁজে পাবে না। নদী ছাড়া যে দেশে ব্যবসা, বাণিজ্য কিংবা কোথাও ভ্রমণের কথা কল্পনাও করা যেত না, বর্ষাকালে দক্ষিণাঞ্চলের যে গ্রামগুলো নায়রীদের নৌকায় মুখরিত হয়ে উঠত, সে দেশে এখন বর্ষা মৌসুমে নদীপথের নাব্যতা থাকে ৬ হাজার কিলোমিটার, আর বাদবাকি সময়ে নাব্যতা নেমে আসে ৩ হাজার আটশ কিলোমিটারে। অথচ নদী বিধৌত এই বদ্বীপে ৫০ বছর আগেও জলপথের পরিধি কম-বেশি ৬০ হাজার কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত ছিল। উন্নয়নের জোয়ারে জ্যামিতিক হারে বেড়েছে সড়কপথের পরিধি। সড়কপথ বিস্তৃতির সাথে নৌপথ যেমন করেছে, তেমনই আবার নদীর নাব্যতাও সমান্তরালভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই সাথে কমে গেছে জল ধারণ করার সক্ষমতাও। তারপরও এখনো কমেনি নদী দখলের প্রবণতা। প্রায়ই খবরের কাগজে বিষয়ক প্রতিবেদন অহরহ নজরে পড়ে। ২২ মার্চ ২০১২ ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় শীতলক্ষ্যা দখলের মহোৎসব চলছেই শিরোনামে ওই হতভাগা নদীটির ওপর ভুমি আগ্রাসীদের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে করে আশঙ্কা জাগে যে, অচিরেই হয়তো ওই নামে কোনো নদীর অস্তিত্ব আর এদেশে থাকবে না। নদী দখলকারীদের সিনার পরিধি এতটাই বিস্তৃত হয়েছে যে, মেঘনার মতো নদীটিকেও মাঝে মাঝে গ্রাস করতে ওরা ছুটে আসে।

আধুনিক সমাজে উৎক্রমণের কালপর্বে শিল্পায়নের ফলে সর্বাগ্রে আগ্রাসনের শিকার হয়েছে নদনদী, জলাশয়। ইউরোপসহ এশিয়ার অনেক শিল্পায়িত দেশে এমনটা পরিদৃষ্ট হয়েছে। আজকের দিনে প্যারিসের শেইন বা লন্ডনের টেমস নদী দেখে মন জুড়িয়ে যায়। এসব নদী এখন মানুষের বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ। এক সময় এসব নদীও শিল্পবর্জ্যে কলুষিত হয়ে পানের অযোগ্য হয়েছিল। তীরবর্তী অঞ্চলের বসবাসকারীরা নদীর জলের দুর্গন্ধে অক্কা পাওয়ার উপক্রম হতো। এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের ব্রাডফোর্ড শহরের অ্যারে নদীর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। অ্যারে নদীর সুপেয় পানির পর্যাপ্ততার সুবাদে একদিন এ শহরে গড়ে উঠেছিল শিল্প সাম্রাজ্য। একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুই শতাধিক শিল্পকারখানা। শিল্প বিকাশের সাথে সাথে এ শহরের পানি শিল্পবর্জ্যের বিষক্রিয়ায় পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। কারখানার নির্গত সালফারযুক্ত ধোঁয়ায় বাতাস হয়েছিল মারাত্মকভাবে কলুষিত। পরিবেশদূষণের মাত্রা এমন ভয়াবহ পর্যায়ে পৌছেছিল যে, ব্রাডফোর্ড শহর হয়ে উঠেছিল ব্রিটেনের সবচেয়ে দূষিত নগর। কলেরা, টাইফয়েডসহ অন্যান্য সংক্রামক মরণব্যধির প্রভাবে জীবনাচার হয়ে পড়েছিল স্থবির। এক হিসাবে দেখা যায়, তখনকার দিনে এখানকার শ্রমিকদের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ সন্তান পনেরো বছর বয়স অতিক্রম করতে সক্ষম হতো, বাদবাকিরা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। আজ যেখানে ব্রিটেনের সাধারণ লোকের গড় আয়ু ৭৮ থেকে ৮০ বছর। সেখানে ওই শিল্পনগরের অভিশপ্ত বস্ত্র শ্রমিকদের গড় আয়ু ছিল মাত্র ১৮ বছর। জলদূষণ ও পরিবেশ দূষণের কারণে পরিস্থিতি এমনই এক ভয়াবহ স্তরে উপনীত হয়েছিল, যা ছিল মানুষের বসবাসের অনেকটাই অনুপযোগী। এখন আর সে শহরের ওই অবস্থা নেই। নদীটিও আপন গতিতে বয়ে চলছে। কালের প্রবাহের ব্রিটিশ সমাজ সেসব অন্ধকার সময়কাল পেরিয়ে এখন

নিষ্কলুষ জলধারা নিয়ে দিনাতিপাত করছে। নদী ও পরিবেশ সম্পর্কে ওরা এখন শতভাগ সচেতন। এশিয়ার উদীয়মান শিল্পোন্নত দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের হান নদী এবং সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুর নদীও এক সময় মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছিল। এসব নদীর পানি পান করা তো দূরের কথা এর পাড় দিয়ে হাঁটাচলা করাটাও ছিল দুঃসাধ্য, পচা পানির দুর্গন্ধে ওখানে নিঃশ্বাস নেয়াটাই ছিল দুষ্কর। এখন এসব নদীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। নদীগুলো ওদেশের পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তেমনই সুপেয় জল সরবরাহেরও আধার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এসব দেশে এখন কোনোভাবেই কোনো নদীকে দূষিত হতে দেয়া হয় না। নদীর জলধারা নিষ্কলুষভাবে সংরক্ষার্থে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অথচ আমরা কী করছি?।

নদী ও নৌযোগাযোগ

আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে পশু পালন এবং উদ্যানভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যায় পেরিয়ে মানুষ যখন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে তখন থেকেই উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্য বিনিময়ের আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছে এবং সে প্রয়োজনেই মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্যসম্ভার নিয়ে যেতে হয়েছে। এ পর্যায় থেকেই মুখ্যত সহজতর পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা সূচিত ও বিকশিত হয়েছে। এর পরের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কম-বেশি পরিজ্ঞাত। সওদাগররা ছুটে গেছেন এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবাদে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং তৎসম্পৃক্ত শাসনকেন্দ্রিক প্রশাসনিক স্থাপনা। আমাদের এই নদী বিধৌত জনপদও সে নিরিখে নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে ছিল অতীব সমৃদ্ধ। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই ছিল নদীনির্ভর।

আমাদের জনপদে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর প্রথম আঘাতটি আসে ১৮৬২ সালে। সে বছর দর্শনা থেকে জগতী পর্যন্ত স্থাপিত হয় প্রথম রেলপথ। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারিত হয় রেলপথ। সে সাথে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা। পরবর্তী পর্যায়ে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে এই সড়ক ব্যবস্থা আরো ব্যাপক পরিসরে সম্প্রসারিত হয়। এখন প্রায় প্রতিটি উপজেলা শহরই সড়ক পথে রাজধানীর সাথে সম্পৃক্ত। ২০১২ সালের হিসাব মতে দেশে এখন জাতীয় মহাসড়ক ৩৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪৩২৩ কিলোমিটার এবং ফিডার/জেলারোড ১৩৬৭৮ কিলোমিটার। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা পৃষ্ঠা নং ১৯২) এখন স্থলভাগের ৮০ শতাংশের অধিক মালামাল এবং ৮৮ শতাংশের অধিক যাত্রী সড়ক পথে পরিবাহিত হয়ে থাকে। সড়কের এই সম্প্রসারণের সুবাদে চলনবিলের মতো বিস্তীর্ণ জলাভূমির বুক চিরে একদিকে নির্মিত হয়েছে সড়ক পথ, অন্যদিকে বন্ধ হয়ে গেছে আত্রাই নদীসহ সে এলাকার আবহমানকালের নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা। এক সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জমিদারি দেখাশোনা শেষে শিলাইদহ বা শাহজাদপুর থেকে নৌকায় করে আত্রাই রেলস্টেশনে এসে কলকাতাগামী ট্রেন ধরতেন, সে কথা আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে রিজিয়া রহমানের গোয়ালন্দঘাট থেকে নারায়ণগঞ্জগামী স্টিমার চলাচলের ইতিকথা। এ ধরনের অজস্র নৌপথ এখন আশ্রয় নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

অথচ ১৮ শতকেও নদীপথই ছিল এ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে আলেকজান্ডার ডাও লিখেছেন- এখানে প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি খাল, প্রত্যেক পরগনায় নদী, সমস্ত দেশের জন্য গঙ্গা বিভিন্ন ধারায় সাগরে পড়ে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে। দু-একটি অঞ্চল ছাড়া সর্বত্রই গ্রীষ্মকালেও নদী পরিবহন চালু থাকতে। সাধারণত ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে নদীপথ পাওয়া যেত। বছরে এক কোটি লোকের খাদ্য ও লবণ পরিবহন করা হতো। এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ । আধুনিক প্যারিস মহানগরের লোকেরা বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যেমন চারশ মিটারের মধ্যে একটি পাতাল স্টেশনের নাগাল পেয়ে

থাকেন, তেমনই এক সময়ে বাংলা মুলুকের লোকেরাও মাত্র ১৫ কিলোমিটারের দূরত্বে পেয়ে যেত কোনো না কোনো নৌবন্দর। ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে দেখা যায়, ১৪৩২ সালের প্রথম দিকে চীনা দূত মা হুয়ান চীন থেকে বাংলাতে আসেন ও চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁও হয়ে পাণ্ডুয়াতে যান। চট্টগ্রামে থেকে ছোট নৌকা পরে সোনারগাঁওয়ে পরিব্রাজকরা যেত, তার কথা মা মহুয়ান বলেছেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে নিকোলো কন্টি সারনোভেতে আসেন যাকে সাধারণত সোনারগাঁও বলে ধরা হয়। উনি বলেছেন যে এটি একটি বড় ও ধনী শহর এবং নদী এখানে এত বড় যে অপর পাড় দেখা যায় না। কোনো কোনো জায়গায়, এটা পনেরো মাইল পর্যন্ত চওড়া। নদীর দুপাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, বাগান ও বাগিচা আছে যেগুলোতে নানা ধরনের ফল হয়। এখানে থেকে উনি বুফেতানিয়া বা চট্টগ্রামে যান ও সেখানে থেকে আরাকান যান।

১৫৮৬ সালে ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ সোনারগাঁওয়ে আসেন শ্রীপুর থেকে। শ্রীপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের উল্লেখ করেছেন। মেঘনা ও পদ্মার সংযোগস্থলে শ্রীপুর একটা দ্বীপের মতো ছিল রাজবাড়ীর কাছে। পরবর্তীকালে দুটি নদী আরো কাছাকাছি চলে আসার ফলে শ্রীপুর ভেসে গিয়েছে। এর থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে সোনারগাঁও যাকে ফিচ একটা শহর বলেছেন। এখানে তাঁতের কাপড় তৈরী হয় ও তাঁতের কাপড়ের আড়ৎ। এর জমিদার তখন ছিলেন ঈশা খান। উনি যে অন্যান্য জমিদারের প্রধান ছিলেন এবং খ্রিস্টানদের বন্ধু ছিলেন, সে কথাও ফিচ বলেছেন।

এখন এ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষনায় বাংলার গৌরবময় নৌপথের বিষয়ে লেখা হয়ে থাকে। ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে এ সংক্রান্ত তথ্য তালাশ চলছে। লেখামালাসহ বাংলাদেশে প্রাপ্ত অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই এসব নদীর ওপর গড়ে উঠেছিল ছোট-বড় সমৃদ্ধিশালী সব শহর-বন্দর, নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আর এর ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল গোটা দেশব্যাপী ভিন্নমুখী নানা ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। কিন্তু নদীগুলোর আকস্মিক গতিপরিবর্তনের ফলে সময়ে সময়ে ধবংস হয়েছে নদী তীরস্থিত শহর-বন্দর ও নগর সমূহ, ভেঙে পড়েছে অর্থনীতি আর পতন ঘটেছে বিভিন্ন রাজবংশের। পালবংশীয় রাজা দেবপালের নালন্দা তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, পালরাজাদের সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের সুসম্পর্ক ছিল বাণিজ্যক্ষেত্র পর্যন্ত। খুব সম্ভব বাংলাদেশের তমলুক, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে এই বাণিজ্য পরিচালিত হতো। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সমৃদ্ধি দৃষ্টে মনে হয়, তাদের সময়েও দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বাংলার এই বাণিজ্য সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। লেখমালার সাক্ষ্যে আরো মনে হয় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দ্রচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করার পেছনেও ছিল রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক কারণই মুখ্য। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমালাই লিপিতে দক্ষিণ-পূর্ববাংলাকে বঙ্গালদেশম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পন্ডিতদের ধারণা, সম্ভবত পূর্বভারতীয় সমুদ্র বন্দরসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই এই আক্রমনের সূচনা।

নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার সমৃদ্ধির সুবাদে এতদঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নৌশিল্প। বাংলাদেশের প্রাচীন অর্থনীতিতে একটি বিশেষ স্থান ছিল নৌশিল্পের তথা পোতানির্মাণশিল্পের। এই পোত বা নৌশিল্পের মাধ্যমে নদীগ্রামী বা সমুদ্রগামী পোতাদি নির্মাণ করা হতো। এর প্রামাণ যে শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে কিংবা মধ্যযুগীয় বাংলার-সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা নয়, প্রাচীন বাংলার লিপিমালাসমূহে এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মদেবের হাড়াহা লিপিতে (খ্রি. ৬ষ্ঠ শতাব্দী) গৌড়ান্ত অর্থাৎ গৌড়দেবশবাসীদের সমুদ্রশ্রয়ান বলা হয়েছে। কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ মহাকাব্যে রঘুর দ্বিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এ দেশীয় বাঙালিকে নৌসাধনৌদ্যতান বলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া পাল ও সেন বংশীয় লিপিমালাগুলোতে নৌবাট নৌবিতান প্রভৃতি শব্দ প্রায়শ উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সুদূর প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অন্যান্য

রাজবংশেরও সামরিক শক্তি নৌবাহিনীর ওপর নির্ভর করত। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রলিপিতে নৌযুদ্ধের বর্ণনা আছে। বহুলাংশে নিম্নভূমির এই দেশে যা নদীমাতৃক, খাড়িপ্রধান বারিবহুল, সেই বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে নৌযান অপরিহার্য ছিল তা বলা বাহুল্য। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন, এই নৌকাগুলো কখনও কখনও ৩০০ গজ লম্বা ও ২০০ গজ চওড়া হতো। দ্বিজবংশীদাস তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন, নৌকাগুলো ১০০ গজ পর্যন্ত লম্বা হয়। সেটা অতিরঞ্জিত বলেই অনুমিত হয়। তবে বাংলার নিজস্ব তৈরি এরূপ বৃহদাকার নৌকার করেই মনসামঙ্গল কাব্যসমূহের নায়কেরা, যতা-চাঁদ সওদাগর, দনপতি সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগর দূরদূরান্তে বাণিজ্যে যেতেন। বেন্যগুপ্তির গুনাইঘর তাম্রলিপিতে (অ. ৫০৭-৮ খ্রি.) নৌযোগ অর্থাৎ নৌঘাট তথা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ হতে আগত পর্যটকগণ এ সমস্ত কথা অর্থাৎ নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার বহুরৈখিক বিবরণ তাদের লেখায় লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অন্তর্দেশীয়-বাণিজ্যের প্রধান পথ ছিল এদেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় প্রভৃতি। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থলপথ-সংযোগকারী বহু রাজপথ ও রাস্তাঘাট ইত্যাদিও ছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এসব রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। দামোদরদেবের ১১৬৫ শতাব্দের চট্টগ্রাম তাম্রলিপিতে একটি রাজপথের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বা তার পূর্বে স্থলপথ আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চীন, আসাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। দুর্গম হিমালয়ের পথ দিয়েও নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য চলত।

বাংলাদেশ যে তখন বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, তার বেশ কিছু প্রমাণ আছে। এর প্রধান কারণ উত্তর ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির সিংহভাগ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী বন্দর, বিশেষ করে গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরগুলোর মাধ্যমে বিদেশে প্রেরিত হতো। বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবেত্তা স্ট্র্যাবো তাঁর Geography নামক গ্রন্থে লিখেছেন ascent of vessels from the sea by the Ganges to Palibothra মনে হয় মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ থেকেই এ সংবাদ স্ট্র্যাবো সংগ্রহ করেছিলেন। বেশ কিছু জাতক থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে বণিক ও ব্যবসায়ীরা বারানাসি বা নিচের চম্পা (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) দেশে অথবা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর সুবর্ণ-ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। এ সময়ে দীর্ঘদিন তারা কোনো স্থলভূমি দেখতে পেতেন না। Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থপাঠে জানা যায়, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাংলার সাথে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারত ও শ্রীলঙ্কার ব্যাপকহারে বাণিজ্য চলত। গ্রন্থকারের মতে বাংলা থেকে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল malabathrum, গাঙ্গেয় Spikenard, মুক্তা এবং সূক্ষ্ম ও মসৃণ উন্নতমানের মসলিন বস্ত্র। এ সমস্ত পণ্য গঙ্গ (সম্ভবত প্রাচীন তাম্রলিপ্তি) নামক বন্দরনগরী থেকে জাহাজে তোলা হতো। এসব জাহাজকে Periplus গ্রন্থে কোলন্দিয়া বলা হয়েছে। বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ প্রশ্ন-এ উল্লেখ আছে, বঙ্গ থেকে সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাতে বানিজ্য নির্বাহ হতো।

প্রাচীন বাংলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি । প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বা বর্তমানের তমলুক রূপনারায়ণ নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলার নদনদীগুলোর প্রায় সবই সেই সুদুর অতীত থেকেই বারবার তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এ বিচারে মনে তয় তাম্রলিপ্তি বন্দরও গঙ্গনদীর অপর শাখা সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গারিডি ও তাম্রলিপ্তি বন্দরের নাম ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ ও ইৎ-সিঙ প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ এবং দন্ডীরচিত দশকুমারচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই বন্দর থেকেই রপ্তানিযোগ্য পণ্যাদি নিয়ে

দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পূর্বে শ্রীলঙ্কা, জাভা ও চীন প্রভৃতি দেশে এবং পশ্চিমে যবনদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াত করত। এই রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মধ্যে পান, সুপারি, নারিকেল, লবণ, নানা প্রকারের হীরা, মুক্তা, সোনা, নানা প্রকার বস্ত্র, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলাদ্রব্য ইত্যাদি ছিল প্রধান। পরবর্তী যুগে রচিত গ্রন্থ সোমদেবের কথাসরিৎসাগর-এ উল্লেখ আছে যে বণিকেরা তাদের তরী নিয়ে মালয় উপদ্বীপের কটাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। মহাভারত ও বৃহৎসংহিতায় তাম্রলিপি বন্দরের উল্লেখ আছে এবং হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি গন্থে এই বন্দরের সমার্থক বহু স্থান-নামের উল্লেখ আছে। এই বন্দরের অস্তিত্ব যে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ছিল তা বিখ্যাত ভূগোলবিদ টলেমির জিওগ্রাফি গ্রন্থ প্রমাণ করে। দশকুমারচরিতের একটি গল্প আছে যে তাম্রলিপ্তির জনৈক রাজকুমার বন্দর-নিকটবর্তী জলভাগে দস্যুবৃত্তি করত এবং একবার ছোট-বড় নৌবহর নিয়ে একটি গ্রিক জাহাজ আক্রমণ করে। উল্লেখ্য, এ ধরনের দস্যুবৃত্তির কথা ভারতের অন্যান্য বন্দর সম্পর্কেও জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যখন আর্যগণ মধ্য এশিয়া হতে পাঞ্জাবে এসে উপনীত হয়েছিল তখনো বাঙলা সভ্য দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। এ নিয়ে এন্তার বির্তক থাকলেও ইতিহাসের কালপর্বে এক সময় বাঙলা যে শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই। খ্রিস্টপূর্ব কাল পর্বে বাঙলা থেকে মগধে যে উন্নত মানের রেশম এবং সুতিবস্ত্র রপ্তানি হতো সে কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যথার্থভাবেই উল্লেখ করা আছে। এ ছাড়াও এখানে যে সমৃদ্ধ সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছিল তা নিয়েও কারো কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের পাতায় তাম্রলিপ্তি নামে এ ধরনের একটি বন্দরের কথা ঐতিহাসিকদের লেখনীতে লিপিবদ্ধ আছে। ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে দেখা যায়, মৌর্যদের সময় মগধে চীনা বস্ত্র আমদানি করা হতো। বলা বাহুল্য, বাঙলার তাম্রলিপ্তি বন্দরের মাধ্যমে এ সমস্ত বস্ত্র-পণ্য আমদানি করা হতো। সিংহলের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ মহাবংশেও এ বন্দরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই গ্রন্থে এ কথাও বলা হয়েছে যে সম্রাট অশোকের প্রদত্ত উপঢৌকন নিয়ে সিংহলের রাজদূত পাটালিপুত্র হতে যখন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন তিনি তাম্রলিপ্তি বন্দরে হয়েই স্বদেশে ফিরেছিলেন। সিংহলের ইতিহাস পাঠ করে আরো জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় এক রাজকুমার সিংহলে উপস্থিত হয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলের। পন্ডিত নেহেরুর দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থ পাঠ করে জানা যায়, খ্রিস্টীয় অব্দের প্রথম শতাব্দী হতে দলের পর দল ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা পূর্বে এবং দক্ষিণের দিকে গিয়েছিল এবং সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও, শ্যাম, কম্বোডিয়া ও চীনে হাজির হয়েছিল। এক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি আমাদের আলোকপাত করা আবশ্যক তা হলো; ওই কাল পর্বে ভারতের উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকা হতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধ দেশে গমনাগমনের উপর শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল, তীর্থযাত্রা বিনা অন্য কারণে এ সমস্ত অঞ্চলে পদার্পণ করলে পাতিত্যদোষ জন্মিত এবং পুনঃসংস্কার আবশ্যক হতো। এ পরিস্থিতিতে ভারতের অভ্যন্তরভাগ হতে কারো পক্ষে বঙ্গভূমি মাড়িয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়া বস্তুত অসম্ভব ছিল, এক্ষেত্রে বাঙলা থেকেই যে এ সমস্ত বহির্গমন সম্ভব হয়েছিল, যোক্তিক বিচারে তা মেনে নেয়া যায়। বাঙালি জাতির দিগ্বিজয় সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত তালাশ করতে গিয়ে আরো দেখা যায়, নৌকাই ছিল এ জাতির যাতায়াতের প্রধান বাহন। বড় বড় নৌকায় করে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাঙালিরা হাজির হতো পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরে। মেহেদীপুরের পান্না গ্রামে ৪৫ ফুট মাটির নিচে এ ধরনেরই একটি নৌকার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। সে সময় সমুদ্র পথে বাঙালিদের বিচরণ ছিল সর্বজন বিদিত। এভাবেই একদিন এরা ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়। এ সমস্ত এলাকায় তারা শুধু বাণিজ্যিক কিংবা ধর্মীয় পরিসরেই নিজেদের উপস্থিত সীমাবদ্ধ করে রাখেনি, চম্পা (মধ্য ভিয়েতনাম), কম্বোজ (কাম্পুচিয়া), শ্যাম দেশ (থাইল্যান্ড), যবদ্বীপ (জাভা) এবং

ব্রহ্মদেশে গড়ে তুলেছিল সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং শাসন ব্যবস্থা, গেড়াপত্তন করেছিল সংহত রাজত্বের। (রাজ্জাক)। দেশের নাম ভিয়েতনাম। পৃষ্ঠা-১৭৭-৭৮)

এধরনের এক গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও আমরা হারিয়ে ফেলেছি নদীনির্ভর হিরণ্ময় যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই সাথে নদীগুলোকে করেছি দিনের পর দিন অবহেলা। দেয়ালে পিঠ ঠেকার পর এখন আমাদের অনেকটা বোধোদয় হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে এখন আবার নতুন করে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিআইডব্লিউটিএ-এর চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান সরকার দেশের ৫৩ টি নদনদী খননের মহাপরিকল্পনা নিয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে নৌপথে বিপ্লবের সূচনা হবে। দেশের ৮০ ভাগ পণ্য ও ৬০ ভাগ যাত্রী নৌপথে পরিবাহিত হবে বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান ড.মো. শামছুদ্দোহা খন্দকার। গত রোববার দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলের বিআইডব্লিউটিএ - এর নিজ কার্যালয়ে তিনি এ কথা বলেন। ড. মো. শামছুদ্দোহা বলেন, ৫৩ টি নদী খননের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ১২ হাজার কিলোমিটার নদীপথ পুনরুদ্ধার হবে। ফলে কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালির কাজের জন্য সারাবছর পানির কোনো অভাব হবে না। নদীদূষণ ও দখলমুক্ত হবে। সেচ, মৎস্যচাষ ও পরিবেশের উন্নয়ন হবে। প্রলয়ঙ্করী বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে দেশ। নৌবাণিজ্যিক অর্থনীতি বেগবান হবে, দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়বে এবং বাংলাদেশ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গণ্য হবে। শামছুদ্দোহা বলেন, সরকারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নদীগুলোর দুই তীরের প্রায় ১৪ হাজার কিলোমিটার জমি পুনরুদ্ধার হবে। ফলে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রসহ সব নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে এবং পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটবে। দেশে বনায়নের প্রসার ঘটবে এবং ফুল-ফলের উৎপাদন বাড়বে। বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিঠা পানির সম্পদের আধার। নদীপথ সচল হলে লোনা পানি দক্ষিণাংশ থেকে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে লবণাক্ততার প্রকোপ কমবে, নদীভাঙ্গন হ্রাস পাবে এবং ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। ড. মো. শামছুদ্দোহা খন্দকার বলেন, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সংস্থাটিতে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। নদীর তীররক্ষা, দখল ও দূষণমুক্ত রাখতে প্রায় ১০ হাজার জনবল লাগবে। ৪ হাজার কিলোমিটার থেকে বেড়ে নৌপথ হবে ২০ হাজার কিলোমিটার। হারিয়ে যাওয়া নদীপথ সচল হবে, নদীবন্দর ও ঘাট পয়েন্টের সংখ্যা ৫০০ থেকে বেড়ে ৫ হাজারে উন্নীত হবে। বড় আকারের দুই লাখ নৌযান পরিবহনে ২০ হাজার পাইলট লাগবে। সারা দেশের ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেন্যান্সের জন্য ৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন হবে। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে ৫ হাজার জনবল লাগবে। বড় নৌযানের সংখ্যা দুই লাখ থেকে বেড়ে হবে ৪ লাখ। বড় নৌযান পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত পাইলটিস ফি এবং নদী ব্যবহারের কনজারভেনসি ফি আদায়ের কারণে রাজস্ব বাড়বে।

<u>বাংলাদেশের নদী ও সাহিত্য</u>

***'নদীর মতো জীবন'**- জীবন নদীর মতোই গভীর ও বহমান। জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে নানা অনুসঙ্গ নিয়ে। এর গভীরতা এর সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে চারপাশের প্রকৃতিকে ধারণ করেই। আর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির স্পর্শে জীবন হয়ে ওঠে মহিমাময়। জীবনের প্রতিটি ধাপের কার্যকারণই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ কিনা মানুষের মানস সৃষ্টির প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি স্তর, তার জ্ঞান, বিজ্ঞান, সামাজিক রীতিনীতি, চিন্তাচেতনা, সমাজ জীবনাচরণ সংস্কৃতিরই ক্রমবিকাশ- আর সভ্যতাও সেভাবেই বিস্তার লাভ করে। জীবন গতিশীল নদীর মতো। আর পরিবর্তনলীলও। সেই জীবনকে অর্থবহ করে সংস্কৃতি সেই আদিকাল থেকে।*

আর বাঙ্গালি জীবন তো নদীকে ঘিরেই বেড়ে ওঠে। আবর্তিত হয়। নদীর অনুষঙ্গেই বাঙ্গালি সংস্কৃতির বিকাশের কথাও ভাবা যায়। একেবারে পরিপূরক শক্তির মতো। নদী আমাদের সত্তা,

আমাদের মৌল অনুভূতির প্রধান অনুষঙ্গী, নদীকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালির জীবনের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির কথা কল্পনাও করা যায় না। যেন তা একই সূত্রে গাঁথা।

অসংখ্য নদী ঘিরে আছে বাঙ্গালি জীবনকে । একেবারে মাকড়সার জালের মতো। একজন শিল্পীকে প্রতিনিয়ত নাড়া দিয়ে যায় নদীর প্রবাহ। তার সৃষ্টির ভান্ডার হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ নদীর আলোকে। এরা আমাদের প্রাণ, প্রাণের প্রবাহ।

নদীকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার বিকাশ

নদীকে কেন্দ্র করে আমাদের আদি সভ্যতার বিকাশ ও উৎপত্তি এবং তার বিস্তৃতিও। নদী না থাকলে এ জীবন অচল। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা- এই তিনটি নদীকে কেন্দ্র করে মূলত আমাদের সংস্কৃতি আবর্তিত হয়েছে, পৃথিবীর সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে আমাদের সম্পর্ক, যদিও মানুষের অভ্যুদয়ের লাখো লাখো বছর আগে নদীর উৎপত্তি ঘটেছে। পৃথিবীর বয়স ধরা হয়ে থাকে ৪৫০ বা ৪৬০ কোটি বছর, সমুদ্রের বয়স ৩০০ কোটি বছর। মানুষের অভ্যুদয় ঘটেছে প্লিস্টোসিন তুষার যুগের আগে, অর্থাৎ ১০ লাখো বছর আগে। জলের ধারার সঙ্গে বিকশিত হয়েছে মানুষ। মানুষের সভ্যতা। মানুষ প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল নদীর তীরে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। সিন্ধু নদের তীরে প্রায় তিন হাজার বছর আগে মহেঞ্জদারো আর হরপ্পায় সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। নীলনদকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা আর ইয়াংসি নদীকে কেন্দ্র করে বিকাশ ঘটে চীন সভ্যতার। ইউফ্রেটিসটাইগ্রিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা। ইরাবতীর তীরে বর্মা এবং অন্যদিকে সালুয়েন নদীর তীরে গড়ে ওঠে শ্যামদেশের সভ্যতা। আর্যরা এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে সিন্ধু নদের তীরে। গড়েছিল তাদের বসতি। সিন্ধু নদের তীরেই মুসলিম সভ্যতার বিজয় সূচিত হয়েছিল এই অঞ্চলে। এমনই আরো বহু উদাহরণই দেয়া যেতে পারে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এভাবেই নদীর নাম এসে যায়।

তবে নদীকে কেন্দ্র করে নগর, বন্দর ও মানুষের সভ্যতার বিকাশের একটি শর্তও মনে রাখা দরকার, অর্থাৎ সেসব নদীকে অবশ্যই হতে হবে স্থায়ী নদী, যার সব সময়ই পানির প্রবাহ । নদীর জলের প্রবাহ থাকতে হবে প্রাণের স্পন্দন। সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা তা খুঁজে পাব। বাংলাদেশেও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নদীকে অবলম্বন করেই। বাংলাদেশকে ঘিরে আছে অনেক নদী। এর সংখ্যা ২২৫-এর ওপরে। আছে এদের শাখা নদী, উপনদী। আমাদের সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যগীত, আনন্দ উৎসব, পালাপর্বণ, মেলা সব কিছুরই মূলে রয়েছে নদী। শিল্পী-সাহিত্যিকদের, প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করছে নদী। আমাদের সভ্যতার অগ্রযাত্রা, কৃষিনির্ভর জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্দর, বাজার, হাট, প্রতিদিনের জীবনযাপন, তার প্রসার, বিস্তৃতিও নদীকে ঘিরেই।

কবিদের কবিতায়, শিল্পীর তুলিতে নদীর রূপ এসেছে উজ্জল আলোর মতো। রচিত হয়েছে মরমি গান, পাল উড়িয়ে মাঝি ভাটিয়ালির সুর তোলে, এসবের মূলেও আছে নদী।

পদ্মা (গঙ্গ), যমুনা (ব্রহ্মপুত্র), এবং মেঘনা-এই তিনটি প্রধান নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্য। পদ্মার শাখা মধুমতী, কুমার, কপোতাক্ষ, ধানসিড়িঁ, বিষখালী, চিত্রা, চন্দনা, সুগন্ধা, পুনর্ভবা, মেঘনার উপনদীগুলো। আবার অন্যদিকে যমুনার শাখা নদী করতোয়া, আত্রাই, দুধকুমার, যমুনেশ্বরী-এমনই সব সুন্দর সুন্দর নাম যেন এক একটি কবিতা। শব্দগুচ্ছ।

বাংলা কবিতার আদিরূপে নদী

বাংলাসাহিত্যের আদিরূপ চর্যা। চর্যাপদের কবিরাও অনেক সময় এনেছেন কবিতার অনুষঙ্গী হিসাবে। যদিও কখনো কখনো তা এসেছে রূপক হিসেবে। নৌকা বেয়ে চলে যাওয়া, নৌকার নদী পার হওয়া এগুলো সাধনতন্ত্রের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তা জীবনেরই এক রূপ এবং তা নদীরই রূপ।

কম্বলাম্বর পাদ-এর রাগ দেবক্রীতে গীত একটি পদ এ রকম।

সোণে ভরিলী করুণা নারী।

রূপা থোই মহি কে ঠাবী ধ্রু

বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ

গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ ধ্রু

ডোম্বী পাদ- এর ধনসী রাগে গীত একটি পদে আছে-

গঙ্গা জঔনা মাঝেঁরে বহই নাই

তহি চুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।

বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।

সদগুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা।

চর্যার সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। নদীর প্রসঙ্গকে পদরচয়িতারা বাদ দিতে পারেননি। কারণ দেশটাই নদী দিয়ে ঘেরা। অন্যদিকে এও উল্লেখ্য, চর্যাপদে নৌকা বা নদীর ব্যবহার এসেছে নির্বাণের রূপক হিসেবে। সে সময় পাটনি প্রথা ছিল এবং ডোমনীরা পাটনির কাজ করত। জীবনটা ছিল নদীর কাছে সমর্পিত। নানা রকম নৌকা। নৌকার সাজসরঞ্জমের উল্লেখ আছে চর্যাপদে। আবার ডোমানীরা অনেকেই নাচ-গান করত। গণিকাবৃত্তির দ্বারা জীবন চালাত। এসবের বিবরণ আছে চর্যায়- যাকে ধরা হয়েছে সাহিত্যের উপাদান হিসেবেও।

কাহ্নপদের একটি পদে আছে-

কাহ্নে গাই তু কাম চন্ডালী

ডোম্বী তো আগলি নাহি ছিনালী

সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যায় এসব পদে। যেখানে আছে সাহিত্যের আদিরূপের বর্ণনা। তবে তত্ত্বাশ্রিত সাহিত্য হয়েছে জীবনমুখী- নদীকে করা হয়েছে রূপক কখনোবা। সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব চিত্রকল্প। যেমন- গঙ্গা জঔনা মাঝেঁরে বহই নাই এতে নৌকা-বওয়া বাহ্য। এর একটা আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। সহজানন্দ লাভের জন্য সহজ চক্রের দিকে যেতে হবে নৌকা বেয়ে। ডোম্বী হচ্ছে নৈরাত্মা। এখানে নৌকায় নদী পার হওয়া নির্বাণের রূপক হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। চন্ডিদাস, বড়ু চন্ডিদাস ও অন্যান্য পদে রচিয়তাগণ তাদেঁর রচনায় নদীকে এনেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আমরা নদীর প্রসঙ্গে পাই কালিন্দী নদীকে ঘিরে। মধ্যযুগের বাংলার কবিরা বারবার ফিরে ফিরে গেছেন নদীর কাছে। লৌকিক গানের, লোক-কবিতার ক্ষেত্রে নদী এসেছে জীবনাচরণের উপকরণ হিসেবে। বাউলগানের সুরে, ভাটিয়ালির টানে নদী শক্তিশালী এক মাধ্যম। যুগের পর যুগের প্রবাহে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে নদীর স্রোত।

বাউল গানে আছে-

এ ভব সাগরে রে ক্যামনে দিমু পাড়িরে

দিবানিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়া

ও মনরে ভবেরি বাজারে আইলাম ষোল আনা লইয়া.....

বাউল গানের সাহিত্যিক মূল্যও বড় কম নয়।

<u>রবীন্দ্রনাথের পদ্মা এবং অন্যান্য নদী</u>

পদ্মার উপনদী-শাখা নদী হচ্ছে মহানন্দা, পুনর্ভবা, কুমার, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতি, কপোতাক্ষ। কপোতাক্ষ বাংলা সাহিত্যে এসেছে চমৎকার চিত্রকল্প হিসেবে। আমরা এবার বাংলাদেশের নদী-উপনদীগুলো কীভাবে আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে তা আলোচনা করতে চেষ্টা করব। এখানে পদ্মার কথা বলা যেতে পারে। পদ্মার সঙ্গে ছিল কবিগুরু রবিঠাকুরের নাড়ির সম্পর্ক । রবীন্দ্র সাহিত্যের এক বিশেষ অংশ দখল করে আছে পদ্মার প্রবাহ ।

শিলাইদহ আর শাহজাদপুরের কথা এসে যায় এ প্রসঙ্গে। জমিদারির তদারকি করতে এসে কবি পড়ে যান পদ্মার প্রেমে। শিলাইদহের উত্তরে পদ্মা, পুবে গড়াই । উত্তর প্রান্তে কবির বসতবাড়ি কুঠিবাড়ি। জানালা দিয়ে কবি তাকিয়ে থাকতেন নদীর দিকে। কখনোবা বোটে গিয়ে বসতেন। বিচিত্র সব পাল তুলে ছুটে বেড়াত নৌকা। ঝাঁকে ঝাঁকে বুনোহাঁস দেখে কবি হতেন বিভোর। কখনোবা গান গাইতেন প্রাণ খুলে। কবির অনেক অমর সৃষ্টি এই পদ্মার বোটে বসে, পদ্মার জলের ধারে। ছিন্নপত্রে এ নিয়ে কবি কি লিখেছেন দেখা যাক, কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌছেছিলুম। আজ আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোষ! লেজ দোলানো কেশর দোলানো তাজী বুনো ঘোড়ার মত। গতি গর্বে নদী যেন ঢেউ তুলে কুলে কুলে চলছে- এই খ্যাপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারী একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কি বলব। ছলছল খলখল করে কিছুতে যেন আর ক্ষ্যান্ত হতে পারছে না। এ তবু গড়াই নদী, এখানে থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে, তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখার জো নেই।

আগে পদ্মা এবং গড়াই দুটো নদীকেই দেখা যেত কুঠিবাড়ি থেকে। বস্তুত পদ্মার বুকে বসে নদীর যে ঐশ্বর্য, দুর্দান্ত গতি দেখেছেন তা কবির সাহিত্যকে আশ্চর্য সুষমায় ভরে তুলেছে, সমৃদ্ধ করেছে, আমরা পেয়েছি বাংলার অন্য এক রূপ। প্রকৃতি আর মানুষ এসে গেছে তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে নদী এসেছে বারবার- ঝড়ের তান্ডব, নৌকা বিহার, সমুদ্রের উদ্দামতা, খেয়াঘাটের তরণী মিশে গেছে একাকার হয়ে। নৌকাডুবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে পদ্মাকে ঘিরে। পদ্মা যেন নতুন রূপ পেয়েছে। পদ্মায় নৌকাডুরির ফলে রমেশ হারাল তার নবপরিণীতা বধুকে। আবার এই পদ্মার চরেই তাকে খুজেঁ পেল অলৌকিকভাবে। আশ্চর্য এক জটিলতা আর দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছিল উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনে এই পদ্মাকে কেন্দ্র করেই।

পদ্মার জীবন্ত সত্তা বেশি করে চিত্রিত হয়েছে কবির ছোট গল্পে। সংকীর্ণ পরিসরে হয়েছে বিশিষ্ট ও অনন্য। ছোটগল্পে পদ্মা ও পদ্মার শাখা-প্রশাখা বিধৌত গ্রামের চিত্র এসেছে ব্যাপকভাবে। এ এক বিচিত্র রূপ। পোস্ট মাস্টার গল্পেও দেখি আমরা পদ্মাকে-বর্ষার রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে পদ্মার আরো দুর্দান্ত, উদ্দাম রূপ দেখতে পাই। জীবনের এক কঠিন বাস্তবতার দিক এখানে বর্ণিত। গৃহভৃত্য রাইচরণ তার প্রভুর পুত্রকে হারিয়ে ফেলে পদ্মার উত্তাল জলস্রোত। জীবনের এক ট্র্যাজিক রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। পদ্মার রূপ কীভাবে এসেছে দেখা যাক: বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙ্গার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনারাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

গল্পের অন্যত্র আছে- দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষা শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘারে আহ্বান করিল। একবার ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্ত বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। কেবল পদ্মা পূববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই। পদ্মার শাখা-প্রশাখার তীরের জীবনচিত্র আরো সুন্দরভাবে এসেছে ছুটি ও সুভা গল্পে। ফটিকের কেবলই গ্রামের কথা মনে পড়ত কঠিন বাস্তব নগর জীবনে। প্রকান্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, তাইরে নাইরে না করিয়া উচ্চেঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব,স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহনিশ তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

আবার সুভা গল্পে এক মুক বালিকা প্রকৃতির রাজ্যে লালিতা, পালিতা- শহরে যাওয়ার ডাক শুনে নদীর কলধ্বনি আর গোয়ালঘরের গাভী দুটোর ডাক শুধু ক্রন্দনের মতো ধ্বনিতে হতে থাকে মেয়েটির

অন্তরে। গোয়ালঘরে তার বাল্যসখিদের কাছে বিদায় নিয়ে সে তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শম্প শয্যায় লুটাইয়া পড়িল... তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ। সুভার এই আকুতি আমাদেরও মর্ম স্পর্শ করে। আবার অতিথি গল্পে তিনি তারাপদের চোখ দিয়ে নদীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অপূর্ব, বাহিরে বর্ষায় নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্য প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদী তীরে অর্ধানিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী এবং তাহার ঊর্ধ্বে সরস সঘন। ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পদপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

এ দৃশ্য নদীকে ঘিরে বাংলার এক অপরূপা রূপ। বাংলাদেশের নদীপথ নিয়ে এক আবেগ উৎসারিত হয়েছিল কবির অন্তর ভেদ করে। শিলাইদহে বাস করার ওই পর্যায়ে পদ্মা ছাড়াও কবির লেখায় স্থান পেয়েছে ইছামতি। এ নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন- ছোট নদীটির উপর ঘন বর্ষা সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। মেঘলা গোধূলীতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাওয়ার মতো চিঠি । ছিন্নপত্রের শেষ দিকে কবি লিখেছেন- বাস্তবিক আমি পদ্মাকে ভালোবাসি। এখন পদ্মায় জল অনেক কমে গেছে। বেশ স্বচ্ছ কৃশকায়া হয়ে এসেছে, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গয়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি বেশ গায়ের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে-

ইচামতি নদীকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা:

'যখন রব না আমি, রবে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চরিয়া প্রাণ,
তোমার আনন্দগাথা এ বঙ্গে, পার্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতি।'

অন্যদিকে গোমতি নদীও রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর রাজর্ষী উপন্যাস এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নদীর তীরে ভুবেনশ্বরী মন্দির। সেখান থেকে আবর্তিত হয়েছে এই কাহিনী। আবার বিসর্জন নাটকে দেখা যায় গোমতীকে- যেখানে হিংসাত্মক ভক্তির সঙ্গে অহিংস প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। গোমতীর রূপে ফুটে উঠেছে উন্মত্ততা, হিংস্রতা । শীতে সে শান্ত সমাহিত এক মূর্তিতে বিকশিত, যেন মন্থর এক স্রোতের স্বরে উদাস বাউলের সুর। গোমতী এক আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে রবীনদ্রনাথের হাতে। গোমতী ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎসারিত এক পার্বত্য নদীও । এর সঙ্গে আছে কাওড়া, কাপনি, সোনাইমুড়ি, জাঙ্গালিয়া- এসব স্রোতধারা। গোমতী হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘ । এর গতিপথ সর্পিল এবং পরিবর্তনশীলও বটে।

ধলেশ্বরীকেও কবিতায় এনেছেন কবিগুরু। তাঁর বাঁশি কবিতায় এই কাহিনী আছে। বাঁশি কবিতার নায়ক হরিপদ। তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল ধলেশ্বরী নদীর তীরের এক গাঁয়ে। সেখানে তার পিসিমার বাড়ি। পিসিমার শ্বশুরবাড়ির এক মেয়ের সঙ্গে ঠিক হলো বিয়ে। কিন্তু বিয়ের লগ্নেই হরিপদ পালিয়ে আসে কলকাতায়। কিন্তু ভুলতে পারে না সে কিশোরী সেই মেয়েটিকে। তাই বর্ষার দিনে বাঁশির সুর শুনে ছুটে যায়। তার মন সেই ধলেশ্বরীর তীরে। মেয়েটি বুঝিবা তার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে:

সেই গ্রামে
বহি চলে ধলেশ্বরী
তীরে তমালের ছায়া
আঙ্গিনাতে
যে আছ অপেক্ষা করে, তার

পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর-

বাংলাদেশের প্রতিটি নদীর জালের গিঁটের মতো একটির সঙ্গে অন্যটি বাধাঁ। শাখা, প্রশাখা, স্রোতধারায় মিশে গেছে পরস্পর সঙ্গে-সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে। ধলেশ্বরীর শাখা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ছাব্বিশ মাইল। আবার শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রেরই গতিপথের এক অঞ্চলের নাম ধারণ করেছে। এই শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রকে অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে ধলেশ্বরীতে পড়েছে। বারবার গতি পরিবর্তন করেছে, নামও হয়েছে বিভিন্ন এবং এর মিলিত স্রোতধারা কবিদের করেছে মুগ্ধ যুগ যুগ ধরে।

ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের পৌছুতে হবে হিমালয়ের ওপারে মানস সরোবরের তীরে। বিভিন্ন স্রেতধারায় নতুন নতুন নাম গ্রহণ করে ব্রহ্মপুত্র মাইল মাইল পথ অতিক্রম করেছে। এবং এক সময় বিশাল হিমালয়ও তাকে ধরে রাখতে পারল না। হিমালয়ে বিশাল ফাঁক দিয়ে নদী এসে পড়ল এই উপমহাদেশে। নাম হলো তার ডিহং । পাহাড়ের পাষাণ ভেঙ্গে ফেলল প্রবল বেগে। যেমন রবীন্দ্রনাথ পাহাড় ভেঙে নদীকে নিয়ে এসেছেন কবিতায়-

আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা

জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া

আকুল পাগলপারা.....।

এভাবে নদী ছুটেই চলল । পূর্ববঙ্গে এর নাম হলো ব্রহ্মপুত্র। এভাবে আমরা আবার পাই তিস্তাকে। এই তিস্তাও মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। ঠাঁই করে নিয়েছে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। এর অন্য একটা নাম হচ্ছে ত্রিস্রোতা বা তৃষ্ণা। কী সুন্দর না।

ব্রহ্মপুত্র তার নাম বদল করেছে বার বার, এ কথা আমরা জানি। আর আছে এক পুরনো ইতিহাস। বলা হয় প্রায় দুশ বছর আগে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ ছিল একেবারে আলাদা। এই নদী বাংলাদেশের প্রধান জলপথ। মিশে গেছে অন্যান্য নদীর সঙ্গে । এর আছে বহু উপনদী- সুবনসিরি, মানস, গদাধর, সমকোশ, তিস্তা, ডিহিং, ডিসাং ইত্যাদি। ব্রহ্মপুত্রকে নিয়ে কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের শিল্পকর্ম। ময়মনসিংহ গীতিকা, মলুয়া, কাহিনীতে এসেছে ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র এক বিচিত্র নদী। মূল থেকে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ মাইল মোহনা পর্যন্ত, কিন্ত হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করেছে বিভিন্ন দিকে।

বাংলাদেশের আর এক প্রধান নদী যমুনা- যা নাকি এদেশে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের একটি অংশের নাম। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম সীমানার প্রান্ত ধরে প্রবাহিত হয়েছে যমুনা । যমুনা এক শৌর্যের নদী। এর বুকের চর নিয়ে লেখা হয়েছে কত কবিতা-গান। ভারতেও আছে এক যমুনা। হিমালয় জন্ম নিয়ে এলাহাবাদের কাছে প্রয়াগে এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। এর তীরেই আগ্রায় রয়েছে প্রেমের এক অমর কীর্তি তাজমহল। আর এখানেও রবীন্দ্রনাথ। আবার চলচিত্রেও এসেছে যমুনা। শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের গতিপথের এক অঞ্চলের নাম, বলা যায় ব্রহ্মপুত্র থেকেই উৎসারিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শীতলক্ষ্যা নদীকে উপলক্ষ করে বলেছেন-

শীতলক্ষ্যা লক্ষ্মী নদীটি

চলে যেন গান গেয়ে-

<u>মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা</u>

কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে পদ্মার আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন পদ্মাকে ঘিরে জীবনাচরণের এক শিল্পসত্তায় পৌছেছিলেন, মানিকও তাই। তিনিও পদ্মার তীরে এসেছিলেন, মিশে গিয়েছিলেন পদ্মা তীরের মাঝিদের সঙ্গে। তুলে এনেছেন এক কঠিন বাস্তব জীবন, পদ্মানদীর মাঝি, সেই অমর উপন্যাস। পদ্মাপাড়ের কেতুরপুর গ্রামে, সেই ধীবরপল্লীর মানুষের জীবনচিত্র। পুরো উপন্যাসে পদ্মা এক মহাসত্যরূপে বিধৃত হয়েছে মানিকের হাতে। নদী যে

শিল্পের কত বড় উপকরণ হতে পারে এই উপন্যাস তার প্রধান উদাহরণ। একটা নিম্নশ্রেণির গ্রামজীবনের কঠিন চিত্র ঢেকে গেছে শিল্পের মোড়কে। কুবের মাঝি, কপিলার জীবন পদ্মার ঢেউয়ের মতোই সংঘাতপূর্ণ। কপিলার হাসি পদ্মার জলে মিশে যায় বাতাসের সঙ্গে, যেন সে এক রহস্যময় রমণী নদীর মতোই। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হাতে প্রসারিত প্রেমিকের দিকে। জলের তরঙ্গ, বাতাসের শব্দ, হু হু কান্না, ভেতরের অনুভূতি সব মিলে একাকার হয়ে যায়। এক পরকীয়া প্রেম পদ্মার জলে মিশে যায় অবলীলায় নদীর প্রতীক, পদ্মার গতিধারায় কুবের মাঝির আবেগ-বিরহকে ছাপিয়ে দেয়। পদ্মার জলে মিশে যায় কপিলার আর্তি। নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে সে বলে- আমারে ভুইলো মাঝি.....গাঙ্গের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। কি বিষণ্ন করুণ আর্তি সিক্ত হয়ে যায় পদ্মার জল বাতাসে। আবার কখনো বা কপিলা বলে- আমারে নিবা মাঝি লগে.....?

মাঝি পদ্মার বুকে ভাসিয়ে দেয় তার নৌকা। পদ্মা আছে বলেই মানিক তাঁর চোখে দেখা এক কঠোর জীবনকে এভাবে তুলে আনতে পেরেছেন। পদ্মা কত না ভাবে এসেছে আমাদের সাহিত্যে। বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও পদ্মাকে ভালোবাসতেন। এর প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। কবিই তার বর্ণনা দিয়েছেন। শিলাইদহের স্মৃতিতে তিনি বলেছেন- নিয়মিতভাবেই শিলাইদহে আসতেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৯৭ সালে বাবার সঙ্গে সম্ভবত প্রথম পরিচয় ঘটে। অল্পদিনের মধ্যেই সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পদ্মার চর জগদীশচন্দ্রের খুব ভালো লাগত। শীত পড়লে পদ্মা নদী শীর্ণ হয়ে আসত, আর দুপারে বালির চর জেগে উঠত। চর শুকিয়ে গেলেই আমরা কুঠিবাড়ি ছেড়ে নদীর ধারে গিয়ে বাস করতুম।

পদ্মার চরে বসবাস জগদীশচন্দ্রের বড় ভালো লাগত। দেশ-বিদেশে কত সুন্দর জায়গা ছিল, তিনি দেখে এসেছেন। তবু আমাদের বলতেন- পদ্মার চরের মতো এমন মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্নানের পূর্বে আমাকে দিয়ে তিনি বালির মধ্যে কয়েকটি গর্ত করিয়ে রাখতেন। সকলকে এক একটি গর্তের মধ্যে আকণ্ঠ বালি চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে হতো। যখন সমস্ত শরীর গরম হয়ে প্রায় আধা সিদ্ধ হয়ে উঠত তখন পদ্মার ঠান্ডা জলে ঝাপিঁয়ে পড়তে হত। তিনি বলতেন এতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

মেঘনা: জসীমউদ্দীন-এর নদী

মেঘনা আমাদের আর এক প্রধান নদী, যা আকৃষ্ট করেছে কবি জসীমউদ্দীনকে। মেঘনার চর নিয়ে কবি লিখেছেন কবিতা। আসামের খাসিয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন এই নদী সুরমা আর কুশিয়ারার সঙ্গে মিশে দুধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ভৈরবের কাছে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে, এখানে নাম হয়েছে মেঘনা। চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। এর প্রধান উপনদী হলো সোমেশ্বরী, কংস এবং গোমতী। মেঘনা অবিরাম কূল ভেঙে চলে। মাঝি এঘাট থেকে ওঘাটে বেয়ে চলে তার নৌকা।

কবির ভাষায় বলা যাক-

ঘাটে লাগাওরে নাও
কূলে লাগাওরে নাও
আমি চিনে লই ব্যাপারীরে নাও ঘাটে লাগাও
বাইলাম নৌকা ঘাটে হরে নাহি পাইলামরে কূল
আমি চিনে লই ব্যাপারীরে, নাও ঘাটে লাগাও.....

কখনো কবি বলেন-

জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে ছিটাও ঢেউ
হাসিমুখে কওনা কথা, সঙ্গে নাই মোর কেউ....।

মেঘনা নদীকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি জসীমউদ্দীন বলেছেন- এই সর্বনাশা নদীকে তবু আমার ভালো লাগে। চাঁদপুরের একটু সামনে যেখানটিতে পদ্মার সঙ্গে এর মিলন হয়েছে, সেই দৃশ্যটিকে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। পদ্মা এসেছে তার খোলা জলের গেরুয়া বসন গায়ে জড়িয়ে, আর মেঘনা এসেছে তার সুনীল জল-লহরীর নীলাম্বরীর অঞ্চল উড়িয়ে। কালো-ধলো দুটি মেয়ে যেন এখানে এসে হাত ধরাধরি করে নাচন শুরু করে দিয়েছে।

আসলে মেঘনার সঙ্গে যেন আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। বিভিন্ন ঋতুতে এর রূপ হয় ভিন্ন। পদ্মার মতো তেমন খরস্রোতা নয়, কিন্তু একেবারে শান্তও নয়। কবির ভাষায় উপলব্ধি করা যায় যেন এর শেষ নেই, শুরু নেই, আদিগন্ত এর যাত্রা। শুধু মেঘনা নয় পদ্মা এবং অন্যান্য নদীও এসেছে এই কবির কবিতায়। পদ্মাপার নামে কবি জসীমউদ্দীনের একটি নাটক বেশ উল্লেখযোগ্য। চমৎকার বর্ণনা আছে পদ্মা নদীর এই নাটকে- সুবিশাল পদ্মা নদী তরঙ্গ ভেঙ্গে গর্জন করিতেছে। দূর পরপারে সোনালী উষার অস্পষ্ট আলোকচ্ছটা ধীরে ধীরে বিকীর্ণ হইতেছে। দু একটি মাছ টেংরা ও চখাচখী মাঝে মাঝে ঘন ঘন কয়েকটি ডাক ছাড়িয়া আবার নীরব হইতেছে। কৃষাণ-পল্লী হইতে শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। নৌকা- বহরে নাও লাগাইয়া মাঝি মাল্লারা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। নদীর শব্দ যেন তাহাদিগকে ঘুম পাড়ানিয়া শেনাইতেছে....।

এই নদী নিয়ে কবি লিখেছেন কবিতা, গান-

জেলে গাঙ্গে মাছ ধরিতে যায়
পদ্মা নদীর উজান বাঁকে ছোট্ট ডিঙি নায়
পদ্মা নদী-কাটাল ভারি, চাককুতে যায় কাটা
তারির পরে জেলের তরী করে উজান ভাটা
জলের উপর শ্যাওলা ভাসে স্রোতের ফুলও ভাসে
তারির পরে জেলের তরী ফুলেল গালে হাসে.....।

আবার, গড়াই নদীর চর নিয়েও কবি লিখেছেন কবিতা-

গোড়াই নদীর চর
নতুন ধানের আঁচল জড়ায়ে ভাসিছে জলের পর
একখানা যেন সবুজ স্বপন একখানা যেন মেঘ
আকাশ হইতে ধারায় নামিয়া ভুলিয়াছে গতিবেগ।
দুপুরের রোদে আগুন জ্বালিয়া খেলায় নদীর চর
দমকা বাতাসে বালুর ধুম্র উড়িছে নিরন্তর
রাতের বেলায় আঁধারের কোলে ঘুমায় নদীর চর
জোনাকি মেয়েরা স্বপনের দ্বীপ দোলায় বুকের পর।

নদীর চর, নদীর সৌন্দর্য-ঢেউয়ের মালা কবিকে এভাবে মুগ্ধ করেছে। নদী তার আপন মহিমা নিয়ে গল্পে কবিতায়, গানে নাটকে স্থান করে নিয়েছে।

কবি নজরুলের নদী

আবার গোমতীর কথায় আসা যাক- যেখানে কবি নজরুল তাঁর চৈতী হাওয়া কবিতায় নদীর রূপ বর্ণনা করেছেন এভাবে-

উদাস দুপুরে কখন গেছে, এখন বিকাল যায়
ঘুম জড়াল গোমতী নদীর ঘুঙুর পরা পায়
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে

ঝাউয়ের শাখায় ভোজা আধাঁর কে পিঁজেছে হায়.....।

কবির ছায়ানট কাব্যের অনেক কবিতায় নদী এসেছে উদ্দাম ছন্দে। কর্ণফুলি নদীকে নিয়েও কবি কবিতা লিখেছেন। যেমন-

ওগো ও কর্ণফুলি

তোমার সলিলে পড়েছিলে কবে কার নাকফুল খুলি

তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরুণী, কে জানে

সাম্‌পান নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধ্যানে।

প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের নদী এই কর্ণফুলি। পাহাড়, প্রান্তর, ঝরনা, হ্রদ, গিরিপথ এই এলাকাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। কর্ণফুলি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি জীবনকে নিয়ে লেখা হয়েছে কত গল্প-কাহিনী। বাংলাদেশের আর সব নদী থেকে এর বৈশিষ্ট্য কিছুটা আলাদা। চট্টগ্রামের সীতা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কর্ণফুলি। কর্ণফুলিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে অনেক লোককাহিনী, যার সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। তবে কর্ণফুলিকে সাহিত্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল। চট্টগ্রামের প্রধান দুটি নদীর মধ্যে কর্ণফুলি একটি। অন্যটি শঙ্খ নদী। এদের আছে বেশ কিছু শাখা নদী। শঙ্খ নদীকে পাহাড়ি লোকেরা বলে সজ্জু। শঙ্খের উপনদী হচ্ছে চাঁদখালি, কুমারী। কর্ণফুলির উপনদী হচ্ছে কাসালং, রানথিয়াং ইত্যাদি। কথাশিল্পী আবুল ফজল শঙ্খনদীকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে এভাবে- জীবন হয়তো এই প্রবহমান শঙ্খেরই মতো। কে জানে কোন দুর্গম গিরিগুহায় তার জন্ম। আকাঁবাঁকা তার পথ। কত ঘরবাড়ি— লোকালয় গ্রাস করে কত দেশ দেশান্তরকে ফুলে পুষ্পে সুশোভিত করে আপন মনে প্রবাহিত হয়েছে এই শঙ্খ।

এভাবে শঙ্খ আর কর্ণফুলি হয়েছে সাহিত্যের উপকরণ। অন্যদিকে নাফ তো আরো বৈচিত্র্যময়, আরো বেগবান— যা কক্সবাজারে গেলেই টের পাওয়া যাবে। দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের মতোই যেন নাফ নদী। নৌকা এবং সাম্পান ঘুরে বেড়ায় নাফের বুক চিরে। বিশাল বিশাল ঢেউ। নাফ নদী চট্ট গ্রাম ও বর্মার সীমান্ত চিহ্নিত করেছে। নাফ নদীর সৌন্দর্যে আছে রোমান্টিকতা, যা আমাদের গল্প উপনন্যাস কবিতায় এসেছে, সাহিত্যকে করেছে বৈচিত্রময়।

তিতাস একটি নদীর নাম

গল্প কবিতায় গাথা কাহিনীতে এসেছে আর একটি নদী, তাহলো তিতাস। ব্রহ্মণবাড়িয়ার প্রধান নদী, এর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। তিতাস একটি সংস্কৃত শব্দ। তৃষ্ণা থেকেও শব্দটি আসতে পারে। মেঘনা থেকে তিতাসের উৎপত্তি, যদিও কিংবদন্তিতে লালমাই-ময়নামতীকে ঘিরে এর উৎসারণের কাহিনী আছে। বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য ২০১ কিলোমিটারের মতো। আছে বেশ কিছু শাখা নদী। তিতাস নিয়ে গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখা হয়েছে অনেক। বিখ্যাত উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম- অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা, যা নিয়ে পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছে চলচিত্র, পরিচালক ঋতিক ঘটকের হাতে। তিতাসপারের এক জীবন্ত কাহিনি এই উপন্যাস। পদ্মা যেমন বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, তেমনই তিতাস মোহনীয় রূপ লাভ করেছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের হাতে। তিনি লিখেছেন-

'মা তার নাদুস নুদুস ছেলেকে লইয়া নদীতে ডুব দেয়। পরক্ষণেই ভাসিয়া উঠে। অল্প দূর দিয়া নৌকা যায়। একের পর এক। কোনোটাতে ছই থাকে, কোনোটাতে থাকে না। কোনো কোনো সময় ছইয়ের ভিতর নয়া বৌ থাকে।' এমনই সব সুন্দর বর্ণনা।

বাংলা সাহিত্যে কপোতাক্ষ

আমাদের আর একটি শ্রুতিমধুর নামের নদী হলো কপোতাক্ষ। শান্ত সমাহিত এই নদীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন বাংলা কবিতার আধুনিক রূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনকে বাদ দিয়ে

কপোতাক্ষের কথা বলা যাবে না। সাগরদাঁড়ির এই নদী প্রবাহিত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। এক সময় এই নদী ছিল পুরো অঞ্চলের যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন। এই কবির স্মৃতি নিয় আজও প্রবাহিত এই নদী, এর বিদায় ঘাটের করুণ কাহিনী আর্দ্র করে আমাদের মনকে। ধর্মান্তরিত মধুসূদন এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে; দেখা না পেয়ে ফিরে যান কপোতাক্ষের ঘাট থেকে। এককালের ট্রাজেডি এই কাহিনী। কপোতাক্ষ অনুপ্রাণিত করেছে কবিকে, লিখেছেন কবিতা- তাঁর কপোতাক্ষ নদ নামের কবিতাটিও উৎকীর্ণ আছে ঘাটের স্মৃতিফলকে। এটি কবির চতুর্দশপদী একটি কবিতা।

সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভবি এ বিরলে;
সতত, (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনো মায়া-মন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ প্রাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্ত এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা? -যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি- রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম ভাবে
লইছে যে তব নাম, বঙ্গের সঙ্গীতে।

কবির প্রথম জীবনের কাব্য-অনুপ্রেরণা এই নদী। এত সুন্দর মিষ্টি নামটি কে রেখেছিলেন এই নদীর তা কে জানে! এর জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পায়রার চঞ্চুর। কি টলমল করা শান্ত জলের স্রোত। জানা যায়, নদীয়া জেলার মাথাভাঙ্গা নদীটি যে বাঁকের সৃষ্টি করেছে সেই বাঁকের পূর্বদিক থেকে কপোতাক্ষ উৎসারিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে এই বাঁকের সঙ্গে কপোতাক্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। কপোতাক্ষের ভৌগোলিক পরিচয় বেশ বিচিত্র। তবে এখনো একে কিছুটা সচল নদী বলা যায়। মধুসূদনের কাব্যে কপোতাক্ষ আপন মহিমায় উজ্জল। আর সাগরদাঁড়ি হয়ে আছে মধুতীর্থ।

ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর প্রিয় শহর বরিশাল। বরিশালকে ঘিরে আছে সুন্দর সুন্দর নামের সব নদী, যা এই কবিকে করেছে মুগ্ধ। ধানসিঁড়ি নদী এসেছে বারবার উপকথা ও চিত্রকল্প হিসেবে। বরিশালের নদী-উপনদী পুরো এলাকাকে করেছে সৌন্দর্যমন্ডিত। প্রকৃতির অসামান্য মোহনীয় রূপের বর্ণনা কত না ভাবে এসেছে কবির কবিতায়। শুধু নদীয়া নামেই আছে কবির একটি কবিতা। রূপসী বাংলার অনেক কবিতায় এসেছে নদীর প্রসঙ্গ। কখনো জলসিঁড়ি, জলঝিরি কখনো গাঙুড়, কালিদহ, কীর্তিনাশা, শঙ্খনদী, গঙ্গাসাগর, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলাঙ্গী তার কবিতায় সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নময়তা। বাংলার নদী, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে এই কবিকে চিন্তা করা যায় না। কবিই বলতে পারেন-

যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রবো-
অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে
কাঁঠাল গাছের তলে
হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে-

সুন্দরবনের নদী

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বাংলাদেশের সুন্দরবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর নদী যা জলের মতো ঘিরে রেখেছে এই অরণ্যভূমিকে। সুন্দরবনের নদীর উল্লেখ আছে পুরাণ কাহিনীতে, সাহিত্য, গল্পে, কবিতায় সেই আদিযুগ থেকে। সুন্দরবনের বাঘ আর সুন্দরী গাছ যদিও পৃথিবী বিখ্যাত কিন্তু এর নদীনালার সঙ্গে আছে আমাদের নাড়ির স্পর্ক, যা বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প চিত্রকলায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সুন্দরবনের ভূ-গঠনের প্রধান ভুমিকা রেখেছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং বাহিত পলি। সুন্দরবনকে ঘিরে রাখা নদীগুলো যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করেছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের। আর নদীর নামও কী চমৎকার- পশুর, সিপসা, রাইমঙ্গল, বলেশ্বর, আরো কত কী। সুন্দরবনে প্রবেশের আগে সিপসা নদী ভদ্রা নদী হয়ে পশুর নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মালঞ্চ নদীকে সুন্দরবনের রাইরে চুনের নদীও বলা হয়। এটি সুন্দরবনে ঢোকার আগে ইছামতি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। আবার কদমতলি দিয়ে মালঞ্চ নদী সুন্দরবনে ঢুকেছে। ভারতের সুন্দরবন আর বাংলাদেশের সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে কালিন্দী নদী দিয়ে। কালিন্দী বারবার এসেছে সাহিত্যে এবং পুরুণ কাহিনিতে।

আরো একটি চমৎকার নদী এসেছে কাহিনির অলঙ্কার হিসাবে। তা হলো ফুলজোড়। করতোয়ার শাখা নদী ফুলজোড় নিয়ে আছে চমৎকার উপাখ্যান। আবার করতোয়াকে নিয়েও রচিত হয়েছে হিন্দুদের অবতার কাহিনি। নদী এবাবে বারবার সমৃদ্ধ করেছে শিল্পসাহিত্যকে।

পুরাণ-সাহিত্যে নদী

কবি-সাহিত্যিকদের হাতে পৃথিবীর পুরাণ কাহিনিগুলো অন্যরকম প্রাণ পেয়েছে, এতে যুক্ত হয়েছে সাহিত্যের উপাদান। অন্যদিকে পুরাণ কাহিনী সমৃদ্ধ হয়েছে নদীর অনুষঙ্গে। পুরাণ প্রাচীন কাহিনী। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। আদি যুগে এর মতবাদ শুরু হয় মূর্তি পূজাকে কেন্দ্র করে। গ্রিক ও হিন্দু পুরাণগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়েছে সাহিত্য হিসেবে। হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারটাও এখানে আছে। তবে আমরা সেদিকে যাব না। আমরা শুধু পুরাণ কাহিনীগুলো নদীকে কেন্দ্র করে কীভাবে উন্নত সাহিত্য হিসেবে টিকে আছে তা আলোচনা করব। পুরাণ নদীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

কখনো এ নদী স্বর্গের কখনো মর্ত্যের। আবার পাতালেরও। গ্রেকোরোমান ও ভারতীয় পুরাণে অনেক নদীরই উল্লেখ আছে একেবারে অপরিহার্যভাবে। গ্রিক-রোমান পুরাণে উল্লেখ আছে আইও, নীল, টাইবার, পিউনিস ইত্যাদি নদীর। ভারতীয় পুরাণের নদীগুলোর মধ্যে আছে গঙ্গা, যমুনা, সরযু, বিপাশা, ওঘবতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, গোদাবরী, গোমতী, বিরজা, ব্রহ্মপুত্র, কালিন্দী ইত্যাদি। এসব নামের উল্লেখ আছে কাহিনীর সূত্র হিসেবে। পুরাণে নদীর প্রসঙ্গে এসেছে কখনো মানবীরূপে, কখনো দেবতারূপে। আবার কখনো নারী, পুরুষ, বৃক্ষ হিসেবেও এসেছে। সব পুরাণেই নদী আর নারীকে অভিন্নভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গ্রেকোরোমান পুরাণ কাহিনিকে সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা দেয় হয়ে থাকে, সেখানে এসেছে গ্রিক দেবতারা। মনোমুগ্ধকর সেসব কাহিনিতে এসেছে দেব-দেবীরা। ভারতীয় পুরাণে ওঘবতী নদীর কাহিনির সাহিত্য মূল্য আছে। দুঃখে কষ্টে ওঘবতী নদী কীভাবে নিজেকে বিদীর্ণ করে জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সে কাহিনী বিধৃত হয়েছে। হিন্দু পুরাণ কাহিনিতে যমুনাকে মানবীরূপে দেখানো হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গে এসেছে বিরজা নদীর কাহিনিতে। এভাবে নদী কখনো হয়ে যায় পুরুষ, দেবী কিংবা নারী।

হিন্দু পুরাণে সরস্বতী এবং গঙ্গাকে দেবীরূপে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এবং পূজাও করা হয়ে থাকে। এ নিয়ে আছে কাহিনি। আর্যরা যখন ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন এই সরস্বতী নদীর তীরের ব্রহ্মবর্তে এবং উত্তরের গঙ্গানদীর তীরে আর্যবর্তে প্রথম বসতির পত্তন করেন বলে উল্লেখ আছে। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রে প্রয়োগে গঙ্গা-যমুনা মিলিত হয়েছে এবং পুরাণের বিশ্বাস অনুসারে সরস্বতী

সেখানে গিয়ে মিশেছে। পুরাণে আবার সরস্বতীর আছে অনেক নাম, যেমন- সুভদ্রা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, সুরেণু ইত্যাদি।

রামায়ণ ও মহাভারত পৌরাণিক কাহিনী- উন্নতমানের সাহিত্য অবশ্যই। মহাভারতে সরস্বতী, গঙ্গা, গোমতী নদীর উল্লেখ আছে। গঙ্গার উৎপত্তি নিয়ে পুরাণে আছে অনেক কাহিনী। রামায়ণে আছে গোদাবরী নদীর উল্লেখ এবং এর তীরেই পঞ্চবটী বন যেখানে বট, অশ্বত্থ, বেল, আশোক আর আমলকী গাছে আচ্ছাদিত একটি স্থানে রাম কুটির নিমার্ণ করেছিলেন। রামায়ণে উল্লিখিত আর একটি নদী হচ্ছে তমসা- যার তীরে, বাস করতেন রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি। সরযু নদী রামায়ণে উল্লেখিত আর একটি নদী- যার তীরে রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা। এই নদীর নাম বার বার এসেছে রামায়ণে।

শকুন্তলার কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মালিনী নদী। এভাবে বহু নদী এসেছে পুরাণ কাহিনিতে। সমৃদ্ধ হয়েছে সাহিত্যিক গুণাবলি নিয়ে। গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা, নবগঙ্গা, কলিগঙ্গা আর এদের নিয়ে আছে সব পৌরাণিক কাহিনী। বাংলাদেশের গাঙ্গুর নদীকে নিয়ে আছে মনসামঙ্গলের কাহিনি- যার মধ্যে আছে সাহিত্যের উপাদান। চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর ও বেহুলাকে নিয়ে এই করুণ উপাখ্যান। বেহুলার চোখের জল আর গঙ্গুরের পানি লোকপুরাণের সঙ্গে মিশে গেছে একাকার হয়ে। পুরাণের সঙ্গে যদি জনগোষ্ঠী নদীগুলোকে তাদের কাছাকাছি পায় তবে তা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। জীবন্ত।

আমাদের নদীর সংখ্যা কত! এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও তা আড়াইশর কম নয়। আর শাখা নদী, উপনদী মিলে আছে আরো কত শত নদী। অর্থাৎ জীবনটাই নদীর প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। আর নদী-উপনদীর নামগুলোও কী চমৎকার। যেন কবিতার পুঙক্তির মতো, পুঙক্তিতেই তাকে বাঁধা যায়। নামগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজালে তা কবিতার মতোই হয়ে যাবে মোহনীয়। অনুভবে সমৃদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনাতেও নদীর প্রসঙ্গে এসেছে নানাভাবে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনাতে নদী উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নদী মুক্তিযুদ্ধে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নদীকে সেখানে বাদ দেয়া যায় না। বাংলাদেশের তিন প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ও লালমাই-ময়নামতি নদীর পার ঘিরেই গড়ে উঠেছিল আড়াই হাজার বছর আগে। নদী পরিবর্তন করেছে গতি। কুশীর পাশে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার আর করতোয়ার তীরে ছিল পুন্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানগড়। এখানে অবশ্য ব্রহ্মপুত্রকেও উল্লেখ করা হয়েছে। সভ্যতার সঙ্গেই সাহিত্য সংস্কৃতি জড়িত। আর এভাবেই নদী মহাত্ম লাভ করেছে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে। নদনদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস। এ দেশের কোনো কিছুকেই পরিপূর্ণ করা যায় না নদী ছাড়া। কাব্যে, মহাকাব্যে, কিংবদন্তিতে, উপকথায়, শিল্পে, চলচ্চিত্রে, চিত্রকলায় তাই নদী এসেছে অনিবার্যভাবে। নদীর পলি দ্বারা গঠিত এ ভূভাগ। জীবনের প্রাণশক্তি নিহিত এই নদীর সঙ্গে। বাংলার ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, অর্থনীতি, গতিতত্ত্ব সবই নদী দ্বারা বেষ্টিত। নদীগুলো আমাদের আশীর্বাদ, কখনো কখনো অভিশাপও হয়ে যায়।

মধুর দিল দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
সে না সব জবর খবর পেয়েছে
পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা
জলের ভিতর ভাঙ্গা
ডুবে দেখ না, একবার ডুবে দেখ না।
ডুবলে ডাঙ্গা পাই
উঠলে ভেসে যাই
বিষম তরঙ্গ সদাই বহিছে।-লালন।'

নদী এবং বাংলাদেশের আদালত ঃ

আমাদের আদালতে নদী রক্ষায় প্রথম মোকদ্দমাটি হল ***"হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ গং বনাম বাংলাদেশ (রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯) (14 BLC (HC) 759)"।*** উক্ত রায়ে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক (পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি) নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেনঃ-

> *"(ক) সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুসারে আগামী ৩০.১১.২০০৯ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নদীগুলির সীমানা জরিপ কাজ সম্পন্ন।*
>
> *(খ) ৩০.১১.২০০৯ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নদীগুলিকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা এবং পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে নদীগুলি রক্ষায় প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন।*
>
> *(গ) ৩০.১১.২০১০ তারিখের মধ্যে সীমানা পিলার স্থাপন এবং নদীসীমানায় Walk-way/Pavement নির্মাণ বা বৃক্ষরোপণ করণ।*
>
> *(ঘ) ৩০.১১.২০১০ তারিখের মধ্যে নদীগুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল প্রকার স্থাপনা অপসারণ।*
>
> *(ঙ) আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে একটি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন।*
>
> *(চ) আগামী ২(দুই) বৎসরের মধ্যে মহানগরীর চর্তুপার্শ্বের ৪(চার) টি নদী খনন এবং পলিথিন ব্যাগসহ অন্যান্য বর্জ ও পলি অপসারণ।*
>
> *(ছ)) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আদালতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিচারাধীন মোকদ্দমা নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।*
>
> *(জ) আগামী ২(দুই) বৎসরের মধ্যে ঢাকাস্থ বাকল্যান্ড বাঁধসহ নদী তীরস্থ সকল সরকারী ভূমি হইতে দোকানপাট ও অন্যান্য স্থাপনা অপসারণ করিতে হইবে।*
>
> *(ঝ) আগামী ৫(পাঁচ) বৎসর সময়কালের মধ্যে যমুনা ধলেশ্বরী, ধরেশ্বরী-বুড়িগঙ্গা, পুরাতন বৃক্ষপুত্র-বংশী, বংশী-তুরাগ, যমুনা-পুংলাখাল, তুরাগ ও টঙ্গী খাল খনন।"*

অতঃপর হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ইংরেজী ০৮.১০.২০০৯, ০৩.১১.২০০৯, ২৪.০১.২০১০ এবং ২১.০৩.২০১০ তারিখে উল্লেখিত রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯-এ চলমান আদেশ প্রদান করে। অতঃপর উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ৭৬১ (7ADC (AD) 860) ,৭৬৭-৭৬৯, ৭৭২-৭৭৩ (62 DLR (AD) 428) এবং ৭৮১/২০১০ দাখিল করলে আপিল বিভাগ উক্ত সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিলসমূহ নিস্পত্তি করে মতামত প্রদান করে যে,

> *"It appears that the High Court Division while rejecting the petitioners' application considered the judgment and order dated 24th and 25th June, 2009 passed in writ petition No. 2503/2009 and correctly considered the facts and circumstances of the cases for removal of all structures on the rivers in question and therefore committed no illegality in rejecting the applications.*
>
> *From the notice annexure-F series to the writ petition it appears that the authority found the petitioners to have constructed structures on the river illegally which was ascertained in the survey of the rivers as held as per direction of the High Court Division given in Writ Petition No. 3503/2009 vide order dated 21.03.2010.*
>
> *It is true that mandamus can not be issued against law but fact remains that Act XXXVI of 2000 has provided for non-obstante clause in section 12(2) providing that notwithstanding any provision in any other law for the time being in force the provisions of Act XXXVI of 2000 shall prevail and since rivers are "Joladhar" (জলাধার) within the meaning of the Ain, the law relating to act XXXVI of 2000 must prevail over all other laws and the High Court Division rightly issued the directions in order to the save the rivers from encroachments and pollution.*
>
> *We also find that the public interest lies in protecting the rivers from encroachments and pollution by all means. The maxim 'Salus Papuli Suprema lex' should be put in the imperative i.e. 'Salus, Papuli Suprema lex esto' i.e. let the safety of the people be the Supreme law."*

পরবর্তীতে বিগত ইংরেজী ২৪.০৭.২০১৪ তারিখে রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯-এ বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার আদেশ প্রদান করেন যে,

> *"So far the other application as to removal of the temporary and permanent structures and encroacher from the rivers we direct the respondents No. 2, 9, 11, 12 and 15 to take immediate steps to stop and remove their earth filled up from the river and remove/demolish all the temporary and permanent structures within the territory of river Turag as reported in the Daily Star dated 12.07.2014 and thereby take legal steps against the person who are liable to such act within 7(seven) days from the date of receipt of this order."*

পরবর্তীতে ১১.০৯.২০১৪ তারিখে বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯-এ আদেশ প্রদান করেন যে,

> *"Having heard the learned advocate and considering the statements made in the application. We direct the Chairman, BIWTA (respondents No.9), Director General, Land Records and Survey Directorates (respondent No. 10) Director General, Department of Environment, (respondent No.11), Deputy Commissioner Gazipur (respondent No. 14) to submit a report outlining the demarcated boundary of the river Turag as demarcated by order of this Court in the instant continuous mandamous writ petition and clearly state whether M/S Lamisa Spinning Mills Ltd. Has encroached upon any portion of the Turag River and/or the said mills or any other person has have constructed any structure upon encroaching within the area finally demarcated as portion of Turag river surveyed by the authority pursuant to the direction of the High Court Division in the instant writ petition, without making any deviation to the final survey report submitted before this Court on 06.12.2009, which has been perused by us, within 04(four) weeks from date."*

হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) বনাম বাংলাদেশ গং (রীট পিটিশন নং ৪২৪২/২০০৯) (রিপোর্টেড ইন ৬২ ডিএলআর (এডি) ৪৩৫ এবং ২৯ বিএলডি (এইচসিডি) ৪৭৯) মোকদ্দমায় বিচারপতি জিনাত আরা অভিমত প্রদান করেন যে,

> *"Considering the facts and circumstances of the aforesaid cases reported in 62 DLR (AD) 435 and 29 BLD (HCD) 479, we are of the view that the principles settled in those cases are squarely applicable in the facts and circumstances of this case.*
> *Before parting with the judgment, we would like to add a few words on water, lives and natural resources of water.*
> *Water is the sole essence of life. Without drinking water/ sweet water, homo sapience i.e. human being cannot survive. Water is also an integral part of human life for agriculture, farming, cleaning, bathing, etc. River is the principal natural source of sweet water. So, from time immemorial, all the civilizations of the world grew up on the banks of various rivers. Similarly, the main cities of our country are also situated on the banks of different rivers i.e. Dhaka is situated on the bank of the River Buriganga, Chittagong on the bank of the River Karnaphooli, Rajshahi on the bank of the River Padma, Khulna on the bank of the River Rupsha, Sylhet on the bank of the River Surma and Barisal on the bank of the River Kirtankhola. Sandha/ Krisnakathi, river is also situated within Barishal.*
> *Right to life means right to water, clean air, food, etc. Therefore, to save human life for the present and also for the future generation, the principal source of natural water i. e. the rivers must be protected at all costs. Otherwise, the environment would be destroyed. Where water flow of the river was obstructed or/ and diverted by making embankment upon a river, it resulted in transforming a vast area as a desert causing endless/ immense suffering to the people of such area.*
> *In our country, perhaps, the rivers Buriganga, Turag, Shitalakkhya and some other rivers would have been non existent unless judgments were passed by both the Divisions of the Supreme Court to protect all the rivers of the country as discussed hereinbefore.*
> *Therefore, it is not only the duty of the Deputy Commissioner of a district, the Department of Environment and other concerned authorities but of all the citizens of the country to protect and preserve the natural source of water like river, etc. from any encroachment upon the rivers as well as prevent pollution of water of the rivers.*
> *In the instant case, from he documents produced by the petitioner and the DC (respondent No. 5) specially, the CS and RS maps, it is evident that Kajlahar Project is being implemented by encroaching upon a part of Sandhya/ Krishnakati River. Therefore, directions should be given upon the respondents in the light of the judgments discussed hereinbefore.*

However, we are of the view that the Government must implement the project for rehabilitation of the landless people to some other Government land outside the boundary of the river as shown in the original CS and RS maps.
In such view of the matter, we find merit and force in the submissions of Mr. Manzill Murshid and we find no merit in the submission of Ms. Israt Jahan.
In view of the discussions made in the foregoing paragraphs, vis-à-vis the the law, directions need to be given upon the respondents to remove the obstacles created by the Government functionaries and also to take necessary steps for preservation and protection of the river Sandhya/ Krishnakati in the following manner:-

i) To conduct and complete survey over Sandah/ Krishnakati River of Barisal district and identify the boundary of the river as per CS and RS maps within 31.05.2018
ii) To construct/ install pillars on the boundaries of the river upon demarcating and identifying the same.
iii) To prepare a list of persons/institutions who are in occupation of any land within the boundaries of the river within 31.06.2018.
iv) To remove the earth filled by the DC from Kajlahar Project within 31.06.2018.
v) Respondent No.5 to rehabilitate the poor and landless people for whom the project was initiated to any other suitable land of the Government situated within Barisal district.
vi) To remove all structures/constructions/ filled earth from the area of Sandhya/Krishnakati River as per survey in accordance with CS and RS maps within four months from date.
vii) To take legal steps as per section 7 of the Act, 1995 and sections 5 and 8 of প্রাকৃতিক জলধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ against the persons liable for earth filling within the area of Sandha/Krishnakati River of Barisal district.
viii) To form a monitoring committee consisting of five members, one renowned water resource expart, one from the professors of Water Resource Department of BUET, one from the office of the Deputy Commissioner, Barisal, one from the Department of Environment and one from the Land Record & Survey Department to look after Sandha/Krishnakati River of Barisal district so that no one can encroach upon the aforesaid river or its boundary areas as per original CS and RS maps.
ix) Respondent No.5 to take all necessary and effective steps to protect/save the original territory of all rivers/canals situated within the area of Barisal district with the assistance of Law Enforcing Agencies and the Department of Environment.
x) Jatiyo Nadi Rakkhya Commission is to ensure protection of Sandhya/Krishnakati River."

All the respondents are directed to take necessary steps immediately upon receiving copy of the Judgment.
The rule is made absolute with the above directions.
This writ petition shall continue as a continuous Mandamus.
Communicate copies of the judgment to the respondents and the Chairman of Jatiyo Nadi Rakkhya Commission as well as the Ministry of Land.

হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) বনাম বাংলাদেশ গং (রীট পিটিশন নং ৪০২৭/২০১০) (এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) কর্তৃক প্রকাশিত *"Judgment on Public Interest Litigation"* শিরোনামে বইটির পাতা নং-১২৪) মোকদ্দমায় বিচারপতি জনাব এ, এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন অভিমত প্রদান করেন যে,

12. The only question that deserves our adjudication is whether the BIWTA's (respondent No. 2) action was in concord with the prevailing law.
13. Respondent No. 2 is a statutory emanation which thrives on tax payers' money. It's primary responsibility is to regulate water based communication system in an orderly manner. It's statutory duty implies some role over the rivers. Indeed one of it's primordial duties is also to protect the rivers from encroachers.
14. Yet, quite incredibly, the authority has itself emerged as a grabber by itself. The media photographs leave little room to entertain any qualm as to this allegation. Indeed, in the absence of the said respondent's denial, the allegations as contained in the petition, are to be taken as true.
We are flabbergasted, to say the least, at the bizarre action of the respondents, reckoning that the supposed protector has turned predator.

> *15. There is no way that the BIWTA's action can be appeased. Truly, we have no language to rebuke those in the helm of the BIWTA's affairs, except saying that they must be severely reprimanded for their audacity.*
> *16. For the reasons stated above and with the castigating observations recorded above, against the respondents, the Rule is made absolute without any order as to cost.*
> *17. The respondent Nos. 2 and 4 are directed to demolish, dismantle and remove the structure erected on the river Buriganga, as evident from Annexure-A at page 23 within 30 days from the date of receipt of this judgment. They must remain constrained from erecting any such structure on the river at any future point of time.*
> *They must intimate us, through affidavit, by 20th February 2011, confirming compliance with this order.*
> *There is no order on cost.*

মোঃ গোলাম হায়দার বনাম সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা গং (রীট পিটিশন নং ৯৪৫/২০১১) (এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) কর্তৃক প্রকাশিত "*Judgment on Public Interest Litigation*" শিরোনামে বইটির পাতা নং-১৯২) মোকদ্দমায় বিচারপতি জনাব এ, এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন অভিমত প্রদান করেন যে,

> *15. As the Rule ripened for disposal Mr. Manzil Murshid, advanced elaborately the petitioner's assertion as figured in his pleading.*
> *16. M/S. Akhter Imam, A.Q.M. Safiullah and Shah Md. Sirajul Hoque, representing various respondents, were all in consensus in orchestrating the view that impediment on the encroachment is a must and illegal constructions are to be halted.*
> *17. This consensuality has made our job rather easy. When the petitioner's view is subscribed to by the respondents, we find no reason not to endorse the petitioners claim. The question, as it transpires, is who will be the cat.*
> *18. The Rule is accordingly made absolute.*
> *19. All the respondents RAJUK and the Police in particular, are directed to take infallible steps to stop immediately, all kinds of encroachment upon and around the lake area, and to stop all illegal constructions, land grabbing in the area and to dismantle, remove all illegally erected structures there from without delay.*

হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদশ (এইচআরপিবি) বনাম সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (রীট পিটিশন নং ৩৬৭৬/২০১০) (এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) কর্তৃক প্রকাশিত *"Judgment on Public Interest Litigation"* শিরোনামে বইটির পাতা নং-২১২) মোকদ্দমায় বিচারপতি জনাব এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি জনাব গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর অভিমত প্রদান করন যে,

> *11. Issues raised in the petition are really of distraught nature. The picture as projected, which we can judicial notice of, is gruesomely gloomy indeed.*
> *12. Pitiable though, reality has it that ecology of the Republic as a whole is on the verge of total annihilation, some unscrupulous people being bent to throttle the same to nihility.*
> *13. What amazes us more than anything else is that nobody, save a few, seems to be bothered on such a desperate issue that may plunge us to inhabitability during our life span.*
> *14. In our view factors that are attributable to these ominous riddle, are myriad.*
> *15. No doubt, some greedy, grubby, bilious, bewitched people are in the race to pull their socks, yet it is also beyond qualm that nonfeasance of the relevant functionaries are in no way beyond reproach. Clearly industrial waste and other lethal substances are being poured onto the Buriganga because the authorities have disdainfully failed to devise appropriate, eco-friendly waste dumping arrangement. So this as about time that they ravel the net with a stentorian determination to keep our beloved land habitable, to retrieve the lost glory of the Buruganga, to regain for it's water the same transparency prevailed during the olden days, so that it can be turned into a*

source of palatable water, a source of unpolluted air, a safe habitat for sweet water fishes.
16. Be it as may, time now is to act rather than to apportion the blame.
*17. Given that Buriganga basin has virtually been stripped of the character which s associated with **riverine** water and, does now look like a reservoir of diluted coal tar, rather than a water body, if we keep ourselves concealed under the sand, in the manner the ostriches do, we may find ourselves in the cavity of the pernicious Halloween before long. The sooner the alarm bell wakes us up to face this quandary, the better. It must be done by the entire populace as a conglomerate, they must rise to the occasion for their own survival.*
18. We reckon a committee must be animated to device ways and means to achieve the above stated goals, we most dearly cherish. Hence, the Cabinet Secretary is directed to set up a body to do the needful. We reckon, discretion as to the composition of the team should be left with him, believing that he is best placed to know who posses the expertise to advise on this intricate and, as we understand, technical question, to prevent pouring and throwing hellacious substances in the river.
19. We do, nevertheless, contemplate that presence of personnel from the BIWTA, BIWTC, WASA, Dhaka City Corporation, Dhaka Metropolitan Police, Academics on such subjects as civil, chemical, hydrological engineering are indispensable.
20. The Committee should be formed straightaway and should transmit its dossier to us by 30th November 2012.
21. During the intervening period, the respondents must resort to the following actions without delay;
(1) respondents 5, 7 and 9-13 shall take immediate, effective measures to stop dumping waste in the river Buriganga. Respondent No. 4 shall file affidavit elaborating the progress every 3 months.
(2) The respondent No. 3 and 13 shall seal the sewerage line and industrial waste discharge line that ends on the river Buriganga within 6 months. They shall file progress report every 6 months.
(3) The respondent No. 14 will organize awareness programmes every month on the need to keep the Buriganga insulated from infestation. It shall also remove waste from the bank of Buriganga through a Special team and shall set up sign posters on the bank of the river so that the people can be made aware of the frantic scenario that shall loom if freestyle carnage on the river continues. This respondent shall file compliance report every 3 months.
22. With above directions the Rule is made absolute, which shall live on as a continuous mandamus. The matter shall be taken up on 1st December 2012 again for review and further orders.
23. Before parting we would direct the office to treat this as a Writ Petition involving public interest by exempting the petitioner from the filing cost.
24. We do so by taking account of the petitioner's averments that his organization, Human rights And Peace For Bangladesh (HRPB), is working on different issues and have filed many cases in this Division with success on public interest matters, the organization bears the cost of the cases by its own fund which is raised from the donation of the members, it receives no fund from abroad or from any citizen of the country except the lawyer members, and that due to present high volume of cases, it is not possible on their part to bear the cost of the cases filed as public interest litigation.

ফরিদুল আলম বনাম বাংলাদেশ [Faridul Alam V. Bangladesh and others reported in 30 BLD (HCD) 2010 page-500] মোকদ্দমায় বাংলাদেশের এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলমের যুক্তিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে উক্ত রায় থেকে জনাব মাহবুবে আলমের যুক্তিতর্কের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ

440. Mr. Mahbubey Alam, the learned Attorney General appearing for the respondent No. 1 has submitted that he is aware of the submissions and also about the citations to have been referred by the petitioners and submits that he will not dispute as to the submissions made by the learned Advocates and the decisions referred to meet the exigencies.
441. He further submits that the decisions placed before this Court of both the Divisions (High Court Division and Appellate Division) containing the principles laid down by apex court on different subjects, context and times are binding for all.

442. He submits that we have to change our mind set as to the natural resources. The lease hold land is situated at the Cox's Bazar Sea Beach. Bangladesh has claimed that the Cox's Bazar beach is the longest Beach of the world and contesting for the declaration that the Cox's Bazar contains its unique beauty different from the other beaches of the world and Bangladesh is also contesting to have declaration that the Cox's Bazar beach is the longest beach of the world having its heritage. He submits that Channel-I a Private Television of our country has taken vow and is holding various types of seminar, symposium, concert and congregation of Tribal people to attract the attention of the people of the world as to its uniqueness, in respect of scenic beauty. He submits that the resources like air, sea, seashore, water and the forests have such a great importance to the people and the said resources being a gift of nature, they should be made freely available to every one irrespective of the status in life and thus, the government is under obligation to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their use for private ownership and or commercial purposes.

443. He submits further that having regard to the latest ecological aspect and the change of time the issue we have presented in this case may be taken a new issues and dimension, but we have to see the rights of the people are being protected and he urged that the notion that the public has a right to expect certain lands and natural areas to retain their natural characteristics is finding its way into the law of the land. The issues presented in this case illustrate the classic struggle between those members of the public who would preserve our rivers, forests, parks and open lands in their pristine purity an those charged with administrative responsibilities who, under the pressures of the changing needs of an increasingly complex society, find it necessary to encroach to some extent upon open lands considered inviolate to change.

444. He submits that to address the classic struggle between the members of the public and the private citizens, the legislature brought legislation in 1995 and accordingly, enacted the "Bangladesh Environment Conservation Act 1995." The government having noticed that the natural resources are being destroyed and in such situation to protect the echo system came up with further legislation which was published in Bangladesh Gazette in April 19, 1999, which is reproduced bellow:

---

445. Subsequently, the notification dated 19.04.1999 was amended by another notification dated 3.5.1995 excluding certain areas from the earlier notification which is reproduced below:

---

446. Mr. Mahbubey Alam, the learned Attorney General next submits that in order to protect the environment which is the crying need of the society, by the aforesaid legislation the government came up to solve the problem of environmental Pollution in as much as the problem of pollution is an outcome of urbanization and Industrialization and submits that in the mean time the people of our country have witnessed with bitter experience that rivers of Dhaka such as Buriganga, Shitalakha, Bali and Turag etc have become severely polluted and to combat the pollution, the High Court Division of the Supreme Court in the meantime had issued rule which was made absolute with certain directions and held the Rule be treated as a continuing mandamus in order to save rivers.

447. He next submits that before giving lease the government at the relevant time during 2001-2006 without taking into notice of the existence of Notification dated 19.04.1999 declaring the Cox's Bazar Sea Beach as Ecologically Critical Area under Section 5 of the Act, 1995 had leased out the land of the Beach having total disregard to the need of the people though the state is the Trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. He further contends that public at large are the beneficiary of the sea, seashore, beach running waters, airs, forests and ecologically fragile lands and that the state as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources but the government had favoured some fortunate gray hair persons in giving lease of the Beach which is in the heart of Cox's Bazar Beach disregarding the rights of the 14 crore people. He submits

further that the rights of 14 crores people should prevail upon the alleged rights of the 59 lessees who have allegedly acquired right by lease.

448. The learned Attorney General has urged fervently urged that the environment and the running waters do not have any Border and when Bangladesh faces catastrophe like Cyclone, and Flood and other neighbouring countries specially Myanmer, Chaina, Nepal, Bhutan and India so the ecology and ecological hazard touches the interest of Bangladesh along with the other neighbouring countries and consequently, the world as a whole expresses concern. He submits any disturbance of the basic environment elements namely air, water and soil which are necessary for 'life' would be hazardous to "life" within the meaning of Article 32 of the Constitution.

449. He further submits that the government being the Executive wing of the State is also under an obligation to obey law, protect law and act in accordance with law made by the legislature and in no way the Government can violate the law and referring to the decision reported in Supreme Court Cases 2001, in the case of M.C. Mehata Vs. Kamal Nath he submits that Indian Supreme Court taking into consideration of the case of different states of United States of America and also of their own cases, on the subject has adopted a legal theory known as "Doctrine of the Public Trust" that is the state is Trustee of all natural resources and being a Trustee is under a legal to protect the natural resources and draw our attention to paragraph No. 23, 24, 25, 33 and 34 and submits that the time has come that we should adopt the same Doctrine as a part of our jurisprudence, the crucial passage of the above mentioned paragraphs are reproduced below:

----

450. The learned Attorney General finally, submits that the government admittedly granted lease of land to the petitioners and others on acceptance of some consideration and the government can not over look such aspect of the case and if the government in future give lease of land for Hotel and Motel and in that case the priority could be given to those persons and the petitioners also can reinvest to develop the tourism. He lastly, submits that Government is also not unmindful to the interest of the petitioners as they are citizens of the country.

451. He contends that if Bangladesh is desirous to invite he attention of the tourists to the soil of Cox's Bazar in that case the Cox's Bazar Beach should be kept free from any disturbance of the basic environment elements namely, air, water and soil which are necessities for enjoyment of life and as such, the area cannot be degraded from present condition with some Bricks and sands which will definitely obstruct the free movement, free life and free air.

ফরিদুল আলম বনাম বাংলাদেশ [Faridul Alam V. Bangladesh and others reported in 30 BLD (HCD) 2010 page- 500] মোকদ্দমায় বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ অভিমত প্রদান করেন যেঃ-

458. We have examined the above notifications regarding the declaration of Ecologically Critical Area along with submissions of the learned Advocates for the petitioners and the learned Attorney General for respondent No. 1 (Government).

*459. There is no dispute as to the declaration made by the 1st notification dated 19.04.1999. Mr. Rafiq-ul-Huq, the learned Advocate for the petitioner submitted that the Cox's Bazar Sea Beach had been excluded by the subsequent notification dated 03.05.1999 and the lease was granted free from all encumbrances and having taken into consideration such submission we have very meticulously examined the notification dated 03.05.1999 by which certain areas were excluded from the declaration and found that "কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ এর সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাসমূহ, বর্ণিত প্রজ্ঞাপন উল্লেখিত বিধি নিষেধের আওতা বর্হিভূত করা হল।" This means **"Reserved Forest Area"** of the Cox's Bazar Sea Beach has been excluded from the Ecologically Critical Area but not the Cox's Bazar Sea Beach from the declaration of Ecologically*

Critical Area. We have no hesitation to accept the interpretation advanced by the learned Attorney General and in such circumstances, we hold that the lease was granted to the petitioners violating the declaration made by notification dated 19.04.1999. Therefore, we find no merit in the Rules.
460. However, we direct as under:-
A. The Director General of Environment, Bangladesh is directed to appoint a Director having its office at Cox's Bazar to protect the area which have declared Ecologically Critical Area relating to Cox's Bazar Sea Beach by notification dated 19.04.1999 and is further directed to demarcate the Ecologically Critical Area putting pillar within 6 months from date of receipt of the order.
B. The Director General is further directed to display Sign Boards depicting the area which have been declared by the aforementioned notification dated 19.04.1999 Ecologically Critical Area of the Cox's Bazar Sea Beach for public information and is further directed to take appropriate step to maintain basic environment of the said declared area.
C. The Deputy Commissioner Cox's Bazar is directed to appoint a Commission consisting of not less than two Civil Engineers to ascertain the land to have been allotted to the petitioners along with the Construction cost to have been allegedly made in the land which have been leased out to the petitioners after receipt of the order.
D. The petitioners are directed to cooperate with the Commission in the process without creating hindrance and obstacle.
E. The respondent No. 1 is directed to return the consideration money to the lessee if they approach, the Secretary, Ministry of Land.
F. The respondent No. 1 is further directed to consider the application from the present lessees, if any allotment is given in future for construction of the Motel and Hotel in Cox's Bazar.

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিচ ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ [(Writ Petition No. 6306 of 2010)(22 BLC-48)] কর্ণফুলী নদী নামে খ্যাত মোকদ্দমায় ২০১৬ সালে প্রদত্ত রায়ে বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান অভিমত প্রদান করেন যে,

24. Alongside, we find that the views expressed by the Supreme Court of India, in the case reported in (1997) 1 Supreme Court Cases 388; M.C. Mehta Vs. Kamalnath, is of great persuasive value and is an extended dimension of the environmental jurisprudence. It was held in that case that, "The notion that the public has a right to expect certain lands and natural areas to retain their natural characteristic is finding its way into the law of the land. The ancient Roman Empire developed a legal theory known as the "Doctrine of the Public Trust". The Public Trust Doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, sea, waters and the forests have such a great importance to the peope as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The said resources being a gift of nature, they should be made freely available to everyone irrespective of the status in life. The doctrine enjoins upon the Government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their use for private ownership or commercial purposes. Though the public trust doctrine under the English common law extended only to certain traditional uses such as navigation, commerce and fishing, the American Courts in recent cases expanded the concept of the public trust doctrine. The observations of the Supreme Court of California in Mono Lake case clearly show the judicial concern in protecting all ecologically important lands, for example fresh water, wetlands or riparian forests. The observations therein to the effect that the protection of ecological values is among the purposes of public trust, may give rise to an argument that the ecology and the environment protection is a relevant factor to determine which lands, waters or airs are protected by the public trust doctrine. The Courts in United States are finally beginning to adopt this reasoning and are expanding the public trust to encompass new types of lands and waters. There is no reason why the public trust doctrine should not be expanded to include all ecosystems

operating in our natural resources. Our legal system based on English common law includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the sea-shore, running waters, airs, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership. Thus the Public Trust doctrine is a part of the law of the land. (underlines supplied).

25. The facts that have led to initiation of the case of M.C. Mehta Vs. Kamal Nath, (1997) 1 SCC, 388, in brief are that, a news item appeared in Indian Express stating that a private company Span Motels Pvt. Ltd., in which the family of Kamal Nath (a former Minister for Environment and Forests) had direct link, had built a club at the bank of River Beas by encroaching land including substantial forest land which was later regularized and leased out to the company when Kamal Nath was the Minister. It was stated that the Motel used earth-movers and bulldozers to turn the course of the river. The effort on the part of the Motel was to create a new channel by diverting the river-flow. According to the news item three private companies were engaged to reclaim huge tracts of land around the Motel. The main allegation in the news item was that the course of the river was being diverted to save the Motel from future flood. The Supreme Court took notice of the news item because the facts disclosed therein, if ture, were be a serious act of environmental-degradation on the part of the Motel. (underlines supplied).

26. Before parting of, we do place on record our appreciation for doing this Heculean task by the office of the Deputy Commissioner, Chittagong, by preparing two sets of 'survey reports' along with the map (river profile), submitted in compliance of direction of this court. The Map and these 2(two) sets of survey report shall be treated as appendices to this judgment and be kept with record accordingly.

In view of the foregoing deliberations and the decisions cited above, we find merit in this rule and, in our considered opinion, the rule should be made absolute with appropriate directions upon the respondents.

Order

In the result, the Rule is made absolute.

With reference to the provisions of Article 112 and Article 111 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, we do hereby issue the following directions, namely-

(i) The Deputy Commissioner, Chittagong, D.G., DOI, the Chief Executive Officer of the Chittagong City Corporation (CCC), the Secretary of the Chittagong Development Authority (CDA0 and the Chairman BIWTA are hereby directed to publish notices, with reference to the directions given in this judgment and order in two vernacular local daily news papers requiring all illegal occupants to remove their installations, buildings and constructed establishments from the banks of river Karnofuli, within 90 days from the date of publishing the notice. The notice shall refer to the concerned Moujas alongwith the Police Station and concerned Khatian number and shall be published by all respondents within 7 days of the receiving this judgment and orders. The notices shall be published on the same day, upon consultation among themselves.

(ii) *The Deputy Commissioner, Chittagong, the Director General, Department of Environment, the CEO, CCC and the Chairman CDA are hereby directed to evict illegal occupants, as per the survey report based on R.S. survey, in a joint effort to be taken under the action plan of Deputy Commissioner, Chittagong, within the next 90 days to the counted from the date of expiry of the above mentioned notice period.*

(iii) *The Police Commissioner, Chittagong, including other law enforcing agencies, shall render all assistances to the action to be taken by the respondents towards implementation of the directions given hereinabove. They should act in aid of the action plan.*

(iv) *All the respondents are directed to render such cooperation as may be required by the Respondent No. 12, Director General, DOE as may be required of them as per provision of section 4(L) of Bangladesh Environment Conservation Act, 1995.*

(v) *The Deputy Commissioner, Chittagong, Respondent No. 13 is hereby directed to furnish authenticated copies of the survey reports (2 sets) showing the illegal occupants as per R.S. record to the CEO, Chittagong City Corporation, the Chairman, Chittagong Development authority, the Chairman CPA, Chairman BIWTA and to the Director General, DOE, within 3 working days of receiving copies of this judgment and order.*

(vi) *All concerned respondents are directed to submit affidavit-in-compliance, accordingly, after expiry of the above mentioned time frame, to the Registrar of the High Court Division, subject to such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.*

(vii) *All the respondents are directed to ensure enforcement of section 5 and section 8 of মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষন আইন, ২০০০ as well as the provisions of section 6ক read with section 15 of Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 and of other laws that may impose upon the respondents similar obligations.*

(viii) *The authorities in charge of or concerned with ১) বি এন আর আর ক্যান্টিন (নেভি ক্যান্টিন৮ আর আর বি বাংলাদেশ নৌবাহিনী, (area of land occupied 1.30 acres) ২) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, (বিমান বন্দরের রানওয়ের অংশ) (area of land occupied 10.00, ৩) নৌ বাহিনী বোট ক্লাব (area of occupied land 1.80 acres), situated under R.S. Khatian No. 1, Mouja-East Patenga, District- Chittagong and 4) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্মিত জেটি ও টাওয়ার (সিসিটি বার্থ অফিস, নিউমোরিং জেটি, এনসিটি-সিকিইরটি লেভেল-০১, ৪ নং জেটি, (আর এস মতে কর্ণফুলী নদীর অভ্যন্তরে উপরে ভাসমান পল্টন বার্থ, জেটি ও স্থাপনা নিচে প্রবাহমান নদী) (occupied area 2.20 acres), ৫) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ব্যাংক প্রটেকশন ম্যানেজিং এজেন্ট প্যাসিফিট মেরিন সার্ভিস, চট্টগ্রাম and হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বিল্ডিং আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (মৌজা মাদারবাড়ী) (occupied area 1.80 acres) এবং ৬) মনোহরখালী অভয়মিত্র ঘাট ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ব্যাংক প্রকেটশন এবং প্লাটফরম (মৌজাঃ মনোহরখালী ও ফিরিঙ্গী বাজার) (area occupied 07.00 acres) are hereby exempted from the eviction operation, since these constructions are apparently made in the public interest. However, these authorities are directed to obtain clearance from the Office of the Director General, DOE, as required under the proviso to section 6P of BEC Act, 1995, unless they have obtained the same in the meantime. The Director General, DOE shall consider their request if these constructions are done in the indispensable national interest. (অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে)।*

(ix) *The Deputy Commissioner, Chittagong, the DG, DOE, the CEO of CCC, the Chairman CDA, the Chairman CPA and the Chairman BIWTA shall take or cause to taken all such steps as may be required of them under the provisions of law imposing statutory duty on them to protect the river Karnaphully in accordance with the 'river profile'.*

(x) *The respondents shall continue to perform their duties and shall implement the directions given herein above until the court directs otherwise.*

(xi) *We further record that these directions shall be treated as continuous mandamus and this court may, sou motu or otherwise, pass such order as may be considered just and proper.*

28. Let copies of this judgment and order be sent immediately to the Respondent and persons named in clause (ix) above for their information and compliance.

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিচ ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ [(Writ Petition No. 9801 of 2012)] (এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) কর্তৃক প্রকাশিত *"Judgment on Public Interest*

Litigation" শিরোনামে বইটির পাতা নং-৪৪২)] মুনসিপুকুর, চকবাজার, পাঁচলাইস, চট্টগ্রাম নামে খ্যাত মোকদ্দমায় ২০১৬ সালে প্রদত্ত রায়ে বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান অভিমত প্রদান করেন যে,

21. Having consulted the aforesaid two decisions reported in 62 DLR(AD) (2010) 428, (City Sugar Industries Ltd. And others Vs. Human Rights and Peace for Bangladesh & others) and the decisions reported in 17 BLT (HCD) 455 (Human Rights and Peace for Bangladesh vs. Bangladesh and others), we find that in 62 DLR (AD) 428, the judgment reported in 17 BLT 455, has been upheld, in view of the provisions of Act 36 of 2000 and of Act No. 1 of 1995.

22. In view of the facts and circumstances of the case and the decisions cited above, we find clear merit in this rule and in our considered opinion, the rule should be made absolute with appropriate directions upon the respondents.

Order:

In the result, the Rule is made absolute.

With reference to Article 112 and 111 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, we do hereby issue the following directions, namely-

(i) The Respondent No. 2 and 3 being the Mayor, Chittagong City Corporation (CCC) and the Chairman, Chittagong Development Authority (CDA), are hereby directed to take immediate steps to prevent all illegal encroachment by earth filling or by dumping garbage into the pond "Munshipukur", located in Chowkbazer area, within the territory of the CCC and the CDA as well as to stop causing any change in the nature and character of the 'Munshipukur' and to comply with the aforesaid provisions of law immediately, not exceeding 30 (thirty) days from receiving copy of this judgment and order.

(ii) (ii) The Respondent No. 5 The Director, Department of Environment, Zakir Hossain Shorok, Police Station-Khulshi, Chittagong is directed to take immediate step, as the DOE is legally bound to do, to implement the provisions of '6 Uma' and 15, in exercise of the powers vested in then under section 4A and 7 of the Act No. 1 of 1995.

(iii) The respondents are directed to remove all unlawful encroachments from the said pond and evict all illegal occupants within 30 days from the date of receiving the copy of this judgment and order.

(iv) The respondent No. 5 is also directed to identify the violators and to prosecute them.

(v) The Police Commissioner, Metropolitan Police, Chittagong, as well the Officer-in-charge of Pachlaish Police Station, Chittagong Metropolitan and such other authorities as may be required by the Respondent No. 5, are directed to render all necessary assistance for taking

step, as per law, and if so required by sending and deploying Police force to stop the illegal encroachment, earth filling or dumping of garbage into 'Munshipukur'.

(vi) The respondents shall continue to perform their duties and the directions given herein above until the court directs otherwise.

We further record that these directions shall be treated as continuous mandamus and that this court may, suo motu or otherwise, pass any order as may be required.

Let copy of the judgment and order be sent to the aforesaid Respondent Nos. 2, 3, 4, 5 and 6.

Let another copy of this judgment and order be sent to the Director General, Director of Environment, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka for ensuring compliance by him without further delay.

All the respondents Nos. 2, 3 and 5 are directed to submit or to cause submitting a compliance report within 60 (sixty) days of receiving this judgment and order to the Registrar of the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh.

No order as to cost.

আমাদের হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ থেকে উপরিল্লিখিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে নদী রক্ষায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা না হলে আজ হয়ত বুড়িগঙ্গা নদীর উপর কোন বহুতল বাণিজ্যিক ভবন এবং তুরাগ নদীর উপরে হয়ত কোন অবৈধ ভূমি দখলদারের আবাসন প্রকল্প দেখা যেতো।

শুধু যে তুরাগ নদী আক্রান্ত বা শুধু যে বুড়িগঙ্গা আক্রান্ত তা নয়। হিমালয় থেকে উৎসারিত তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রক্ষ্মপুত্র এবং মেঘনাসহ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৭টি নদী হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী যার মধ্যে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে অভিন্ন ৩ টি বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মধ্যে অভিন্ন একটি। এই সকল নদীই একই রকমভাবে কম-বেশী আক্রান্ত। আবহমান কাল ধরে নদী মার্তৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে এই সকল নদীকে কেন্দ্র করে। এখন প্রশ্ন হলো হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এই ৪০৫টি নদী দখলের জন্য ৪০৫টি মামলা করবে? কারণ আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি নদীই কম-বেশী অবৈধ দখলদারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা তৈরি হয়ে ক্রমান্বয়ে নদী সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine):

এখন আমরা অত্র মোকদ্দমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হল পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine)। প্রাচীন কাল থেকে বিশেষ করে নদী, সমুদ্র সৈকত, বন এবং বাতাস

সকল জনগণের জন্য সংরক্ষণের নিমিত্তে রাজা এবং রাষ্ট্র পরিচালনাকারীগণ এ মতবাদ ব্যবহার করে আসছে। এখন আমরা আলোচনা করব পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) কি এবং কাকে বলে? পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির (Public Trust Property) রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের নিমিত্ত যে উপায়ে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) ব্যবহার হয়ে আসছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

জনসাধারণের উপকারার্থে রাষ্ট্রের নিকট গচ্ছিত সম্পত্তিকে পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) বলা হয়। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। এসব সম্পত্তি সকল নাগরিকের, কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়। । ভবিষ্যতে আরও অনেক বিষয় পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত হবে বিধায় এর সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীব্যাপী নতুন নতুন অনেক বিষয় পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি হিসেবে প্রতিনিয়ত অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, বন এবং বাতাস প্রকৃতি প্রদত্ত উপহার, প্রকৃতি প্রদত্ত আশির্বাদ। এসবকে অবশ্যই সকলের নিকট বাধাহীন ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। এ সকল সম্পত্তি হয় সকলের নয়তো কারো নয়।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস সাধারণ জনগণের মুক্ত এবং বাধাহীন ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা করবেন। এখানে রাষ্ট্র অছি বা **ন্যাসরক্ষক বা ট্রাষ্ট্রি (trustee)** হিসেবে তথা আইন সম্মত রক্ষাকারী বা পরিচালনাকারী হিসেবে উক্ত পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, বন, পাহাড়-পর্বত, টিলা ও বন্যপ্রাণী ইত্যাদি পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নয়ন করবেন।

রোমান আইন ও পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Roman Law and Public Trust Doctrine)

প্রাচীন রোমান আইন পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) নামক এই আইনগত তত্ত্ব বা থিওরি এর প্রথম উদ্ভাবন, বিকাশ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে।

ইম্পেরিয়াল (imperial) সরকারের প্রশাসনিক পুর্নগঠনের জন্য বাইজেনটাইন সম্রাট জাষ্টিনিয়ান (বাইজেনটাইন সম্রাট ৫২৭-৫৬৫) (Byzantine Emperor Justinian) (from 529 to 565 ce)

(আসল নাম Petrus Sabbatius) (জন্ম ৪৮৩ মৃত্যু নভেম্বর ২৪, ৫৬৫) কর্তৃক রোমান আইনের সংগঠিত (organized) সংজ্ঞাসহ এবং ব্যাখ্যা কে জাষ্টিনিয়ান কোড (Code of Justinian ল্যাটিন Codex Justinianus) বলা হয়। জাষ্টিনিয়ান কোড ১৫০০ বৎসর আগে বাস্তবায়ন হয়। এটি রোমান সম্রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। সকল বিদ্যমান আইন এবং কোড সমূহকে এটি এক জায়গায় আনয়নের মাধ্যমে জাষ্টিনিয়ান সময়ের আইনের একমাত্র কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিণত হয়। উক্ত Code of Justinian বা ল্যাটিন Codex Justinianus তথা আইন বিজ্ঞানের মূল বা মৌলিক কাজের সংগ্রহের আধুনিক নাম হল Corpus Juris Civilis (Body of civil law)। এটি পরবর্তীতে সকল পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের আইনের মূল ভিত্তি রূপে পরিগনিত হয়।

রোমান আইনানুসারে নদী, সমুদ্রসৈকত, বন এবং বাতাস হয় সকলের, নয়তো কারো নয়।

পরবর্তীতে ১৫ জুন ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন (King Jhon) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta) অর্থ The Great Charter প্রণয়ন করে যুক্তরাজ্যের জনগণের জন্য কার্যকর করেন। উক্ত দলিলে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদটি গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ম্যাগনা কার্টার ১৬ এর ৩৩ নং চ্যাপ্টার নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ

> *"Magna Carta Chapter 16:*
> *"No riverbanks shall be placed in defense from henceforth except such as were so placed in the time of King Henry, our grandfather, by the same places and the same bounds as they were wont to be in his time.*
> *Magna Carta Chapter 33:*
> *"All kydells [weirs] for the future shall be removed altogether from Thames and Medway, and throughout all England, except upon the seashore." (This seemingly narrow provision was subsequently held in English courts to provide protection from obstruction of all navigable rivers, celearing the streams for the free passage of both people and fish)."*

ইংলিশ কমন 'ল' ও পাবলিক ট্রাষ্ট তত্ত্ব (English Common Law and Public Trust Doctrine):

ইংলিশ কমন 'ল' হল সে আইন যা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত না হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের রীতি ও নজিরের অনুসরনে ইংল্যান্ডের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত বা সিদ্ধান্ত সমূহ যা আইনরূপে স্বীকৃত। পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) ইংল্যান্ডের আদালত কর্তৃক গ্রহণ এবং স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) ইংলিশ কমন 'ল' অধিক্ষেত্রের অংশ। অপরদিকে আমাদের আইনী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল ইংলিশ কমন 'ল'।

আদিতে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) ইংল্যান্ডের আদালত তথা ইংলিশ কমন 'ল' হতে উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও বিগত দুই শতাব্দি ধরে এটি আমেরিকায় ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও ইংল্যান্ডের আদালতের রায়ে এটি এখনও ভালভাবে খুজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে বিগত অর্ধ শতাব্দি ধরে ভারতের আদালতসমূহ পাবলিক

ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) ভালভাবে গ্রহণ করে এর ব্যাপক প্রসার অব্যাহত রেখে চলেছে। প্রথমেই পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) এর উপর ইংল্যান্ডের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত বা সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে আলোচনা করছি।

পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের (Pubic Trust Doctrine) এর উপর ইংল্যান্ডের তথা যুক্তরাজ্যের আদালতের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

Gann v Free Fishers of Whitstable, (House of Lords, 3 March 1865, 11 E.R. 1305 (1865) 11 H.L. Cas. 192.) মোকদ্দমায় যুক্তরাজ্যের আদালত অভিমত প্রদান করেন যে,

> *"Holding that the bed of all navigable rivers where the tide flows, and all estuaries or arms of the sea, is by law vested in the crown only for the benefit of the subjects."*

Kinloch v Secretary of State for India [(1882) 7 App Cas 619, 625-26, 630] মোকদ্দমায় যুক্তরাজ্যের আদালত (Lord O' Hagan) অভিমত প্রদান করেন যে,

> *"There is such a thing as a Public Interest Trust: "the term 'trust' is one which may properly be used to describe not only relationships which are enforceable by the courts in their equitable jrusidiction but also other relationships such as the discharge under the direction of the Crown of the duties or functions belonging to the prerogative and the authority of the Crown. Trusts of the former kind are described .... as being 'trusts in the lower sense' trusts of the latter king ... 'trusts in the higher sense'."*

[টিটো বনাম ওয়ালডেল মোকদ্দমায় (Tito v Waddell (No 2) (Megarry V-C) reported in All England Law Reports [1977] 3 All ER page- 216] যুক্তরাজ্যের আদালত অভিমত প্রদান করেন যে,

> *I propose to turn at once to the position of the Crown as trustee, leaving on one side any question of what is meant by the Crown for this purpose; and I must also consider what is meant by 'trust'. The word is in common use in the English language, and whatever may be the position in this court, it must be recognized that the word is often used in a sense different from that of an equitable obligation enforceable as such by the courts. Many a man may be in a position of trust without being a trustee in the equitable sense; and terms such as 'brains trust', 'anti-trust', and ' trust territories', though commonly used, are not understood as relating to a trust as enforced in a court of equity. At the same time, it can hardly be disputed that a trust may be created without using the word 'trust'. In every case one has to look to see whether in the circumstances of the case, and on the true construction of what was said and written, a sufficient intention to create a true trust has been manifested.*
> *When it is alleged that the Crown is a trustee, an element which is of special importance consists of the governmental powers and obligations of the Crown; for these readily provide an explanation which is an alternative to a trust. If money or other property is vested in the Crown and is used for the benefit of others, one explanation can be that the Crown holds on a true trust for those others. Another explanation can be that, without holding the property on a true trust, the Crown is nevertheless administering that property in the exercise of the Crown's governmental functions. This latter possible explanation, which does not exist in the case of an ordinary individual, makes necessary to scrutinize with greater care the words and circumstances which are alleged to impose a trust.*

পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) এর উপর ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

[সচীদান পান্ডে বনাম পশ্চিমবঙ্গ (Shri Sachidanand Pandey and another v. The State of West Bengal and others) {AIR 1987 Supreme Court 1109 (Calcutta)] মোকদ্দমায় বিচারপতি চিন্নাপ্পারেড্ডি (Chinnappa Reddy) অভিমত প্রদান করেন যে,

> *"2. A hundred and thirty-two years ago, in 1854, the **wise Indian Chief of Seattle** replied to the offer of the great White Chief in Washington to buy their land. The reply is profound. It is beautiful. It is timeless. It contains the wisdom of the ages. It is the first ever and the most understanding statement on environment. It is worth quoting. To abridge it or to quote extracts from it is to destroy its beauty. You cannot scratch a painting and not diminish its beauty. We will quote the whole of it:*
> *How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us.*
> *If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them?*
> *Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memories of the red man.*
> *The white man's dead forget the country of their birth when they go to walk among the stars. Our dead never forget this beautiful earth, for it is the mother of the red man. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters: the horse, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests the juices in the meadows, the body heat of the pony and man-all belong to the same family.*
> *So, when the Great Chief in Washington sends word and he wishes to buy our land, he asks much of us. The Great Chief sends word he will reserve us a place so that we can live comfortably to ourselves. He will be our father and we will be his children. So we will consider your offer to buy our land. But it will not be easy. For this land is sacred to us.*
> *This shining water moves in the streams and rivers is not just water but the blood of our ancestors. If we sell you land, you must remember that it is sacred, and you must teach your children that it is sacred and that each ghostly reflection in the clear water of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water's murmur is the voice of my father's father.*
> *The rivers are our brothers, they quench our thirst. The rivers carry our canoes and feed our children. If we sell you our land you must remember and teach your children that the rivers are our brothers, and yours and you must henceforth give the kindness you would give any brother.*
> *We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the same to him as the next for he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever he needs. The earth is not his brother but his enemy and when he has conquered it, he moves on. He leaves his fathers' graves behind and he does not care.*
> *He kidnaps the earth from his children. His father's grave and his children's birth-right are forgotten. He treats his mother the earth and his brother the sky as things to be bought plundered sold like sheep or bright beads. His appetite will devour the earth and leave behind only a desert.*
> *I do not know. Our ways are different from your ways. The sight of your cities pains the eyes of the red man. But perhaps it is because the red man is a savage and does not understand.*
> *There is no quiet place in the white man's cities. No place to hear the unfurling of leaves in spring or the rustle of an insect's wings. But perhaps it is because I am a savage and do not understand. The clatter only seems to insult the ears. And what is there in life if a man cannot hear the lonely cry of the whippoorwill or the arguments of the frogs around a pond at night? I am a red man and do not understand. The Indian prefers the soft sound of the wind darting over the fact of a pond and the smell of the wind itself cleansed by a mid-day rain or scented with the pinon pine.*
> *The air is precious to the red man for all things share the same breath-the beast the tree the man they all share the same breath. The white man does not seem to notice the air he breathes. Like a man lying for many days he is numb to the stench. But if we sell you our land you must remember that the air is precious to us that the air shares its spirit with all the life it supports.*

The wind that gave our grandfather his first breath also receives the last sigh. And if we sell you our land you must keep it apart and sacred as a place where even the white man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow's flowers.

So we will consider your offer to buy our land. If we decide to accept. I will make one condition. The white man must treat the beasts of this land as his brothers.

I am a savage and I do not understand any other way. I have seen a thousand rooting buffaloes on the prairie left by the white man who shot them from a passing train. I am a savage and I do not understand how the smoking iron horse can be more important than the buffalo that we kill only to stay alive.

What is man without the beasts? If all the beasts were gone man would die from a great loneliness of spirit. For whatever happens to the beasts soon happens to man. All things are connected.

You must teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of our grandfathers. So that they will respect the land. Tell your children that the earth is rich with the lives of our kin. Teach your children what we have taught our children that the earth is our mother. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. If man spit upon the ground they spit upon themselves.

This we know: The earth does not belong to man; man belongs to the earth. This we know: All things are connected like the blood which unites one family. All things are connected.

Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life: he is merely a strand in it. Whatever he does to the web he does to himself.

Even the white man, whose God walks and talks with him as friend to friend cannot be exempt from the common destiny. We may be brothers after all. We shall see. One thing we know which the white man may one day discover-our God is the same God. You may thing now that you own Him as you wish to own our land; but you cannot. He is the God of man and His compassion is equal for the red man and the white. This earth is precious to Him and to harm the earth is to heap contempt on its Creator. The white too shall pass: perhaps sooner than all other tribes. Contaminate your bed and you will one night suffocate in your own waste.

But in your perishing you will shine brightly fired by the strength of the God who brought you this land and for some special purpose gave you dominion over this land and over the red man. That destiny is a mystery to us for we do not understand when the wild buffalo are all slaughtered the wild horses are tamed the secret corners of the forest heavy with scent of many men and the view of the ripe hills blotted by talking wires. Where is the thicket? Gone. Where is the eagle? Gone. The end of living and the beinging of survival."

3. Today society's interaction with nature is so extensive *that the environmental question has assumed proportions affecting all humanity. Industrialisation, unrbanisation, explosion of population, over-exploitation of resources, depletion of traditional sources of energy and raw materials and the search for new sources of energy and raw materials, the disruption of natural ecological balances, the destruction of a multitude of animal and plant species for economic reasons and sometimes for no good reason at all are factors which have contributed to environmental deterioration. While the scientific and technological progress of man has invested him with immense power over nature, it has also resulted in the unthinking use of the power, encroaching endlessly on nature. If man is able to transform deserts into oases, he is also leaving behind deserts in the place of oases. In the last century, a great German materialist philosopher warned mankind: " Let us not, however, 'flatter ourselves over much on account of our human victories over nature. For each such victory nature takes its revenge on us. Each victory, it is true, in the first place brings about the results we expected, but in the second and third places it has quite different.*

Unforeseen effects which only too often cancel the first." Ecologists are of the opinion that the most important ecological and social problem is the wide-spread disappearance all over the world of certain species of living organisms. Biologists forecast the extinction of animal and plant species on a scale that is incomparably greater than their extinction over the course of millions of years. It is said that over half the species which became extinct over the last 2,000 years did so after 1900. The International Association for the Protection of Nature and Natural Resources Calcutates that now, on average, one species or sub-species is lost every year. It is said that approximately 1000 bird and animal species are facing extinction at present. So it is that the environmental question has become urgent and it has to be properly understood and squarely met by man. Nature and history, it has

been said, are two component parts of the environment in which we live, move and prove ourselves.

***4. In India**, as elsewhere in the world, uncontrolled growth and the consequent environmental deterioration are fast assuming menacing proportions and all Indian cities are afflicted with this problem. The once Imperial City of Calcutta is no exception. The question raised in the present case is whether the Government of West Bengal has shown such lack of awareness of the problem of environment in making an allotment of land for the construction of a Five Star Hotel at the expense of the zoological graden that it warrants interference by this Court. Obviously, if the Government is alive to the various considerations requiring thought and deliberation and has arrived at a conscious decision after taking them into account, it may not be for this Court to interfere in the absence of mala fides. On the other hand if relevant considerations are not borne in mind and irrelevant considerations influence the decision the Court may interfere in order to prevent a likelihood of prejudice to the public. Whenever a problem of ecology is brought before the Court the Court is bound to bear in mind Art. 48-A of the Constitution, Directive Principle which enjoins that "The State shall endeavour to protect and improve the enviorunment and to safeguard the forests and wild life of the country" and Art. 51 A(g) which proclaims it to be the fundamental duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures. When the Court is called upon to give effect to the Directive Principle and the fundamental duty the Court is not to shrug its shoulders and say that priorities are a matter of policy and so it is a matter for the policy making authority. The least that the Court may do is to examine whether appropriate considerations are borne in mind and irrelevancies excluded. In appropriate cases the Court may go further but how much further must depend on the circumstances of the case. The Court may always give necessary directions. However the Court will not attempt to nicely balance relevant considerations. When the question involves the nice balancing of relevant considerations the Court may feel justified in resigning itself to acceptance of the decision of the concerned authority. We may now proceed to examine the fact of the present case.*

এম সি মেহতা বনাম কমল নাথ (M.C. Mehta v. Kamal Nath (Kuldip Singh, J) reported in (1997) 1 SCC-page-388 para-22-39) মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করেন যে,

22. The forest lands which have been given on lease to the Motel by the State Government are situated at the bank of River Beas. Beas is a young and dynamic river. It runs through Kullu Valley between the mountain ranges of the Dhauladhar in the right bank and the Chandrakheni in the left. The river is fast-flowing, carrying large boulders, at the times of flood. When water velocity is not sufficient to carry the boulders, those are deposited in the channel often blocking the flow of water. Under such circumstances the river stream changes its course, remaining within the valley but swinging from one bank to the other. The right bank of River Beas where the Motel is located mostly comes under forest, the left bank consists of plateaus, having steep bank facing the river, where fruit orchards and cereal cultivation are predominant. The area being ecologically fragile and full of scenic beauty should not have been permitted to be converted into private ownership and for commercial gains.

23. The notion that the public has a right to expect certain lands and natural areas to retain their natural characteristic is finding its way into the law of the land. The need to protect the environment and ecology has been summed up by David B. Hunter (University of Michigan) in an article titled An ecological perspective on property : A call for judicial protection of the public's interest in environmentally critical resources published in Harvard Environmental Law Review, Vol. 12 1988, p. 311 is in the following words:

"Another major ecological tenet is that the world is finite. The earth can support only so many people and only so much human activity before limits are reached. This lesson was driven home by the oil crisis of the 1970s as well as by the pesticide scare of the 1960s. The current deterioration of the ozone layer is another vivid example of the complex, unpredictable and potentially catastrophic effects posed by our disregard of the environmental limits to economic growth. The absolute finiteness of the environment, when coupled with human dependency on the environment, leads to the unquestionable result that human activities will at some point be constrained.

'[H]uman activity finds in the natural world its external limits. In short, the environment imposes constraints on our freedom; these constraints are not

the product of value choices but of the scientific imperative of the environment's limitations. Reliance on improving technology can delay temporarily, but not forever, the inevitable constraints. There is a limit to the capacity of the environment to service…….growth, both in providing raw materials and in assimilating by-product wastes due to consumption. The largesse of technology can only postpone or disguise the inevitable.'

Professor Barbara Ward has written of this ecological imperative in particularly vivid language:

'We can forget moral imperatives. But today the morals of respect and care and modesty come to us in a form we cannot evade. We cannot cheat on DNA. We cannot get round photosynthesis. We cannot say I am not going to give a damn about phytoplankton. All these tiny mechanisms provide the preconditions of our planetary life. To say we do not care is to say in the most literal sense that "we choose death" .

There is a commonly-recognized link between laws and social values, but to ecologists a balance between laws and values is not alone sufficient to ensure a stable relationship between humans and their environment. Laws and values must also contend with the constraints imposed by the outside environment. Unfortunately, current legal doctrine rarely accounts for such constraints, and thus environmental stability is threatened.

Historically, we have changed the environment to fit our conceptions of property. We have fenced, plowed and paved. The environment has proven malleable and to a large extent still is. But there is a limit to this malleability, and certain types of ecologically important resources-for example, wetlands and riparian forests- can no longer be destroyed without enormous long-term effects on environmental and therefore social stability. To ecologists, the need for preserving sensitive resources does not reflect value choices but rather is the necessary result of objective observations of the laws of nature.

In sum, ecologists view the environmental sciences as providing us with certain laws of nature. These laws, just like our own laws, restrict our freedom of conduct and choice. Unlike our laws, the laws of nature cannot be changed by legislative fiat; they are imposed on us by the natural world. An understanding of the laws of nature must therefore inform all of our social institutions."

24. The ancient Roman Empire developed a legal theory known as the "Doctrine of the Public Trust". It was founded on the ideas that certain common properties such as rivers, seashore, forests and the air were held by Government in trusteeship for the free and unimpeded use of the general public. Our contemporary concern about "the environment" bear a very close conceptual relationship to this legal doctrine. Under the Roman law these resources were either owned by no one (res nullious) or by everyone in common (res communious). Under the English common law, however, the Sovereign could own these resources but the ownership was limited in nature, the Crown could not grant these properties to private owners if the effect was to interfere with the public interests in navigation or fishing. Resources that were suitable for these uses were deemed to be held in trust by the Crown for the benefit of the public. Joseph L. Sax, Professor of Law, University of Michigan-proponent of the Modern Public Trust Doctrine-in an erudite article "Public Trust Doctrine in natural Resource Law : Effective Judicial Intervention", Michigan law Review, Vol.68, Part 1 p. 473, has given the historical background of the Public Trust Doctrine as under:

"The source of modern public trust law is found in a concept that received much attention in Roman and English law-the nature of property rights in rivers, the sea, and the seashore. That history has been given considerable attention in the legal literature, need not be repeated in detail here. But two points should be emphasized. First, certain interests, such as navigation and fishing, were sought to be preserved for the benefit of the public; accordingly, property used for those purposes was distinguished from general public property which the sovereign could routinely grant to private owners. Second, while it was understood that in certain common properties-such as the seashore, highways, and running water-'perpetual use was dedicated to the public', it has never been clear whether the public had an enforceable right to prevent infringement of those interests. Although the State apparently did protect public uses, no evidence is available that public rights could be legally asserted against a recalcitrant government."

25. The Public Trust Doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, sea, waters and the forests have such a great importance to the people as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The said resources being a gift of nature, they should be made freely available to everyone irrespective of the status in life.

The doctrine enjoins upon the Government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their use for private ownership or commercial purposes. ***According to Professor Sax the Public Trust Doctrine imposes the following restrictions on governmental authority:***

" Three types of restrictions on governmental authority are often thought to be imposed by the public trust: first, the property subject to the trust must not only be used for a public purpose, but it must be held available for use by the general public; second, the property may not be sold, even for a fair cash equivalent; and third the property must be maintained for particular types of uses."

26. The American law on the subject is primarily based on the decision of the United States Supreme Court in Illinois Central Railroad Co. v. People of the State of Illinois. In the year 1869 the Illinois Legislature made a substantial grant of submerged lands-a mile strip along the shores of Lake Michigan extending one mile out from the shoreline-to the Illinois Central Railroad. In 1873, the Legislature changed its mind and repealed the 1869 grant. The State of Illinois sued to quit title. The Court while accepting the stand of the State of Illinois held that the title of the State in the land in dispute was a title different in character from that which the State held in lands intended for sale. It was different from the title which the United States held in public lands which were open to pre-emption and sale. It was a title held in trust-for the people of the State that they may enjoy the navigation of the water, carry on commerce over them and have liberty of fishing therein free from obstruction or interference of private parties. The abdication of the general control of the State over lands in dispute was not consistent with the exercise of the trust which required the Government of the State to preserve such waters for the use of the public. According to Professor Sax the Court in Illinois Central "articulated a principle that has become the central substantive thought in public trust litigation. When a State holds a resource which is available for the free use of the general public, a court will look with considerable skepticism upon any governmental conduct which is calculated either to relocate that resource to more restricted uses or to subject public uses to the self-interest of private parties."

27. ***In Gould v. Greylock*** *Reservation Commission The Supreme Judicial Court of Massachusetts took the first major step in developing the doctrine applicable to changes in the use of lands dedicated to the public interest. In 1886 a group of citizens interested in preserving Mount Greylock as an unspoiled natural forest, promoted the creation of an association for the purpose of laying out a public part on it. The State ultimately acquired about 9000 acres, and the legislature enacted a statute creating the Greylock Reservation Commission. In the year 1953, the legislature enacted a statute creating an authority to construct and operate on Mount Greylock an Aerial Tramway and certain other facilities and it authorized the Commission to lease to the Authority any portion of the Mount Greylock Reservation. Before the project commenced, five citizens brought an action against both the Greylock Reservation Commission and the Tramway Authority. The plaintiffs brought the suit as beneficiaries of the public trust. The Court held both the lease and the management agreement invalid on the ground that they were in excess of the statutory grant of the authority. The crucial passage in the judgment of the Court is as under:*

" The profit-sharing feature and some aspects of the project itself strongly suggest a commercial enterprise. In addition to the absence of any clear or express statutory authorization of as broad a delegation of responsibility by the Authority as is given by the management agreement, we find no express grant to the Authority or power to permit use of public lands and of the Authority's borrowed funds for what seems, in part at least, a commercial venture for private profit. "

Professor Sax's comments on the above-quoted paragraph from Gould decision are as under:

" It hardly seems surprising, then, that the court questioned why a State should subordinate a public park, serving a useful purpose as relatively undeveloped land, to the demands of private investors for building such a commercial facility. The court, faced with such a situation, could hardly have been expected to have treated the case as if it involved nothing but formal legal issues concerning the State's authority to change the use of a certain tract of land----- Gould, like Illinois Central, was concerned with the most overt sort of imposition on the public interest: commercial interests had obtained advantages which infringed directly on public uses and promoted private profits. But the Massachusetts court has also confronted a more pervasive, if more subtle, problem-that concerning projects which clearly

have some public justification. Such cases arise when, for example, a highway department seeks to take a piece of parkland or to fill a wetland."

28. In Sacco v. Development of Public Works, the Massachusetts Court restrained the Department of Public Works from filling a great pond as part of its plan to relocate part of State Highway. The Department purported to act under the legislative authority. The court found the statutory power inadequate and held as under:

" the improvement of public lands contemplated by this section does not include the widening of a State highway. It seems rather that the improvement of public lands which the legislature provided for .....is to preserve such lands so that they may be enjoyed by the people for recreational purposes."

29. In Robbins v. Deptt. Of Public Works, the Supreme Judicial Court of Massachusetts restrained the Public Works Department from acquiring Fowl Meadows, "wetlands of considerable natural beauty ……often used for nature study and recreation" for highway use.

30. Professor Sax in the article (Michigan Law Review) refers to Priewev v. Wisconsin State Land and Improvement Co., Crawford Country Lever and Drainage Distt. No.1, City of Milwaukee v. State, State v. Public Service Commission and opines that "the Supreme Court of Wisconsin has probably made a more conscientious effort to rise above rhetoric and to work out a reasonable meaning for the public trust doctrine than have the courts of any other State."

31. Professor Sax stated the scope of the public trust doctrine in the following words:

" If any of the analysis in this Article makes sense, it is clear that the judicial techniques developed in public trust cases need not be limited either to these few conventional interests or to questions of disposition of public properties. Public trust problems are found whenever governmental regulation comes into question, and they occur in a wide range of situations in which diffused public interests need protection against tightly organized groups with clear and immediate goals. Thus, it seems that the delicate mixture of procedural and substantive protections which the courts have applied in conventional public trust cases would be equally applicable and equally appropriate in controversies involving air pollution, the dissemination of pesticides, the location of rights of way for utilities, and strip mining of wetland filling on private lands in a State where governmental permits are required."

32. We may at this stage refer to the judgment of the Supreme Court of California in National Audubon Society v. Superior Court of Alpine Country. The case is popularly known as "the mono Lake case". Mono Lake is the second largest lake in California. The lake is saline. It contains no fish but supports a large population of brine shrimp which feed vast numbers of nesting and migrating birds. Islands in the lake protect a large breeding colony of California gulls, and the lake itself serves as a haven on the migration route for thousands of birds. Towers and spires of tura (sic) on the north and south shores are matters of geological interest and a tourist attraction. In 1940, the Division of Water Resources granted the Department of Water and Power of the City of Los Angeles a permit to appropriate virtually the entire flow of 4 of the 5 streams flowing into the lake. As a result of these diversions, the level of the lake dropped, the surface area diminished, the gulls were abandoning the lake and the scenic beauty and the ecological values of Mono Lake were imperiled. The plaintiffs environmentalist-using the public trust doctrine- filed a law suit against Los Angeles Water Diversions. The case eventually came to the California Supreme Court, on a Federal Trial Judge's request for clarification of the State's public trust doctrine. The Court explained the concept of public trust doctrine in the following words:

" 'By the law of nature these things are common to mankind-the air, running water, the sea and consequently the shores of the sea.' (Institutes of Justinian 2.1.1) From this origin in Roman law, the English common law evolved the concept of the public trust, under which the sovereign owns 'all of its navigable waterways and the lands lying beneath them as trustee of a public trust for the benefit of the people.'"

The Court explained the purpose of the public trust as under:

"The objective of the public trust has evolved in tandem with the changing public perception of the values and uses of waterways. As we observed in Marks v. Whinney, [p]ublic trust easements (were) traditionally defined in terms of navigation, commerce and fisheries. They have been held to include the right to fish, hunt, bathe, swim, to use for boating and general recreation purposes the navigable waters of the State, and to use the bottom of the navigable waters for anchoring, standing, or other purposes. We went on, however, to hold that the traditional triad of uses-navigation, commerce and

fishing-did not limit the public interest in the trust res. In language of special importance to the present setting, we stated that [t]he public uses to which tidelands are subject are sufficiently flexible to encompass changing public needs. In administering the trust the Sate is not burdened with an outmoded classification favouring one mode of utilization over another. There is a growing public recognition that one of the important public uses of the tidelands- a use encompassed within the tidelands trust-is the preservation of those lands in their natural state, so that they may serve as ecological units for scientific study, as open space, and as environments which provide food and habitat for birds and marine life, and which favourably affect the scenery and climate of the area.'

Mono Lake is a navigable waterway. It supports a small local industry which harvests brine shrimp for sale as fish food, which endeavour probably qualifies the lake as a 'fishery' under the traditional public trust cases. The principal values plaintiffs seek to protect, however, are recreational and ecological –the scenic views of the lake and its shore, the purity of the air, and the use of the lake for nesting and feeding by birds. Under Marks v. Whitney, it is clear that protection of these values is among the purposes of the public trust. "

The Court summed up the powers of the State as trustee in the following words:

" Thus, the public trust is more than an affirmation of State power to use public property for public purposes. It is an affirmation of the duty of the State to protect the people's common heritage of streams, lakes, marshlands and tidelands, surrendering that right of protection only in rare cases when the abandonment of that right is consistent with the purposes of the trust……"

The Supreme Court of California, inter alia, reached the following conclusion:

" The State has an affirmative duty to take the public trust into account in the planning and allocation of water resources, and to protect public trust uses whenever feasible. Just as the history of this State shows that appropriation may be necessary for efficient use of water despite unavoidable harm to public trust values, it demonstrates that an appropriative water rights system administered without consideration of the public trust may cause unnecessary and unjustified harm to trust interest. (See Johnson, 14 U.C. Davis L. Rev. 233, 256-57/; Robie, Some Reflections on Environmental Considerations in Water Rights Administration, 2 Ecology L.Q. 695, 710-711 (1972); Comment, 33 Hastings L.J. 653, 654) As a matter of practical necessity the State may have to approve appropriations despite foreseeable harm to public trust uses. In so doing, however, the State must bear in mind its duty as trustee to consider the effect of the taking on the public trust (see United Plainsmen v. N.D State Water Cons. Comm'n at pp. 462-463, and to preserve, so far as consistent with the public interest, the uses protected by the trust."

The Court finally came to the conclusion that the plaintiffs could rely on the public trust doctrine in seeking reconsideration of the allocation of the waters of the Mono basin.

33. It is no doubt correct that the public trust doctrine under the English common law extended only to certain traditional uses such as navigation, commerce and fishing. But the American Courts in recent cases have expanded the concept of the public trust doctrine. The observations of the Supreme Court of California in Mono Lake case clearly show the judicial concern in protecting all ecologically important lands, for example fresh water, wetlands or riparian forests. The observations of the Court in Mono Lake case to the effect that the protection of ecological values is among the purposes of public trust, may give rise to an argument that the ecology and the environment protection is a relevant factor to determine which lands, waters or airs are protected by the public trust doctrine. The Courts in United States are finally beginning to adopt this reasoning and are expanding the public trust to encompass new types of lands and water. In Phillips Petroleum Co. v. Mississippi the United States Supre Court upheld Mississippi's extension of public trust doctrine to lands underlying non-navigable tidal areas. The majority judgment adopted ecological concepts to determine which lands can be considered tide lands. Phillips Petroleum case assumes importance because the Supreme Court expanded the public trust doctrine to identify the tide lands not on commercial considerations but on ecological concepts. We see no reason why the public trust doctrine should not be expanded to include all ecosystems operating in our natural resources.

34. Our legal system-based on English common law-includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural

resources which are by nature meant for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the sea-shore, running waters, aris, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership.

35. We are fully aware that the issues presented in this case illustrate the classic struggle between those members of the public who would preserve our rivers, forests, parks and open lands in their pristine purity and those charged with administrative responsibilities who, under the pressures of the changing needs of an increasingly complex society, find it necessary to encroach to some extent upon open lands heretofore considered inviolate to change. The resolution of this conflict in any given case is for the legislature and not the courts. If there is a law made by Parliament or the State Legislatures the courts can serve as an instrument of determining legislative intent in the exercise of its powers of judicial review under the Constitution. But in the absence of any legislation, the executive acting under the doctrine of public trust cannot abdicate the natural resources and convert them into private ownership, or for commercial use. The aesthetic use and the pristine glory of the natural resources, the environment and the ecosystems of our country cannot be permitted to be eroded for private, commercial or any other use unless the courts find it necessary, in good faith, for the public good and in public interest to encroach upon the said resources.

36. Coming to the facts of the present case, large area of the bank of River Beas which is part of protected forest has been given on a lease purely for commercial purposes to the Motels. We have no hesitation in holding that the Himachal Pradesh Government committed patent breach of public trust by leasing the ecologically fragile land to the Motel management. Both the lease transactions are in patent breach of the trust held by the State Government. The second lease granted in the year 1994 was virtually of the land which is a part of the riverbed. Even the board in its report has recommended de-leasing of the said area.

37. This Court in Vellore Citizens' Welfare Forum v. Union of India explained the "Precautionary Principle" and "Polluters Pays Principle" as under; (SCC pp. 658-59, paras 11-13)

" Some of the salient principles of 'Sustainable Development'. As culled out from Brundtland Report and other international documents, are Inter-Generational Equity, Use and Conservation of Natural Resources, Environmental Protection, the Precautionary Principle, Polluter Pays Principle, Obligation to Assist and Cooperate, Eradication of Poverty and Financial Assistance to the developing countries. We are, however, of the view that 'the precautionary Principle' and 'the Polluter Pays Principle' are essential features of 'Sustainable Development'. The 'Precautionary Principle –in the context of the municipal law ---menas:

(i) Environmental measures- by the State Government and the statutory authorities –must anticipate, prevent and attack the cause of environmental degradation.

(ii) Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation.

(iii) The 'onus of proof' is on the actor or the developer/industrialist to show that his action is environmentally benign.

'The Polluter Pays Principle' has been held to be a sound principle by this Court in Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India. The Court observed: (SCC p. 246, para 65)

'…….we are of the opinion that any principle evolved in this behalf should be simple, practical and suited to the conditions obtaining in this country.'

The Court ruled that: (SCc p. 246, para 65)

'……..Once the activity carried on is hazardous or inherently dangerous, the person carrying on such activity is liable to make good the loss caused to any other person by his activity irrespective of the fact whether he took reasonable care while carrying on his activity. The rule is premised upon the very nature of the activity carried on.'

Consequently the polluting industries are 'absolutely liable to compensate for the harm caused by them to villagers in the affected area, to the soil and to the underground water and hence, they are bound to take all necessary measures to remove sludge and other pollutants lying in the affected areas'. The 'Polluter Pays Principle, as interpreted by this Court means that the absolute liability for harm to the environment extends not only to compensate the victims of pollution but also the cost of restoring the environmental degradation. Remediation of the damaged environment is part of the process of 'Sustainable Development' and as such polluter is

liable to pay the cost to the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology.
The Precautionary Principle and the Polluter Pays Principle have been accepted as part of the law of the land."
38. It is thus settled by this Court that one who pollutes the environment must pay to reverse the damage caused by his acts.
39. We, therefore, order and direct as under:
1. The public trust doctrine, as discussed by us in this judgment is a part of the law of the land.

কে এম চিন্নাপা বনাম ভারত [K.M. Chinnappa versus Union of India and others reported in AIR 2003 (B.N. KIRPAL (CJI), Y.K. SABHARWAL AND ARIJIT PASAYAT, JJ)] মোকদ্দমায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট অভিমত প্রদান করেন যেঃ-

15. It would be hard to find out such dawn to earth description of nature. " Nature hates monopolies and knows no exception. It has always some levelling agency that puts the overbearing, the strong, the rich, the fortunate substantially on the same ground with all others" and Zarathustra. Environment is polycentric and multi-facet problem affecting the human existence. The Stockholm Declaration of United Nations on Human Environment, 1972, reads its Principle No. 3, inter alia, thus:
" Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life. In an environment of equality that permits a life of dignity and well being and bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations."
16. The declaration, therefore, says that in the developing countries, most of the environmental problems are caused by underdevelopments. The Declaration suggests to safe actions with prudent care for ecological balance. It is necessary to avoid massive and irreversible harm to the earthly environment and strife for achieving present generation and the posterity a better life in an environment more in keeping with the needs and hopes. In this context immediately comes to mind the words of Pythogarus who said:
For so long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living beings, the will never know health or peace. For so long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, they who sow the seeds of murder and pain cannot reap joy and love.
17. Article 48- A in part IV (Directive principles) of the constitution of India. 1950 brought by the constitution (42nd Amendment) Act, 1976, enjoins that "State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country". Article 47 further imposes the duty on the state to improve public health as its primary duty. Art. 51-A(g) imposes "a fundamental duty" on every citizen of India to protect and improve the natural "environment" including forests, lakes rivers and wild life and to have compassion for living creatures. The word "environment" is of broad spectrum which brings within its ambit "hygienic atmosphere and ecological balance. "It is, therefore, not only the duty of the state but also the duty of every citizen to maintain hygienic environment. The state, in particular has duty in that behalf and to shed its extravagant unbridled sovereign power and to forge in its policy to maintain ecological balance and hygienic environment. Article 21 protects right to life as a fundamental right. Enjoyment of life and its attainment including their right to life with human dignity encompasses within its ambit. The protection and preservation of environment, ecological balance free from pollution of air and water, sanitation without which life cannot be enjoyed. Any contra acts or actions, would cause environmental pollution. Therefore, hygienic environment is an integral fact of right to healthy life and it would be impossible to live with human dignity without a humane and healthy environment. Environment protection, therefore, has now become a matter of grave concern for human existence, promoting environmental protection implies maintenance of the environment as a whole comprising the man made and the natural environment. Therefore, there is constitutional imperative on the central Government. State Governments and bodies like Municipalities, not only to ensure and safeguard proper environment but also an imperative duty to take adequate measure to promote, protect and improve the environment-man made and natural environment.
18. Industrializations, urbanization, explosion of population, over exploitation of resources, depletion of traditional sources of energy and raw materials, and the search for new sources of energy and raw materials , the disruption of natural ecological balances, the restriction of multitude of animal and plant species for economic reasons and sometimes for no good

reason at all are factors which have contributed to environmental deterioration. While the scientific and technological progress of man has invested him with immense power over nature, it has also resulted in the unthinking use of the power, encroaching endlessly on nature, If man is able to transform deserts into oasis, he is also leaving behind deserts in the place of oasis. In the last century, a great German materialist philosopher warned mankind: Let us not, however, flater ourselves over much on account of our human victories over nature. For each such victory nature takes its revenge on us. Each victory, it is true, in the first place brings about the results we expected, but in the second and third places it has quite different; unforeseen effects which only to often cancel the first. Ecologists are of the opinion that the most important ecological and social problem is the wide spread disappearance all over the world of certain species of living organisms. Ecologists forecast the extinction of animal and plant species on a scale that is incompatibly greater than their extinction over the course of millions of years. It is said that over half the species which became extinct over the last 2000 years did so after 1900. The International Association for the Protection of Nature and Natural Resources calculates that now, on average, one species or sub-species is lost every year. It is said that approximately 1000 birds and animal species are facing extinction at present. It is for this that the environmental questions have become urgent and they have to be properly understood and squarely met by man. Nature and history are two components of the environment in which we live, move and prove ourselves. This Court in Sachindanand Pandey and (AIR 1987 SC 1109) and Varner Gaur V. State of Haryana (1995 AIR SCW 306) has highlighted these aspects.

19. Environmental law is an instrument to protect and improve the environment and control or prevent any act or omission polluting or likely to pollute the environment. In view of the enormous challenges thrown by the industrial revolution, the legislatures throughout the world are busy in this exercise. Many have enacted laws long back and they are busy in remodelling the environmental law. The others have moved their law making machineries in this direction except the under developed States who have yet to come in this wave length. India was one of these few countries which paid attention right from the ancient time down to the present age and till date, the tailoring of the existing law to suit the challenging conditions is going on. The problem of law making and amending is a difficult task in this area. There are a variety of colours of this problem. For example, the industrial revolution and the evolution of certain cultural and moral values of the humanity and the rural and urban developments in agricultural technology, waste, barren or industrial belts, developed, developing and under developed parts of the lands, the rich and poor Indians; the population explosion and the industrial implosion: the people's increasing awareness and the decreasing State Exchequer, the promises in the political manifestos and the State's development action. In this whole gamut of the problems the Tiwari Committee came out with the data that we have in India " nearly five hundred environmental laws" and the Committee pointed out that no systematic study had been undertaken to evaluate those legislative developments. Some legal controls and techniques have been adopted by the legislatures in the field of Indian Environmental Laws. Different legislative controls right from the ancient time, down to the modern period make interesting reading. Attention has to be paid to identify the areas of great concern to the legislature, the techniques adopted to solve those problems; the pollutants which required continuous exercises, the role of legislature and people's participation outside. These are some of many areas which attract the attention in the study of history of the Indian Environmental Law.

***20.** Since time immemorial, natural objects like rivers enjoyed a high position in the life of the society. They were considered as Goddesses having not only the purifying capacity but also self purifying ability. Fouling of the water of a river was considered a sin and it attracted punishments of different grades which included, penance, outcasting, fine, etc. The earth or soil also equally had the same importance, and the ancient literature provided the means to purify the polluted soil. The above are some of the many illustrations to support the view that environmental. Pollution was controlled rigidly in the ancient time. It was not an affair limited to an individual or individuals but the society as a whole accepted its duty to protect the environment. The dharma of environment was to sustain and ensure progress and welfare of all. The inner urge of the individuals to follow the set norms of the society, motivated them to allow the natural objects to remain in the natural state. Apart from this motivation, there was the fear of punishment. There were efforts not just to punish the culprit but to balance the eco-systems. The noteworthy development in this period was that*

each individual knew his duty to protect the environment and he tried to act accordingly. Those aspects have been highlighted by a learned author C.M. Jariwala in his article " Changing Dimensions of the Indian Environmental Law" in the book "Law and Environment" by P. Leelakrishnan.

21. The Economic and Special Council of the United Nations passed a resolution on 30th July, 1968 on the question of convening an International Conference on problems of human environment. In the United Nations Conference on Human Environment at Stockholm from 6th to 16th June, 1972, proclamation was made on United Nations on Human Environment. It was stated in the proclamation in those profound words:

"Man is both creature and moulder of his environment which gires his physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral social and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this planet a stage has been reached when through the rapid acceleration of science and technology, man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of men's environment the natural and the man made, are essential to his well being and to the enjoyment of basic human rights even the right to life itself.

The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well being of people and economic development throughout the world, it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments. "

22. *When the necessity to promote the environment turned grave, doubt was expressed by some commentators whether the issue of environment would last. They have been proved wrong, since it is clearly one of the big issues, perhaps the biggest issue of the 1990s. It is a big issue in political terms since protection of the environmental is high one most people's priorities for the 1990s. As a result political parties and Governments are falling over each other in their eagerness to appear green, even if as yet their actions rarely match their rhetoric. It is big in terms of the size of the problem faced and the solutions required, global warning the destruction of the ozone layer, acid rain deforestation overpopulation and toxic waste are all global issue which require an appropriately global response. It is big in terms of the range of problems and issues – air pollution water pollution noise pollution waste disposal radioactivity, pestictides country side protection conservation of wild life the list is virtually endless. As observed by Simon Bell and Stuart Bell in Environmental Law:*

".....In the words of the White Paper on the Environment. This Common Inheritance (cm. 1200, 1990) the issues range from the street corner to the stratosphere. Finally, it is big in terms of the knowledge and skills required to understand a particular issue. Law is only one element in what is a major cross disciplinary topic. Lawyers need some understanding of the scientific, political and economic process involved in environmental degradation. Equally all those whose activities and interests relate to the environment need to acquire an understanding of the structure and content of environmental law, since it has a large and increasing role to play in environmental protection.

30. Progress and pollution go together. As this Court observed in M.C. Mehta and another v. Union of India and others (AIR 1987 SC 965), when science and technology are increasingly employed in producing goods and services calculated to improve the quality of life, there is certain element of hazard or risk inherent in the very use of science and technology and it is not possible to totally eliminate such hazard or risk altogether. We can only hope to reduce the element of hazard or risk to the community by taking all necessary steps for locating such industries in a manner which would pose least risk of danger to the community and maximizing safety requirements. As observed in the United Nations Conference held at Stockholm in June, 1972 economic and social development was essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating condition on earth that were necessary for the improvement of the quality of life.

31. The tragedy of the predicament of the civilized man is that Every source from which man has increased his power on earth has been used to diminish the prospects of his successors. All his progress is being made at the expense of damage to the environment which he cannot repair and cannot foresee. There is increase in awareness of the compelling need to restore the serious ecological imbalances introduced by the depredations inflicted on nature by man. The state to which the ecological imbalance and the consequent environmental damage have reached is so alarming that unless immediate determined and effective steps were taken the damage might become

irreversible. In his foreward to International Wild Life Law, M.R.M. Prince Philip the Duke of Edinburgh said :
" Many people seem to think that the conservation of nature is simply a matter of being kind to animals and enjoying walks in the countryside. Sadly, perhaps, it is a great deal more complicated than that.....
.....As usual with all legal systems the crucial requirement is for the terms of the conversions to be widely accepted and rapidly implemented.....
Regretfully progress in this direction is proving disastrously slow" (See International Wild Life law by Simon Lyster, Cambridge, Grotius Publications Ltd. 1985 Edn.)
32. The United National General Assembly adopted on October 29, 1985 the World Charter for nature. The chapter declares the awareness that:
"(a) Mankind is a part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural systems which ensure the supply of energy and nutrients.
(b) Civilization is rooted in nature which has shaped human culture and influenced all artistic and scientific achievement, and living in harmony with nature gives man the best opportunities for the development of the creatively and for rest and recreation."
33. Towards the end of his reign, King Asoka in the third century B.C. issued a decree that it has a particularly contemporary ring in the matter of preservation of wild life and environment. He had written:
"Twenty six years after my coronation. I declare that the following animals were not to be killed, parrots, mynas, the aruna, ruddy geese, wild geese, the nandimukha, cranes, bats, queen, ants, terrapins, bonelss fish, rhinoceroses .....and all quadrupeds which are not useful or edible .....Forest must not be burned."
34. To protect and improve the environment is a constitutional mandate. It is a commitment for a country wedded to the ideas of a welfare State. The world is under an impenetrable cloud. In view of enormous challenges thrown by the industrial revolution the legislatures throughout the world are busy in their exercise to find out means to protect the world. Every individual in the society has a duty to protect the nature. People worship the objects of nature. The trees, water, land and animals had gained important positions in the ancient times. As Manu VIII, page 282 says different punishments were prescribed for causing injuries to plants. Kautilya went a step further and fixed the punishment on the basis of importance of the part of the tree. (See Kautilya III, XIX, 197).
***35**. As observed by this Court in Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of Uttar Pradesh (AIR 1987 SC 359), natural resources have got to be tapped for the purpose of social development but one cannot forget at the same time that tapping of resources has to be done with requisite attention and care so that ecology and environment may not be affected in any serious way; these may not be any depletion of water resources and long term planning must be undertaken to keep up the national wealth. It has always to be remembered that these are permanent assets of mankind and are not intended to be exhausted in one generation.*
36. The Academy Law Review at pages 137-138 says that a recent survey reveals that every day millions of gallons of trade wastes and effluents are discharged into the river, streams, lake and sea etc. Indiscriminate water pollution is a problem all over the world but is now acute in densely populated industrial cities. Our country is no exception to this. Air pollution has further added to the intensity and extent of the problem. Every year millions of tons of gaseous and particulate pollutants are injected into the atmosphere, both through natural processes and as a direct result of human activity. Scientists have pointed out that earth's atmosphere cannot absorb such unlimited amount of pollutant materials without undergoing changes which may be of an adverse nature with respect to human welfare. Man in order to survive in his planetary home will have to strike the harmonious balance with nature. There may be boundless progress scientifically which may ultimate lead to destruction of man's valued position in life. The Constitution has laid the foundation of Arts. 48-A and 51A for a jurisprudence of environmental protection. Today, the State and the citizen are under a fundamental obligation to protect and improve the environment, including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures.
37. A learned Jurist has said, the Rig Veda praises the beauty of the dawn (usha) and worships nature in all its glory. And yet today a bath in the Yamuna and Ganga is a sin against bodily health, not a salvation for the soul-so polluted and noxious are these 'Holy' waters now. "One hospital

bed out of four in the world is occupied by a patient who is ill because of polluted water.....

.....Provision of a safe and convenient water supply is the most important activity that could be undertaken to improve the health of people living in rural areas of the developing world." (W.H.O.) " Nature never did betray. That heart that loved her." (Wordsworth). The anxiety to save the environment manifested in the Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976 by the introduction of a specific provision for the first time to "protect and improve" the environment. Man is nature's best promise and worst enemy. If industry is necessity, pollution inevitable. Since progress and pollution go together, there can be no end of progress and consequently, no escape from pollution. If industry is necessary evil, pollution. Surest sufferance. Several enactments have been made to combat pollution. "Pollution" is noun derived from the transitive verb "pollute" which means to make foul or unclean, dirty, to make impure or morally unclean. In Halsbury's Laws of England (Fourth Edition, Volume 38, para 66) "pollution" means the direct or indirect discharge by man of substances or energy into the aquatic environment resulting in hazard to human health, harm to living resources and aquatic ecosystems, damage to amenities on interference with other legitimate use of water.

38. In Divisional forest Officer and others v. S. Nageswaramma (1996(6)SCC 442) it was observed that the renewal of lease is not a vested right of the lessee. There is a total prohibition against the grant of mining lease in a forest area without concurrence of the Central Government. As was observed by this Court in M.C. Mehta v. Kamal Nath and others (1997(1) SCC 388), our legal system based on English Common Law includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature mean for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the sea-shore, running waters, airs, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership.

39. The aesthetic use and the pristine glory cannot be permitted to be eroded for private, commercial or any other use unless the Courts find it necessary, in good faith, for public good and in public interest to encroach upon the said resources.

40. It cannot be disputed that no development is possibly without some adverse effect on the ecology and environment and the projects of public utility cannot be abandoned and it is necessary to adjust the interest of the people as well as the necessity to maintain the environment. The balance has to be struck between the two interests. Where the commercial venture or enterprise would bring in results which are far more useful for the people, difficulty of a small number of people has to be by-passed. The comparative hardships have to be balanced and the convenience and benefit to a larger section of the people has to get primacy over comparatively lesser hardship.

41. In this background, the Environment Impact Assessment reports are of great importance. The Council on European Economic Committee in their directive to the member States highlighted objectives of such assessments as follows:

"The effect of a project on the environment must be assessed in order to take action of the concerns to protect human health, to contribute by means of a better environment to the quality of life, to ensure maintenance of the diversity of species and to maintain the reproductive capacity of the eco-system as a basic resource of life."

42. A few decisions taken at the Convention on Biological Diversity dated 5th June, 1992 would be relevant.

43. The Preamble, inter alia, contains the following:

"Concerned that biological diversity is being significantly reduced by certain human activities. Aware of the general lack of information and knowledge regarding biological diversity and of the urgent need to develop scientific, technical and institutional capacities to provide the basic understanding upon which to plan and implement appropriate measures. Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting further that the fundamental requirement for the conservation of biological diversity is the in-situ conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings."

44. Articles 1, 6, 7 and 14(a) are also important.

Article 1: Objectives-

The objectives of this Convention to be pursued in accordance with its relevant provisions are the conservation of biological diversity, the

sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

Article 6: General measures for conservation and sustainable use-

Each contracting party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:

(a) develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adopt for this purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, inter alia, the measures set out in this Convention relevant to the contracting party concerned; and

(b) integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.

Article 7: Identification and Monitoring Each contracting party shall, as far as possible and as appropriate, in particular for the purposes of Arts. 8 to 10:

(a) identify components of biological diversity important for its conservation and sustainable use having regard to the indicative list of categories set down in Annexure 1:

(b) Monitor, through sampling and other techniques, the components of biological diversity identified pursuant to sub-paragraph (a) above, paying particular attention to those requiring urgent conservation measures and those which offer the greatest potential for sustainable use.

(c) identify processes and categories of activities which have or are likely to have significant adverse impacts on the conservation and sustainable use of biological diversity, and monitor their effects through sampling and other techniques; and

(d) maintain and organize, by any mechanism data, derived from identification and monitoring activities pursuant to sub-paragraphs (a), (b) and (c) above.

Article 14(a): Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts-

Each contracting party, as far as possible and as appropriate, shall:

(a) Introduce appropriate procedures requiring environment impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, allow for public participation in such procedures.

45. Sustainable development is essentially a policy and strategy for continued economic and social development without detriment to the environment and natural resources on the quality of which continued activity and further development depend. Therefore, while thinking of the developmental measures the needs of the present and the ability of the future to meet its own needs and requirements have to be kept in view. While thinking of the present, the future should not be forgotten. We owe a duty to future generations and for a bright today, bleak tomorrow cannot be countenanced. We must learn from our experiences of past to make both the present and the future brighter. We learn from our experiences, mistakes from the past, so that they can be rectified for a better present and the future. It cannot be lost sight of that while today is yesterday's tomorrow, it is tomorrow's yesterday.

46. The greenery of India should not be allowed to be perished, to be replaced by deserts. Euthopia which at a point of time was considered to be one of the greenest countries, is virtually a vast desert today.

47. The Union Government framed National Forest Policy in 1988. Though the basic objectives are very laudable, it is sad to note that it has virtually been confined in papers containing it, and not much has been done to translate them into reality. Nevertheless, it reflects anxiety of the Union Government to protect and preserve natural forests with vast variety of flora and fauna, representing biological diversity and genetic resources of the country.

48. Duty is cast upon the Government under Art. 21 of the Constitution of India to protect the environment and the two salutary principles which govern the law of environment are: (i) the principles of sustainable development and (ii) the precautionary principle. It needs to be highlighted that the Convention on Biological Diversity has been acceded to by our country and therefore, it has to implement the same. As was observed by this Court in Vishaka and others v. State of Rajasthan and others (1997 (6) SCC 241), in the absence of any inconsistency between the domestic law and the international conventions, the rule of judicial construction is that regard must be had to international convention and norms even in construing the domestic law. It is, therefore, necessary for the Government to keep in view the international obligations while exercising discretionary powers under the Conservation Act unless there are compelling reasons to depart therefrom.

49. The United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm during June, 1972 brought into focus several alarming situations and highlighted the immediate need to take steps to control menace of pollution to the mother earth air and of space failing which, the Conference cautioned the mankind, it should be ready to face the disastrous consequences. The suggestions noted in this Conference were reaffirmed in successive Conference followed by Earth Summit held at Rio-de Janeiro (Brazil) in 1992.

টি এন গোদাভারমান থিরুমুলপাড বনাম ভারত (T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India reported in AIR 2005 (S.C) page 4258) মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয় যে,

87. The importance of conserving and managing existing natural forest and forest soils, which are very large stores of carbon, has been emphasized as it will significantly reduce greenhouse gas emissions. To develop and protect forest, a scientific management is necessary so as to enhance productivity, density and health. Forestry projects have to lay emphasis on management and rejuvenation of natural forests. The fragile eco-systems should be properly managed in order to safeguard the livelihood of millions of people.
88. The national development agenda must recognize the necessity of protecting the long-term ecological security. The problem area is the growing population, high degree of mechanism and steep rise in energy use which has led to activities that directly or indirectly affect the sustainability of the environment.
89. It is recognized that the sustainable use of bio-diversity is fundamental to ecological sustainable. The loss of bio-diversity stems from destruction of the habitat, extension of agriculture, filling up of wet lands, conversion of rich bio-diversity sites for human settlement and industrial development, destruction of coastal areas and uncontrolled commercial exploitation. It is thus evident that the preservation of eco-systems, bio-diversity and environment whether examined on common law principle or statutory principle or constitutional principle eying from any angle it is clearly a national issue to be tackled at the national level. All initiatives are required to seriously pursue.
90. Dealing with inter-generational justice, it has been rightly observed that posterity shall not be treated like dirt. In an article published in 2003 Columbia Journal of Environmental Law (28 Colum. J.Envtl. L. 185), the author says that the way in which a society cares or does not care for its dirt- its land- reflects the degree to which it cares or does not care for its own long-term future.
91. We may also briefly refer to Public Trust doctrine and its applicability to the matters under consideration. The Public Trust Doctrine looks beyond the need of the present generation and also suggests that certain resources are invested with a special nature. It would be instructive to make a note of a story given in by Timothy Patrick Brady in Boston College Environmental Affairs Law Review, Spring 1990 under the title 'But most of it belongs to those yet to be born'. The story relates to digging of well at the time of drought. When a Frenchman told villagers of a prudent African solution of digging well, many villagers agreed but others argued that it will bring people from other villages and they would bring their cattle and that would increase the pressure on the already precious water. The Frenchman told the

villagers that why not explain to them that the will is only for your own village and they can dig their own. It was then said that 'water is not only ours, but is gift of nature from God and must be shared.' Ultimately, they concluded that it was wiser not to dig the well at all. The moral of the story is that we are trustees of natural resources which belong to all including future generation as well. The public trust doctrine has to be used to protect the right of this as also future generation.

92. Having regard to the above, amounts under CAMPA have to be used for regeneration of eco-system and the same cannot be handed over to any State Government on the premise that ecology is not property of any State but belongs to all being a gift of nature for entire nation. The object of the FC Act and EP Act is protection of environments. These Acts do not deal with any propriety rights of anymore.

ইন্টেলেকচুয়াল ফোরাম, টিরুপাথি বনাম অন্ধ্র প্রদেশ (Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P.) [(AIR 2006) page-1350] মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয় যে,

65. The responsibility of the state to protect the environment is now a well-accepted notion in all countries. It is this notion that, in international law, gave rise to the principle of "state responsibility" for pollution emanating within one's own territories [Corfu Channel Case, ICJ Reports (1949) 4]. This responsibility is clearly enunciated in the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 (Stockholm Convention), to which India was a party. The relevant Clause of this Declaration in the present context is Paragraph 2, which states:

"The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate."

Thus, there is no doubt about the fact that there is a responsibility bestowed upon the Government to protect and preserve the tanks, which are an important part of the environment of the area.

Sustainable Development.

The respondents, however, have taken the plea that the actions taken by the Government were in pursuance of urgent needs of development. The debate between the developmental and economic needs and that of the environment is an enduring one, since if environment is destroyed for any purpose without a compelling developmental cause, it will most probably run foul of the executive and judicial safeguards. However, this court has often faced situations where the needs of environmental protection have been pitched against the demands of economic development. In response to this difficulty, policy makers and judicial bodies across the world have produced the concept of "sustainable development." This concept, as defined in the 1987 Report of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Report) defines it as " Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs." Returning to the Stockholm Convention, a support of such a notion can be found in paragraph 13, which states:

"In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population."

Subsequently the Rio Declaration on Environment and Development, passed during the Earth Summit of 1992 to which also India is a party, adopts the notion of sustainable development. Principle 4 of the declaration states:

" In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it."

66. This court in the of Essar Oil v. Halar Utkarash Samiti, [2004 (2) SCC 392, para 27] was pleased to expound on this. Their Lordships held:

" This, therefore, is the sole aim, namely, to balance economic and social needs on the one hand with environmental considerations on the other. But in a sense all development is an environmental threat. Indeed, the very existence of humanity and the rapid increase in population together with the consequential demands to sustain the population has resulted in the concreting of open lands, cutting down of forests, filling up of lakes and the pollution of water resources and the very air that we breathe. However, there need not necessarily be a deadlock between development on the one hand and the environment on the other. The objective of all laws on

environment should be to create harmony between the two since neither one can be sacrificed at the altar of the other."

A similar view was taken by this Court in Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India, (1996 (5) SCC 281, Para 31) where their Lordships said:

" While economic development should not be allowed to take place at the cost of ecology or by causing widespread environmental destruction and violation; at the same time the necessity to preserve ecology and environment should not hamper economic and other developments. Both development and environment should go hand in hand, in other words, there should not be development at the cost of environment and vice versa, but there should be development while taking due care and ensuring the protection of the environment."

The concept of sustainable development also finds support in the decisions of this Court in the cases—M.C. Mehta v. Union of India (Taj Trapezium case), (1997) 2 SCC 653; State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products, (1995) 3 SCC 363 and Narmada Bachao Andolan v. Union of India, (2002) 10 SCC 664.

67. In light of the above discussions, it seems fit to hold that merely asserting an intention for development will not be enough to sanction the destruction of local ecological resources. What this Court should follow is a principle of sustainable development and find a balance between the developmental needs which the respondents assert, and the environmental degradation, that the appellants allege.

Public Trust Doctrine

Another legal doctrine that is relevant to this matter is the Doctrine of Public Trust. This doctrine, though in existence from Roman times, was enunciated in its modern form by the US Supreme Court in Illinois Central Railroad Company v. People of the State of Illinois (146 US 537 (1892) where the Court held:

The bed or soil of navigable waters is held by the people of the State in their character as sovereign, in trust for public uses for which they are adapted.

(.....) the State holds the title to the bed of navigable waters upon a public trust, and no alienation or disposition of such property by the State, which does not recognize and is not in execution of this trust is permissible.

What this doctrine says, therefore, is that natural resources, which includes lakes, are held by the State as a "trustee" of the public, and can be disposed of only in a manner that is consistent with the nature of such a trust. Though this doctrine existed in the Roman and English Law, it related to specific types of resources. The US Courts have expanded and given the doctrine its contemporary shape whereby it encompasses the entire spectrum of the environment.

68. The doctrine, in its present form, was incorporated as a part of Indian law by this Court in the case of M.C. Mehta v. Kamal Nath (Supra) and also in M.I. Builders v. Radhey Shyam Sahu, (1999) 6 SCC 464. In M.C. Mehta, Kuldip Singh J., writing for the majority held;

(our legal system) includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. (...) The State as a trustee is under the legal duty to protect the natural resources. (Para 22)

The Supreme Court of California, in the case National Audubon Society v. Superior Court of Alpine Country, 33 Cal 419, also known as the Mono Lake case summed up the substance of the doctrine. The Court said:

Thus the public trust is more than an affirmation of State power to use public property for public purposes. It is an affirmation of the duty of the State to protect the people's common heritage of streams, lakes, marshlands and tidelands, surrendering the right only in those rare cases when the abandonment of the right is consistent with the purposes of the trust.

This is an articulation of the doctrine from the angle of the affirmative duties of the State with regard to public trust. Formulated from a nugatory angle, the doctrine does not exactly prohibit the alienation of the property held as a public trust. However, when the State holds a resource that is freely available for the use of the public, it provides for a high degree of judicial scrutiny upon any action of the Government, no matter how consistent with the existing legislations, that attempts to restrict such free use. To properly scrutinize such action of the Government, the Courts must make a distinction between the Government's general obligation to act for the public benefit, and the special, more demanding obligation which it may have as a trustee of certain public resources, (Joseph L. Sax "The public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention." Michigan Law Review, Vol. 68 No.3 (Jan. 1970) PP 471-566)). According to Prof. Sax, whose article on this subject is considered to be an authority, three types of

restrictions on Governmental authority are often thought to be imposed by the public trust doctrine (ibid):

1. *the property subject to the trust must not only be used for a public purpose, but it must be held available for use by the general public;*
2. *the property may not be sold, even for fair cash equivalent;*
3. *the property must be maintained for particular types of use (i) either traditional uses, or (ii) some uses particular to that form of resources.*

In the instant case, it seems, that the Government Orders, as they stand now, are violative of principles 1 and 3, even if we overlook principle 2 on the basis of the fact that the Government is itself developing it rather than transferring it to a third party for value.

69. Therefore, our order should try to rectify these defects along with following the principle of sustainable development as discussed above.

70. Further the principle of "Inter Generational Equity" has also been adopted while determining cases involving environmental issues. This Court in the case of A.P. pollution Control Borad v. Prof. M.V. Nayudu and others, (1999) 2SCC 718, in paragraph 53 held as under:

" The principle of inter-generational equity is of recent origin. The 1972 Stockholm Declaration refers to it in parinciples 1 and 2. In this context, the environment is viewed more as a resource basis for the survival of the present and further generations.

Principle 1-Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for the present and future generations……..

Principle 2-The natural resources of the earth, including the air, water, lands, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of the present and future generations through careful planning or management, as appropriate."

71. Several international conventions and treaties have recognized the above principles and, in fact, several imaginative proposals have been submitted including the locus standi of individuals or groups to take out actions as representatives of future generations, or appointing an ombudsman to take care of the rights of the future against the present (proposals of Sands and Brown Weiss referred to by Dr. Sreenivas Rao Permmaraju. Special Rapporteur, paras 97 and 98 of this report).

72. The principles mentioned above wholly apply for adjudicating matters concerning environment and ecology. These principles must, therefore, be applied in full force for protecting the natural resources of this country.

73. Art. 48-A of the Constitution of India mandates that the State shall endeavour to protect and improve the environment to safeguard the forests and wild life of the country. Art. 51A of the Constitution of India, enjoins that it shall be the duty of every citizen of India, inter alia, to protect and improve national environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures. These two Articles are not only fundamental in the governance of the country but also it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws and further these two articles are to be kept in mind in understanding the scope and purport of the fundamental rights guaranteed by the Constitution including Articles 14, 19 and 21 of the Constitution of India and also the various laws enacted by the Parliament and the State Legislature.

74. On the other hand, we cannot also shut our eyes that shelter is one of the basic human needs just next to food and clothing. Need for a National Housing and Habitat Policy emerges from the growing requirements of shelter and related infrastructures. These requirements are growing in the context of rapid pace of urbanization, increasing migration from rural to urban centres in search of livelihood, mis-match between demand and supply of sites and services at affordable cost and inability of most new and poorer urban settlers to access formal land markets in urban areas due to high costs and their own lower incomes, leading to a non-sustainable situation. This policy intends to promote sustainable development of habitat in the country, with a view to ensure equitable supply of land, shelter and services at affordable prices.

75. The World has reached a level of growth in the 21st Century as never before envisaged. While the crisis of economic growth is still on the key question which often arises and the Courts are asked to adjudicate upon is whether economic growth can supersede the concern for environmental protection and whether sustainable development which

can be achieved only by way of protecting the environment and conserving the natural resources for the benefit of the humanity and future generations could be ignored in the garb of economic growth or compelling human necessity. The growth and development process are terms without any content, without an inkling as to the substance of their end results, This inevitably leaves us to the conception of growth and development which sustains from one generation to the next in order to secure our common future. In pursuit of development, focus has to be on sustainability of development and policies towards that end have to be earnestly formulated and sincerely observed. As Prof.Weiss puts it, "conservation, however, always takes a back seat in times of economic stress." It is now an accepted social principle that all human beings have a fundamental right to a healthy environment, commensurate with their well being, coupled with a corresponding to of ensuring that resources are conserved and preserved in such a way that present as well as the future generations are aware of them equally.

76. The Parliament has considerably responded to the call of the Nations for conservation of environment and natural resources and enacted suitable laws.

77. The Judicial Wing of the country, more particularly, this Court has laid down a plethora of decisions asserting the need for environmental protection and conservation of natural resources. The environmental protection and conservation of natural resources has been given a status of a fundamental right and brought under Art. 21 of the Constitution of India. This apart, the Directive Principles of State Policy as also the fundamental duties enshrined in Part IV and Part IVA of the Constitution of India respectively also stresses the need to protect and improve the natural environment including the forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures.

78. This Court in Dahanu Taluka Environmental Protection Group and others v. Bombay Suburban Electricity Supply Co. Ltd. And others (1991) 2SCC 539 held that the concerned Government should "consider the importance of public projects for the betterment of the conditions of living people on one hand and the necessity for preservation of social and ecological balance and avoidance of deforestation and maintenance of purity of the atmosphere and water free from pollution on the other in the light of various factual, technical and other aspects that may be brought to its notice by various bodies of laymen, experts and public workers and strike a balance between the two conflicting objectives."

79. However, some of the environmental activists, as noted in the "The Environmental Activities Hand Book" authored by Gayatri Singh, Kerban Ankleswaria and Colins Gonsalves, that the Judges are carried away by the money spent on projects and that mega projects, that harm the environment are not condemned. However, this criticism seems to be baseless since in Virender Gaur and other v. State of Haryana and other.; (1995) 2 SCC 577, this Court insisted on the demolition of structure which have been constructed on the lands reserved for common purposes and that this Court did not allow its decision to be frustrated by the actions of a party. This Court followed the said decision in several cases issuing directions and ensuring its enforcement by nothing short of demolition or restoration of status quo ante the fact that crores of rupees was spent already on development projects did not convince this Court while being in a zeal to jealously safeguarding the environment and in preventing the abuse of the environment by a group of humans or the authorities under the State for the matter.

80. The set of facts in the present case relates to the preservation of and restoration of status quo ante of two tanks, historical in nature being in existence since the time of Srikrishmadevaraya. The Great, 1500 A.D. where the cry of socially spirited citizens calling for judicial remedy was not considered in the right perspective by the Division Bench of the High Court of Andhra Pradesh despite there being overwhelming evidence of the tanks being in existence and were being put to use not only for irrigation purpose but also as lakes which were furthering percolation to improve the ground water table, thus serving the needs of the people in and around these tanks. The Division Bench of the High Court, in the impugned order, has given precedence to the economic growth by completely ignoring the importance and primacy attached to the protection of environment and protection of valuable and most cherished fresh water resources.

পরিবেশ রক্ষা সমিতি বনাম কেরালা এবং অন্যান্য [Association for Environment protection v. State of Kerala and others reported in (2013) 7 SCC page-226] মোকদ্দমায় বিচারপতি জি,এস সিংভী বলেন যে,

Leave granted. Since time immemorial, people across the world have always made efforts to preserve and protect the natural resources like air, water, plants, flora and fauna. Ancient scriptures of different countries are full of stories of man's Zeal to protect the environment and ecology. Our sages and saints always preached and also taught the people to worship earth, sky, rivers, sea, plants, tress and every form of life. Majority of people still consider it as their sacred duty to protect the plants, trees, rivers, wells, etc. because it is believed that they belong to all living creatures.

2. The ancient Roman Empire developed a legal theory known as the "doctrine of the public trust". It was founded on the premise that certain common properties such as air, sea, water and forests are of immense importance to the people in general and they must be held by the Government as a trustee for the free and unimpeded use by the general public and it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The doctrine enjoins upon the Government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their use for private ownership or commercial exploitation to satisfy the greed of a few.

3. Although the Constitution of India, which was enforced on 26.01.1950 did not contain any express provision for protection of environment and ecology, the people continued to treat it as their social duty to respect the nature, natural resources and protect environment and ecology. After 26 years, Article 48-A was inserted in Part IV of the Constitution and the State was burdened with the responsibility of making an endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. By the same amendment, fundamental duties of the citizens were enumerated in the form of Article 51-A (Part IV-A). These include the duty to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures [(Article 51-A(g)].

4. The courts in different jurisdictions have, time and again, invoked the public trust doctrine for giving judicial protection to environment, ecology and natural resources. This Court also recognized the importance of the public trust doctrine and applied the same in several cases for protecting natural resources which have been treated as public properties and are held by the government as trustee of the people.

5. The judgment in M.C. Mehta v. Kamal Nath is an important milestone in the development of new jurisprudence by the courts in this country for the protection of environment. In that judgment, the Court considered the question whether a private company running tourists resort in Kullu-Manali Valley could block the flow of Beas River and create a new channel to divert the river to at least one kilometer downstream. After adverting to the theoretical and philosophical basis of the public trust doctrine and the judgments in Illinois central Railroad Co. v. Illinois, Gould v. Greylock Reservation Commission, Sacco v. Deptt. Of Public Works, Robbins v. Deptt. Of Public Works and national Audubon Society v. Superior Court, this Court observed: (M.C. Mehta case, SCC p. 413, paras 34-35)

"34. Our legal system—based on English common law—includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the seashore, running waters, airs, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership.

35. We are fully aware that the issues presented in this case illustrate the classic struggle between those members of the public who would preserve our rivers, forests, parks and open lands in their pristine purity and those charged with administrative responsibilities who, under the pressures of the changing needs of

an increasingly complex society, find it necessary to encroach to some extend upon open lands heretofore considered inviolate to change. The resolution of this conflict in any given case is for the legislature and not the courts. If there is a law make by Parliament or the State Legislatures the courts can serve as an instrument of determining legislative intent in the exercise of its powers of judicial review under the Constitution. But in the absence of any legislation, the executive acting under the doctrine of public trust cannot abdicate the natural resources and convert them into private ownership, or for commercial use. The aesthetic use and the pristine glory of the natural resources, the environment and the ecosystems of our country cannot be permitted to be eroded for private, commercial or any other use unless the courts find it necessary, in good faith, for the public good and in public interest ot encroach upon the said resources."

6. In M.I. Builders (P) Ltd. V. Radhey Shyam Sahu, the Court applied the public trust doctrine for upholding the order of the Allahabad High Court which had quashed the decision of Lucknow Nagar Mahapalika permitting appellant M.I. Builders (P) Ltd. To construct an underground shopping complex in Jhandewala Part, Aminabad Market, Lucknow, and directed demolition of the construction made on the park land. The High Court had noted that Lucknow Nagar Mahapalika had entered into an agreement with the appellant for construction of shopping complex and given it full freedom to lease out the shops and also to sign agreement on its behalf and held that this was impermissible. On appeal by the builders, this Court held that the terms of agreement were unreasonable, unfair and atrocious. The Court then invoked the public trust doctrine and held that being a trustee of the park on behalf of the public, the Nagar Mahapalika could not have transferred the same to the private builder and thereby deprived the residents of the area of the quality of life to which they were entitled under the Constitution and municipal laws.

7. In Intellectuals Forum v. State of A.P., this Court again invoked the public trust doctrine in a matter involving the challenge to the systematic destruction of percolation, irrigation and drinking water tanks in Tirupati Town, referred to some judicial precedents including M.C. Mehta v. Kamal Nath, M.I. Builders (P) Ltd., National Audubon Society and observed: (Intellectuals Forum case, SCC p. 575, para 76.

"76. …….This is an articulation of the doctrine from the angle of the affirmative duties of the State with regard to public trust. Formulated from a nugatory angle, the doctrine does not exactly prohibit the alienation of the property held as a public trust. However, when the State holds a resource that is freely available for the use of the public, it provides for a high degree of judicial scrutiny on any action of the Government, no matter how consistent with the existing legislations, that attempts to restrict such free use. To properly scrutinize such actions of the Government, the courts must make a distinction between the Government's general obligation to act for the public benefit, and the special, more demanding obligation which it may have as a trustee of certain public resources……."

8. In Fomento Resorts and Hotels Ltd. V. Minguel Martins, this Court was called upon to consider whether the appellant was entitled to block the passage to the beach by erecting a fence in the garb of protecting its property. After noticing the judgments to which reference has been made hereinabove, the Court held: (SCC pp. 614-15 & 619, paras 53-55 & 65)

"53. The public trust doctrine enjoins upon the Government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their use for private ownership or commercial purposes. This doctrine puts an implicit embargo on the right of the State to transfer public properties to private party if such transfer affects public interest, mandates affirmative State action for effective management of natural resources and empowers the citizens to question ineffective management thereof.

54. The heart of the public trust doctrine is that it imposes limits and obligations upon government agencies and their administrators on behalf of all the people and especially future generations. For example, renewable and non-renewable resources, associated uses, ecological values or objects in which the public has a special

interest (i.e. public lands, waters, etc.) are held subject to the duty of the State not to impair such resources, uses or values, even if private interests are involved. The same obligations apply to managers of forests, monuments, parks, the public domain and other public assets. Professor Josph L. Sax in his classic article, 'The Public Trust Doctrine in Natural Resources Law: Effective Judicial Intervention' (1970), indicates that the public trust doctrine, of all concepts known to law, constitutes the best practical and philosophical premise and legal tool for protecting public rights and for protecting and managing resources, ecological values or objects held in trust.

55. The public trust doctrine is a tool for exerting long-established public rights over short-term public rights and private gain. Today every person exercising his or her right to use the air, water, or land and associated natural ecosystems has the obligation to secure for the rest of us the right to live or otherwise use that same resource or property for the long-term and enjoyment by future generations. To say it another way, a landowner or lessee and a water right holder has an obligation to use such resources in a manner as not to impair or diminish the people's rights and the people's long-term interest in that property or resource, including downslope lands, waters and resources.

65. We reiterate that natural resources including forests, water bodies, rivers, seashores, etc. are held by the State as a trustee on behalf of the people and especially the future generations. These constitute common properties and people are entitled to uninterrupted use thereof. The State connot transfer public trust properties to a private party, if such a transfer interferes with the right of the public and the court can invoke the public trust doctrine and take affirmative action for protecting the right of people to have access to light, air and water and also for protecting rivers, sea, tanks, trees, forests and associated natural ecosystems."

9. We have prefaced disposal of this appeal by discussing the public trust doctrine and its applicability in different situations because the Division Bench of the Kerala High Court, which dealt with the writ petition filed by the appellant for restraining the respondents from constructing a building (hotel/restaurant) on the banks of River Periyar within the area of Aluva Municipality skirted the real issue and casually dismissed the writ petition only on the ground that while the appellant had questioned the construction of a hotel, the respondents were actually constructing a restaurant as part of the project for renovation and beautification of Manalpuram Park.

10. The people of the State of Kerala, which is also known world over as the "God's Own Country" are very much conscious of the imperative of protecting environment and ecology in general and the water bodies i.e. the rivers and the lakes in particular, which are integral part of their culture, heritage and an important source of livelihood. This appeal is illustrative of the continuing endeavour of the people of the State to ensure that their rivers are protected from all kinds of man-made pollutions and/or other devastations.

এনসিটি, দিল্লি বনাম সঞ্জয় [STATE (NCT OF DELHI) v. SANJAY reported in [(2014) 9 SCC, page 772] মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয় যেঃ-

"33. The mining of aggregates in rivers has led to severe damage to rivers, including pollution and changes in levels of pH. Removing sediment from rivers causes the river to cut its channel through the bed of the valley floor, or channel incision, both upstream and downstream of the extraction site. This leads to coarsening of bed material and lateral channel instability. It can change the riverbed itself. The removal of more than 12 million tonnes of sand a year from Vembanad Lake catchment in India has led to the lowering of the riverbed by 7 to 15 cm a year. Incision can also cause the alluvial aquifer to drain to a lower level, resulting in a loss of aquifer storage. It can also increase flood frequency and intensity by reducing flood regulation capacity. However, lowering the water table is most threatening to water supply exacerbating drought occurrence and severity as tributaries of major rivers dry up when sand mining reaches certain thresholds. Illegal sand mining also causes erosion. Damming and mining have reduced sediment delivery from rivers to many coastal areas, leading to accelerated beach erosion.

34. The Report also dealt with the astonishing impact of sand mining on the economy. It states that tourism may be affected through beach erosion. Fishing, both traditional and commercial, can be affected through destruction of benthic fauna. Agriculture could be affected through loss of agricultural land from river erosion and the lowering of the water table. The insurance sector is affected through exacerbation of the impact of extreme events such as floods, droughts and storm surges through decreased protection of beach fronts. The erosion of coastal areas and beaches affects houses and infrastructure. A decrease in bed load or channel shortening can cause downstream erosion including bank erosion and the undercutting or undermining of engineering structures such as bridges, side protection walls and structures for water supply.

35. Sand is often removed from beaches to build hotels, roads and other tourism-related infrastructure. In some locations, continued construction is likely to lead to an unsustainable situation and destruction of the main natural attraction for visitors – beaches themselves. Mining from, within or near a reverbed has a direct impact on the stream's physical characteristics, such as channel geometry, bed elevation, substratum composition and stability, instream roughness of the bed, flow velocity, discharge capacity, sediment transportation capacity, turbidity, temperature, etc. Alteration or modification of the above attributes may cause hazardous impact on ecological equilibrium of riverine regime. This may also cause adverse impact on instream biota and riparian habitats. This disturbance may also cause changes in channel configuration and flow paths.

36. In M. Palanisamy v. State of T.N. the amended provisions of the Tamil Nadu Mines and Minerals Concession Rules, 1959 was challenged on the ground that the said Rules for the purpose of preventing and restricting illegal mining, transportation and storage of minerals are ultra vires constitutional provisions and the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Upholding the vires of the Rules, the Division Bench (one of us, Eqbal, J. As he then was) of the Madras High Court, elaborately discussed the object of restriction put in the illegal mining, transportation and storage of minerals including sand and after considering various reports observed this: (CTC pp. 24-25, paras 21 & 23-24)

"21. In order to appreciate the issue involved in these writ petitions, we may have to look at the larger picture- the impact of indiscriminate, uninterrupted sand quarrying on the already brittle ecological set-up of ours. According to expert reports, for thousands of years, sand and gravel have been used in the construction of roads and buildings. Today, demand for sand and gravel continues to increase. Mining operators, instead of working in conjunction with cognizant resource agencies to ensure that sand mining is conducted in a responsible manner, are engaged in full-time profiteering. Excessive in-stream sand and gravel mining from riverbeds and like resources causes the degradation of rivers. In-stream mining lowers the stream bottom, which leads to bank erosion. Depletion of sand in the stream-bed and along coastal areas causes the deepening of rivers and estuaries and enlargement of river mouths and coastal inlets. It also leads to saline water intrusion from the nearby sea. The effect of mining is compounded by the effect of sea level rise. Any volume of sand exported from stream-beds and coastal areas is a loss to the system. Excessive in-stream sand mining is a threat to bridges, river banks and nearby structures. Sand mining also affects the adjoining groundwater system and the uses that local people make of the river. Further, according to researches, in –stream sand mining results in the destruction of aquatic and riparian habitat through wholesale changes in the channel morphology. The ill effects include bed degradation, bed coarsening, lowered water tables near the stream-bed and channel instability. These physical impacts cause degradation of riparian and aquatic biota and may lead to the undermining of bridges and other structures. Continued extraction of sand from riverbeds may also cause the entire stream-bed to degrade to the depth of excavation.

23. The most important effects of in-stream sand mining on aquatic habitats are bed degradation and sedimentation, which can have substantial negative effects on aquatic life. The stability of sand-bed and gravel-bed streams depends on a delicate balance between stream flow, the sediments supplied from the watershed and the channel form disrupt the channel and the habitat development processes. Furthermore, movement of unstable substrates results in downstream sedimentation of habitats. The affected distance depends on the intensity of mining, particle sizes, stream flows, and channel morphology.

24. Apart from threatening bridges, sand mining transforms the riverbeds into large and deep pits; as a result, the groundwater table drops leaving the

drinking water wells on the embankments of these rivers dry. Bed degradation from in-stream mining lowers the elevation of stream flow and the floodplain water table, which in turn, can eliminate water table – dependent woody vegetation in riparian areas and decrease wetted periods in riparian wetlands. So far as locations close to the sea are concerned, saline water may intrude into the fresh waterbody."

37. In Centre for Public Interest Litigation v. Union of India, this Court, while observing that the natural resources are the public property and national assets, held as under: (SCC P. 53, para 75)

"75. The State is empowered to distribute natural resources. However, as they constitute public property / national asset, while distributing natural resources the State is bound to act in consonance with the principles of equality and public trust and ensure that no action is taken which may be detrimental to public interest. Like any other State action, constitutionalism must be reflected at every stage of the distribution of natural resources. In Article 39(b) of the Constitution it has been provided that the ownership and control of the material resources of the community should be so distributed so as to best subserve the common good, but no comprehensive legislation has been enacted to generally define natural resources and a framework for their protection. Of course, environment laws enacted by Parliament and State Legislatures deal with specific natural resources i.e. forest, air, water coastal zones, etc.

38. In M.C. Mehta v. Kamal Nath, this Court while considering the doctrine of public trust which extends to natural resources observed as under (SCC pp. 407-08 & 413, paras 24-25 & 34)

24. The ancient Roman Empire developed a legal theory known as the 'Doctrine of the Public Trust'. It was founded on the ideas that certain common properties such as rivers, seashore, forests and the air were held by Government in trusteeship for the free and unimpeded use of the general public. Our contemporary concern about 'the environment' bear a very close conceptual relationship to this legal doctrine. Under the Roman law these resources were either owned by no one (res nullius) or by everyone in common (res communious). Under the English common law, however, the Sovereign could own these resources but the ownership was limited in nature, the Crown could not grant these properties to private owners if the effect was to interfere with the public interests in navigation or fishing. Resources that were suitable for these uses were deemed to be held in trust by the Crown for the benefit of the public. Joseph L. Sax, Professor of Law, University of Michigan –proponent of the Modern Public Trust Doctrine – in an erudite article 'Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial intervention', Michigan Law Review, Vol. 68 part 1, p. 473, has given the historical background of the Public Trust Doctrine as under:

''The source of modern public trust law is found in a concept that received much attention in Roman and English law- the nature of property rights in rivers, the sea, and he seashore. That history has been given considerable attention in the legal literature and need not be repeated in detail here. But two points should be নলসবতড়ভড়নধ. First, certain interests, such as navigation and fishing, were sought to be preserved for the benefit of the public; accordingly, property used for those purposes was distinguished from general public property which the sovereign could routinely grant to private owners. Second, while it was understood that in certain common properties- such as the seashore, highways and running water- "perpetual use was dedicated to the public", it has never been clear whether the public had an enforceable right to prevent infringement of those interests. Although the State apparently did protect public uses, no evidence is available that public rights could be legally asserted against a recalcitrant government.

25. The Public Trust Doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, sea, waters and the forests have such a great importance to the people as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The said resources being a gift of nature, they should be made freely available to everyone irrespective of the status in life. The doctrine enjoins upon the Government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their use for private ownership or commercial purposes. According to Professor Sax the Public Trust Doctrine imposes the following restrictions on governmental authority: 'Three types of restrictions on government authority are often thought to be imposed by the public trust: first, the property subject to the trust must not only be used for a public purpose, but it must be held available for use by the general public; second, the property may not be sold, even for a fair cash equivalent; and third the property must be maintained for particular types of used. '

34. Our legal system-based on English common law- includes the Public Trust Doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the seashore, running waters, air, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership."

39. In Intellectuals Forum v. State of A.P., this Court while balancing the conservation of natural resources vis-a-vis urban development observed as under: (SCC p. 572, para 67)

"67. The responsibility of the State to protect the environment is now a well-accepted notion in all countries. It is this notion that, in international law, gave rise to the principle of 'State responsibility' for pollution emanating within one's own territories (Corfu Channel case). This responsibility is clearly enunciated in the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 (Stockholm Convention), to which India was a party. The relevant clause of this declaration in the present context is para 2, which states:

'The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.'

Thus, there is no doubt about the fact that there is responsibility bestowed upon the Government to protect and preserve the tanks, which are an important part of the environment of the area."

মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বনাম কহিনুর সিটিএনএল ইনফ্রাসট্রাকচার কোঃ (প্রাঃ) লিঃ [MUNICIPAL CORPN. Of MUMBAI v. KOHINOOR CTNL INFRASTRUCTURE CO. (P) LTD reported in [(2014) 4 SCC, page 538] মোকদ্দমায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট অভিমত প্রদান করেন যেঃ-

30. Besides, as pointed out by Mr Divan, the requirement of having trees and open land around them is necessary from an environmental point of view, since there is already excessive concretisation, and a very serious reduction in open spaces at the ground level. It must be noted that the right to a clean and healthy environment is within the ambit of Article 21, as has been noted in Amarnath Shrine, In re in the following words: (SCC p. 258, para 12)

"12. The scheme under the Indian Constitution unambiguously enshrines in itself the right of a citizen to life under Article 21 of the Constitution. The right to life is a right to live with dignity, safety and in a clean environment. "

The right to a clean and pollution free environment, is also a right under our common law jurisprudence, as has been held by this Court in Vellore Citizens'Welfare Forum v. Union of India where this Court held: (SCC p. 660, para 16)

"16. The constitutional and statutory provisions protect a person's right to fresh air, clean water and pollution-free environment, but the source of the right is the inalienable common law right of clean environment. "

31. In the same judgment the Court emphasised the importance of sustainable development, and the need for a balance between development and ecological considerations, in the following words: (Vellore Citizens' Welfare forum case, SCC pp. 657-58, para 10)

"10. The traditional concept that development and ecology are opposed to each other is no longer acceptable. 'Sustainable Development' is the answer --- 'Sustainable Development' as defined by the Brundtland Report means 'development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs.' We have no hesitation in holding that 'Sustainable Development' as a balancing concept between ecology and development has been accepted as a part of the customary international law though its salient features have yet to be finalised by the international law jurists. "

32. Therefore, after reflecting upon the legal position, we are clearly of the opinion that having 15%, 20% or 25% of the area (depending upon the size of the layout) as the recreational/ amenity area at the ground level is a minimum requirement, and it will have to be read as such. We therefore, answer Issue (i) by holding that it is not permissible to reduce the minimum recreational area provided under DCR 23 by relying upon DCR 38(34). However, if the developers wish to provide recreational area on the podium,

over and above the minimum area mandated by DCR 23 at the ground level, they can certainly provide such additional recreational area.

পাবলিক ট্রাষ্ট ডকট্রিন (Public Trust Doctrine) এর উপর কানাডিয়ান সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ হতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

কানাডিয়ান ফরেষ্ট প্রডাক্টস লিঃ বনাম হার ম্যাজেষ্টি দি কুইন ইন রাইট অব দ্যা প্রভিন্স অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া [2004] 2 S.C.R. [2004] SCC38(CanLll)

70. In Attorney General for Ontario v. Fatehi, [1984] 2 S.C.R. 536, the Province sought damages in relation to the cost of cleaning up a public highway following an accident. This Court held that Ontario was entitled to claim damages for harm to its property, like any other private property owner, and needed no statutory authority to bring such an action. Moreover, Estey J., writing for the Court, went on to cite at p. 547, the following passage of Lord Dunedin, in Glassgow Corp. v. Barclay, & Co. (1923), 93 L.J. P.C. 1, with apparent approval:

That a person, who, by his action, did something which made the highway impassable, and so destroyed the use of that highway by others, could be interdicted at the instance of a road authority I do not doubt ----and although suits for damages in respect of such action may be sought for in vain in the books, I do not doubt that they would lie. [Emphasis added]

71. The British Columbia Law Reform Commission in its report on Civil Litigation in the Public Interest, Supra, suggested that the reluctance of the courts to award damages against those who commit a public nuisance should be relaxed somewhat to provide an effective remedy (pp. 70-71). Sec also Ontario Law Reform Commission, Report on Damages for Environmental Harm (1990) ("OLRC Report"), at pp. 11-13.

72. In my view, Canfor takes too narrow a view of the entitlement of the Crown, represented by the Attorney General, to pursue compensation for environmental damage in a proper case.

73. Canadian courts have suggested that even municipalities have a role to play in defence of public rights. In Scarborought v. R.E.F. Homes Ltd. (1979), 9 M.P.L.R. 255 (Ont. C.A.), Lacourciere J.A., in an oral decision, said at p. 257 that:

In our judgment, the municipality is, <u>in a broad general sense, a trustee of the environment</u> for the benefit of the residents in the area of the road allowance and, indeed, for the citizens of the community at large. [Emphasis added.]

This expression was refrred to, without claboration, by L'Heureux-Dube J. in 114957 Canada, Supra, at para. 27.

74. The notion that there are public rights in the environment that reside in the Crown has deep roots in the common law: see, e.g., J.C. Maguire, "Fashioning an Equitable Vision for Public Resource Protenction and Development in Canada: The Public Trust Doctrine Revisited and Reconceptualized" (1997), 7 J.E.L.P. 1. Indeed the notion of "public rights" existed in Roman law:

By the law of nature these things are common to mankind-the air, running water, the sea--------

(T. C. Sandars, The Institutes of Justinian ((1876), Book II, Title I, at p. 158)

75. A similar notion persisted in European legal systems. According to the French Civil Code, art, 538, there was common property in navigable rivers and streams, beaches, ports, and harbours. A similar set of ideas was put forward by H. de Bracton in his treatise on English law in the mid-13th century (Bracton on the Laws and Customs of England (1968), vol. 2, at pp. 39-40):

By natural law these are common to all: running water, air, the sea and the shores of the sea ..... No one therefore is forbidden access to the seashore……

All rivers and ports are public, so that the right to fish therein is common to all persons. The use of river banks, as of the river itself, is also public by the jus gentiam -----

76. By legal convention, ownership of such public rights was vested in the Crown, as too did authority to enforce public rights of use. According to de Bracton, Supra, at pp. 166-67:

(It is the lord king) himself who has ordinary jurisdiction and power over all who are within his realm…… He also has, in preference to all others in his realm, privileges by virtue of the jus gentium. (By the jus gentium) things are his …… which by natural law ought to be common to all ……. Those concerned with jurisdiction and the peace ……belong to no one save the

crown alone and the royal dignity, nor can they be separated from the crown, since they constitute the crown.
Since the time of de Bracton it has been the case that public rights and jurisdiction over these cannot be separated from the Crown. This notion of the Crown as holder of inalienable "public rights" in the environment and certain common resources was accompanied by the procedural right of the Attorney General to sue for their protection representing the Crown as parens patriae. This is an important jurisdiction that should not be attenuated by a narrow judicial construction.
77. As stated, in the United States the CERCLA statute provides legislative authority for government actions in relation to the "public interest", including environmental damage, but this is not the only basis upon which claims in relation to the environment can be advanced by governments at the state and federal levels.
78. Under the common law in that country, it has long been accepted that the state has a common law parens patriae jurisdiction to represent the collective interest of the public. This jurisdiction has historically been successfully exercised in relation to environmental claims involving injunctive relief against interstate public nuisances: see, e.g., North Dakta v. Minnesota, 263 U.S. 365 (1923), at p. 374; Missouri v. Illinois, 180 U.S. 208(1901); Kansas v. Colorado, 206 U.S. 46 (1907); Georgia v. Tennessee Copper Co., 206 U.S. 230 (1907); and New York v. New Jersey, 256 U.S. 296 (1921). In Tennessee Copper, Holmes J. held for the Supreme Court of the United States, at p. 237, that, "the State has an interest independent of and behind the titles of its citizens, in all the earth and air within its domain" (emphasis added).
79. The American law has also developed the notion that the states hold a "public trust". Thus in Illinois Central Railroad Co. v. Illinois, 146 U.S. 387 1892), the Supreme Court of the United States upheld Illinois' claim to have a land grant declared invalid. The State had granted to the railroad in fee simple all land extending out one mile from Lake Michigan's shoreline, including one mile of shoreline through Chicago's central business district. It was held that this land was impressed with a public trust. The State's title to this land was different in character from that which the State holds in lands intended for sale…….. It is a title held in trust for the people of the State that they may enjoy the navigation of the water, carry on commerce over them, and have liberty of fishing therein freed from the obstruction or interference of private parties. p. 452]
The deed to the railway was therefore set aside.
80. The parens patriae and "public trust" doctrines have led in the United States to successful claims for monetary compensation. Thus in New Jersey, Department of Environmental Protection v. Jersey Central Power and Light Co. 336 A. 2d 750 (N.J. Super. Ct. App. Div.1975), the State sued a power plant operator for a fish kill in tidal waters caused by negligent pumping that caused a temperature variation in the fish habitat. The State sought compensatory damages for the harm to public resources. The court concluded that the State had the "right and the fiduciary duty to seek damages for the destruction of wildlife which are part of the public trust" in "compensation for any diminution in that [public] trust corpus" (p. 759), noting that:
It seems to us that absent some special interest in some private citizen, it is questionable whether anyone but the State can be considered the proper party to sue for recovery of damages to the environment.
See also State of Washington, Department of Fisheries v. Gillette, 621 P. 2d 764 (Wash. Ct. App. 1980). And State of California, Department of Fish and Game v. S.S. Bournemouth, 307 F. Supp. 922 (C.D. Cal. 1969). The potential availability of damages in parens patriae and "public trust" environmental actions has also been affirmed in State of Maine v. M/V Tamano, 357 F. Supp. 1097 (D. Me. 1973), and State of Maryland, Department of Natural Resources v. Amerada Hess Corp., 350 F. Supp. 1060 (D. Md. 1972). These were all cases decided under the common law, not CERCLA.

পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের (Pubic Trust Doctrine) এর উপর আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

আরনল্ড বনাম মান্ডি [Arnold v Mundy, 6 N.J.L. 1 (1821) 10 Am. Dec. 356, 1 Halst.1]

মোকদ্দমায় আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট অভিমত প্রদান করেন যে,

Abating a little want of courteousness towards the memory of some of the greatest luminaries of the ***9** English law, and indeed I may say, some of the greatest men that ever lived. I have been much gratified by the arguments presented by the counsel in this cause. They have investigated the subject with great care, and great ability, and they have certainly thrown much new light upon the view in which it had before exhibited itself to my mind.
The principal question, however, which it presents, and which is now to be determined, is a new question; it has never before come up before the courts of justice in this shape, and in this direct manner, since the first settlement of the province. It is a question of great importance; it involves immense interests; it lies at the foundation of all the rights of fishery hitherto claimed or exercised in the state of New Jersey.
That such a question cannot be ultimately decided or even beneficially discussed, in hastily rendering an opinion upon a motion for a nonsuit at a circuit court, must be manifest to all; and yet, at the same time, what might be said upon it might prove to be exceedingly injurious, by exciting false hopes or false fears, by encouraging those who claim a common right to make unlawful aggressions, or those who claim several rights to make unlawful defences, and in their conflict for superiority, for awhile, not only to disturb the peace of society but also to destroy the very subject matter of controversy.
****8** If it were possible, therefore, to avoid the expression of an opinion at present, and to take a verdict for the damages only, subject to the opinion of the court at bar upon the title, and that too, with leave to either party to put the case in such form as that it might be carried up to the court of appeals, as is sometimes done, it would be exceedingly agreeable to me. This, however, I know can be done only by the consent and agreement of the parties, and it is with that view I propose it, and with that view would beg leave to submit it to their consideration.
[The defendant declined the proposition, and called for the opinion of the court, when I proceeded.] Constrained, as I am, to render an opinion in this hasty manner, I shall merely state my present views of the right which the plaintiff has exhibited, as concisely as I am able, and that without recurring either to books or a arguments to support them.
The action is for a trespass in entering upon the plaintiff's oyster bed, and taking and carrying away his oysters. To support *10 this action, the plaintiff must shew a title in himself. This title, in ordinary cases, may be either a fee simple, or a possession accompanied by right, without a fee simple or an actual and exclusive possession, without either the fee simple or the right, for such possession is good against all the world, till a better rights is shewn. To make out this title, the plaintiff has attempted to shew---1. In the first place, an actual and exclusive possession. 2. In the second place, a possession accompanied by right. 3. In the third place, a fee simple under the proprietors of New Jersey.
As to the first and second of these, they are no other way proved than by showing the conveyance for, and the possession of, certain lands upon the shore opposite to this bed, extending, to make the most of it, to low water mark only; and by shewing further, the staking off the said bed, the planting of oysters upon it, and sometimes fishing there, as other people, also, sometimes did.
Upon this I observe, that a grant of land to a subject or citizen, bounded upon a fresh water stream or river, where the tide neither ebbs nor flows, extends to the middle of the channel of such river; but that a grant bounded upon a navigable river, or other water, where the tide does ebb or flow, extends to the edge of the water only, that is to say, to high water mark, when the tide is high, and to low water mark, when the tide is low, but it extends no farther.
The intermediate space, however, between the high water and low water mark, may be exclusively appropriated by the owner of the adjacent land, by building thereon docks, wharves, storehouses, salt-pans, or other structures which exclude the reflow of the water.
All pretence of claim, therefore, to this bed, founded upon the possession of the adjacent land, must fail. And if the plaintiff would set up a possession founded upon another right, that is upon his staking off the bed, planting oysters upon it, and sometimes fishing there, even if it were a subject matter which could be taken possession of in that way, that possession has not been proved to be either so continued or so exclusive as to establish his right against those having equal claim with himself. He sets up no prescription; he shews no grant to support such possession. He places himself in the situation of a fisherman, who because he has fished in certain waters for many years, should claim the exclusive possession and the exclusive right.
****9 *11** Then, as to the title derived from the proprietors. And first of the form of their conveyance; and then of their right to convey.
1.The proprietors of new Jersey are tenants in common of the soil; their mode of severing this common right is, by issuing warrants, from time to time, to the respective proprietors, according to their respective and several rights, authorizing them to survey and appropriate in severalty the quantities therein contained. Such warrant does not convey a title to the proprietor; he had that before. It only authorized him to sever so much from the common stock, and operates as a release to testify such severance. This is manifestly the case, when the proprietor locates for himself. When, instead of locating for himself, he sells his warrant to another, that other becomes a tenant in common with all the proprietors *pro tanto,* and in the same manner he proceeds to convert his common, into a several right. Regularly there is a deed of conveyance upon the transfer of this warrant, and that deed of conveyance is the foundation of the title of the transferee.

It is true, that the survey made in pursuance of this warrant must be inspected by the surveyor general, approved by the board, and registered in their books; but all this is for the sake of security, order, and regularity only, and is by no means the passing of the title. It proves the title has passed, but it is not the means of passing it. It may be likened to the acknowledgment of a deed by a married woman. Her deed cannot prevail against her unless such acknowledgment be regularly made and recorded; yet such acknowledgment does not pass the title, the deed has already done that, and it operates from the day of its date. Upon this exception to the plaintiff's title, therefore, I think the defendant must fail. In this case, the warrant and the survey were before the trespass charged, but the recording of it was said to be after. The date of the recording was not mentioned on the record.
2.Then as to the right of the proprietors to convey. And upon this I am of opinion, that by the law of nature, which is the only true foundation of all the social rights, that by the civil law, which formerly governed almost

all the civilized world, and which is still the foundation of the polity of almost every nation in Europe; that by the common law of England, of which our ***12** ancestors boasted, and to which it were well if ourselves paid a more sacred regard; I say I am of opinion, that, by all these, the navigable rivers, where the tide ebbs and flows, the ports, the bays, the coasts of the sea, including both the water and the land under the water, for the purposes of passing and repassing, navigation, fishing, fowling, sustenance, and all the other uses of the water and its products (a few things which belonged to the king in his private right, and for his own use only excepted) are common to all the people, and that each has a right to use them according to his pleasure, subject only to the laws which regulate that use; that the property indeed vests in the sovereign, but it vests in him for the sake of order and protection, and not for his own use, but for the use of the citizen; in the same sense in which he holds all the public property and the domains of the crown, that the proceeds thereof may be collected into the public treasury, and applied to the public benefit and the public defence, and that he may have the direct, immediate, uncontrolled enjoyment of them.

****10** I am of opinion, that this great principle of common law, in process of time, was gradually encroached upon and broken down; that the powerful barons, in some instances, appropriated to themselves those common rights; that the kings also in some instances during the same period, granted them out to their courtiers and favourites; and that these seizures and these royal favours are the ground of all the *several fisheries* in England**,** now claimed either by prescription or grant; that the great charter, as it is commonly called, which was nothing but a restoration of common law rights, though it did not annul what had been thus tortuously done, yet restored again the principles of the common law in this, as well as in many other respects; and that since that time no king of England has had the power of granting away those common rights, and thereby depriving the people of the enjoyment of them.

I am of opinion, that when Charles II. Took possession of this country, by his right of discovery he took possession of it in his sovereign capacity; that he had the same right in it, and the same power over it, as he had in and over his other dominions, and no more; that this right consisted in granting the soil to private persons, for the purposes of settlement and colonization, of establishing a government, of supporting a governor, of conveying ***13** to him all those things appurtenant to the sovereignty, commonly called royalties, for the benefit of the colonists, who came over here clothed with all the essential rights and privileges secured to the subject by the British constitution; but that he could not, nor never did, so grant them as to convert them into private property; that those royalties, therefore, of which those rivers, ports, bays, and coasts were part, by the grant of king Charles, passed to the duke of York, as the governor of the province, exercising the royal authority, for the public benefit, and not as the proprietor of the soil, and for his own use; that they passed from the duke of York to his grantees, and upon the surrender of the government, and as appurtenant thereto, and inseparable therefrom, reverted to the crown of England.

And I am of opinion further, that, upon the Revolution, all those royal rights vested in the people of New Jersey, as the sovereign of the country, and are now in their hands; and that they, having themselves both the legal estate and the usufruct, may make such disposition of them, and such regulation concerning them as they may think fit; that this power of disposition and regulation can be exercised only by the legislative body, who are the representatives of the people for this purpose; that in the exercise thereof they may lawfully bank off the water of those rivers, ports, and bays, and reclaim the land upon the shores; they may build dams, locks, and bridges for the improvement of the navigation and the ease of passage; they may clear out and improve fishing places to increase the product of the fishery; they may create, improve, and enlarge oyster beds, by planting oysters thereon, in order to procure a more ample supply; they may do all this themselves at the public expense, or they may authorize others to do it by their own labour, and at their own cost, giving them reasonable tolls, rents, profits, or exclusive enjoyments; but that they cannot make a direct and absolute grant, divesting all the citizens of their common right; such a grant, or a law authorizing such a grant, would be contrary to the great principles of our constitution, and never could be borne by a free people. These principles I take to be capable of the clearest demonstration. The proprietors, except in a few instances, made probably for the sake of experiment only, have, in their practice, recognized those principles, and the people have uniformly and uninterruptedly enjoyed the corresponding ***14** rights, from the first settlement of the colony down to this day, subject only to such regulation and such restraint as the legislature has thought just and right.

***11** From this short statement, it is seen that, in my opinion, the proprietors, as such, never had, since the surrender of the government, any right to, interest in, or power over, those waters, or the land covered by them; and that, therefore, the grant in question is void, and cannot prevail for the benefit of the plaintiff. And, upon this view of the subject, I am constrained to say.

The plaintiff must be called.

Upon the coming in of the *postea,* the plaintiff's counsel obtained a rule to shew cause why the nonsuit should not be set aside and a new trial granted. This motion was argued in May term, 1821.

Wall, in support of the motion. This action is brought for a trespass for entering on the plaintiff's soil, and taking and carrying away a quantity of oysters claimed to be his.

It appears, by the evidence, that the plaintiff claims title under –1. A grant from the proprietors, dated 20th January, 1685, to one Sonmans, bounding him on the Rariton river; and the subsequent grants under Sonmans, bounding on low water mark.

2.Under a grant from the proprietors, dated 10th April, 1818; including, by metes and bounds, the very place on which the trespass was proved to have been committed.

3. From the act of planting the oysters in question by his own care and industry.

At the trial of this cause before the Middlesex circuit, in December, 1819, the plaintiff was nonsuited by order of his honour the Chief Justice, and the object of the present application is to set aside the nonsuit and obtain a new trial.

In the discussion of this application. I do not consider it necessary to spend any time in directing the attention of the court to the language of the grants under which the plaintiff claims, nor to the effect, or diversity, between the two grants, the one bounding on the river, and the other *Ex termini,* including the very *locus* in question.

Assuming what appears to me altogether incapable of being denied, that if *soil* covered with water is capable of grant them that the plaintiff in this case, under one or both of his titles, may well claim the *locus.*

***15.** Passing by, then for the present, all examination of the evidence, respecting which there is little or no dispute, I shall contend, that the nonsuit in this case ought to be set aside, and a new trial awarded.

1.Because the plaintiff had a right of several fishery in this oyster, either for –1. Floating fish, or general, exclusive, and several fishery. 2. Or a right to a local fishery.

2. Because, by purchasing or gathering the oysters, depositing them on the premises, and staking them out, he acquired such a right to them as would entitle him to an action against any person who should take them without his leave.

1. In endeavoring to establish the first proposition, it will be necessary to investigate—1. The right of property to the soil of navigable rivers at common law, and to inquire, whether it was the subject of grant. 2. The right of property to the soil of navigable rivers in New Jersey, and whether it is the subject of grant. 3. Whether by the grant of the soil of navigable rivers the right of several fishery passes, as inseparable.

****12** 1. The great principle of the common law of England is, to assign an owner to every thing capable of ownership, and whatever hath no other owner is vested by law in the king. 1 Black, 298-9. 2 Black. 15 261-2. By the English law, or constitution, all land is supposed to have been the property of the king, at some time, and to be held mediately or immediately of him. 6 *Com. Dig.* 60(D 63). This is said to be derived from the feudal *system. 1 Balck. 264.* The common law has also assigned the ownership of navigable rivers, of arms of the sea, and even of the *mare clausum*, to the king. The king hath the sole interest in the soil of navigable rivers, and in the fisheries thereof. *Davies* 155. The king has the property *tam aqua, quam soli,* and all profits in the sea, and all navigable rivers, 5 *Com. Dig.* 102(A.B). The king is the owner of the sea and soil. Har. L. T. 10,11,14,17,18 5 Cake, Constable's case 107. 7 Coke 18. 2 Black 261. The sea is the proper inheritance of the king. Davies 152.

This doctrine of the common law is in perfect accordance with the law of nature and of nations. Every nation, by the law, of nature and of nations, is the proprietor of the rivers, as well as soil, within its territorial limits. 1 Rutherf. 91, sec. 111. Vattel 120, sec, 266. By the same law, the sea itself, to a certain *16 extent and for certain purposes, may be appropriated and become exclusive property, as well as the land. Vattel 127, sec, 287. Ib. 125, sec. 278. Whether the soil and rivers thus belonging to a nation, or any and what part of it shall be enjoyed in common by all her citizens, or whether it shall be appropriated to the excusive use of individuals? And if so appropriated, by whom such appropriation shall be made? Are questions which depend on the will of the nation herself, as declared in her constitution and laws. The nation being the sole mistress of the property in her possession, may dispose of it as she thinks proper. Vattel 116, sec. 257. She may dispose of what is common to all the citizens. Ib. 116, sec. 258. Or she may confer the right on the sovereign. Ib. 117, sec. 261. In that case, he becomes the organ of the nation. Ib. 118, sec. 262. By the English law, or constitution, the right of disposing of the public domains is vested exclusively in the king; and he had, until long after the reign of Charles II. the right of alienating them for ever. 1 Black, 286, 3 Cruise 14, sec. 5 Ib, 565, sec, 16. He may also grant the soil of navigable rivers; and he may grant a free fishery without the soil. Har. L, T. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 34, 56, 6 com. Dig. 60 (D 611). 4 Bur. 2163. Davies 150. These authorities also prove that a subject may prescribe for a free or several fishery in navigable rivers and arms of the sea. A prescription cannot be for what may not be granted. 2 Black 265. 7 Coke 18.

**13. From these authorities, it abundantly appears, that, by the principles of the common law, a subject may have a right of soil, and also a right of fishery, in navigable rivers and arms of the sea by grant or prescription. No case of pure unmixed common law origin can be produced against these positions. The case in Bracton is evidently borrowed from the civil law, and he quotes the very language of the Justinian Code. In Davies 150, it is expressly denied to be the doctrine of the common law. This case, in Davies, is also recognized as good authority by Justice Yates, in 4 Bur, 2165, and by Chief Justice Kent, in 3 Caines 318. And Lord Hale's treatise, in Har. L. T. who lays down the law in accordance with Davies, is cited with approbation, and recognized as sound law by Chief Justice Spencer. 17 John. 209. Indeed, nothing can be more variant than the civil and common law on the subject of aquatic and riparian rights. By *17 the civil law, every citizen has the right to use the land of another, on the banks of navigable rivers, for towing. The common law denies that right. 3 Term Rep. 253. 17 John. 209.

The grant from king Charles II. to William Penn, of our sister state of Pennsylvania, grants the soil and rivers, and fisheries within its limits. Chief Justice Tilghman, (2 Bin, 476) expressly holds, that by this grant he became entitled to the fisheries. And a similar principle is recognized. (4 Mass. 140; 17 John. 203) as to the right of the people to grant, by express words. Even in England, then, it may be fairly concluded, from a careful examination of the cases cited, that the king could lawfully grant the soil of navigable rivers and arms of the sea to a subject, and that it might be held either by grant or prescription, which always presupposes a grant.

2.Could the king grant the right of soil to the navigable rivers in New Jersey, and did he grant it? This opens a singular discussion, at this day, in New Jersey, when it is a fact, proved in the deduction of all the titles in New Jersey, that he did grant the lands; and that every foot of land now held by a freeman in New Jersey is traced up to the grant of the king. What had become mere fiction in England is an undisputed fact here.

All lands in New Jersey were held immediately of the king. He granted this, as well as all the other colonies, as whim, caprice, favour, or avarice dictated. They were considered as his private domains, and were held and granted as such. This doctrine is not varied by proving, that the king became entitled to the lands and rivers in this, then howling wilderness, in virtue of his prerogative; that he held them *jura corona.* If so, still, b the law of England, he was the organ of the nation to alienate them; and admitting, (what is altogether denied) that by the conquest, or discovery, of this country, the people of England became entitled to a common right of fishery in the navigable rivers, arms of the sea, and seas of this extensive territory, yet it has been already proved, that, by the common law of England, as well as the law of nature and nations, the king, as the organ of the nation, might grant them in propriety to an individual, and thus destroy the right of the people; and that his grant would be binding on the people. It is of no importance, as to the validity or effect of the grant he did make, whether he derived his title to this country from discovery or conquest. In either case. *18 it vested in him in absolute propriety, and, by the laws and constitution of England, he was authorized to alienate it, as he saw proper, without reference to the good of the people, or the will of parliament. He would have had this right on the

general principles of national law. Vat. 101, sec. 210. His grants, even of the common rights of his subjects, would be binding on them; and, if so, how much more binding will it be on those who come in under the very grant, and have recognized it. It is to be remembered, that this is not a question between the people of England, claiming that their agent or organ had exceeded his powers, but it is a question raised by those who derive their right to the soil, and, of course, to the participation of the rights founded on it under the very grant which is now sought to be circumscribed or destroyed or destroyed.

14 It is a matter not clearly settled, how the king acquired his right to this country. Blackstone, 1 Com. 108, supposes that he obtained it by treaties, or the right of conquest. Smith, in his Hist. of N.J. 8, insists that it was acquired by the right of discovery. The right, however derived, was strengthened by the purchase of the Indian title, which was made by the proprietors. The king of England very early exercised the right of granting this country. In 1606, king James I. granted this province, together with Virginia &c. by patent, to Sir Thomas Gates and others. Smith's Hist. N.J. 17. This patent was repealed in 1623. It remained in the crown until March 12, 1664, when king Charles II. granted it to his brother, the duke of York granted it to Sir George Carteret and Lord Berkley. At the date of this grant, the eastern part of New Jersey was in possession of the Dutch, who had made considerable settlements in Bergen, Essex, Middlesex, Monmouth, and Somerset. In August, 1664, before the last mentioned grants were known here, Colonel Nicholls, the royal governor of New York, conquered it, together with the fort on the Delaware, at Newcastle, from the Dutch. Smith, in his Hist. H. York 29, 30, 31, says, it was re-conquered by the Dutch, in 1673, and given up by the peace of 1674. This is somewhat doubtful. Captain Philip Carteret, the first proprietary governor, with the first settlers under Carteret and Berkley, arrived in New Jersey in the summer of 1665, and, by the treaty of Breda, in the 1667, New Jersey was formally ***19 ceded, by the Dutch, to the king of England. This gave rise to the subsequent grant, made on the 29th July, 1674, by the king to the duke of York, and by the duke to Berkley and Carteret. Leaming & Spicer 41 to 50. Smith's Hist. N. York 32. This grant is to receive a liberal construction in favor of the grantees. It contains the words "certain knowledge, "mere motion," and special grace," and it purposts to be made for a valuable consideration. 3 Cruise 567, sec. 11, 12. The words of the grant, also, are very broad and comprehensive—"All the lands, islands, soils, rivers, harbours, waters, fishings, & c." Leaming & Spicer 4. These words are technically apt to pass, as well the soil of the rivers as the fisheries. 2 Black, 18. Har. L.T. 18, 33. Dav. 150. 5 com. Dig. (D 290). It is abundantly manifest from the cotemporaneous history of England, that this grant and charter, as well as all other grants and charters of the American provinces, were framed with great deliberation; were submitted to the law officers of the crown, and every word well weighed and understood. By looking at other grants, it will appear, that when the king meant to reserve the right of fishery he did it by express words. It is so in the grant of Maryland to Lord Baltimore. 1 Har & M' Hen. 564. These charters and grants are great state papers; and considering them as such, and referring to the situation of England at the time, this idea is strengthened. The policy of the crown, as well as that of the English nation at that time, was to people America as rapidly as possible. It is obvious, that these grants of immense territories were designed not merely for the benefit of favourites. But to foster, promote, and encourage the settlement of the country. Hence the king not only granted the territory in the most ample and comprehensive terms, so as not only to divest himself and the people of England of all propriety in the soil and rivers, but also the right of sovereignty and of self-government, unrestricted in all particulars, so that they be not contrary to the laws of England, but, as near as may be, conformable thereto.

**15. At this time it was well known that much discontent prevailed in England among those who considered themselves persecuted for their religious opinions; and the spirit of liberty, which had destroyed the sceptre of Charles I. and brought him to the block, was not wholly extinguished by the restoration of his son. There were still many gallant and patriotic Englishmen who cherished *20 the sacred flame of liberty, and who viewed the prerogative of the crown, in the hands of the Stuart dynasty, as dangerous to the rights of the people; and who detested the licentious and tyrannical conduct of one brother, and dreaded the religious bigotry of the other. Admonished by the fate of their father, these royal brothers might wish to avoid it, and instead of repressing the spirit of emigration which had then seized those who were remarkable for boldness, enterprise, and attachment to civil and religious liberty, they might have had the wisdom to hold out inducements to the Hampdens and Cromwells, if any still remained, to seek their fortunes in the wilds of America, and there create new theatres for action.

The grant to the duke of York (Leaming & Spicer 6) not only contains the most ample cession of the domain and sovereignty of the country, but gives him the right of interdicting any persons from settling that he may see proper. The grant from the duke to Berkley and Carteret is as full and ample as the grant to him, except as to territorial limits. There can be no question, that, at the period, no one in England seriously supposed that this grant violated the rights of the subject, or transcended the prerogative of the king. It was not supposed, that a subject of England, as such, could claim a right in New Jersey, hostile to the grant made by the king. Could he have set up the pretences of the adverse counsel, that the king held the colony merely as trustee for the people, and that a grant made to an individual without consideration, and for favouritism, was void? Could he have set up the common right of fishery, as an unalienable right, vested in the king for great public purposes> and, as one of the people of England, made good his claim to the waters of this wilderness. The very laws upon which his claim must be based had already sanctioned the cession and grant of this country to individuals. It was no longer the property of the nation; their lawful agent had alienated it.

It is manifest that our ancestors, who, I may venture to assert, felt as ardent a love of liberty, and understood their rights as Englishmen, as well, at least, as many who prate about the rights of the people, and common right, and other imposing terms, had no such opinion. These men, whose love of civil and religious liberty, led them to abandon the delights of civilized life, the tombs of their ancestors, and all those endearing ties which bind *21 man to the place of his birth to encounter the privations, hard ships, and dangers of settling a wilderness, peopled only by savages, knew well the rights, the powers, and privileges of the proprietors, under these grants. Before crossing the Atlantic, they ascertain the terms upon which they will be permitted to settle under the proprietors. The grants and concessions, dated 10th February, 1664, is the Magna Charta of New Jersey, and therein the settlers stipulate for a representative government, a free passage to or through any seas; lands for wharves, keys,

harbours, &c. and that they shall not be liable for trespass on waste lands Smith's Hist. N.J. 163 Leaming & Spicer 20, 25, sees, 3.6,8. In 1682, the colonial legislature resolved, that the government and laws of New Jersey were purchased together. Smith's Hist. N.J. 16. In 1683, they published their fundamental rights; (Ib 153) and, in 1698, they re-published them, containing a proviso, that nothing therein contained should infringe any grant or charter already granted. The first settlers made their own terms, and when we find them treating for the right of navigation, and of harbours, &c., which are part of the jus publican, upon the principles of all laws, and securing them by contract, and silent as to the right of fishery it furnishes a strong argument in favour of our position, the more especially, as their brethren of West Jersey, deriving under the same grant, actually stipulate for the right of common fishery, Leaming & Spicer 390.

**16 In 1676, Lord Berkley sold his moiety of New Jersey; and in 1682 the executors of Sir George Carteret sold his moiety. In 1685, the duke of York, to whom the grant had been made, became king. At that time, the province, having passed out of the possession of the courtiers and favorites, and increased very rapidly in population and wealth, became an object of jealousy to the government at home, and many pretexts were used to resume the government. Smith's Hist. N. J. 65. It is to be remarked, however, that even then it was never suggested, by those who were fertile in devices to avoid charters and patents, that the king had transcended his prerogative in making the grant. It was then pretended by the adherents of the crown, as our adversaries now argue, (and indeed it is the main pillar of their argument) that the right of government, although lawfully conveyed to the duke of York, could not be alienated by him *22 or his aliences. Smith's Hist. N.J. 570. Then that doctrine was supposed to partake of the arbitrary nature of the Stuart prerogative, and to be hostile to the interests of the people. Hence it was resisted by the people then inhabiting here, and gave rise to the resolutions of 1682, 1683, and 1698, already quoted, in which the rights of the proprietors are distinctly asserted. It is a singular position, that our ancestors coming here under an express recognition of the rights of the proprietors under the grant to the duke of York, and purchasing part of the very lands passed thereby, could destroy or circumscribe the rights of those under whom they held. It would be analogous to a tenant denying the right of his landlord.

3. Having established, as is submitted, that on the principal of the common law the king could grant the soils, rivers, lands, and fisheries within New Jersey, and that, by express words, he did grant them to those under whom the proprietors claim title, it remains to shew, that as owners of the rivers and soils, independent of the grant of the fishings, the proprietors became entitled to a several fishery.

Fresh waters belong, in propriety, to the owners of the soil on each side. *Har. L. T.* 5, 7. 2 *Black.* 261. *Dav.* 152. 4 *Bur.* 2162. This doctrine is recognized by Chief Justice Kent, in 3 *Caines* 319, and by Chief Justice Spencer, in *17 John.* 209. In these rivers, the right of fishing is annexed to the soil, and passes by a grant of it, and is recovered by the description of land covered with water. *Har. L. T.* 5, 7. The distinction in the books between salt water rivers, navigable rivers, and rivers in which the tide ebbs and flows, and fresh water rivers not navigable rivers, and rivers in which the tide does not ebb and flow, for they'are different expressions for the same thing, is local, and arises altogether from the nature of the rivers in England. There all their rivers, so far as the tide ebbs and flows, are salt, and so far navigable; and those in which the tide does not ebb and flow are fresh, and not navigable. 2 *Con. Rep. 4.* 2 *Bin.* 476. That is not so here. The Delaware, Susquehanna, Schuylkill, &c. and in fact all our great rivers, are navigable beyond the influence of the tide and the salt waters. The doctrine there was founded on the nature, extent, and situation of their rivers, and adapted to it; and the grant of lands on salt water rivers, bounding on the river, carried only to low water mark. In fresh water rivers, the same words *23 in a grant would carry to *the filum aqua'.* This was the rule of construction. But even in salt water rivers, the grant by the king, of the soil &c. conveyed also the right of fishery as an incident. In this sense is to be understood *Har. L. T 11,* 15; 4 *Bur.* 2163; 3 *Jac. L. D.* 82. If the distinction in the English books on this subject is local, it may be questioned whether it applies here. Our ancestors, on emigrating, did not bring with them the whole body of the common law, as well that establishing general principles applicable to a new country, as that founded on the peculiar state of the country from which they came. They brought the common law purified from its local dross. Everything of a mere local origin was left on the other side of the ocean, and we have gradually substituted in its place a local common law of our own. Our ancestors brought the folk law merely, as contradistinguished from the *jus corona* and the local common law of England. Besides they settled this country under royal charters defining their rights, or under grants made to individuals, which, in many respects varied from the principles of the common law, as in this very grant of New Jersey the king parted with many of his prerogative rights as to harbours, ports, rivers, &c.

**17 By the grant of the soil of a navigable river, on the admitted principles of the common law, a right of several fishery passes *Har. L. T 5,* 7, 15, 33, 34. 2 *Black.* 39. 4 *Bur.* 2163. *5 Corn Dig. Pischary.* A right of several fishery is in concomitance with, and founded on, the right of soil, and is co-extensive with it; and whoever has the right of soil in a navigable water has, also, the right of several fishery. Under the grant from the proprietors, offered in evidence, the plaintiff acquired a right of several fishery generally, and without limitation, co-extensive with his right of soil.

2. But if he did not acquire a right of several fishery for floating fish, he acquired a right to erect a local fishery, or an oystery, within the limits of his grant, and was entitled to recover for an infringement of that right. *Har. L. T.* 18 to 23. 4 *Mass.* 527. This doctrine is supported by decisions in our sister states. *1 Swift.* 341-2. 4 *Mass.* 527. 10 *Mass.* 210. 2 *Bin.* 475.

The right of several fishery exists in New Jersey, in the Delaware and other navigable streams, and this right has been sanctioned by a decision of Chief Justice Kinsey, at the Gloucester' circuit. It is recognized and protected by various acts of the *24 legislature. The fisheries are taxed as private property, distinct from the land, and above a hundred are now enjoyed on the Delaware. It also exists in Pennsylvania, on the shores of Staten Island, in Virginia, Maryland, &c. This proves that there is a general local

common law on this subject, pervading all the states where the waters afford sufficient inducements for the owners of the banks to erect fisheries.

Whenever the soil of a river is granted by express terms, or even constructively, it becomes, so far as regards the right of fishery, a private river, and the principles of the common law, as to private or fresh water rivers, attach. Whenever the soil of a river passes, by grant or otherwise, out of the hands of the sovereign of the country, it becomes, *ipso facto,* a private river and the subject of a several fishery. How can rights, which are merely accessary, exist in the hands of the sovereign after he has parted with the principal! Several fishery is an incident to the soil; while it remains the property of the people the common law right of free and common fishery continues; but when the soil is sold or conveyed, the incident also passes. 1 *Rutherf* 92. This doctrine is expressly asserted by the commissioners appointed by this state to treat with New York respecting our eastern boundary. They were appointed by the legislature; reported their proceedings to the legislature; and the legislature, by publishing their report at the public expense, and without comment, have adopted their reasoning: and it becomes, as well from that circumstance as from the great Learming and talents of the commissioners themselves, entitled to very great weight in our tribunals. It fully supports this proposition. *Report of Commissioners* 15. The proprietors, also, from a very early period down to the present time, have been in the practice of granting the soil of navigable rivers. On the trial, many such grants were shewn, and they, at least, prove a cotemporaneous construction of the grant under which they held. While the rivers remain in the hands of the sovereignty of the country, the right of fishery therein is public and common; when it is granted to an individual, it becomes a several fishery. This is consistent with the doctrine of the natural law, as laid down in *Rutherf.* 91.

****18** The *jus publicum* in all rivers is the same. The *jus publicum* is the right of navigation; the right of making laws for the conservation of fish and their fry; and to regulate the mode and ***25** right of taking them. *Har. L. T.* 22, 23, 36. Lord Hale nowhere considers the right of fishery as a part of the *jus publicum,* properly so called. This doctrine perfectly harmonizes private rights with public rights.

It will here be necessary to anticipate some of the arguments of the counsel of the defendant, that they may be apprized of the answers that will be relied on.

1. It has been contended, and no doubt will be again, that the right of fishery is a royal franchise which the king holds for great public purposes, in trust for the benefit of the people, and cannot, from its very nature, be conveyed.

The fallacy of this position consists in not distinguishing between the different kinds of fisheries. Fisheries are--1. Several. 2. Free. And 3. Common. 2 *Black.* 39. 1**.** The right of several fishery, as already shewn, is founded on, and annexed to, the soil, and is by reason of, and in concomitance with, the ownership of the soil. When the soil of a navigable river is granted the right of several fishery therein begins. 2. A free fishery is altogether different; it is a royal franchise, distinct from the land and founded on grant or prescription. By the grant of a free fishery, the right of fishery only passes, the right of soil remains in the king. 2 *Cruise* 297, *sec.* 70. 5 *Corn. Dig.* 290. A free fishery separate from the soil, appropriating not the land but the fishery, might, on sound principles of policy, be prohibited in every well regulated government. If permitted, every part of the British channel might have been parcelled out among courtiers and favourites, and thus the ocean itself made tributary to the avarice of man. The right of several fishery, however, springing from, and connected with, the possession of the soil, stood on wholly different grounds. It gave an incentive to industry, and would benefit the public. The sound rational principle on which the distinction between the ownership of rivers navigable and not navigable rests, is, that, as to the latter, a subject must be the owner of it, and may be of the former, but *prima facie* it is in the king, and, until granted, he holds it as the agent of the people and for their benefit; and it is public and subject to--3. The right of common of fishery. But this right of common of fishery continues only while the soil remains in the public. But there are not wanting authorities, among those already cited, to prove that the king may grant a free fishery. But the position now *26 contended for is, that the authorities which deny the right of the king to grant a fishery in navigable waters, when properly understood, apply only to *free fisheries,* which is a royal franchise, and not to *several fisheries.* This distinction reconciles all the seeming contradictions in the books.

****19** 2. That the King was prohibited by *Magna Charta* from granting a fishery.

The 16th and 23d ch. of *Magna Charta* are relied on to support this position. Ch. 17th is expressly stated by the *Mirror* to be obsolete. 3 *Cruise* 297. 1 *Cok. Inst.* 30, 37. 5 *Jac. L. D.* 4. This section is considered by Lord Hale *(Har. L. T* 7, 8, 9) as designed to take away the right of the king in *private* rivers, an interest of pleasure or recreation, which he enjoyed by the *writ de defensione riparice,* that is, to put the rivers in *defenso,* to bar fishing or fowling till the king had taken his pleasure. And that the 23d ch. applies to weirs, kidells, and obstructions. *Har. L. T.* 9, 22.

This exposition agrees much better with the character of *Magna Charta* than Blackstone's. *Magna Charta* proceeded from a struggle between the barons, bold, turbulent, rapacious, and oppressive, and kings, weak, timid, and tyrannical. Let us not be the slaves of mere words. Whatever benefit has accrued to the liberties of the world from *Magna Charta,* has arisen more from chance than design. The barons armed themselves not to support the rights of the people, but to protect their own usurpations upon the rights of both monarch and people, and, in the collision between the two oppressors, some principles of liberty were struck out. It was a mere streamlet issuing, as if by a miracle, from the rock of tyranny, struck not by the arm of inspired patriotism, but by a casual blow of the sword of the mailed baron, in the attempt to deck himself in the robes of royalty. But these chapters of *Magna Charta* are mere statutes, and it is held in Westminster-Hall, that none of the statutes of England, as such, applied to the colonies. 1 *Salk.* 666. 2 *Ld. Ray.* 1274.

We hold not our liberties in this state by the provisions of *Magna Charta.* Every freeman, wherever his lot may be cast, will turn to that instrument with pride and satisfaction, as a noble but rude and incomplete monument of the liberties of man. It is the corner-stone of the liberties of Englishmen, and the first land-mark in tracing out the liberties of the subject after the Norman usurpation.
***27** But the history of liberty in this state is happily not lost in the recess of time. It is to be found in the grant from the king to the duke of York, and the grants and concessions between the proprietors and the settlers, and the bill of fundamental rights. Our ancestors stipulated for their own rights, and built up a great system of republican liberty, based on the natural rights of man and protected by representative government, in which they have interwoven all the essential principles of civil and religious liberty; I turn to it with pride and pleasure. *Learming & Spicer* 162-3, *secs.* 16, 19. Beside it, the much boasted *Magna Charta* of England dwindles to a twinkling star in the galaxy of freedom. It embodies everything worthy of preservation in *Magna Charta,* and was the most perfect system of civil and religious liberty existing in the world at that period. It is the foundation of our present republican system, lopped of the overshadowing branches of royalty, but the trunk remains entire and vigorous. On it has been engrafted, the sovereignty of the people, equal laws and equal rights, and, to this day, the graft is nurtured by the sap and life-blood of the parent stock. These form the *Magna Charta* of New Jersey. To trace *our liberties* to *Magna Charta* may indeed gratify a feeling akin to that of pride of ancestry, but it is wholly deceptive. In all the struggles between the people and the proprietors, on the one side, and the court party, on the other, during the proprietary government, and after the surrender, between the people and the royal governors, it will be found that the patriots of the day constantly refer to the grants and concessions, and the fundamentals, as the basis of their rights. *Learming & Spicer, passim.* Indeed, the collection of the original documents, so often referred to, made by *Learming & Spicer,* was occasioned by the desire of the legislature to rescue from oblivion documents so essential to their Just rights and liberties Besides, these chapters of Magma Charm are, on the face of them, local and confined to England, and cannot, 1n fair reasoning, be extended to the rivers in America With the same propriety it might be insisted, that the provisions contained in Magna Charla respecting game, forests, &c were applicable The legislature of New Jersey, at a very early period. enacted Similar laws respecting the obstruction of nav1gable waters Paterson 15.

****20** 3. That, by the surrender made by the proprietors to queen *28 Anne, on April 15, 1702, the right of fishery in the navigable waters of New Jersey, which, it passed to the proprietors at all passed as an incident to sovereignty, became re- annexed to the crown. If the former propositions contended for are supported, there is no force in this argument; because, if the king had a right to grant soil covered with water, and fisheries, and did grant them, they became severed from the sovereignty and could not be re-annexed but by terms as broad and comprehensive as those by which they were granted. In the grant, the water, soil, and fisheries are passed in express terms, and not constructively or as incident to the sovereignty, and it cannot be gravely pretended that it varies it, because they were conveyed by the same instrument. This argument is a *petition principii*, it assumes the very point in debate, and which is denied by us. A reference to the memorial of the proprietors, which preceded the surrender, and the surrender itself completely dispels this idea. In the memorial, the proprietors expressly separate the idea of government and property. Leaming & *Spicer* 607. They surrender merely the powers of government. lb. 613-4. It was accepted as such. Ib 617. By their memorial, the proprietors, previous to the surrender, stipulate for the soils and lands of the provinces and the quit rents, (*lb. 589, sec 1*) which is granted *lb*. 594. That the twenty-four proprietors may be lords of the soil &c. (*lb*. 590, *sec.* 9) which is granted. *lb.* 594. That all lands, goods, and chattels of traitors, felons, deodands, fugitives, and persons outlawed, waifs, estrays, treasure-trove, mines and minerals, royal mines, wrecks, royal fish that shall be found or taken Within East Jersey, or by the inhabitants thereof Within the seas adjacent, to remain to the proprietors, with all the other privileges and advantages, as amply as in the grant and confirmation of March 14. 1682 *lb.* 590, *sec.* 13. The lords of the council of trade and foreign plantations, who had the assistance of all the great law officers of the crown, in answer say, that this may be reasonable, except as to the goods and chattels of traitors, which are matters of state; nor can right accruing to the proprietors from the seas adjacent be well circumscribed &c. *lb.* 596. This memorial, and the answer and surrender, are to be considered as a treaty between the proprietors and the queen, and are to be taken in pari *materia*. The proprietors knew that they held the right to treasure-trove, royal fish, &c. as incident to the grant of sovereignty, ***29** (1 Black 299) and, unless provided for by express stipulation, it would again vest in the crown on the surrender of the sovereignty. The lords, to whom the memorial was addressed, admit that the right of the proprietors to the seas adjacent could not be well circumscribed, so far as they passed by the king's grant, "westward of Long Island, bounded on the east by the main sea, and hath on the west Delaware bay or river, and extending southward to the main ocean, as far as Cape May, at the mouth of Delaware bay " *Leaming & Spicer* 10. So far, then, as these limits extended the proprietors remained lords of the soil, and their rights could not be well circumscribed is the strong language of the lords of the council of trade and foreign plantations, and may be considered as the opinion of the great law officers of the crown, as they were constantly applied to by the board of trade in all important matters.

****21** But the proprietors, as sovereigns, by the law of nations and of England, were proprietors of the sea to the extent of three leagues from the shore, and, as such, lords of the soil covered with water. But this right they held as sovereigns, not as lords of the soil, and when they surrendered the sovereignty it passed to the crown. By the declaration of independence, this right vested in the people of New Jersey, previous to the surrender, the right of granting a tree fishery Within this three leagues was in the proprietors, after the surrender, and until the declaration of independence, in the crown; and since, in the people of New Jersey. No grant of a free fishery has ever been made within these waters, and none can now be made, but by the legislature of New Jersey. That they have the right so to do, upon the principles of the common law, I think has been already shewn. The right of the proprietors, as to the

soil, and everything else that passes by the grant to the duke of York untouched by the surrender, was not affected by the Revolution. That glorious event found them lords of the soil, and it left them such. It was not intended to take away, but to secure, rights.

2. But even if the court should be of opinion, that the soil of the rivers below low water mark and the right of several fishery were not capable of being granted, yet we contend, that the plaintiff, by gathering, or purchasing, and planting the oysters upon land which he claimed, and bestowing his own labour upon them, and staking them off, thereby shewing that he did not ***30** throw them into the water to abandon them, acquired a right therein which is protected by law, and will enable him to maintain an action against anyone who disturbed him in the enjoyment thereof. He acquired such right upon the principles of the natural law; (1 *Rutherf* 91) upon the principles of the civil law; *(Vattel* 114, *secs.* 250-1; *Domat.* 475, *secs.* 3, 4, 7, 9; 280, *secs.* 24, 27, 28, 29) upon the principles of the common law; (2 *Black.* 8, 9, 391, 392, 402; 3 *Chitty's C. L.* 359; 5 *Esp. R.* 62; 1 *Camp.* 309) and by the law of New Jersey, I *Pennington* 397. The oysters belonged to him before they were planted; and placing them in navigable water congenial to their growth and sustenance, accompanied with every *indicia* of ownership, cannot be considered as divesting him of any rights previously vested. The oyster is a fixture, and will not remove from the place where it is deposited. If a whale is captured and left within the tide waters no man has a right to take possession of it. So, if floating fish are caught and placed in a car. So, also, of a piece of timber secured from being drifted off by the tide; the right of the original owner remains. Every man may deposit his goods in the highway. He may thereby subject himself to an action or indictment for a nuisance, but he does not lose his right of property. In no case does a man lose a right of property vested in him by the principles of law, by placing it in a public highway or a navigable water subject to the *jus publicum.*

****22** Upon these principles, it is respectfully submitted, that the nonsuit ought to be set aside, and a new trial awarded. Wood, in answer.-- the main question in the present case is, whether the proprietors have a right to grant a several fishery in a navigable river, to the exclusion of the right of common fishery in the citizens generally? The right of the citizens has always been used, and the court must see their way clear before they will attempt to deprive them of it.

We contend, that the right of the soil in navigable rivers, and the sea at the distance of three leagues from the shore, and the right of jurisdiction therein, with the exclusive right to what are called royal fish, are vested in the state, the sovereign power, as a part of the prerogative of the sovereign power; and that the citizens have a common vested right of fishery therein; and, secondly, that if the above rights, ascribed to the state, be in the ***31** proprietors, they hold them subject to the common right of fishery of the citizens at large, of which they cannot deprive them.

In establishing these propositions, it will be necessary to consider, what are the rights of the king of England, in relation to these subjects. By virtue of his prerogative, he has the allodium of the soil in navigable rivers and the sea, as above mentioned, with an exclusive right to royal fish. His subjects have a common of piscary therein, which is a vested legal right, and may be pleaded. These rights of the king are part of the public domains, vested in him for public purposes. The king cannot transfer them to a private individual for a private purpose, much less, by attempting to do so, can he destroy the common right of fishery, the vested interest of the subject. This doctrine is not peculiar to the common law. It is the doctrine of the civil law, which is the basis of the codes of modern Europe, and which goes much farther. Coop. Justin. 67, 68, lib. 2, tit. 1, secs. 1, 2, 3. Positions supporting this doctrine are frequently to be met with in treatises on national law. Vattel 11, book 1, chap. 3, sec. 34; 117, book 1, chap. 21, secs. 260, 261.

These doctrines apply with more force to England. Their government is a limited monarchy; their king is only a branch, and the executive branch, of the sovereign power. Such a power in the king, as is contended for on the part of the plaintiff, which is in its nature legislative, is altogether heterogeneous and destructive of the harmony and order of the British constitution. Their parliament, alone, can have the right of transferring the public domains of the nation. The king may grant his private property, his ordinary revenue, lands vested in him upon feudal principles, but not the public property. Magna Charta, with Lord Coke's commentary upon it. I Reeves' Hist. 234. Chitty on Fisheries. 1 Esp. Dig. part 2, 270. 2 Black. Com. 39. Bac. Abr. tit. Prerogative, book 3. 3 Cru. 297. Willes 268. Warren v. Matthews, 6 Mod. 73. The king could not grant the temporalities of the church, which are in him, before the 18th Edward III. I Black. Corn. 282. The authorities cited by the plaintiff's counsel to prove, that, upon the principles of national law, the public waters may be appropriated, only prove that they may be appropriated by a nation, to the exclusion of others. They do not touch the question, whether a king may appropriate them to the exclusion of his subjects? It is true the Norman ***32** kings usurped this power of transferring the public waters to private individuals, their favourites; but this power was restrained by Magna Charta, the great object of which was to restore Saxon liberty. Black. Tracts, Introduction to Magna Charta 289. The reason of allowing such grants of Magna Charta to prevail, as were made prior to the reign of John and in the reign of Henry II, was no doubt because such rights were vested in the hands of innocent alienees, and the barons of those days were moderate in the work of reformation. Those grants made prior to Magna Charta, and allowed by it, are no doubt the foundation of all the several fisheries and exclusive ownerships of navigable waters in England, which are now claimed by prescription and proved by immemorial usage, which presupposes such original grant. Instances of abuse may have occurred since, which are now supported in that way. The case in Dav. Rep. is a mere dictum of the judges, as to the law in Ireland, and in the worst times of English jurisprudence. The other authorities cited by the plaintiff's counsel furnish cases of prescription only.

****23** But we are told the king holds the public waters, not as a part of his prerogative, and unalienable, but as having the allodium of the soil of England on feudal principles. It is clear, however, that he holds by virtue of his prerogative. 2 Black. Com. 39. 6 Com. Dig. tit. Prerogative 55, (D) 80. The queen of England is entitle to dower upon the demise of the king, and though an alien. 1 Black. Com. 223, 231. If navigable waters are not vested in him as the property of the nation, and under his prerogative, for public purposes, she would be entitled to dower in them. Free fishery is a franchise, or branch of the king's

prerogative. 2 Black. Com. If the king did not hold the soil itself by virtue of his prerogative, a right granted out of it could not be considered a franchise.
The feudal law was introduced by William the conqueror Admit that the Norman kings pretended to claim the sea and navigable rivers upon feudal principles, as their private property, yet the Saxon kings held it as a part of the prerogative; (Bac. Abr. Prerogative B 3) and Magna Charta revived the Saxon doctrine and put an end to the Norman usurpation. If we were to admit that the kings of England, both before and since Magna Charta held the sea and navigable rivers as private transferable property; yet they held it subject to the common right of fishery ***33** in the subject, which is a vested right, and may be pleaded. 1 Pen. Rep. 391. Post v. Mun, 1 South. 61. Richardson v. the Mayor of Oxford, 2 H. Black. 182. Har. L. T. 11, 19, 20. 4 Term Rep. 437. To destroy the vested legal right would be the highest effort of legislation. A king of England, upon the principles of the British constitution, cannot do it. In Hargrave it is admitted, that the king cannot, by alienation, destroy the jus publicum, and that the common right of fishery is a part of the jus publicum. When he tells us, then, that the king may, by alienation, destroy this common right of fishery, it only proves that the author is inconsistent with himself. The construction put upon Magna Charta, in Hargrave, is opposed to all the authorities upon that subject above cited. It supposes the barons of Runnymede were anxious to put an end to royal encroachment, by prohibiting the subject from the right of fishing, and yet they left it in the power of the king to defeat their right at any time, and to any extent, by merely granting the soil to his favourites, an impotent effort which was unworthy of them.

Having ascertained the right and powers of the king over the navigable waters of England, it is easy to shew that he possessed the same rights and powers, and no others, over the public navigable waters of this country. England claimed North-America by right of prior discovery. The soil, on the principles of the British law and constitution, vested in the king, and for the purpose of being parcelled out among his subjects. The English government could only hold it for the purpose of being settled. Vattel 99, book 1, chap. 18, secs. 207, 208. The people emigrating under the duke of York to America, brought with them all the laws and rights of Englishmen, except such as were rendered inapplicable by the change of their local situation. 1 Bl. Com. 107. If the king had retained immediate dominion over this country, instead of granting it to the duke of York, he would have transferred the soil to the inhabitants, who, of course, would take the same rights and interests in the adjacent navigable waters as in England. His having owned all the soil, would give the king no greater power over the navigable waters. Suppose a manor in England, through which a navigable river flows, should revert to the king, and he should parcel it out again to his subjects, they would take the same rights as before in the navigable waters.
****24 *34** It is said, the people migrating here brought with them political, but not municipal, rights; and that the provision on this subject, in Magna Charta, was merely local. On the contrary, they brought civil, as well as political rights. Constitution of N. J. Smith's Hist. N. J. 291. 8 Craneh 242. 1 Mass. T R. 60, 61. Laws restraining the power of the king, more especially on navigable waters which supplied the inhabitants of a wilderness with food, were all important to them, and peculiarly applicable to their situation. But the king caused to be created proprietary governments here, by the grant to the duke of York. In the construction of this charter, we are to consider--1. What the king had a right to grant; and--2. What he intended to grant. I. It is manifest he could give to the duke of York, and his assigns, no greater right and power over the navigable waters here than he himself would have possessed; and, if the words of the grant are more extensive, all beyond his legitimate right is absolutely void. As he could only possess a right in these navigable waters, subject to the common right of fishery of the inhabitants, which was unalienable, the duke of York, and all claiming under him, would take the right of the king, subject to the same restriction;--but 2. The king did not intend to grant to the duke and his assigns, as an individual, an exclusive right of fishery in these navigable waters. In the construction of this charter, we should consider it as a great state paper, not to be confined within the petty trammels of a mere private conveyance. The grant is not made to him as an individual, but as a qualified sovereign, created so by the same instrument, and thereby vested with a qualified sovereignty over the country. He puts the duke in his place, with his powers, and to hold the territory for the same purposes that he held it; the soil to be parcelled out among emigrants; the navigable waters to be used by those emigrants for navigation and fishing. He, therefore, gives the duke the soil and rivers, and all royalties, with the powers of government, to be exercised according to the laws and statutes of the realm of England. Admitting, for a moment, the abstract power of the king to make an exclusive grant of fishery to an individual, in navigable waters, yet, in the present case, he granted to the duke of York, as sovereign over them, to hold them as he held them, with a common right of fishery in the settlers. The grant of the duke to Berkley and Carteret, and the subsequent grants, will receive ***35** the same construction. Hence the people here always exercised a common right of fishery. 1 Allinson's N. J. Laws 57, preamble. Learming & Spicer 368, 369, 371, 129, sec. 6.
It is said, this was a conquered country: be it so. This would give the king no greater power over his British subjects; he conquered with their arms. Vattel 391, book 3, chap. 13, sec. 202. Smith's Hist. N. J. 119. The country, however, was not conquered, but retaken from the Ditch.
****25** It is said in the grant to Lord Baltimore, (1 Harris and M'Henry 564) there is an express reservation of the right of fishery to the inhabitants of England and Ireland. It might have been doubted, whether the right of fishery would have extended to them, and was not confined to the inhabitants of Maryland. But why was there no reservation in favour of the latter? Not, surely, because it was intended they should be deprived of it, but because it was clear they would have had a right, without a reservation in their favour. The interference is clearly in our favour, notwithstanding the opinion of Mr. Dulaney.
It is said, that all the ramparts of the people's rights are to be found in the concessions and fundamental constitutions, and that in the disputes before the surrender to queen Anne, the people always appealed to them. It is manifest those provisions were merely precautionary, intended to operate upon the local government. If Charles had intended despotism here, his grantee and his successors would have

pursued the plan. See Mr. Walsh's Appeal, on that subject. These provisions would have been nugatory if they were not in pursuance of the original charter. They could not otherwise have bound the king, and, of course, would not have been appealed to. The duke of York and his successors, the proprietors, having held these navigable waters subject to the common right of the people, in the quality of limited sovereigns, vested with the prerogatives of the king, in the surrender to queen Anne, gave back all their rights and powers over those waters. This surrender was made because the proprietors had no right of government strictly. Learming & Spicer 613. Bac. Abr. tit. Courts Palatinate. That their rights over navigable waters were surrendered, is proved--First, impliedly: because if the king, as already shewn, could not make such grants to an individual for a private purpose, the moment the great public object of the grant ceased, which was the creation *36 of a qualified local government for the settlement and regulation of the country, the rights over these waters reverted to the king. Secondly, by express words they surrender all powers, authorities, and privileges of and concerning the government. Learming & Spicer 618. Privilege is an appropriate technical term to convey the idea of their rights under the prerogative, and was so understood by the proprietors. Learming & Spicer 590. It is objected, that the proprietors, in their previous negotiations, claimed all their rights in the sea. So they made many other claims which were eventually abandoned, and there would have been in the surrender a reservation of the claim, if it had not been abandoned. If these rights are not surrendered no other royalties are: such as waifs, estrays, forfeitures, felons' goods, &c. Yet the queen understood they were surrendered. (See her instructions to Cornbury about forfeitures. Learming & Spicer 627)--But we now come to our second proposition.

26 Suppose these rights over navigable waters, which the proprietors possessed, were not surrendered. Suppose further, that the king possessed, and the proprietors, while clothed with the powers of government, possessed the right of destroying, by alienations of the soil to individuals, the common right of fishery of the people at large. Such a right would manifestly be a powerful act of sovereignty. It would be a strong high-handed exercise of legitimate arbitrary power against moral right, and not an exercise of power naturally and fairly inherent in the right possessed. When the proprietors, therefore, surrendered the government, if they retained their rights in the navigable waters subject to the common rights therein of the people, when they ceased to be clothed with the powers of government and sunk to the condition of common individuals, they could no longer exercise the high sovereign act of defeating the rights of the people in the navigable waters, but they and their alienees must hold them subject to such rights. It has been said, that whether the king had a right or not to grant these several exclusive fisheries in navigable rivers he did in fact grant them, and the proprietors have enjoyed them under the grant, and it is now too late to disturb them. I have already shewn that the king made no such grant; but if he had, and the proprietors had illegally enjoyed the possession under his grant, it would not avail them. Stationers' Company v. Carnan, 2 Black. Rep. ***37 1004. 7 Mod. 108. It is notorious, that the proprietors have never exercised such a right, but the people have been in the constant immemorial practice of using all the public waters for fishing and taking oysters. It is said, that these oysters were planted by the plaintiff, and that he has a right to them though deposited in a public river, and that they are different from running fish. But there is no such distinction. Pen. Reports 391. Richardson v. Mayor of Oxford, 2 H. Black. 182. Besides, in the present case, the plaintiff threw his oysters on a natural oyster-bed, when the defendant unquestionably had a right to take oysters. The doctrine above contended for does not interfere with the fisheries on the Delaware, where the owners possess the exclusive right of haul upon the adjacent shores. Scott, on same side.--It was incumbent on the plaintiff to shew a title. The possession of unenclosed premises is necessarily according to the right. **Arnold** never held adverse or exclusive possession, and the act of throwing oysters on the flat, so far from being considered an act of possession, has been adjudged by this court an abandonment of them to the common mass. 1 Pen. 391, 395. Possession, then, out of the question, we must return to the inquiry of title, and here the title to the farm adjacent does not aid the plaintiff, for that, in terms, excludes the place where the supposed trespass was committed. It therefore became necessary to shew a survey or conveyance to evince that the title was out of the council of proprietors, in conformity with the doctrine urged by the plaintiff himself.

****27** He does not give or offer in evidence any conveyance or assurance from the proprietors; no common law title is offered, but he shews a survey bearing date 13th April, 1818. When it was recorded, does not appear; when it was inspected and approved, does not appear; that it ever was inspected and approved, does not appear. Inspection, approbation, &c. are substantive acts, and the subject matter of clear proof. The state (Pat. N. J. Laws 82, sec. 3) enacts, "that any survey made of any lands within either the eastern or western division of the proprietors of the state of New Jersey, and inspected and approved by the general proprietors or council of proprietors of such division, and, by their order or direction, entered upon record in the secretary's office of this state, or the surveyor-general's office of ***38** such division shall, from and after such record is made, preclude and forever bar such proprietors and their successors from any demand thereon, any plea of deficiency of right, or otherwise, notwithstanding." This survey is now produced under the operation of this statute, to excuse the non-production of a direct conveyance from the proprietors to the plaintiff in this cause. In the acknowledged absence of all conveyance from them, shall it be sufficient to make the defendant liable, as a trespasser, to him who causes the survey to be made? The survey is made wholly at the instance, and under the direction, of the party. It requires no warrant, and, in this case, had none accompanying it. Suppose a man to walk over unlocated lands between the time of a survey and the time of its being recorded, against whom does he trespass, the proprietors, or that individual who has caused the survey to be made? Is it certain that the survey will ever be recorded? Many caveats interpose, and evince that it is unlawful to record. Many preferences are given by the statute, which the council are to decide. If we imagine conflicting surveys, we shall be brought to the conclusion, inevitably, that the act of the council is essential to the title. Inspecting, approving, and recording the survey are, by this law, in the absence of all ordinary and regular conveyance, made equal

to the delivery of a deed, and the time of delivery, beyond all controversy, is the time when the title passes. To my mind it seems clear that this is the only rational construction of the statute. From and after such record is made the survey shall be operative, and it shall, from and after that time, preclude and forever bar, &c.

But admitting, for the sake of argument, that a title, such as the proprietors could grant, was vested in the plaintiff, antecedent to the supposed trespass, we must proceed to examine what that title is. The plaintiff claims an exclusive fishery in and upon certain parts of the Rariton river, where the tide ebbs and flows. There is a natural oyster-bed there, and it is below low water mark. The defendant, **Mundy**, has taken oysters from this bed, and this is the supposed trespass. Our first proposition is, that the proprietors have no right to survey a navigable river, where the tide ebbs and flows, for the purpose of vesting private and exclusive rights therein in individuals. Our second proposition is, that the people have a vested right, communis piscarice, in such rivers, by the common law.

****28 *39** Our argument under the first of these heads is, that by prerogative, the king of England, in navigable rivers, has a right of fishery, (not several nor exclusive) and that he has an exclusive right to royal fish; that he has and holds these rights by prerogative only, as incident to the kingly office and sovereignty, and that, therefore, he cannot convey the sea, nor an arm of the sea, nor a navigable river, to a private individual for a private purpose. We place our argument on this broad basis, and insist, that this is the doctrine of the common law, of civil law, and of national law.

The case of a cession from one sovereignty to another, as in the case of Louisiana, the Floridas, and the immense countries west of the Missouri, does not bear upon this subject. In the entire cession of the countries, the seas and the rivers, of course, go with the sovereignty. We insist, that although between the ascent to the throne by William the conqueror, whose title evinces that his crown was the crown of conquest, and Magna Charta, the king did actually grant out navigable rivers, exclusive fisheries, wiers in rivers, &c. yet it was contrary to common law and common right. The Norman succession considered England precisely as the counsel opposed to us consider this country, a conquered country. And they endeavored to impose that law on Englishmen, "the pleasure of the king," which we are now told was the law, the true and real law binding on our ancestors. The extortions and exactions of the followers and favourites of the Norman usurpation, far transcending their policy or their wisdom, finally roused the spirit of Englishmen. Their Saxon liberties were still remembered with the fondest recollection, and the barons, the nobles, the great men et tota communitas Anglia, with one vigorous exertion of their strength, asserted the return of their ancient rights and laws, and, on the plains of Runnymede, received their acknowledgment in the first charter. They considered this charter as a great confirmation of many of their liberties; as the restoration of many of the great principles of the common law; as restraining the king from preventing the people of their rights and securing many important principles.

Magna Charta, then, was the great fundamental law of England, binding alike on prince, noble, and peasant; securing rights and prohibiting their infringement. This charter, cap. 16, declares--"No banks shall henceforth be fenced, but such as were ***40** in defence in the time of our grandfather king Henry, by the same places and by the same bounds as they were accustomed in his time." Sir Edward Coke's comment on this statute (2 Inst. 30) explains it in a style so decisive that there is no escape. He says, "that no owner of the banks of rivers shall so appropriate or keep the rivers several to him, to defend or bar others, either to have passage or fish there, otherwise than they were used in the reign of king Henry II." See also cap. 23 of Magna Charta. To the same effect is 2 nb. 39; and in Salk. 357 and 6 Mod. 73, we have the decision of that great constitutional Judge Holt, that the king's grant cannot bar a subject from fishing in a navigable river. In 2 Sul. Feud. Law 241, 1 Reeve 234, Willes 265, 2 Bos. Pul. 472, 1 Camp. 312, we have the same doctrines and principles quoted and remarked on with high approbation; and that these principles are not peculiar to the law of England, but are co-extensive with civilization and the government of law we have but to turn to Coop. Justin. 67, I Vattel 11, 117, and 2 Domat. 399. The answer to this is not satisfactory to my mind. It is, that the king had the right of soil, and could grant it, and that with the grant of the soil, and as incident thereto, the fishery must go. It is fairly admitted, that the king has the right of soil in navigable rivers, as a royalty as incident to, and inseparable from, his character of sovereign, but it by no means follows, that he may alien that which he holds quasi in trust for the subject.

****29** Unusual pains and industry have produced against us the case reported in Davies 150, and Sir Matthew Hale's treatise in Har. L. T. The case in Davies was decided in Ireland, in the reign of James T. when the royal prerogative was at the highest; when the firs divinurn was every where taught, believed, and ruled; and when contest with the kingly power, in defence of the subject's right, was esteemed the madness of folly. Nevertheless, there is nothing there decided at war with the great principles for which we contend. It is said, that every river where the tide ebbs is a royal river; and that the fishery is a royal fishery, and belongs to the king by prerogative; and that he shall have exclusive right of royal fish. Let me ask, why is the phrase exclusive applied to royal fish if he has the right of excluding the subject from other fish?

The sole object intended by citing Sir Matthew Hale's treatise ***41** was to prove that there actually were, and are to this day, in England, several and exclusive fisheries in navigable rivers. Magna Charta acknowledged it hundreds of years ago, but enacted that none should continue, except sucn as were in use in the lifetime Henrici regis avi nostri et per eadem loca et eosdem terminos. I understand this great man as inquiring into the titles of exclusive fishery, and the result is, there are two. 1. Grant. 2. Prescription of immemorial use, which implies a grant. The times or the dates of these grants had not become the question in discussion, and, besides, many grants of several fishery might have emanated from the crown, such as had been acquired by forfeiture, escheat, or in a variety of ways. I ask for the evidence, that the king may now create a new several of fishery. It is that alone which is prohibited by Magna Charta. Lord Hale certainly produces no instance of a modern grant, none so late as the reign of king John.

I think the conclusion therefore obvious, that the kings of England are, by the policy of the law, the owners of the beds of navigable rivers, yet that it is a qualified ownership, and such as that they cannot part with for private purposes, but must hold them quasi in trust for the subject. The grant from king Charles II. to the duke of York was, I think, founded on these principles. The conveyance was of New York and New Jersey, with power of government, and reserving an appeal to the king in council. He entered to make the duke of York a sub-sovereign; he conveyed the lands to him as a subject, and the royalties as a sovereign. He understood well that these navigable rivers belonged to the sovereignty. They continued in the sovereign still, for he alone could hold them, as trustee, for the subject's use.

It is a little remarkable how mere a self-murder the argument of our opposing counsel is, when applied to the fisheries in the Delaware river. In the conveyance from the duke of York to Carteret and Berkley, the western extremity is the eastern margin of the Delaware. The river Delaware was not conveyed to them, that remained in sovereignty; and now we are told, that the divisional line of this state extends westward only to the east margin of the Delaware. It does not extend an inch into the river; and yet many men, from owning the adjacent soil, are the owners of valuable fisheries. Examine this position one moment. The boundary of the state is the east margin of the river, and ***42** yet there are fisheries appurtenant, out of the state, to invade which would be a trespass, and clausum fregit would lie.

****30** I deny every word of this doctrine. The state of New Jersey, as a free and sovereign state, extends usque ad medium filum aqua, east and west. In the character and capacity of proprietors. Carteret and Berkley took neither the Hudson nor the Delaware. So far forth as sovereignty was created, and no farther, were these great navigable rivers given: the land only was given, and rivers not navigable, the only lawful objects of property.

When New Jersey and Pennsylvania became free and sovereign, the Delaware rolled between them, and, ipso facto, the centre of that river became the division line, until a mutual convention between them settled their boundary; and such, we are sure, was their apprehension of the matter, for, by treaty, they divided the river and the islands within it. In like manner is the divisional line with New York ultimately to be settled. Precisely the reasoning urged against us would bring the jurisdiction of New York to high water mark on the Jersey shore. New York answers to our claims, and reasons just as the council of proprietors do here. The whole of the two states was given to the duke of York; what was not sold off remains to us. New Jersey, by special metes, was sold off, and you are to take this strict measure? Not so. The great river Hudson vested and remained in the sovereignty till the declaration of independence; it then became a great natural boundary, and vested in the sovereignties of the two states, and the middle is the proper boundary until treaty shall establish another.

The result seems to me to be conclusively this, that the sovereign has allodium of the soil of the sea and its arms; a right of fishery, quasi in trust for all the citizens and subjects; that he has the exclusive right to royal fish; that fishery and navigation are co-extensive; the subject in a limited government, and the citizen in a free republic have, in my mind, the undoubted communem piscariam and the right of navigation. The king's prerogative in England may be, and often is, one of the subject's rights; the sea is res communis. In relation to newly discovered countries, our original proposition seems to me unimpaired. The soil and the rivers are a great national domain. The country must be inhabited, or the king loses his right; and when inhabited, the people carry with them the same rights and privileges they ***43** had in the mother country, I said, before, that fishery and navigation were coextensive.

If King Charles II. could grant, and did grant, all of New Jersey, all the rivers, &c. for private purposes; if there was no public law to restrain him in the use; if his assignees stand in pall ratione; and if, under this conveyance, now after the bond of union between this country and England is severed for ever, the assignees, the lords proprietors, can assert the right and exercise it too, of parcelling out exclusive fisheries in the navigable rivers; if their claim be just and lawful, viz. that the whole was theirs, and what is not sold still remains to them, I ask, what is to prevent their taxing navigation and commerce? Every sloop that sails commits a trespass. This controversy about the oysters is but the entering wedge; the shad fisheries and the navigation come next; and the same process of reasoning which will justify the one, in like manner will establish the other.

****31** Their title to the rivers, we are told, was not a public title for public use, in which all the citizens had an interest, but it was a private individual interest of their own, the subject of sale for money. It is a plain and direct assertion, that fisheries, navigation, and bridges belong exclusively to them.

I have taken no notice of the conveyance of sovereignty to the lords proprietors; it is not here necessary to discuss that. The decision in the reign of queen Anne was, that they could not lawfully exercise jurisdiction and government, and the surrender of the government to her was founded on that decision. But if the government did pass by the grant of the duke of York to Carteret and Berkley, and if their assigns could, and did, take the government by virtue of their grant, it is clear that they took the royalties therein mentioned, rivers, bays, ports, coasts of the sea, &c. in the character of sovereignty, as that common property of the nation, the nominal ownership of which is ascribed to the sovereign, but which is held in trust, and of which all have a common right to partake. The surrender to queen Anne restored all these royalties to the crown of England, if they ever were separated. It follows, that upon the Revolution, when the people of New Jersey became free, sovereign, and independent, all these royalties vested in them the legal title and the use existing in the same; and that the legislature of this state never having given any exclusive right or title to the plaintiff, he is without right or title, and was, therefore, properly called at the trial.

***44** R. Stockton, in reply, after stating the case from the record generally, said--This nonsuit, if supported, would be of serious import to an important species of property which had been claimed and enjoyed from the first settlement of New Jersey; it struck at the root of all title of several fishery in

navigable rivers in the state of New Jersey, a property all important to numerous respectable families located on those rivers, and enjoyed uninterruptedly until this defence had called it into question.

Opinion

The plaintiff's complaint was for breaking his close covered with water and taking away planted oysters. To sustain his suit, it was incumbent on him to prove--1. That he had title and possession of the locus in quo. 2. That the oysters were his. 3. That the defendant entered and took them. These points being established, it would rest with the defendant to shew that lie had a right to enter and do what he did. The place where, &c. was a mud flat on the river Rariton, opposite the farm of the plaintiff, the greater part between high and low water mark, all between the land and the channel of the river, and being of no kind of benefit to, and utterly unfit for, navigation.

To this ground the plaintiff sets up his titles. 1. By the common law, as being a mud flat between a navigable river and the plaintiffs farm, bounded by the river, and being immediately opposite to his farm. 2. By a proprietary survey, made prior to the trespass, by which the whole premises were conveyed to him by the proprietors; which would operate either as a new grant, or a confirmation, according as it might be necessary to apply it to the subject matter.

****32 I.** As to his title to the flat, as opposite and adjoining his main farm. It is true, that at the common law, this right seems to be restricted to high water mark, in the case of navigable or public rivers, but extends to the channel, or ad filum aquce, in private rivers, or those not navigable. It might be contended, with much reliance, that all the rivers included within the conveyance from Charles II. to the duke of York ceased to be public, and were made private rivers by the conveyance to the duke, he being then a subject, and the property being a country wild and uninhabited, except by savage tribes.

Upon this ground, perhaps, it is that Swift in his System, vol. I. 343, lays down the general proposition "that in navigable rivers, every proprietor of land is deemed to have the exclusive ***45** right in rivers and seas adjoining his land to the channel;" and he adds, "that no person may take oysters or any shell-fish from their beds in front of another's land, or draw a seine for other fish, though he does not for that purpose enter upon the land of the adjoining proprietor." It is also a notorious fact, that in the discussion which took place some years ago between the commissioners of this state and New York, our commissioners defended our claim to the channel of the Hudson upon the ground, that to all purposes, but that of navigation, that river must be considered as a private river. Rep. of Com. 14, 15. This report was made to the legislature; their proceedings approved, and their argument published under the sanction of the legislature.

II. But it is unnecessary to press this point, because we gave in evidence a survey and location of the oyster bed, regularly made, in virtue of a proprietary right, before the trespass complained of. One of the adverse counsel has taken an exception to this title in limine, that although "this survey and location was made prior, yet it was recorded after the trespass, as if the title was founded on the record, or even the approbation by the counsel of the proprietors, and not on the actual survey and location." I shall not stop to answer this objection. The Chief Justice, in his opinion has fully and ably disposed of it; his reasoning on that point needs no aid from the bar; it will take care of itself, and there it will be left by me.

The general question then is, whether these mud flats did not pass in full propriety to the plaintiff, either by his title to the main farm, or by this particular survey? If the title to this flat ever was in the proprietors, it certainly has passed to us. That it was in the proprietors, no court of justice in New Jersey is at liberty to deny. This title has the same foundation upon which rests all title to real estate here; it is simple and conclusive. Charles II. claiming and in possession of the whole, conveys to the duke of York a much greater territory. The terms of the grant are as extensive as the English language affords, and as English lawyers could put into a conveyance. It conveys "all the lands, soils, rivers, waters, harbours, fishings, fowlings, royalties, profits, commodities, and appurtenances in fee simple, together with the powers of government, with the exceptions, that he holds of the king by the tenure of free soccage, and that his laws shall be assimilated as near as may be to the laws of England. ***46** The duke conveys, in the very same terms, to Carteret and Berkley; and all their rights have been transmitted, by mesne conveyances, to the present proprietors. They purchased not only the soil and waters, but the government also, and were the lords, legislators and owners of the territory, as fully as the duke had been. Who, then, can doubt but that as all our title to land must be deduced from this grant, so, according to the terms used, and the intent of both parties, it did pass, not only the fast land, but also all those parts of the sea shore, bays and rivers not considered as part of the fast land, which a king of England acquiring title to a new and uninhabited country would legally grant and convey. It is admitted on all hands, that the fast land to high water mark passed; and it has been, and will be abundantly shewn, that the rest, to wit, the shore between high and low water mark, the flats, bays, rivers and waters, from the sea to high water mark, passed.

****33** Now, without going at present into the question of general right to several fishery incidental to, and inseparably attached, as we think it is, to the right of soil, may we not say that the plaintiffs evidence sustained his case, and that he ought not to have been nonsuited. We show that the land was ours; that the plaintiff purchased the oysters; planted them on his own ground; staked that ground off, but not so as to interfere either with the right of taking swimming fish or of free navigation. Thus did the plaintiff purchase, and plant on his own soil, the fry of shell-fish taken from distant natural beds, with intent to improve them; but the defendant entered his close, with tongs took the oysters out of the very soil, and converted them to his own use. Did not these oysters belong to the plaintiff? The original foundation of all personal property is appropriation at the expense, and by the labour of the claimant. 2 Black. Com. 9, 391. In respect to animals called in law fera natura, which can, when in a state of nature, have no particular owner, it is emphatically so. Deer put into a park, rabbits in a warren, fish in a pond, become

private property by caption and detention. The case of oysters planted on a man's own soil is at least as strong. The plaintiff's case includes in it every principle of original acquisition; the payment of the purchase money, made the fry the property of plaintiff; the labour in planting them; the deposit on his own land; constituted each a good foundation of exclusive property; nor ***47** could such an act of planting, though in the water, amount to an abandonment. Such was not the intention nor tendency of the act; but the very reverse was intended when he planted them in his own soil and put up public visible marks, distinguishing them from all others. If, then, such be the foundation of all property; if exclusive right to the fish that swim, the deer that bound, and to the bird that flies, may be acquired by appropriation, why shall he not have in the oysters which he has purchased with his money, planted by his labour, and deposited on his own soil, from which they never can depart of themselves, the same rights? What is the answer of the adverse counsel? It is that this oyster-bed is located in a navigable river, where the tide ebbs and flows, the defendant had a common right to fish there, and, therefore, his entry and taking away the oysters was lawful.

Waiving, at present, the position, I shall hereafter endeavour to maintain, that the plaintiff has shewn full title to a several fishery on this ground, for all kinds of fish; I shall here deny that there was any common right to take these fish. The common right, where it exists, is confined to fish in their natural state, swimming, if they are floating fish, and if they are shellfish, in a state of nature where they are spawned. It is clear, that, at common law, the owner of a river might make a weir across it, if it did not injure the navigation, because it was his own, and such a weir, per se, made a several fishery. Har. L. T. 18, 22, 23. 4 Mass. Rep. 527. Now here is a grant of the land itself, laid in front of the plaintiffs farm, of moderate and reasonable extent, not at all impeding or injuring the navigation, appropriating only a mud flat, planted with small fry at private expense; how, upon any sound principle, can a pretended common right to fish authorize an individual against the will of the owner, forcibly to enter and carry them off? What is a common of fishery? It is a mere privilege or franchise; it is no title to the land or fish; a mere privilege to take fish, and must be used reasonably; to extend it further than to take fish in their natural state, is unjust and unreasonable, and therefore unlawful. It would permit what the law reprobates, the taking the property of another without compensation. To support it is little better than to authorize plunder, whatever fine names it may go by. No case can be shewn, justifying the taking of fish out of a pool, pond, or weir in a navigable river, under pretence of the common right. The ***48** only question in such cases is, whether the pond, pool, or weir is a nuisance to the navigation? It is said, that on this ground there were some oysters naturally bred. Suppose there were, did this authorize the defendant to take those which the plaintiff had planted there? It was incumbent on the defendant to have shewn in evidence, that those he took were natural oysters. He made no pretence of this; on the contrary, it is stated by the report of the Chief Justice, that he took the oysters planted by the plaintiff.

****34** Again--it was said, that mixing them with the natural oysters destroyed our property. Not so. There was no evidence that the rows of planted oysters could not be distinguished from the natural. The defendant had sufficient ground left upon which to exercise his right. The owner of the soil has a right to fence in if he leaves enough for common use. 2 Bac. 392. The court instead of nonsuiting the plaintiff should have put it to the jury to decide, whether the oysters taken were those planted? whether they could be distinguished from the natural oysters? and whether there was not common enough left by the plaintiff unenclosed? If we are owners of the soil, the defendant had no right to enter and take the oysters from the soil; our act in planting and appropriating amounted only to a surcharge of the common. In such case the commoner is put to his action. The case of Cooper v. Marshall (1 Bur. 259) is full in point. In England, the right of property in oyster-beds in navigable rivers is acknowledged as existing at common law, and is protected by penal statutes. 3 Chitty's Crown Law 359. By the statute 31 George III. chap. 51, the taking oysters from such beds is made a misdemeanor. 3 Chitty's Crown Law 359. By the 48 George III. chap. 144, it is made felony; yet there is no prior statute making such beds in navigable rivers the subject of private property. By these statutes, the legislature recognize oyster-beds and the oysters there planted as private property, and protect it by making the spoliation thereof an indictable offence. 5 Esp. Rep. 62. 1 Camp. 309. In the cases which have occurred under these statutes, this idea of common right to take oysters has never been set up as a justification of the offence; but the distinction between floating fish in a state of nature, and oysters in a bed, is recognized. In the case of the State v. Capt. Lewis, who was indicted for an assault upon these same Woodbridge men, in defending his oyster-bed adjoining the premises, tried at the ***49** Court of Oyer and Terminer of Middlesex county a few years ago, he was defended on his right of property to the bed and the oysters which he had planted; and although the assault was by presenting a loaded pistol, attended by a threat of inflicting death if the trespassers did not desist, and was fully proved, yet the defendant was acquitted by the jury on the charge of the Chief Justice, that Capt. Lewis had a right to defend his property, and that what he did, did not exceed the bounds of defence. This case, compared with the present, affords a strong instance of discrepancy in judicial opinions. One citizen loads his pistol, takes the field and drives off the plunderers, acting as they did, on this same pretence of common right; another citizen, not so adventurous, submits peaceably, appeals to the law of the land, and is nonsuited by the same respectable judge by whose direction the other had been acquitted!

The principles of private right and of public convenience require that this species of property should be protected. The oysters on the open beds are nearly exhausted; the rakers have become so numerous that oysters are not permitted to attain any maturity; they are small and worthless--hence the price of those fit for use is greatly enhanced; but if this reasonable use of a man's own soil is permitted and protected, every land owner on the shores of our bays and salt rivers will have an oyster-bed; the quantity brought into market will bring down the price, so that the poor as well as rich may eat and be glad.

****35** The only other case which has occurred in New Jersey was cited from 1 Pen. 391, by the adverse counsel. But in that case the planter of the oysters had no pretence of right of soil; he was not the owner of the adjoining farm, nor had he made any location of the premises; he was merely a wayfaring man, who dropt his oysters in a navigable river. At the time when that case was decided it seemed quite clear, from the anxiety manifested by the judges to protect planted oysters, that if he had been owner of the soil he would have been successful.

II. General point.--But not to rest on this particular case, as forming an exception to a general rule, shall follow the adverse counsel through the great point which they have laboured, and, notwithstanding the learned arguments we have heard. I submit it that our claim to a several fishery has been fully sustained. The adverse counsel yield to us some of our ground. They ***50** seemed to admit that these rivers, bays and waters, with the land they cover, are the subjects of exclusive property, and that by the law of England the king is the general owner.

The points debated are--1. Could the king lawfully grant a right of several fishery in a navigable river? and did he grant such a right to the duke of York, and he to the proprietors? 2. If he could, and such right did originally pass, was it surrendered by the proprietors to queen Anne?

1. The right of the king of England to make such a grant is denied by the defendant's counsel. But it has already been shewn--1. That, by the common law, the king had such a right. 2. That there was no statute of England which prohibited the king from making such a grant of lands in New Jersey.

1. Charles II. as king of England, was owner of New Jersey. His title was such as was recognized by all civilized nations, discovery of a new and before unknown territory inhabited by savages--conquest from the Indians and Dutch; these were the foundations of his right. We have an authentic history of these transactions. The English first discovered and took possession of this part of North America. Being at war with the states of Holland, they were driven out by their enemy, who took possession and built the city of New York, then called New Amsterdam. They extended their settlements into New Jersey, particularly into the adjacent counties of Bergen, Essex, Monmouth, Somerset and Middlesex, the first inhabitants of which were generally Hollanders. But in 1664, the English re-conquered the territory and expelled the Dutch government. The king thus gained a new title, by conquest over a civilized owner. His grantee, the duke of York, took complete possession, and the whole landed property of New Jersey is held immediately from the king of England. He held it not merely in point of jurisdiction, but also of ownership. It was unappropriated land, a savage wilderness, a great waste. To such property the law appoints the king as owner, because there is no other. Moreover, it is a fundamental principle of the common law, that all lands, even those of private men, are held of the king. Where there is no private owner, therefore, all persons must claim title through him. 2 Black. Com. 49, 50. In respect to the old settled and granted lands in England this may be a fiction of law, but it is truth and history here. It was a newly discovered wilderness, *51 conquered by the king of England; it was his from necessity, and belonged to him solely, substantially, and beneficially. Thus, being the lord and owner of the land, shores, rivers, bays, and waters, he conveys to the duke of York as fully and amply as he held them, except only that his title was allodial, the duke's feudal, in free and common soccage. Not only does he convey the full propriety, but to make it more full, and as extensive as possible, he grants also the powers of government. The duke conveys to Berkley and Carteret, and they to the proprietors, as fully and extensively as the same were conveyed to the duke. This was a solemn deliberate act, well considered at the time, and intended to convey all which the granting words imply. It was twice conveyed; the first grants were in 1664, but at the date of the first grant to the duke, the Dutch were in possession, but they were expelled the same year. Ten years afterwards, doubts being entertained whether the re-conquest did not give the king a new title, notwithstanding his grant of 1664, he, in 1674, made a second grant to the duke, and he to the proprietors, in the same terms with the first. Then, to wit, in July, 1676, followed the deed of partition, commonly called the quinti parte deed, by which East Jersey is assigned to Carteret, and West Jersey to Berkley; and afterwards, in 1682, the trustees of Carteret convey East Jersey to the twelve proprietors, under whom the present proprietors claim. All these me.vne conveyances adopt the words of the original grant in extenso, constituting the proprietors as fully owners and governors as the duke, or even the king himself had been, saving only their allegiance to the British crown. Under this title did the proprietors take possession as owners and rulers. They appointed their governor, made their constitutions, granted lands, and did everything which pertained to full and absolute ownership and dominion. This title, and the proceedings of the proprietors under it, were repeatedly confirmed by the 'English monarchs, nor were their powers ever questioned until a short time before the surrender of the government to queen Anne, and then nothing further was questioned than the grant of the important powers of political government. Was all this delusion? Had the grantees really no beneficial interest? Were they trustees for the expected settlers, or the true owners and proprietors of everything included legally in the forms of the grants? Let every landholder, every owner of several *52 fishery, from Hackensack to Cape May, look well to the answer given to these questions, all our titles depend upon it; the answer of law, liberty, and justice at this time of day is, that all which the grants purport to grant, were legally and effectually granted.

**36 By the common law, the king is the owner of all navigable rivers, bays, and shores below low water mark, and he owns them, not as trustee, but in full dominion and propriety. Davies 152 to 155. 6 Corm. Dig. tit. Prerogative 55 (D 50). 5 lb. Navigation (A) 102. Har. L. T. 10, 11. He has as full a right to grant and convey, at the common law, as a private man has to convey his farm, and this law has annexed to this right but two limitations. 1. That these waters shall remain highways for passage and navigation. 2. That while they remain ungranted there is a common right of fishery therein. The cases cited fully prove, that in places over which the tide ebbs and flows, between high and low water mark (seaward) the king, by the common law, has not only the jurisdiction but the property. This was the law as understood by Lord Hale, a most learned judge, not inclined to stretch the rights of the crown, and that even in regard to the waters, seas, and rivers within the English dominions. How much stronger is the case here, as to

waters washing a newly acquired territory uninhabited only by the savage tribes, and acquired by conquest. That the king, as owner, may grant to an individual a several fishery in a navigable river, is the received common law of England. 5 Com. Dig. Navigation B, 102. Har. L. T. 17, 18, 19, 22, 23. lb. 34, 5, particularly the case of Crow v. Johnson. These authorities are express to the point, and need no comment. Neither Lord Hale nor Chief Baron Comyns understood the rule of the common law to be what the counsel contend for. What answer is given to these cases? The adverse counsel say, that they refer to old grants made by the kings of England, by usurpation, before the passing the celebrated statute of Magna Charta; that such grants are prohibited by this statute, and, therefore, the grant was void as to the right of fishery. This position of the defendant's counsel is not founded in law. Have we not proved that the king is owner by the common law? Shall he then, of all owners, be the only one who cannot grant all that belonged to him? This is in truth reversing the most fundamental principle of the English law *53 which gives to the king, by his prerogative, more ample powers than any subject can possess. Lord Hale makes no such distinction. He wrote in the reign of this same king, two centuries after Magna Charta, and he considers it then as perfectly clear that the king might lawfully grant these exclusive water rights.

If such grants were considered usurpations, why were they not annulled by course of law? Would so great and learned a lawyer as Hale have treated them with such respect, if they were all unlawful by the common law? The gentlemen are obliged to concede, that an individual may claim a several fishery in a navigable river by prescription. This concession admits the legal power of the king to grant, for it is a first rule of this branch of the law, that nothing can be prescribed for which could not be granted. Prescription presupposes a grant, which from length of time cannot be shewn. 7 Coke's Rep. 18. 2 Black. Corn. 264. When, therefore, modern judges and writers agree that you may prescribe for a several fishery, they do admit that if the grant could be shewn it would be good, for prescription means usage, time out of mind, founded on original grant.

****37** The true rule has not been given to us by the adverse counsel; it is this, that prima facice fishery in a navigable river is common. He who sets up an exclusive right must shew title by either grant or prescription presumed by the law to be founded on grant. Indeed, if ownership of the soil is essential to a right of several fishery it does not seem strictly correct to say, that you may make title to it by prescription, for soil cannot pass by prescription. It is more accurate to say, that by prescription a right of common fishery may be destroyed. That the plaintiff's right to several fishery may be established by grant, and the defendant's prima facice right of common destroyed by it is fully proved. Chief Baron Comyns says, "So a man by grant or prescription may have several fishery in a navigable river." 6 Com, Dig. 56. This is his own position; he afterwards cites the case of Warren v. Matthews, cited against us as being contra, in his manner, when he thinks the case is not law.

Lord Mansfield gives the same rule as laid down by Comyns. 4 Bur. 2164. And Justice Yates says, in express terms, that several fishery passes by grant or prescription. We have then the authority of such great men as Hale, Comyns, Mansfield, and Yates to prove that, by the common law, a right of several ***54** fishery may be granted. That the words of these grants do convey a several fishery, if by law it may be conveyed, has been fully demonstrated by the opening counsel. It passes by a grant of the soil, which is as well of the water over the soil as of the soil under the water. Har. L. T 17, 19. 5 Bur. 2814. Davies 180-1. It has never been doubted but that a conveyance of the soil passes fishery. The doubt has been whether there could be a right of several fishery without the soil, (Doug. 56.) and the modern opinion seems to be that there cannot. A right of several fishery is not a mere appurtenance to the land, but the land itself, and, therefore, when the land passes so must the fishery. Hence Lord Hale and Chief Justice Parsons say, that making a weir rightfully makes a several fishery. So, by a grant of all waters, several fishery passes. In our case the grants are drawn with an evident intent to pass all which the king could grant, either as land or as water. Then if the king, by the common law, was competent to grant, and did grant, a right of several fishery, the remaining question is, whether this right was taken away by statute?

III. The celebrated Magna Charta is relied on, or rather two sections of that statute, to wit, the 16th and 23d, and when the words of these sections are read it is no small tax upon the gravity of argument to discuss its application to the present case.

16th section, statute at large--"No banks shall be defended but such as were in defence in the time of king Henry our grandfather." The counsel for the defendant asserts, that this section prohibited Charles II. from granting to the duke of York the waters of New Jersey? Who can forbear a smile? What banks are meant, the banks of the Hudson, Rariton, Delaware, Potomac, or Mississippi? What did "our grandfather king Henry" know about them? The banks intended by the parliament are those of the great navigable waters of England; it is local in its provision on its very face. How "defended" by sticking poles of willow whips in a mud flat, over which the smallest boat at high water can glide, to mark out an oyster-bed at Amboy! Is this the "defence" which that statute was intended to put down? No! the famous barons who extorted that statute from John, spoke of those artificial banks or mounds raised in navigable rivers in England, by Which not only the natural passage of the fish was stopped but also the navigation interrupted. This sixteenth *55 section was so illy penned and useless, and the object so much better attained by subsequent statutes, that even when Bracton wrote it was considered out of use in England. 2 Inst 30. And Judge Blackstone, in his tracts, analyzing this famous statute, does not even give us either of these sections.

****38** 23d section, Statute at large, 6--"All weirs shall be utterly put down by Thames and Medway and through all England, except on the sea coast." This in its terms is local, confined to the realm of England; and what does it enact even there? What is a weir? It is a dam across a river. But did it mean, even there, that there should be neither dam nor stake stuck in the mud in any mud flat in England? It meant simply to prohibit nuisances. If the weir did no injury it was not within the purview or intent of the statute.

For this exposition, we give the authority of Coke and Hale, and the parliament of England. Har. L. T. 9. Hale, after giving the words of this section of the statute, says it was meant to restrain nuisances, and "these nuisances were such as hindered the passage of boats." lb. 22. Again--commenting on this and some subsequent statutes, Lord Hale says, "and by force of these statutes, weirs that were prejudicial to the passage of vessels were to be pulled down. But that did no way disaffirm the property, but only remove the annoyance."

The statutes 25 Edward III. chap. 4, and 1 Henry IV. chap. 12, were passed to amend and explain these senseless sections; (1 Statute at large 260. lb. 429) and Lord Coke, in commenting on them all says, "the generality of the words of the 23d section of Magna Charta are corrected and restricted, by the two subsequent statutes, to such erections as were nuisances." 13 Coke 35.

In 3 Bur. 1768, we find a case of several fishery in the river Thames, and the court say upon this subject, "that a man may do anything with his own which is not a nuisance." Here we have a sensible practical explanation of these old English statutes, and it becomes useless to inquire, whether any part of the local prohibitory provisions of the statute law of the mother country applied to this new acquisition? There was much crude opinion in England on the general question of the statute law extending here. Lord Holt, the great whig Chief Justice of England, on whose sole authority the general point of the adverse *56 .counsel rests, says, "the law of England does not extend to Virginia; her law is what the king pleases." Salk. 666. He probably meant the statute law of England, and perhaps he was right so far, speaking as an English judge. The doctrine of the colonists here was, that so much of the statute law as suited their condition was brought over, as well as the common law; and further, they undertook to say what did suit them. But the first proprietors and settlers did not repose themselves upon the statutes of England for their rights and liberties, but took care to grant on the one side and secure on the other, in what is called the grants and concessions, all the great principles of English liberty. The great political clauses of Magna Charta, particularly the 29th section, which is the bill of rights of the people of England, is adopted word for word, and incorporated into the grants and concessions. These grants and concessions do in fact exhibit an original contract between the people and their rulers, a complete free written constitution. The venerable ancestors of the people of New Jersey have the uncommon honour of having first reduced to practice the theory of original contract between the governor and the people, and of presenting to the world the first written constitution which effectually secured the religious and civil liberty of the settlers. They wanted not the protection of English statutes, finally to be construed and applied, or not, by English judges. They demanded, and received, a constitution of their own, securing to them and their children all the benefits of a free government. And yet the learned counsel accuse us of advancing and advocating slavish principles, because we insist that these miserable samples of rude legislation contained in the above sections of an English statute, speaking of our grandfather Henry, and of the Thames and Medway, ought to be excluded from all operation now in New Jersey. There is nothing, then, in the statutes relied on interfering with our title, and the question recurs, might not the king, by the common law, grant the soil, and with it several fishery in the colony of New Jersey?

**39 The dictum of Judge Blackstone is relied on. 2 Black. Com. 39. He is the first elementary writer who denies to the king the power of granting since the statute of Magna Charta, but this part of the great work was reviewed by the learned author after Mr. Hargrave's observations upon his doctrine of fishery, and is now carefully penned, and is expressly confined to a grant by *57 the king of the franchise of free fishery. He does not say, that the king could not grant the soil of a river, and, of course, several fishery as part of that soil. The distinction between several and free fishery, in respect of such grants, is palpable and obvious. The right of free fishery is an exclusive right to take fish in a navigable river not granted away, but belonging to the king by his prerogative. In the king's hands, the common right of taking fish in all the people attaches to it, and he may not now grant to a favourite an exclusive right, and yet remain owner jure corona, for while the property is in him, such exclusive right is in derogation of the common right of the subject. But if the king grants the soil, the presumption of law is, that he grants it for good reasons, and that no prejudice will flow from it, and it immediately becomes the freehold of the party. The grantee holds it subject to the jus publicum, (which is not the common right of fishery) and must take care that he erects no nuisance; but under this limitation it is as much his as the fast land, and he cannot be deprived of it without injustice.
2 Cruise 297, also cited against us, follows Blackstone, uses his cautious language, and confines the restriction to the franchise of free fishery. It is true that Lord Holt, in the case of Warren v. Matthews, before alluded to, as reported in 6 Mod. 73, cited against us, is made to say, that there can be no several fishery in a navigable river. AS it stands in the book, it is a mere dictum. What the particulars of the case were does not appear, and the general position is not considered as law by Hale, Comyns, Mansfield, and Yates.

It is asserted by the adverse counsel, that the old grants of several fishery were usurpations contrary to the common law. No case has been, or can be, shewn to warrant that assertion. The common law seems admitted to be in favour of the power of the king by all the old writers. The only question made has been, whether he was not restrained by statute? We have shewn what that restraint is, and that it is nothing more than a restraint against authorizing a nuisance.

Again--it is said, that although the king may be the owner of this sort of property, by the common law, yet he is not so to every intent; that he holds the jure corona· as a trustee for the people, and, therefore, cannot convey to their prejudice. It is likened to the other dominions of the crown, which they assert ***58** he has no power to alienate; and they run a distinction between what the king has as king, in virtue of his prerogative, and what he holds in his own right, as private property. For example, they say that he claims the sea, bays, rivers, and shores by his prerogative, for his people, and, therefore, may not grant to their prejudice. But

lands which accrue by escheat or forfeiture, say they, are his own, and he may grant them to whom he pleases. There is no kind of solidity, either in the reasoning or the distinction. At the common law the king is not, as to his lands, a trustee for the people, and might alien the domains of the crown. 3 Cruise 14, sec. 5. 4 Statute at large 88. He had the same, nay a greater, power to grant than a private man. He was never restrained until after the revolution of 1688, by the statute of Anne, (3 Cm. 565) which is confined to his lands in England, and was passed long after our title accrued, and that statute permits the alienation for thirty-three years.

****40** By the common law, all the king's lands belong to him jure corona. 6 Com. Dig. 61 (D 63). His natural character is merged in his political; he can, in his own name as an individual, hold nothing; it is by his prerogative that he takes by forfeiture or escheat; he claims and owns royal fish, as they are called, by his prerogative, and yet they may be granted. I Black. Com. 298. In short, he is considered, by that law, as having a mere political character, and claims and holds all that he has as king, but may grant at his pleasure. Davies 152. It is palpable that this course of reasoning would go to prove that the proprietary title to lands in New Jersey is worthless. Charles acquired the main land as king; he was entitled to it only by his prerogative. If he was disabled to grant what he held as king he could not convey an acre of land.

But it is again asserted, that the grantee of the king, and those claiming under him, hold subject to the common right of fishery vested by the common law in the people. This is in truth the pivot upon which the defendant's case rests; but the principles we have established, and the cases we have produced, demolish it. We have shewn that the grant of the king passes the very title and propriety of the land and water, absolutely and without any such restriction; and that a right of several fishery passes with the soil. Where a several fishery passes, a common right of fishery cannot exist; they are utterly incompatible, for ***59** the right of several fishery is altogether exclusive. This assertion, then, is but a repetition of the fundamental position, that the king cannot grant several fishery in a navigable river. What authority has been produced? what dictum that the king's grantee of the soil of a river holds subject to the right of fishery? Lord Hale says, it is true, that he holds subject to the jus publicum, but he tells us what that is: it is the right of "passage and re-passage with their goods by water," (Har. L. T 36) which must not be taken from them under pretence of a royal grant. For this is the right of the people by the law of nature, rivers being great highways furnished by the great Creator for the use of the human race. Common of fishery is no more a part of the jus publicum, than common of pasturage belonging in all the tenants of a particular manor.

Again--it is said, that the king of England, alone, could do no act to divest the right of the people, without the aid of the other branches of the legislature, and, therefore, his grants are void, so far as the common right of fishery is concerned. This is part of the old error the counsel for the defendant have fallen into in denying that the king is, by the common law, the true owner and proprietor of everything acquired in his regal capacity. That he is such absolute owner has been fully proved; and that he may, in all cases in which he is not restrained by statute, convey in full propriety, has also been demonstrated. No authority has been shewn, or can be found, to support this novel idea; it is utterly inconsistent with the whole system of the common law, touching the prerogative of the king.

****41** It is also said, that the great object of these original grants was the settlement of the country, and that they must be construed so as best to promote that end; that the right of fishing, being a common right, must be considered as reserved to them by these grants, because it is for their benefit that it should be retained. This is a strange doctrine, as applied to grants, deeds, and muniments of title to land; if it is adopted, and acted upon, and improved by modern ingenuity in the best manner for the good of the people, it will soon render such instruments of little avail to the owner. Fortunately, however, it happens to be in direct repugnancy to the law of the land, by which the construction of all solemn conveyances, and of the words inserted in them, have been fully settled, so as never to admit considerations of political ***60** policy in any manner to affect their legal operation. But if we could admit, for a moment, such considerations into this case, we might ask, what was the best plan to effect an actual settlement of this wilderness in the reign of Charles **II.?** Surely it was by encouraging a few men of enterprize and capital to embark in, and devote themselves to, the object. The settlers were to be brought from England, and maintained and protected here till able to take care of themselves. Hence the policy to encourage the immediate adventurers by most extensive grants and powers, and of leaving it to them to parcel out the lands without restriction. The duke first sold to two, who would probably never have purchased if the powers and rights of the original grant from the king had been curtailed; these sold to the twelve; they to the twenty-four; and they again to the forty-eight, on the original terms, leaving them to make their own contracts with future adventurers. And even as to the sub-purchasers, the small proprietors, surely the right now in discussion being secured to the landholder would be an additional inducement to substantial purchasers to fix themselves on the waters of the territory.

It is further objected, that we have not been able to shew that the king of England has ever granted a right of several fishery in a navigable river since the statute of Magna Charta. If this be true, which is denied, it is because several fishery is dependant on the ownership of the soil, and because all the lands of England, especially those on their rivers and the sea shore, have been granted and parcelled out ever since the time of the Norman conqueror. England being an island, the English have been a commercial nation time out of mind, and the jurisdiction and property of their great rivers, from early times, has been distributed among their great corporations. Sir John Davies says, "the city of London, by charter from the king, hath the river Thames granted to them, but because it was conceived that the soil and ground of the river did not pass by that grant, they purchased another charter, by which the king granted to them solum et fundum of the said river." He does not say which of the kings gave this charter, but it is not likely that both grants were prior to Magna Charta.

****42** The case of Bulbrock v. Goodire proves that several fishery is now held in the Thames by individuals claiming under the corporation. 3 Bur. 1768. In 3 Chitty's Criminal Law 974, we ***61** have an indictment for taking oysters from the oyster fishery of the borough of Lin Reges in the county of Norfolk, within the limits and precincts of the port of Lin Reges. This, no doubt, is the case of several fishery belonging to that corporation, as owners of the river. In Davies 155, this case is stated: "king Henry III. granted to Strangeways totam illam liberam piscariam vocatum the fleet in Abbotsbury, which is a bay and creek of the sea:" and he adds, "this was a several fishery on a branch of the sea." The assertion is then incorrect in point of fact, and it is not doubted, but that if we had a full collection of royal grants to corporations and individuals since Magna Charta, many would be found granting the solum et fundum of navigable rivers in England.

It has been further asserted, that the people have always exercised the right of taking fish; and a grantee of the proprietors now, for the first time, has set up this pretence. There is no foundation in fact for either branch of this assertion. That the people have been in the habit of taking oysters from the unappropriated beds may be true, but that such a right has been exercised in places where the soil of the river has been sold and located is denied, and has not been proved. It is a matter of fact, and ought to have been proved. The defendant gave some evidence, that in former times, before the survey, the Woodbridge people insisted on their right, and so did the owner of our main farm insist on his, and resist theirs; but it is well known that the Woodbridge men claimed the right of fishing not as a right of common, but under their grant from the proprietors, commonly called the Woodbridge charter. When this action was brought, they discovered that the charter upon which they relied did not cover this oyster-bed, and then they, for the first time, by the advice of their learned counsel, took this new ground of common right. There is not a particle of evidence that they ever before asserted a title by general right of common fishery; on the contrary, they claimed by grant, as the plaintiff does. The people of this state exercise a right of fowling and hunting in the waste of the proprietors. Surely when the proprietors sell, and the purchaser encloses and improves, such a right could not remain; and yet that is precisely the same sort of common right as that exercised by our adversaries in regard to fishing.

As to this being a new claim, now for the first time got up, the ***62** documents produced should have shielded us from this reproach; we have shewn many grants of the soils of the rivers from the public records, and many more from the earliest times no doubt exist. Is it not a notorious fact, that numerous fisheries have been held on all our great rivers for more than a century without dispute? Many actions of trespass have been brought in this court, and heavy damages recovered for taking fish from such several fisheries; not merely for hauling on the land, but for taking the fish swimming in the river. The doctrine upon which this nonsuit was ordered will destroy all this species of property from Powles Hook to Cape May. It is well known that seines may be drawn without touching the land. Shad fisheries of immense value, which have been transmitted from father to son, time out of mind, are destroyed at a stroke, though the property in them has been admitted by the legislature in all their acts taxing and regulating them. The argument, then, from possession and usage, is altogether on the side of the plaintiff.

****43** This doctrine of a right of several fishery is not confined to New Jersey; it is recognized and protected in many of our sister states. In Massachusetts, the fisheries all belong to the public corporations, who distribute them out among the different towns. This proves that they were considered as passing by their charters, and that there is no right of common in these fisheries in the whole mass of the people. In Connecticut, as early as the year 1790, the Supreme Court, in the case of Adgate v. Story, determined that the adjoining proprietor might maintain trespass against one who drew a seine in a navigable river fronting his land. 1 Swift's System 343. In Pennsylvania, it has been judicially admitted, that a several fishery might have been granted by the proprietors before the extinction of their title, or by the state since. 2 Bin. 475.

The act of the legislature of Pennsylvania vesting in the commonwealth the estates of the late proprietors, grants all the soil, royalties, and franchises granted by Charles IT. to William Penn, and the Supreme Court in the cases just cited, admit that the right of several fishery passed. 1 Dal. Penn. Laws 822.

In Maryland, upon Lord Baltimore's grant, it was held, that the king had power to grant several fishery, and that the forms of that grant, not so comprehensive as ours, did convey it. The only doubt was on a proviso reserving the common right of *63 fishery to the people of England. Har. & M'Hen. Rep. 564. And, finally, we find the settlers in West Jersey contracting for the right of common of fishery with the proprietors, and the proprietors granting it to them. Learming & Spicer 390. But no such grant has ever been made by the eastern proprietors, and the concession and acceptance of it shews that, in the opinion of both parties, it did not exist without it.

IV. The only remaining point to be discussed is, whether the title of several fishery was surrendered and given up to queen Anne when the proprietors yielded up to her their jurisdiction and powers of government? This argument was delicate and dangerous, because it gives up at once all the rest of the case, admitting that the right in question did pass by the original grants to the proprietors; for if it did not exist it could not be surrendered. And here it is to be remarked, that the crown of England executed every reasonable act of further assurance to protect and enforce the grants to the proprietors while the government remained in the proprietors, as the documents laid before the court fully prove. The only trouble they met with was from the duke's governors in New York. When he became king, he was too much engaged in his own plans at home to spend time in the affairs of his colonies; but after the revolution, and towards the latter end of the reign of William III. the British court betrayed the same disposition which had before appeared in regard to other colonies, to infringe the liberal charters which had been first granted to the adventurers in America; and the crown lawyers began to question

the validity of that part of the grant of Charles II. which conveyed the powers of government in extenso. And so many impediments to the liberal views and exertions of the proprietors to settle the country were thrown in the way, that they judged it most expedient to open a treaty for the surrender of the government to the crown of England, so far as related to the great political powers of government.

44 Learming & Spicer 588, give the propositions of the proprietors. In the 9th section it proposed, that the proprietors may be lords of the soil and hold courts. Ib. 595, the answer of the board of trade is, that they have no objection to this, in case those officers be like such as constitute the courts Leet and Baron in England. Ib. 590, in section 13th, the proprietors reserve all royalties, enumerating them, "to remain to the proprietors ***64 with all other privileges and advantages, as amply as in the grant and confirmation to them of the 14th March, 1682." 596, the answer of the board is, "This article may be reasonable, except as to the goods and chattels of traitors, & c., which is matter of state;" and they add these significant words, "Nor can right accruing to the proprietors from the seas adjacent be well circumscribed."

With this protocol before us, we proceed to the final treaty, which is found in the instrument called the surrender. This instrument recites the original grants, and that the king did grant to the duke, and he to the proprietors, "full and absolute power and authority to appoint governors, and to correct, punish, pardon, govern, and rule all the adventurers, according to such laws &c. as the duke or his assigns should establish, with power to use and exercise martial law in case of insurrection, rebellion, or mutiny, and to make war against all persons who should attempt to inhabit without the leave of the duke or his assigns." Learming & Spicer 609, 12, 13. It then recites, "that her majesty queen Anne had been advised that the proprietors have no power to execute any of the said powers, but that the same belonged to her majesty in right of her crown." It further recites, "that the proprietors, being desirous to submit themselves to her majesty, are willing to surrender all their pretences to the said powers of government." Then they do surrender and yield up to the queen "all these the said powers and authorities to correct, punish, pardon, govern and rule;" and also the right to make laws and appoint governors; "and also the powers to use and exercise martial law, and to make war," &c.

Is it not, then, self-evident that this deed of surrender only embraced the great political powers of government which, as the country was becoming populous, were inconsistent with dependence on the British crown; and that it did not convey or surrender any estate, property, franchise, royalty, or privilege appertaining to the soil, rivers, and bays which entered essentially into the estimate of the value of the soil, and had become their property? It was so understood by the queen and her council. Immediately after the surrender, Lord Cornbury was appointed the first royal governor. He received written instructions, the 36th section of which recommends passing such laws "as will secure the right of property of the soil to the proprietors," ***65** and "all such privileges as were expressed in the conveyance to the duke of York, excepting only the right of government." Learming & Spicer 628, sec. 36.

****45** Now, unless this court is prepared to pronounce that the claim of right of common of all fish is one of those great political rights which pertained essentially to the crown of England, and a part of the right of government, it cannot be within that deed of surrender. Indeed, unless the words of the deed of surrender are disregarded as well as the manifest intent and meaning of the contracting parties, there is nothing in this objection.

KIRKPATRICK C. J.

This is an action of trespass for entering upon the plaintiff's oyster-bed in the mouth of the Rariton, at Perth Amboy, and taking and carrying away his oysters there planted. It was brought to trial at the Middlesex circuit, in December last, when, upon the case made out, the plaintiff was nonsuited; and upon coming in of the Postea there was a rule to shew cause why that nonsuit should not be set aside and a new trial granted.

It appeared in evidence, upon the trial, that the plaintiff, on the 14th of February, 1814, had purchased in, and, at the time of the supposed trespass, was in possession of, a certain farm, commonly called Nevill's farm, containing one hundred and seventy-five acres, 'or thereabouts, lying on the river Rariton, opposite to this oyster-bed, and extending, according to the words of the deed, to the bank of the river; that one Joseph Coddington, who had before owned and possessed the said farm, and under whom the plaintiff held, had, twenty years ago, and more, and while so in possession, staked off a part of the oyster-bed in question, and that part of it, too, from which these oysters were taken, and had, during his time there, claimed the exclusive right of taking oysters upon the bed so staked off; but the people had always disputed that right, had entered upon it, and taken oysters from it, when they pleased, and if opposed by Coddington, that the strongest usually prevailed. And it further appeared, that the plaintiff, soon after he came into the possession of the said farm, staked off the present bed, being greater, but including Coddington's, began to plant oysters upon it, and has continued to plant more or less, at the proper seasons, every year since that time; that some of the stakes, ***66** by which it is so staked off, stand below low water mark, but that they are so slender as to oppose no obstruction to the navigation of the river, even with the smallest craft; that this bed is about fifty yards below common low water mark; the tide ebbs and flows over it; it is frequently bare at the full and change of the moon, and commonly, though not always so, in the fall and spring; that there have always been oysters upon it, as well as upon the other beds in these waters, and that the space between it and the shore is what they call a mud flat, commonly covered with water, but not a channel for vessels or other craft usually plying in that river. And it further appeared, that the plaintiff, on the 3d of April, 1818, by virtue of a warrant of location from the proprietors of East Jersey, caused a survey to be made for himself there of 41.59 acres of land covered with water, including a certain survey of wharves formerly made to one Sonmans, and leaving for his survey 35.59 acres, including the oyster-bed in question. And although it appeared, that this survey had been made before the supposed trespass, and had been approved and recorded in due form, yet it did not appear, that such approving and

recording had been before the said trespass, the time of the recording not appearing upon the record. And it further appeared in evidence, that the defendant had entered upon the said bed, so staked off, and taken oysters there, at the time in the declaration set forth. And, indeed, it was admitted by the defendant himself, that he, together with others, had so done, but merely with a view of trying the plaintiffs pretended right, and not with a view of injuring the bed, or taking the oysters further than was necessary for this purpose.

****46** Upon this state of facts, the defendant moved for a nonsuit--1. Because the plaintiff had shewn no title arising from possession only, that is, an exclusive and adverse possession. 2. Because he had shewn no title under the proprietors, it not having appeared that his survey had been approved and recorded before the supposed trespass was committed. 3. Because the proprietors themselves had no title which they could convey, even if the form of conveyance had been complete. Upon the last of these reasons the plaintiff was called. But yet, still, in shewing cause upon this rule, the defendant's counsel have insisted upon the first and second reasons also, against the claim of the plaintiff, which he still maintains, so that it becomes necessary to look a little into each of them in their order. And

***67** 1. As to the mere possession. This is no other way proved than by shewing the conveyance for, and the possession of, the Nevill farm upon the shore opposite to this oyster-bed, extending, to make the most of it, to the water's edge only; and by shewing further, the staking off of the said bed, the planting of oysters upon it, and sometimes fishing and taking oysters there, as other people also did, the claim of exclusive right notwithstanding.

Now, upon this it is to be observed, that though a grant of land to a subject or citizen, bounded upon a fresh water stream or river not navigable, and where the tide neither ebbs nor flows, extends to the channel of such river, usque ad filum aquce, as they have it in our old books; yet that a grant of land bounded upon a river or other water which is navigable, and where the tide does ebb and flow, extends to the edge of the water only, that is to say, to high water mark, and no further. See the case of the river Banne, (Davies 152, 155); Har. L. T. 5; Carter v. Mareott, (Bur. 2164 All pretence of possession, therefore, in this case, as being connected with, and appurtenant to, the adjacent land, must fail. The grant for that could extend only to high water mark, and it could, therefore, carry with it no part of the adjacent land covered with water. And if the plaintiff would set up a possession founded upon the staking off the bed, planting oysters upon it, and sometimes fishing there, even if it were a subject matter that could be taken possession of in that way, that possession has not been proved to be either so complete, so exclusive, or so continued, as to establish a right against those having equal claim with himself. He pretends to no prescription; none such exists in this country; he pretends to no grant, none has even been mentioned. He places himself in the situation of a fisherman, who, because he has fished for many years, would claim the exclusive possession of the waters, and the exclusive right of fishing in them. Upon the ground of possession merely, then, I think the plaintiff cannot stand. But the nonsuit cannot be maintained upon this alone, because he sets up another title.

****47** 2. As to the form of the conveyance and the operation of the survey. The proprietors of East Jersey are tenants in common of the soil; their mode of severing this common estate is by issuing warrants, from time to time, to the several proprietors; according to their respective rights, authorizing them to survey; ***68** and appropriate in severalty, the quantities therein contained. Such warrant does not convey a title to the proprietor, he had that before; it only authorizes him to sever so much from the common stock, and when so severed, by the proper officer, it operates as a release to him for so much. This is the case when the proprietor locates for himself. When he sells his warrant to another, that other becomes a tenant in common with all the proprietors pro tanto, and, in the same manner, he proceeds to convert his common, into a several, right. Regularly there is a deed of conveyance upon the transfer of this warrant for so much of the common property and that deed of conveyance, and the survey upon the warrant, is the title of the transferee. It is true, that the survey must be inspected and approved by the board of proprietors, and must be carefully entered and kept in the secretary's office, or in the office of the surveyor-general of the division, but this is for the sake of security, order, and regularity only, and is, by no means, the passing of the title. It proves that the title has already passed, but it is not the means of passing it. It may be likened to the acknowledgment of a deed by a femme covert. Her deed cannot prevail against her, unless such acknowledgment be regularly made and recorded; yet such acknowledgment does not pass the title, the deed has already done that, and it operates from the day of its date.

The view which has been taken of this subject, and so much insisted upon by one of the defendant's counsel, I think is quite too narrow. He has placed himself upon the third section of the act of January 5, 1787, "for the limitation of suits respecting titles to lands." That section enacts, "that a survey made, inspected, and approved by the council of proprietors, and by their order recorded in the secretary's office, or in the surveyor-general's office, shall, from and after such record is made, preclude and forever bar such proprietors from any demand thereon, any plea of deficiency of right, or otherwise, notwithstanding."

Now this is a statute merely for the limitation of suits. It is made for the benefit of him that has the survey; if he procures it to be inspected, approved, and recorded, it is a bar against the proprietors and those holding under them; if he does not do so, it is no bar, but stands just where it did before the statute was made. The statute is not imperative upon him that has the survey to procure it to be inspected, approved, and recorded; it ***69** does not make it void in case he does not do so, but leaves it where it was before, and he loses his bar.

****48** Let us see, then, how those surveys were viewed before this statute. We shall be enabled, pretty satisfactorily, to do this, by looking into the act of March 27, 1719. In the tenth section of that act, it is enacted, "that the surveyor-general shall hold a public office, in which shall be carefully entered and kept the surveys of all lands thereafter to be made; that such entries shall be considered as matter of record, and

may be pleaded as evidence in any of the courts," &c. but it prescribes no time within which they shall be entered, nor does it make them void if not so entered. In the eleventh section of the same act it is recited, "that great inconveniences have happened by making and not recording of surveys, whereby many have not only got lands surveyed which have been formerly surveyed, not knowing of any former survey, but have settled, and made great improvements on the same, and have been afterwards ousted thereof;" and then it is provided, "that surveys heretofore made shall be brought in and recorded within a certain time, or for ever after to be void and of no effect as against succeeding surveys of the same lands duly recorded." Now, if those prior surveys had been of no effect until they were approved and recorded, how could those who had settled and improved under posterior surveys be ousted by them? or how could the evil here complained of ever have happened at all? and if they had effect, that effect is no way impaired by this act, unless it be against posterior surveys of the same lands, duly approved and recorded. The truth is, I believe, that the survey of the proper officers, under a warrant duly issued for that purpose, has always been considered as the act of severance; the inspecting, approving, and recording, as relating back to that act; and the party surveying, as having an estate in severalty from that time. And, of course, except in the case of posterior surveys, the time of inspecting, approving, and recording has not been thought material. And, as to the mode of partition, however necessary it may have been in other cases of tenancy in common, that it should be made by deed; yet in this proprietary estate, upon locations of this kind, I believe it never has been so done. As to the form of the conveyance, therefore, in this respect, the defendant's objection cannot prevail.

3. As to the right of the proprietors to convey. This is the ***70** great question in the cause, and though we have taken time since last term to look into it, yet I must confess, for myself, that I have not done so in so full and satisfactory a manner as could have been wished; and my apology must be, that during a very great part of the vacation, I have been necessarily abroad, attending to other official duties, and during the time I had assigned to myself for this purpose, I have been so much indisposed as not to be able very satisfactorily to attend to business of any kind. I have, nevertheless, so far looked into it as to satisfy myself of the principle that must prevail.

****49** The grant of Charles II. to the duke of York was not only of territory but of government also. It was made, not with a view to give that territory and that government to the duke, to be enjoyed as a private estate, but with a view to the settlement of it as a great colony, to the enlargement of the British empire, and the extension of its laws and dominions. In construing this grant, therefore, we ought always to have our eye fixed upon these great objects. If we shall find some things contained in it, which by the laws of England, as well as of all other civilized countries, and even by the very law of nature itself, are declared to be the common property of all men, then, by every fair rule of construction, we are to consider these things as granted to him, as the representative of the sovereign, and as a trustee to support the title for the common use, and especially so, if we shall find that the king himself had no other dominion over them.

The grant is not only of all lands, but of "all rivers, harbours, waters, fishings, &c. and of all other royalties, so far as the king had estate, right, title, or interest therein, together with full and absolute power and authority to correct, punish, pardon, govern, and rule all such the subjects of the king, his heirs, and successors, as should, from time to time, adventure themselves into the said territory;" and for this purpose to make statutes, ordinances, & c. provided the same should not be contrary to the laws, statutes, and government of England, but saving to the inhabitants, nevertheless, the right of appeal, and to the crown the right of hearing and determining the same. The duke was to govern, but he was to govern, substantially, according to the principles of the British constitution. The colonists were to be governed by him, but, by the very words of the charter, they were to be British subjects, and to enjoy the protection, liberty, and privileges ***71** of the British government. In order to accomplish those great objects, the king selected his royal brother, and granted to him all the rights which he himself had, or could exercise in and over this great territory, saving to himself only the right of hearing appeals. Those things, therefore, which were, properly speaking, the subjects of property, and which the king himself could divide and grant severally to the settlers, the duke, by virtue of this charter, could also divide and grant; but those things which were not so, and which the king could not grant, but held for the common use, the duke necessarily held for the same use, and in the same way.

Let us see, then, upon what principle the king held the subject matter of this inquiry; what right he had in it, and how far he could dispose of it.

Everything susceptible of property is considered as belonging to the nation that possesses the country, and as forming the entire mass of its wealth. But the nation does not possess all those things in the same manner. By very far the greater part of them are divided among the individuals of the nation, and become private property. Those things not divided among the individuals still belong to the nation, and are called public property. Of these, again, some are reserved for the necessities of the state, and are used for the public benefit, and those are called "the domain of the crown or of the republic;" others remain common to all the citizens, who take of them and use them, each according to his necessities, and according to the laws which regulate their use, and are called common property. Of this latter kind, according to the writers upon the law of nature and of nations, and upon the civil law, are the air, the running water, the sea, the fish, and the wild beasts. Vattel lib. i, 20. 2 Black. Com. 14. But inasmuch as the things which constitute this common property are things in which a sort of transient usufructuary possession, only, can be had; and inasmuch as the title to them and to the soil by which they are supported, and to which they are appurtenant, cannot well, according to the common law notion of title, be vested in all the people; therefore, the wisdom of that law has placed it in the hands of the sovereign power, to be held, protected, and regulated for the common use and benefit. But still, though this title, strictly speaking, is in the sovereign, yet the use is common to all the people. This principle, with respect ***72** to rivers and arms of the sea, is clearly maintained in the case of the royal fishery upon the Banne, in Ireland, in Sir John Davies' report

of that case 56, 57, and in Hale's treatise de jure marls et brachiorum ejusdum. Bracton, too, quoting from Justinian, says, """publica sunt omnia fiumina et portus ideoque jus piscandi omnibus commune est in portu fluminibusque, et riparum etiam usus est publicus jure gentium, sicut et ipsius fluminis.”
Bracton lib. i, chap. 12.

****50** In Lord Fitzwalter's case, (1 Mod. 105) it is said, that in an action of trespass for fishing in a river, where the tide flows and reflows, it is a good justification to say, that the locus in quo est brachiam marls in qua unusquisque subjectus domini regis habet et habere debet liberam piscarium, for that, prima facie, the fishing is common to all. In Warren v. Matthews, **(**6 Mod. 73) we are told every subject of common right may fish with lawful nets in a navigable river, as well as in the sea, and the king's grant cannot bar him thereof. Same case (Salk. 357). Carter v. Marcott (Bur. 2162). In navigable rivers, the fishery is common, it is prima facie in the king, but is public and for the common use, Nothing can be more clear, therefore, than, that part of the property of a nation which has not been divided among the individuals, and which Vattel calls public property, is divided into two kinds, one destined for the use of the nation in its aggregate national capacity, being a source of the public revenue, to defray the public expense, called the domain of the crown, and the other destined for the common use and immediate enjoyment of every individual citizen, according to his necessity, being the immediate gift of nature to all men, and, therefore, called the common property. The title of both these, for the greater order, and, perhaps, of necessity, is placed in the hands of the sovereign power, but it is placed there for different purposes. The citizen cannot enter upon the domain of" the crown and apply •it, or any part of it, to his immediate use. He cannot go into the king's forests and fall and carry away the trees, though it is the public property; it is placed in the hands of the king for a different purpose, it is the domain of the crown, a source of revenue; so neither can the king intrude upon the common property, thus understood, and appropriate it to himself, or to the fiscal purposes of the nation, the enjoyment of it is a natural right which cannot be infringed or taken away, unless by arbitrary power; and that, ***73** in theory at least, could not exist in a free government, such as England has always claimed to be.

But if this be so it will be asked, how does it happen that in England, whose polity in this respect we are now examining, we find not only navigable rivers, but also arms of the sea, ports, harbours, and certain portions of the main sea itself upon the coasts, and all the fisheries appertaining to them in the hands of individuals. That the fact is so cannot be controverted; but how it became so is not so easy, at this period of time, satisfactorily to shew. So far as it depends upon royal grant, however, it seems pretty clear that it has always been considered as an encroachment upon the common rights of the people.

An exclusive right of fishing in a navigable river, is said to be a royal franchise, that is, a privilege or branch of the royal prerogative, granted by the king to a private person. This royal prerogative, we are told, was first claimed by the crown, upon the coming in of William the conqueror, and was considered by the people to be a usurpation of their ancient common rights. Accordingly, in Magna Charta, which is said to be nothing more than a restoration of the ancient common law, we find this usurpation broken down and prohibited in future. That charter, as passed in the time of king John enacts, that where the banks of rivers had first been defended in his time. (that is, when they had first been fenced in. and shut against the common use. in his time) they should be from thenceforth laid open. - And. by the charter of Henry III. which is but an amplification and confirmation of the former, it is enacted. "that no hanks shall he defended (that is. shut against the common use) from henceforth, but such as were in defence in the time of king Henry our grandfather, by the same places and the same bounds as they were wont to be in his time." By this charter it has been understood, and the words fairly import, that all grants of rivers, and rights of fishery in rivers or arms of the sea, made by the kings of England before the time of Henry H. were established and confirmed, but that the right of the crown to make such royal grants, and by that means to appropriate to individuals what before was the common right of all, and the means of livelihood for all, for all future time, was wholly taken away. And whatever diversity there may be found in the books, with respect to the different kinds of fishery, it can no way affect the operation of the charter in this respect, ***74** because that forbids all manner of fencing in, or shutting, fisheries against the common use. All claim, therefore, of an exclusive right of fishery in a navigable river, founded upon the king's grant or prescription, which presupposes a grant, must reach as far back as Henry II. This we find expressly laid down by Sir William Blackstone, one of the greatest men that ever wrote upon the laws of England. 2 Black. Corn. 39. Lord Chief Justice Holt, too, lays it down as a principle, "that the king's grant cannot bar a subject from fishing in a navigable river; " (6 Mod. 73; Salk. 357) and pretty nearly to the same effect is Mod. 105. The case of Garter v. Marcott seems to admit, that such a right can be maintained by prescription, which runs back beyond the memory of man. Bur. 2162.

**51 Against this doctrine has been cited and much relied upon, Lord Hale's treatise de jure maxis brachiorumque ejusdem, given to us by Hargrave in his law tracts, and the case of the royal fishery upon the river Banne, in Ireland, by Sir John Davies. But making a little allowance for both the judge and the reporter being disciples of Seldon, and converts to his doctrine of the mare clausum, everything they have said may, in my view of it, be admitted in the fullest extent, and yet the positions here laid down be in no way shaken; nay, indeed, I have rather considered them as the great foundations upon which they are to rest.

Lord Hale says, "the sea, and the arms of the sea, and the navigable rivers in which the tide ebbs and flows, are of the dominion of the king, as of his proper inheritance; and that this dominion, embraces, also, the shores, litora, the spaces covered with the slime and mud deposited by the water between the high and the low water mark, in the ordinary flow and reflow of the tide; that this dominion consists, first, in the right of jurisdiction which he exercises by his maritime courts; and, secondly, in the right of fishing in the waters; but that though the king is the owner of these waters, and, as consequent of his property, hath the primary right of fishing therein, yet the common people of England have regularly a liberty of fishing

in the sea, and the creeks and the arms thereof, as a public common piscary, and may not, without injury to their right, be restrained thereof." This is his general doctrine.

He then proceeds and says, that "though the king hath this right communi jure, yet a subject, also, may have such right, and ***75** that either by king's grant or prescription; that the king may grant fishing within a creek of the sea, and that he may also grant a navigable river that is an arm of the sea, with the water and soil thereof."

But when he speaks of this power of granting, as a common law right in the king, he must be understood as speaking of the common law before it was confined and restrained by Magna Charta, and as it was received and acted upon by the kings of England before that time; and accordingly all the grants which he has been able to produce, after the most diligent search, are before the date of that charter. He has given, in support of his doctrine, five grants, and five only, one by Canute the Dane; two by William the conqueror; one by Edward the confessor, and one by John himself before passing of this statute. And that the law was so understood at that time, or rather so construed by arbitrary kings; that they did so grant, and that those grants were confirmed by Magna Charta, and are now the foundation of most of the several rights of fishery in England, cannot be doubted. And, besides this, Lord Hale, in his treatise, has nothing material on this subject that I can discover. In examining this subject, I do not speak of the jure regium as it is called, the right of regulation which the king has in all the navigable waters of the kingdom; that is quite another thing, and wholly foreign from the present question.

****52** Then as to the case of the Banne water in Ireland. It was this: the plaintiff had obtained a royal grant for the territory of Rout, adjoining the river Banne, in which grant was contained, among other things, piscarias, piscationes, agues, aquarum, cursus, &c., in territoris predicto, reserving to the crown three parts of the said fishery. And the question was, whether this fishery passed by the grant? And it was held, that it did not; not indeed, upon the principle, that the king could not grant in that case, but upon the construction of the grant.

In the discussion of the case, however, it was laid down, "that every navigable river, so far as the tide ebbs and flows, is a royal river, and that the fishery of it is a royal fishery, and belongs to the king by his prerogative; and the reason is, that the river participates of the nature of the sea, and is said to be a branch of the sea so far as it flows; and the sea is not only under the dominion of the king, but it is also his proper inheritance, and, ***76** therefore, he shall have the land gained out of it, and also the grand fishes of the sea, such as whales, sturgeons, &c., which are royal fish, and no subject can have them without the king's special grant; and he shall have the wild swans also, as royal fowls, on the sea and its branches."
Now what does this, taken in its whole extent, prove? It proves, that the wisdom of the law has placed the titles of rivers, &c. in the king; that if the river shall leave its bed, or if otherwise, there shall be alluvions or derelictions by the waters, the land so made shall then, and not before, belong to the king, as part of his domain; and that he has an exclusive right in these waters to his royal fish and swans, but it proves no more. Nay, indeed, it does prove more, for the very position, that he has an exclusive right to the royal fish and swans, proves that he has no such right to any others. It would be absurd to contend, that he had an exclusive prerogative right to these fish and swans, if he had also the same right to all the fish in the river, and all the aquatic birds upon it.

Again--it is said, in the same book, "that, by the common law of England, a roan may have a proper and several interest as well in a water or river as in a fishery; and that, therefore, a water may be granted." The cases produced to support the latter part of this position are grants from private individuals to private individuals, but even if they were from the king, it would not alter the case, for there is no doubt, that many such exist; but the question is, can such a grant be made by the king since the reign of Henry II.? It is enough to say, that no instance of it has been produced. Recent confirmations of ancient grants made before that time, which are recognized and established by the chatter of Henry III. prove nothing to the purpose.

Upon the whole, therefore, I am of opinion, as I was at the trial, that by the law of nature, which is the only true foundation of all the social rights; that by the civil law, which formerly governed almost the whole civilized world, and which is still the foundation of the polity of almost every nation in Europe; that by the common law of England, of which our ancestors boasted, and to which it were well if we ourselves paid a more sacred regard; I say I am of opinion, that by all these, the navigable rivers in which the tide ebbs and flows, the ports, the bays, the coasts of the sea, including both the water and the land under *77 the water, for the purpose of passing and repassing, navigation, fishing, fowling, sustenance, and all the other uses of the water and its products (a few things excepted) are common to all the citizens, and that each has a right to use them according to his necessities, subject only to the laws which regulate that use; that the property, indeed, strictly speaking, is vested in the sovereign, but it is vested in him not for his own use, but for the use of the citizen, that is, for his direct and immediate enjoyment.

****53** I am of opinion, that this great principle of the common law was, in ancient times, in England gradually encroached upon and broken down; that the powerful barons, in some instances, appropriated to themselves these common rights; that the kings themselves, also, in some instances during the same period, granted them out to their courtiers and favourites; and that these seizures and these royal favours are the ground of all the several fisheries in England, now claimed either by prescription or by grant; that the great charter, as it is commonly called, which was nothing but a restoration of common right, though it did not annul, but confirmed, what had been thus tortiously done, yet restored again the principles of the common law, in this as well as in many other respects; and since that time no king of England has had the power of granting away these common rights, and thereby despoiling the subject of the enjoyment of them.

I am of opinion, that when Charles II. took possession of this country, by his right of discovery, he took possession of it in his sovereign capacity; that he had the same right in it, and the same power over it, as he had in and over his other dominions, and no more; that this right consisted chiefly in the power of granting the soil to private citizens for the purposes of settlement and colonization, of establishing a government, of appointing a governor, of conveying to him all those things appurtenant to the sovereignty, commonly called royalties, for the benefit of colonists; but that he could not, and never did, so grant what is called the common property as to convert it into private property; that these royalties, therefore, which constitute that common property of which the rivers, bays, ports, and coasts of the sea were part, by the grant of king Charles, passed to the duke of York, as the governor of the province exercising the royal authority for the public benefit, and not as the proprietor of the soil, and for his own private use; and that if they passed from the duke of York to his grantees, which is a very doubtful question, then, upon the surrender ***78** of the government, as appurtenant thereto, and inseparable therefrom, they reverted to the crown of England. And T am further of opinion, that, upon the Revolution, all these royal rights became vested in the people of New Jersey as the sovereign of the country, and are now in their hands; and that they, having, themselves, both the legal title and the usufruct, may make such disposition of them, and such regulation concerning them, as they may think fit; that this power of disposition and regulation must be exercised by them in their sovereign capacity; that the legislature is their rightful representative in this respect, and, therefore, that the legislature, in the exercise of this power, may lawfully erect ports, harbours, basins, docks, and wharves on the coasts of the sea and in the arms thereof, and in the navigable rivers; that they may bank off those waters and reclaim the land upon the shores; that they may build dams, locks, and bridges for the improvement of the navigation and the ease of passage; that they may clear and improve fishing places, to increase the product of the fishery; that they may create, enlarge, and improve oyster beds, by planting oysters therein in order to procure a more ample supply; that they may do these things, themselves, at the public expense, or they may authorize others to do it by their own labour, and at their own expense, giving them reasonable tolls, rents, profits, or exclusive and temporary enjoyments; but still this power, which may be thus exercised by the sovereignty of the state, is nothing more than what is called the jus regium, the right of regulating, improving, and securing for the common benefit of every individual citizen. The sovereign power itself, therefore, cannot, consistently with the principles of the law of nature and the constitution of a well ordered society, make a direct and absolute grant of the waters of the state, divesting all the citizens of their common right. It would be a grievance which never could be long borne by a free people.

****54** From this statement, it is seen that, in my opinion, the proprietors, as such, never had, since the surrender of the government, any such right to, interest in, or power over, these waters, or the land covered by them, as that they could convey the same and convert them into private property; and that, therefore, the grant in question is void, and ought not to prevail for the benefit of the plaintiff, and, of course, that the rule to shew cause must be discharged.

***79 ROSSELL J.**

It is a fact, as singular as it was unexpected in the jurisprudence of our state, that the taking a few bushels of oysters, alleged to be the property of the plaintiff in this suit, should involve in it questions momentous in their nature, as well as in their magnitude; calling forth the talents, learning, and industry of our bar; affecting the rights of all our citizens, and embracing, in their investigation, the laws of nations and of England, the relative rights of sovereign and subjects, as well as the municipal regulations of our own country.

The plaintiff's counsel contend, that the nonsuit granted on the trial of this cause, by the Chief Justice, should be set aside, on two grounds:--1. That the locus in quo whereon these oysters were laid, was his own proper freehold, by virtue of a proprietary right, duly laid thereon, returned and approved of by the council of proprietors of East Jersey, and recorded by their authorized officer, in consequence of which he claims a several fishery. 2. That he had purchased and planted those oysters on the spot from whence they were taken by the defendant; and as a public notice, that he, by placing them on the soil of the river Rariton, had not abandoned his property in them, he had surrounded them with small stakes. The defendant claims a right to those oysters, having taken them from a bed called an oyster-bed, situate on the river Rariton, below the common low water mark, and on which it had been usual for the people of East Jersey to fish for oysters, from the first settlement of the country.

In support of the first of these positions, the counsel for the plaintiff contend, that Charles II. in the year 1664, granted unto his brother, the duke of York, the land, soil, seas, bays, rivers, with divers franchises, royalties, and government of New Jersey; that the duke of York granted the same, in like words and powers, to Lord Berkley and Sir George Carteret; that these, by grant, conveyed to the Earl of Perth, William Penn, and others, that part of New Jersey called East Jersey, and to Edward Billinge, that part called West Jersey, together with all the royalties, franchises, and government, as fully as they were granted by the king to the duke of York; and that the present proprietors of East Jersey, deriving their respective titles to their several shares or proportions to all the unlocated soil and waters of East Jersey, by virtue of several mesne conveyances from the original proprietors, had a legal power to dispose of rights to the plaintiff ***80** to locate them on this oyster-bed, whereon the trespass is alleged to have been committed. And it is insisted, that as Charles II. did grant, so he had the power to grant, not only the whole soil of a newly discovered, or conquered, country, but certain parts of his royal prerogative, as named in the grants or letters patent to and from the duke of York.

****55** In support of these positions, they cite numerous authorities. Vattel 120-5-7, sec. 266, and 101, sec. 210. 2 Black. Com. 15. 1 Ib. 264, 286. Davies 152. 6 Com. Dig. Navigation D 50, 60, title Prerogative. 4

Bur. 2163-4-5. 3 Cruise, sec. 14, title Deed, 565-8. 17 John. 209-10-13. 3 Term. Reports 253. 2 Bin. 475. 4 Mass. Rep. 140. Har. & McHen. Rep. 564. Har. L. T. 5,7, 10, 11, 14, 17, 19. 1 Rutherf. 91.2 lb. 82. 3 Chit. Crim. Law 359.2 Ld. Ray. 1274. 2 Salk. 666. Smith's Hist. N. J. Learming & Spicer, Grants and Concessions.

From these authorities it abundantly appears, that by the law of nations and of England, a conqueror has a right to impose such laws on the conquered, as he may think proper; that in England, all property, real and personal, capable of ownership vests in some one or more individuals or bodies corporate; that the titles to lands in England are said to be held, in general, mediately from the king; that certain rights and powers are vested in him, as the head of the government, under the name or title of prerogative, amongst which may be numbered, on the present occasion, the sovereignty of the sea, to a certain extent, and of all public rivers, royal fish, as whales and sturgeons, wrecks, treasure-trove, &c.; that the kings of England have, from time to time, frequently alienated part of the domains belonging to the crown, and bestowed many franchises on their favourites, and rewarded individuals, for their faithful services, with parts of their lands, or granted them many exclusive privileges, as a right to fish in arms of the sea, or public rivers wherein the sea ebbs and flows; and lastly, that King Charles II. did, in the year 1664, grant to the duke of York all the lands, islands, soils, rivers, harbours, mines, minerals, quarries, woods, marshes, waters, lakes, fishings, hawkings, huntings, fowlings, and all other royalties in, belonging, or appertaining to the state of New Jersey, as well as the government of the same (saving and reserving to the crown the receiving, hearing, and determining appeals in and touching any judgment or sentence to be there made or given); to appoint ***81** governors, and to make all necessary laws, &c., so always that they be not contrary to the laws and statutes of England, but as near as may be agreeable thereto.

After a careful examination of the authorities cited to establish the plaintiffs claim to these oysters, and his right to a several fishery on the bed whereon they were laid, I shall proceed to examine the correctness of the inferences and conclusions his counsel have drawn from those authorities. And it may not be amiss to take a very brief view here of the manner in which this country was first settled by English subjects.

In the preface of Grants and Concessions, by Leaming & Spicer, they say: "The great success of the house of Austria on this side the Atlantic, and the prodigious wealth they had drawn from their colonies, could not fail pointing out to so enterprising a people as the Britons, this as a seat of future wealth and grandeur. But the authority of a limited government, aided by the example of a few individuals, would have scarcely been sufficient to prevail on the common people to shake off that attachment inherent in all to their native soil, and dare an untrod ocean in search of a country they had only heard of. It was, therefore, necessary to cultivate such a spirit as should ripen them for the undertaking; in order to which, king Charles II. in 1668, granted to the duke of York the soil and government of New Jersey, who afterwards transferred the same to other proprietors, who wisely secured to the adventurers their religion, liberties, and property by which New Jersey was, with great rapidity, transformed from a savage wilderness to a christian and civilized country."

****56** These Grants and Concessions, as well as Smith's Hist. of N. **J** contain many provisions, agreements and descriptions of the country, and invitations to settlers from England. In the 17th section of what is called their great charter (Learming & Spicer 395) they, the proprietors, declare that none shall be deprived or condemned of life, liberty, or estate, or any way hurt in his or their privileges, freedoms, or franchises without a trial by jury. So, in page 12, they secure to the settlers all such freedoms and privileges within the said province as to his majesty's subjects do of right belong. In page 28, the proprietors instruct their governor to especially provide for the interest, liberty, and defence of all who shall plant or inhabit the said province. In page 54, the proprietors set forth their claim to all strays of beasts at land, and ***82** all wrecks at sea. In page 141, in the year 1682, the duke of York confirms to the twenty-four proprietors, their heirs, and assigns, as well for the planting, peopling, and improving the lands, territories, &c. all islands, bays, rivers, &c. repeating all things named in the original grant, with all his interest, claim, and demand in law or equity; and then goes on to say, (page 148) as also the free use of all bays, rivers, and waters leading into, or lying between, the said premises (of East Jersey) for navigation, free trade, fishing, or otherways.

This confirmation became necessary to establish the rights of the proprietors, for two reasons: 1. The Dutch had claimed a right to this country, and had, for a number of years, possession of New York and parts adjacent in this state, and, also, had made settlements on both sides of the Delaware. They were dispossessed thereof in 1668, by the English, under Colonel Nichols. At the expiration of the war that followed soon after between England and the states of Holland, they were silent as to their pretensions to this country. 2. Although it might be true, that Charles II. might delegate the powers of government to an individual, and endow him with many royal franchises, it was strongly contended, that the duke of York had no such power; and more especially, it could not pass from proprietor to proprietor, in the manner this state had been conveyed. These objections were laid before the king; the proprietors were made acquainted with those difficulties, which occasioned them to say, (Leaming & Spicer, sec. 613) "Her majesty hath been advised that we have no right, nor can legally execute any of the said powers, but that it belongs to her majesty, in right of her crown, to constitute governors, &c.; and, being desirous to submit ourselves to her majesty, are willing to surrender all our pretences," &c.

For a more full description of the powers of a conqueror over the conquered, Vattel, Dyer, and Vaughan may be consulted. In Dyer 166, 224, and in Vaughan 281, it is laid down, "If a king of England makes a new conquest of any country, the persons there born are his subjects, for by saving the lives of the people he gains a property in them, and may impose on them what law he pleases. But, until such laws are given, the

laws and customs of the conquered country shall hold place, unless contrary to our religion, or malum in se, or are silent. In all such cases, the law of the conquering country shall prevail." in 2 Salk, 412, *83 where the laws of the conquered are rejected or silent, they shall be governed according to the rules of natural justice. In Ib. 166, 411-12, and in 2 Willes 7, if there be an uninhabited country found out by British subjects, as the law is their birthright wherever they go, they carry their laws with them, they are, therefore, governed by the laws of England.

****57** It is true, that in 1 Black. Com. 108, it is laid down, "That the common law of England, as such, does not extend to the American plantations." In this he is contradicted by the authorities above stated, and a number of others of great celebrity; by the universal understanding of all the English emigrating to this country; by the legislature of our own and several of the neighboring states; and, indeed, it appears directly opposed to his declarations in another part of the same page, where he says, "If an uninhabited country is planted by British subjects, all the English laws applicable to their situation are immediately there in force." What reason can be given why a people, with the approbation of their king, sent to colonize a ceded or conquered country for the benefit and aggrandisement of the mother country, should be deprived of their birthright? why more than if they went without the king's consent to colonize an uninhabited country from discontent at home, from whim, caprice, or the advancement of their individual interest? In conquered, or ceded, countries, (which our American plantations principally are) "that have laws of their own, the king may, indeed, alter or change those laws, until which the ancient laws of the country prevail, unless such as are against the law of God, as in an infidel country. They, the American plantations, were obtained either by conquest, as driving out the natives, or by treaties." 1 Black. Com. 108. This will not apply to New Jersey; it was never ceded by name or description, to England, nor did we drive out the natives, but by a peaceable purchase became possessed of their rights to the soil, &c.; and that the proprietors, governors, and settlers were all united in the opinion that the common law and the laws of England were their birthright, is manifest from what has been before stated, as well as from other parts of Leaming & Spicer, Smith's Hist. N. J. our own constitution, and decisions of our highest courts of judicature. In the year 1680, the proprietors, protesting against a duty exacted of them by the duke of York, say, (Smith's Hist. N. J. 118) "If ***84** we would not assure people of an easy, free and safe government, an uninterrupted liberty of conscience, and an inviolable possession of their civil rights and freedoms, a mere wilderness would be no encouragement." lb. 118--"To say, that this is a conquered country, and the king, as conqueror, has the power to make laws, raise money, &c. But suppose the king were an absolute conqueror, doth his power extend over his own English people as over the conquered? are not they some of the letters that make up the word conqueror? did Alexander conquer alone, or Cæsar beat by himself? shall their armies of countrymen and natives lie at the same mercy as the vanquished? The Norman duke used not the companions of his victors/ so ill; natural right and human prudence oppose such doctrine all the world over." Ib. 120, our case is better yet, for the king's grant to the duke is plainly restrictive to the laws and government of England. There are home-born rights declared to be law by statutes, as in the great charter 29 and 34 Edward III. chap. We humbly say we have not lost "any part of our liberty by leaving our country, for we leave not our king or government by quitting our soil. Under favour we buy nothing of the duke if not the right of free colonization as Englishmen with no diminution, but expectation of some increase, of those freedoms and privileges enjoyed in our country. The soil is none of his; it is the natives' by the jus gentium, the law of nations. It would be an ill argument to convert to christianity, to expel, instead of purchasing, them out of those countries." Ib. 190--Governor Coxe, the greatest proprietor of West Jersey, appointed in 1687, writes thus, "I do, in my heart, highly approve of the ratified fundamentals, &c. that no person shall be deprived of life, limb, estate, privilege, freedom. Franchises, without a due trial. &c., as well as all other parts of the fundamentals, if it appears there is nothing in them contrary to the laws of England which extend to our colony, by the breach whereof we inevitably expose ourselves to the forfeiture of our charter." In 1702, Lord Cornbury was appointed governor by queen Anne. In his address, that year, to the council and assembly, he says, "Her majesty has commanded me to assure you of her protection upon all occasions. Under her auspicious reign, you will enjoy all the liberty and happiness that good subjects can wish for under the best laws in the universe, I mean the laws of England." The legislature, in answer, ***85** say, "they are satisfied that the queen will protect them in the full enjoyment of their rights, liberties, and properties, and they are happy under the government of the greatest queen and the best of laws," &c. lb. 414--In 1720, Governor Burnet was appointed, and addressed the legislature, he congratulates them on the accession of George I. ""to which," he adds, "you owe the preservation of your laws and liberties."

****58** Ib. 560--In 1699, the proprietors of East Jersey, in a memorial to the lords commissioners of trade and plantations, offer to surrender the government thereof to the king, towards which, they say, they enumerate the following particulars:--"First, that his majesty would confirm to them the soil and lands." And in the 13th article--"all lands, goods, and chattels of felons, &c. treasure-trove, mines and minerals, royal mines, wrecks, royal fish that shall be forfeited, found, or taken within East Jersey, or within the seas adjacent, to remain to the proprietors," &c.

Ib. 572--This not succeeding, in 1701, the proprietors of East and West Jersey presented another memorial, the 14th section of which says, "That all such further privileges, franchises, and liberties, as upon consideration shall be found necessary for the good government and prosperity of the said province, and increasing the trade, may be granted to the proprietors." Leam. & Spi. 681--In 1680, "As we are the representatives of the freeholders of this province, we dare not grant his majesty's patent, though under the great seal of England, to be our rule; for the great charter of England, alias Magna Charta, are the only rules of privilege and safety of every free-born Englishman."

Thus our forefathers, bringing with them so much of the common law of Great Britain as was applicable to their change of situation, settled New Jersey, claiming, as their birthright, all the liberties enjoyed in their native land, with the addition of a number of privileges granted them by the proprietors, as an encouragement to them, and as a benefit to both.

As to the right of Charles II. to grant the sea, bays, rivers, fisheries, and other royal franchises in such manner as to now vest, by a string of conveyances from subject to subject, a several fishery in the plaintiff, as contended for by his counsel. Dav. 150, 152; Bur. 2164; 3 Cruise 170, Franchise, sec. 68; Salk. 637, and Esp. Dig. pl. i, 270, are relied on as supporting that position. In the case of the royal fishery of the river Banne, in Ireland, ***86** it was resolved by the court there--"I. That a man may have a proper and several fishery as well in a water or river as in a fishery, and, therefore, a water may be granted. 2. There are two kinds of rivers, navigable and not navigable. Every navigable river, so far as the sea ebbs and flows, is a royal river, and the fishery of it is a royal fishery, and belongs to the king by his prerogative. But in every other river not navigable, and in the fishery of such rivers, the ter-tenants on each side have an interest of common right. The reason for which the king hath an interest in such navigable river, so high as the sea flows and ebbs in it, is because such river participates of the nature of the sea, and is said to be a branch of the sea. The sea is not only under the dominion of the king, but is his proper inheritance, and, therefore, the king shall have the land which is gained of the sea, also the grand fishes of the sea, as whales and sturgeons, which are royal fishes, and no subject can have them without the king's special grant, for the king ought of right to save and defend his realm, as well against the sea as against his enemies. The commission of sewers was awarded by the king, by virtue of his prerogative, and extends to not only walls and banks of the sea but also to navigable rivers and fresh waters. In statute 25 Henry VIII. the king by reason of his prerogative, ought to provide that navigable streams be made passable. 3. The city of London, by charter from the king, had the river Thames granted to them. But because it was conceived that the soil and ground of the river did not pass by the grant, they purchased another charter, by which the king granted them solum et fundum of the said river, by force of which the city receives rents of those who fix posts or wharves on the soil of said river; and although the king permits people to have passage over such rivers, he hath the sole interest in the soil, and also in the fishery, although the profit of it is not commonly taken by him if it is not of extraordinary and certain value, as the fishery of the Banne hath at all times been. Wherefore it was resolved, that the river Banne, so far as the sea flows and ebbs in it, is a royal river, and the fishery of salmon there is a royal fishery, which belongs to the king as a several fishery, and not to those who have the soil on each side of the water. On the other hand, it was agreed, that every inland river not navigable appertains to the owners of the soil where it has its course."

****59 *87** 3. That no part of this royal fishery of the Banne could pass by the grant of lands adjoining by the general grant of all fisheries. This is a fishery in gross, and a parcel of the inheritance of the crown by itself. The case itself also states, that in this river, Banne, there was a rich fishery of salmon, which was parcel of the ancient inheritance of the crown, as appears by the pipe-rolls and surveys, where it was found in charge of the officers of the pipe office as a several fishery, and was granted to the city of London in fee farm. This was intruded on and shared amongst the Irish lords, who took possession by strong hand, and held it a long time. The king granted, by letters patent to Sir Randal M'Donald, a parcel of the county of Antrim adjoining the river Banne, where the fishery is, together with all waters, fish, and fisheries within the said territory. And the question before the court was, whether the grant included any part of this fishery? which was determined in the negative, on the ground, that it was a several fishery belonging to the crown, as a parcel of its ancient inheritance, which was proved by several pipe-rolls and surveys, and was in charge of the officers of the pipe office. It was also let in fee farm, the mode by which the lands attached to the crown were generally held by the tenants of the crown. Nor do I see how else it could be called a royal fishery, and salmon royal fish, which is in the same book, as well as in many others, confined to whales, and sturgeons. The same book, 111-12, in another case of tanistry, says, "the king, as conqueror of Ireland has possession of all lands which he willeth to seize and retain in his own hands, for his profit or pleasure. And where the natives of a conquered country are received under the protection of the conqueror, and are permitted to retain their possessions, their heirs shall be adjudged in a good title, without grant or confirmation, according to the rules of law there established." Salkeld, Espinasse, and other authorities, cite the case from Davies of the river Banne, as supporting the doctrine they hold.

2 Cruise 278--"A franchise is a branch of the royal prerogative, subsisting in the hands of a subject by grant from the king, annexed to manors and the right to hold courts leet, to have waifs, wrecks, royal fish, which consist of whales and sturgeons." So in lb. 297--"A free fishery, or exclusive right of fishing in a public river is a royal franchise, which is now frequently vested in private persons, either by grant from the crown or by prescription." ***88** But he adds--"This right was probably first claimed by the crown upon the establishment of the Normans, and was deemed by the people a usurpation."

In 4 Bur. 2162, it was declared as 'the opinion of the whole court, that one might prescribe for a several fishery, parcel of a manor, where the sea flows and reflows, but he must prove a right by prescription, the presumption is against him. In navigable rivers, where the sea flows and reflows, the right of fishing is common. And Lord Mansfield adds--"The rule of law is uniform, in rivers not navigable, the proprietors of the land have the right of fishery on their respective sides; but in navigable rivers they have it not, the fishery is common."

****60** In 1 and 2 Modern, Lord Hale says--"In case of private rivers, the lords having the soil is good evidence to prove he hath the right of fishing, and it puts the proof on them who claim liberam piscariam. But in case of a river that flows and reflows prima facie it is common to all. If any claim it to himself, the proof lieth on his side; and it is a good justification to say, the locus in quo is a branch of the sea, and that

the subjects of the king are entitled to a free fishery. The soil of the Severn, with particular restraints, as gurgites, is in the lords, and a special kind of fishing, but the common kind of fishing is common to all. The soil of the Thames is in the king; the Lord Mayor is conservator of the river, and it is common to all fishermen; therefore there is no such contradiction betwixt the soil being in one, and yet the river being common to all fishers."

5 and 6 Comyns, titles Navigation and Prescription. These authorities, and others relied on by the plaintiff, cite the ancient authority of Davies and the river Banne in support of the doctrines they establish.

On the part of the defendant, has been cited l Salkeld 357. Lord Holt says, "the subject has a right to fish in all navigable rivers as he has in the sea." 6 Mod. 73--"Every subject of common right may fish with lawful nets in the navigable rivers, and the king's grant cannot bar them thereof The crown only has a right to royal fish, and that only, the king may grant." In Lord Ray. 725--"The public are, at common' law, entitled to towing paths on the banks of navigable rivers." 2 Black. 39--"A free fishery, or exclusive right of fishing in a public river, is a royal franchise, and is considered as such in all countries where the ***89** feudal polity has prevailed; though the making such grant, and by that means appropriating what it seems unnatural to restrain, the use of running water was prohibited for the future by king John's great charter, so that a franchise of free fishery ought now to be, at least, as old as the reign of Henry II." In 4 Black. 423-4--"King John, and afterwards his son Henry III. consented to the two famous charters of English liberties, Magna Charta and charta de foresta, by which care was taken to protect the subject against oppression, and every individual of the nation in the free enjoyment of his life, his liberty, and his property, prohibited for the future the grants of exclusive fisheries, and the erection of new bridges oppressive to the neighbourhood." The same doctrine is recognized in Espinasse, in Jacob's L. D. and other writers on this subject
5 Bac. Abr. 494, title Prerogative--"The king's prerogative is part of the law of England, and is a word of large extent, including all the rights and privileges which by law the king hath as head of the commonwealth, entrusted with the execution of the laws; for as they maintain his safety, power, and dignity, so they likewise declare the rights and liberties of the subject. Hence it is an established rule, that all prerogatives must be for the advancement and good of the people, otherwise they should not be allowed by law. The sovereignty is in the parliament, of which the king is only a part; but, as executive magistrate, he is clothed with great powers, all intended for the good of the people, none to their detriment, nor can any prerogative be legally so employed. And it is to answer the ends of government, and for the good of the, people by a fiction of law he is considered the universal occupant of all lands; not that the people held their lands by any actual royal grant." Ib. 156-7--"So the king has sovereign dominion in all seas and great rivers, and a right to the fisheries and to the soil, so that if a river, as far as there is a flux of the sea, leaves its channel it belongs to the king, who protects his subjects from pirates, and provides for the security of trade and navigation. But notwithstanding the king's prerogative in seas and navigable rivers, yet it hath been always held, that a subject may fish in the sea, which being a matter of common right, and the means of livelihood, and for the good of the commonwealth, cannot be restrained by grant or prescription. Also, of common right, with lawful nets in navigable rivers, as well as in the sea, ***90** and the king's grant cannot bar them thereof, except royal whales and sturgeons, in which he has a right as a perpetual sign of his dominion, and which only he may grant."

****61** lb. 205--"It seems clearly agreed, that the king may alien, grant, or charge any branch of his revenue in which he has an estate of inheritance, as also his lands in fee simple, though seized of them as jure coronet This power is founded on reasons of state, as he cannot raise money on the subject without an act of parliament. If he had not the power of aliening his lands, the kingdom might suffer from sudden invasion," &c.

4 Comyns, Grant E--"By the grant of a piscary, the soil or water does not pass. By a grant of water, the soil does not pass. The king, by his grant, cannot alter the law in any respect, nor dispense with things in which the subject hath an interest, or change the common law by charter or Magna Charta, which is incorporated into the common law." 6 Comyns, title Prerogative D 7. lb. D 49--"Every navigable river, as high as the sea flows, belongs to the king, but every one may fish in the sea of common right."

On comparing all the above authorities, and the reasons on which they are founded, we are compelled to acknowledge, that although the kings of England formerly may have lavished on favourites, or rewarded the service of individuals with many franchises entrusted to them for the public benefit, yet the people ever considered it as a violation of good faith, an unlawful infringement of their common rights, and as destructive alike to their liberties and their interests; until the evil increasing beyond endurance, they, sword in hand, forced from their king, the most solemn and public declaration of their rights in Magna Charta.

1 Black. Com. 128--"The absolute rights of every Englishman, as they are founded on nature and reason, so they are coeval with our form of government. At some times we have seen them oppressed by overbearing and tyrannical princes; at others, so luxuriant as even to tend to anarchy. But the vigour of our free constitution has always delivered the nation, and the balance of our rights and liberties has settled to its proper level, and their fundamental articles asserted in parliament: first, by the great charter of our liberties obtained from king John; afterwards, its confirmation," &c.

If we add to all these the conduct pursued by the proprietors ***91** themselves in the first settlement of New Jersey, by favourable and public descriptions of the country, and by letters to individuals to induce their fellow subjects to settle here, we shall be more and more convinced that the claim of the plaintiff to the exclusive right of this fishery is without legal foundation. In Smith's History of

New Jersey we find the proprietors, in 1683, sent over Thomas Rudyard as their deputy governor of East Jersey. In May, the same year, he writes from thence, page 168—"We have one thing more particular here, which is vast oyster-banks, which is constant fresh victuals during the winter to English as well as Indians; of these there are many all along our coasts, from the sea as high as against New York, where they come and fetch them." Ib. 170--"Upon our view and survey of Amboy point, we find it extraordinary well situate for a great town. At low water mark, round about the point, are oysters of two kinds, some as small as English, and others two or three mouthfuls, exceeding good. We have store of clams, esteemed much better than oysters, and fish we have a very great store. Sea-nets are good merchandise here."

****62** S. Groom, another proprietor, and surveyor-general, writes from Amboy 1781, page 174--"The Indians come thither to get fish, fowl, oysters, clams, & c. as people go to market."

Gawen Lawrie, a deputy governor for East Jersey, writes from Elizabeth-Town, and, in page 177, says--"Pork and beef at two pence per pound; fish and fowl plenty; oysters, I think, would serve all England." Again, in page 180--"There is a great plenty of oysters, fish, and fowl."

In page 187, three of the proprietors give a particular description of East Jersey, and say--"There are no fishermen that follow only that trade, save some that go a whaling upon the coast; and for other fish, there is abundance to be had everywhere through the country, in all rivers, and the people, with sieves, catch one or two barrels a day, for their own use, and to sell to others."

In page 541, the proprietors describe the country, and invite settlers thus:-- "It is likewise proper for such who are inclined to fishing, the whole coast and very harbours' mouths being fit for it, which has been no small rise to the New England people, and may be carried on with great advantage. The Indians catch ***92** fish, and sell at a less price than the value of time an Englishman must spend in taking them."

As early as 1718, (Nevill's Laws 86) is found "An act for the preservation of oysters:--Sec. 1. Whereas it is found that the oyster-beds within this province are wasted and destroyed, the preservation of which will tend to the great benefit of the poor people and others inhabiting this province, all persons are prohibited from raking or gathering oysters from off any beds in this province from the 10th of May to the 10th of September; and that no persons, at any time, should carry them away in any boat or vessel not wholly owned by a person living within the province."

And in this way others wrote to their friends, and in no part of the many public or private communications of the proprietors or inhabitants do we see even a hint that the navigable rivers of New Jersey were considered in any other point of view than, to use their own words, "inlets which God and nature formed" as the highway to the country, or the fisheries as anything more than as the rich provision of the same bountiful Creator for the common use and benefit of the settlers. The proprietors were men who understood their rights, and were fearless in the defence of them. If those who twice purchased New Jersey; who braved the dangers of an immense ocean; shared in the toils, sufferings, and privations of the first settlers; who claimed all strays by land, and wrecks by sea, in virtue of their grants, and never for a moment conceived that these grants swallowed up what, by the law of the land they left, had ever been considered the common rights of Englishmen; shall we, after a lapse of almost three centuries, insult the memory of men who were an ornament to the human race, whose virtues have highly exalted their names, and whose labours have been a blessing to the world, by saying, they knew nothing of their privileges, and that their birthrights were lost forever in the forests of New Jersey; that their boasted Magna Charta was a farce from which they could derive no benefit; and that liberty, which they so highly valued, was confined to the grants and concessions? or that our legislatures, from time to time taking upon them to regulate fisheries of oysters as well as of floating fish for the public benefit, were totally ignorant of their powers, overstepped the bounds prescribed by the constitution, to the destruction of the ***93** rights and interests of individuals? I think not. The foregoing facts speak strong language, and impress the mind more forcibly than volumes of abstruse and theoretical reasoning; and, on a careful examination of the whole subject, I am of opinion, that the plaintiff had no such property in the oyster-bed in question by laying a proprietary thereon, as to give him an exclusive right to the oyster fishery there.

****63** On the second point. I think that question has been decided by this court in the case of Shepard & Layton v. Leverson (1 Pen. 391), and although I differed from my brethren in their view and determination of that case, respect for their opinions prevents a wish, on my part, to shake that determination. The Chief Justice there says--"That in a common fishery, no man can appropriate to himself any particular shoal, bed or spot, to the exclusion of others. That the planting these oysters was returning them to their proper element to mix with their kind, and was, in contemplation of law, a complete abandonment."

Justice Pennington says--"It is admitted that the plaintiff planted a quantity of oysters in a public navigable river, or highway, where the tide ebbed and flowed, and in which fish and oysters were taken as of right; that there were no oysters to be found at that particular spot at the time of planting. Now although there may not have been any oysters on the particular spot where the oysters were put down, at the time of doing it, yet there may have grown oysters there since, in which case he would not be entitled to all the oysters found in the same bed. This case would resemble the case of a stranger voluntarily throwing his grain or money into my heap, when, from the difficulty of separation, caused by his own folly, I would be entitled to the whole."

But the present case does not present as fair a claim to the verdict of a jury, or the judgment of a court, as the one from Monmouth. There it was admitted that the oysters were placed on a part of the bed of the river where no oysters grew. Here they were confessedly placed on an old and frequented oyster-bed. If returning oysters into their natural element, the river, even if no oysters grew in that particular spot, and the mere possibility of a future increase, was such an abandonment of the right of ownership as to justify the taking them, in the opinion of the court, surely there can be no pretence for saying, that ***94** placing them in that element where oysters had grown for ages was not, in contemplation of law, a complete abandonment of the plaintiffs right. On much consideration of this case, I am of the opinion that the plaintiff should take nothing by his motion.
Therefore, let the rule to shew cause be discharged.
His honour Judge FORD had made up an opinion concurring with his brethren, but did not deliver it at large.
CITED IN Silvers ads. Reynolds, 2 Harr. 278. Martin v. Wardell, 3 Harr. 507. Gough v. Bell, 1 Zab. 156. Gough v. Bell, 2 Zab. 441. Bell v. Gough, 3 Zab. 624. Townsend v. Brown, 4 Zab. 80. Inslee v. PraII, 1 Dutch. 666. State v. Taylor, 3 Dutch. 117. Cobb v. Davenport, 3 Vr. 369. Stevens v. Paterson and Newark R. R. Co., 5 Vr. 537. Estell v. Bricksburg L. & I. Co., 6 Vr. 237. Wooley v. Campbell, 8 Vr. 165. Associates v. Jersey City, 4 Hal. Ch. 724. Att'y-Gen. v. Del. and Bound Brook R. R. Co., 12 C. E. Gr. 638.
All Citations
6 N.J.L. 1, 1821 WL 1269, 10 Am.Dec. 356, 1 Halst. 1

ন্যাশনাল অদুবন সোসাইটি বনাম সুপারিয়র কোর্ট বা "মনো লেক" [Supreme Court of California in National Audubon Society v. Superior Court of Alpine County (popularly known as the Mono Lake Case")(33 Cal.3d 419)] মোকদ্দমায় আমেরিকার সুপ্রীম কোট অভিমত প্রদান করেন যে,

Opinion

BROUSSARD, Justice.

Mono Lake, the second largest lake in California, sits at the base of the Sierra Nevada escarpment near the eastern entrance to Yosemite **National** Park. The lake is saline; it contains no fish but supports a large population of brine shrimp which feed vast numbers of nesting and migratory birds. Islands in the lake protect a large breeding colony of California gulls, and the lake itself serves as a haven on the migration route for thousands of Northern Phalarope, Wilson's Phalarope, and Eared Greve. Towers and spires of tufa on the north and south shores are matters of geological interest and a tourist attraction.

Although Mono Lake receives some water from rain and snow on the lake surface, historically most of its supply came from snowmelt in the Sierra Nevada. Five freshwater streams--Mill, Lee Vining, Walker, Parker and Rush Creeks—arise near the crest of the range and carry the annual runoff to the west shore of the lake. In 1940, however, the Division of Water Resources, the predecessor to the present California Water Resources Board, 1 granted the Department of Water and Power of the City of Los Angeles (hereafter DWP) a permit to appropriate virtually the entire flow of four of the five streams flowing into the lake. DWP promptly constructed facilities to divert about half the flow of these streams into DWP's Owens Valley aqueduct. In 1970 DWP completed a second diversion tunnel, and since that time has taken virtually the entire flow of these streams.

As a result of these diversions, the level of the lake has dropped; the surface area has diminished by one-third; one of the two principal islands in the lake has become a peninsula, exposing the gull rookery there to coyotes and other predators and causing the gulls to abandon the former island. The ultimate effect of continued diversions is a matter of intense dispute, but there seems little *425 doubt that both the scenic beauty and the ecological values of Mono Lake are imperiled.[2]

****712** Plaintiffs filed suit in superior court to enjoin the DWP diversions on the theory that the shores, bed and waters of Mono Lake are protected by a public trust. Plaintiffs' suit was transferred to the federal *****349** district court, which requested that the state courts determine the relationship between the public trust doctrine and the water rights system, and decide whether plaintiffs must exhaust administrative remedies before the Water Board prior to filing suit. The superior court then entered summary judgments against plaintiffs on both matters, ruling that the public trust doctrine offered no independent basis for challenging the DWP diversions, and that plaintiffs had failed to exhaust administrative remedies. Plaintiffs petitioned us directly for writ of mandate to review that decision; in view of the importance of the issues presented, we issued an alternative writ. (See *County of Sacramento v. Hickman* (1967) 66 Cal.2d 841, 845, 59 Cal.Rptr. 609, 428 P.2d 593.)

This case brings together for the first time two systems of legal thought: the appropriative water rights system which since the days of the gold rush has dominated California water law, and the public trust doctrine which, after evolving as a shield for the protection of tidelands, now extends its protective scope to navigable lakes. Ever since we first recognized that the public trust protects environmental and recreational values (*Marks r. Whitney* (1971) 6 Cal.3d 251, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374), the two systems of legal thought have been on a collision course. (Johnson, Public Trust *Protection for Stream Flows and Lake Levels* (1980) 14 U.C. Davis L.Rev. 233.) They meet in a unique and dramatic setting which highlights the clash of values. Mono Lake is a scenic and ecological treasure of **national** significance, imperiled by continued diversions of water; yet, the need of Los Angeles for water is apparent, its reliance on rights granted by the board evident, the cost of curtailing diversions substantial.

[1] Attempting to integrate the teachings and values of both the public trust and the appropriative water rights system, we have arrived at certain conclusions which we briefly summarize here. In our opinion, the core of the public trust doctrine is the state's authority as sovereign to exercise a continuous supervision and control over the navigable waters of the state and the lands underlying those waters. This authority applies to the waters tributary to Mono Lake and ***426** bars DWP or any other party from claiming a vested right to divert waters once it becomes clear that such diversions harm the interests protected by the public trust. The corollary rule which evolved in tideland and lakeshore cases barring conveyance of rights free of the trust except to serve trust purposes cannot, however, apply without modification to flowing waters. The prosperity and habitability of much of this state requires the diversion of great quantities of water from its streams for purposes unconnected to any navigation, commerce, fishing, recreation, or ecological use relating to the source stream. The state must have the power to grant nonvested usufructuary rights to appropriate water even if diversions harm public trust uses. Approval of such diversion without considering public trust values, however, may result in needless destruction of those values. Accordingly, we believe that before state courts and agencies approve water diversions they should consider the effect of such diversions upon interests protected by the public trust, and attempt, so far as feasible, to avoid or minimize any harm to those interests. The water rights enjoyed by DWP were granted, the diversion was commenced, and has continued to the present without any consideration of the impact upon the public trust. An objective study and reconsideration of the water rights in the Mono Basin is long overdue. The water law of California —which we conceive to be an integration including both the public trust doctrine and the board-administered appropriative rights system—permits such a reconsideration; the values underlying that integration require it.

****713 [2]** With regard to the secondary issue of exhaustion of administrative remedies, the powers, experience, and expertise of the Water Board all argue in favor of granting that agency primary jurisdiction. Long-established precedent, however, declares that *****350** courts have concurrent jurisdiction in water right controversies. The Legislature, instead of overturning that precedent, has implicitly acknowledged its vitality by providing a procedure under which the courts can refer water rights disputes to the water board as referee. We therefore conclude that the courts may continue to exercise concurrent jurisdiction, but note that in cases where the board's experience or expert knowledge may be useful the courts should not hesitate to seek such aid.

1. *Background and history of the Mono Lake litigation.*

DWP supplies water to the City of Los Angeles. Early in this century, it became clear that the city's anticipated needs would exceed the water available from local sources, and so in 1913 the city constructed an aqueduct to carry water from the Owens River 233 miles over the Antelope-Mojave plateau into the coastal plain and thirsty city.

***427** The city's attempt to acquire rights to water needed by local farmers met with fierce, and at times violent, opposition. (*See generally County of Inyo v. Public Utilities Com.* (1980) 26 Cal.3d 154, 156¬157, 161 Cal.Rptr. 172, 604 P.2d 566; Kahrl, Water and Power: The Conflict Over Los Angeles' Water Supply in the Owens Valley (1982).) But when the Owens Valley War" was over, virtually all the waters of the Owens River and its tributaries flowed south to Los Angeles. Owens Lake was transformed into an alkali flat.[3]

The city's rapid expansion soon strained this new supply, too, and prompted a search for water from other regions. The Mono Basin was a predictable object of this extension, since it lay within 50 miles of the natural origin of Owens River, and thus could easily be integrated into the existing aqueduct system.

After purchasing the riparian rights incident to Lee Vining, Walker, Parker and Rush Creeks, as well as the riparian rights pertaining to Mono Lake,[4] the city applied to the Water Board in 1940 for permits to appropriate the waters of the four tributaries. At hearings before the board, various interested individuals protested that the city's proposed appropriations would lower the surface level of Mono Lake and thereby impair its commercial, recreational and scenic uses.

The board's primary authority to reject that application lay in a 1921 amendment to the Water Commission Act of 1913, which authorized the board to reject an application "when in its judgment the proposed appropriation would not best conserve the public interest." (Stats. 1921, ch. 329, § 1, p. 443, now codified as Wat.Code, § 1255.) 5 The 1921 enactment, however, also "declared to be the established policy of this state that the use of water for domestic purposes is the highest use of water" (id., now codified as Wat.Code, § 1254), and directed the Water Board to be guided by this declaration of policy. Since DWP sought water for domestic use, the board concluded that it had to grant the application notwithstanding ****714** the harm to public trust uses of Mono Lake.[6]

*****351 *428** The board's decision states that [i]t is indeed unfortunate that the City's proposed development will result in decreasing the aesthetic advantages of Mono Basin but *there is apparently nothing that this office can do to prevent it.* The use to which the City proposes to put the water under its Applications ... is defined by the Water Commission Act as the highest to which water may be applied and to make available unappropriated water for this use the City has, by the condemnation proceedings described above, acquired the littoral and riparian rights on Mono Lake and its tributaries south of Mill Creek. This office therefore has *no alternative but to dismiss all protests based upon the possible lowering of the water level in Mono Lake and the effect that the diversion of water from these streams may have upon the aesthetic and recreational value of the Basin."* (Div.Wat. Resources Dec. 7053, 7055, 8042 & 8043 (Apr. 11, 1940), at p. 26, italics added.)[7]

By April of 1941, the city had completed the extension of its aqueduct system into the Mono Basin by construction of certain conduits, reservoirs at Grant and Crowley Lakes, and the Mono Craters Tunnel from the Mono Basin to the Owens River. In the 1950's, the city constructed hydroelectric power plants along the system to generate electricity from the energy of the appropriated water as it flowed downhill into the Owens Valley.

Between 1940 and 1970, the city diverted an average of 57,067 acre-feet of water per year from the Mono Basin. The impact of these diversions on Mono Lake was clear and immediate: the lake's surface level receded at an average of 1.1 feet per year.

In June of 1970, the city completed a second aqueduct designed to increase the total flow into the aqueduct by 50 percent. 8 Between 1970 and I980, the city ***429** diverted an average of 99,580 acre-feet per year from the Mono Basin. By October of 1979, the lake had shrunk from its prediversion area of 85 square miles to an area of 60.3 square miles. Its surface level had dropped to 6,373 feet above sea level, 43 feet below the prediversion level.[9]

****715** No party seriously disputes the facts set forth above. However, the parties hotly *****352** dispute the projected effects of future diversions on the lake itself, as well as the indirect effects of past, present and future diversions on the Mono Basin environment.

DWP expects that its future diversions of about 100,000 acre-feet per year will lower the lake's surface level another 43 feet and reduce its surface area by about 22 square miles over the next 80 to 100 years, at which point the lake will gradually approach environmental equilibrium (the point at which inflow from precipitation, groundwater and nondiverted tributaries equals outflow by evaporation and other means). At this point, according to DWP, the lake will stabilize at a level 6,330 feet above the sea's, with a surface area of approximately 38 square miles. Thus, by DWP's own estimates, unabated diversions will ultimately produce a lake that is about 56 percent smaller on the surface and 42 percent shallower than its natural size.

Plaintiffs consider these projections unrealistically optimistic. They allege that, 50 years hence, the lake will be at least 50 feet shallower than it now is, and hold less than 20 percent of its natural volume. Further, plaintiffs fear that "the lake will not stabilize at this level," but "may continue to reduce in size until it is dried up." Moreover, unlike DWP, plaintiffs believe that the lake's gradual recession indirectly causes a host of adverse environmental impacts. Many of these alleged impacts are related to an increase in the lake's salinity, caused by the decrease in its water volume.

As noted above, Mono Lake has no outlets. The lake loses water only by evaporation and seepage. Natural salts do not evaporate with water, but are left behind. Prior to commencement of the DWP diversions, this naturally rising salinity was balanced by a constant and substantial supply of fresh water from the tributaries. Now, however, DWP diverts most of the fresh water inflow. The resultant imbalance between inflow and outflow not only diminishes the lake's size, but also drastically increases its salinity.

***430** Plaintiffs predict that the lake's steadily increasing salinity, if unchecked, will wreck havoc throughout the local food chain. They contend that the lake's algae, and the brine shrimp and brine flies that feed on it, cannot survive the projected salinity increase. To support this assertion, plaintiffs point to a 50 percent reduction in the shrimp hatch for the spring of 1980 and a startling 95 percent reduction for the spring of 1981. These reductions affirm experimental evidence indicating that brine shrimp populations diminish as the salinity of the water surrounding them increases. (See Task Force Report at pp. 20-21.) DWP admits these substantial reductions, but blames them on factors other than salinity.

DWP's diversions also present several threats to the millions of local and migratory birds using the lake. First, since many species of birds feed on the lakes brine shrimp, any reduction in shrimp population allegedly caused by rising salinity endangers a major avian food source. The Task Force Report considered it "unlikely that any of Mono Lake's major bird species ... will persist at the lake if populations of invertebrates disappear." (Task Force Report at p. 20.) Second, the increasing salinity makes it more difficult for the birds to maintain osmotic equilibrium with their environment.[10]

****716** The California gull is especially endangered, both by the increase in salinity and by loss of nesting sites. Ninety-five percent of this state's gull population and 25 percent of the total species population nests at the lake. (Take Force Report at p. 21.) Most of the gulls nest on islands in the lake**. ***353** As the lake recedes, land between the shore and some of the islands has been exposed, offering such predators as the coyote easy access to the gull nests and chicks. In 1979, coyotes reached Negrit Island, once the most popular nesting site, and the number of gull nests at the lake declined sharply. In 1981, 95 percent of the hatched chicks did not survive to maturity. Plaintiffs blame this decline and alarming mortality rate on the predator access created by the land bridges; DWP suggests numerous other causes, such as increased ambient temperatures and human activities, and claims that the joining of some islands with the mainland is offset by the emergence of new islands due to the lake's recession.

Plaintiffs allege that DWP's diversions adversely affect the human species and its activities as well. First, as the lake recedes, it has exposed more than ***431** 18,000 acres of lake bed composed of very fine silt which, once dry, easily becomes airborne in winds. This silt contains a high concentration of alkali and other minerals that irritate the mucous membranes and respiratory systems of humans and other animals. (See Task Force Report at p. 22.) While the precise extent of this threat to the public health has yet to be determined, such threat as exists can be expected to increase with the exposure of additional lake bed. DWP, however, claims that its diversions neither affect the air quality in Mono Basin nor present a hazard to human health.

Furthermore, the lake's recession obviously diminishes its value as an economic, recreational, and scenic resource. Of course, there will be less lake to use and enjoy. The declining shrimp hatch depresses a local shrimping industry. The rings of dry lake bed are difficult to traverse on foot, and thus impair human access to the lake, and reduce the lake's substantial scenic value. Mono Lake has long been treasured as a unique scenic, recreational and scientific resource (see, e.g., *City of Los Angeles v. Aitken, supra,* 10 Cal.App.2d 460,.462-463, 52 P.2d 585; Task Force Report at pp. 22-24), but continued diversions threaten to turn it into a desert wasteland like the dry bed of Owens Lake.

To abate this destruction, plaintiffs filed suit for injunctive and declaratory relief in the Superior Court for Mono County on May 21, 1979.[11] DWP moved to change venue. When the court granted the motion and transferred

the case to Alpine County, DWP sought an extraordinary writ to bar this transfer. The writ was denied, and the Superior Court for Alpine County set a tentative trial date for March of 1980.

In January of that year, DWP cross-complained against 117 individuals and entities claiming water rights in the Mono Basin. On February 20, 1980, one cross-defendant, the United States, removed the case to the District Court for the Eastern District of ****717** California. On DWP's motion, the district court stayed its proceedings under the federal abstention doctrine[12] to allow resolution by ***432** California courts of two important issues of California law: "1. What is the *****354** interrelationship of the public trust doctrine and the California water rights system, in the context of the right of the Los Angeles Department of Water and Power (Department') to divert water from Mono Lake pursuant to permits and licenses issued under the California water rights system? In other words, is the public trust doctrine in this context subsumed in the California water rights system, or does it function independently of that system? Stated differently, can the plaintiffs challenge the Department's permits and licenses by arguing that those permits and licenses are limited by the public trust doctrine, or must the plaintiffs challenge the permits and licenses by arguing that the water diversions and uses authorized thereunder are not 'reasonable or beneficial' as required under the California water rights system? 2. Do the exhaustion principles applied in the water rights context apply to plaintiffs' action pending in the United States District Court for the Eastern District of California?"[13]

[3] **[4]** In response to this order, plaintiffs filed a new complaint for declaratory relief in the Alpine County Superior Court. 14 On November 9, ***433** 1981, that court ****718** entered summary judgment against plaintiffs. Its notice of intended ruling stated that "[t]he California water rights system is *****355** a comprehensive and exclusive system for determining the legality of the diversions of the City of Los Angeles in the Mono Basin .... The Public Trust Doctrine does not function independently of that system. This Court concludes that as regards the right of the City of Los Angeles to divert waters in the Mono Basin that the Public Trust Doctrine is subsumed in the water rights system of the state." With respect to exhaustion of administrative remedies, the superior court concluded that plaintiffs would be required to exhaust their remedy before the Water Board either under a challenge based on an independent public trust claim or one based on asserted unreasonable or nonbeneficial use of appropriated water.

Plaintiffs filed a petition for mandate directly with this court to review the summary judgment of the Alpine County Superior Court. We issued an alternative writ and set the case for argument.

2. *The Public Trust Doctrine in California.*

"By the law of nature these things are common to mankind—the air, running water, the sea and consequently the shores of the sea." (Institutes of Justinian ***434** 2.1.1.) From this origin in Roman law, the English common law evolved the concept of the public trust, under which the sovereign owns "all of its navigable waterways and the lands lying beneath them as trustee of a public trust for the benefit of the people.' " (*Colherg, Inc. v. State of California ex rel. Dept. Pub. Works* (1967) 67 Ca1.2d 408, 416, 62 Cal.Rptr. 401, 432 P.2d 3.)[15] The State of California acquired title as trustee to such lands and waterways upon its admission to the union (*City of Berkeley v. Superior Court* (1980) 26 Ca1.3d 515, 521, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362 and cases there cited); from the earliest days (see *Eldridge v. Cowell* (1854) 4 Cal. 80, 87) its "719 judicial decisions have recognized and enforced the trust obligation.[16]

Three aspects of the public trust doctrine require consideration in this opinion: the purpose of the trust; the scope of the trust, particularly as it applies to the nonnavigable tributaries of a navigable lake; and the powers and duties of the state as trustee of *****356** the public trust. We discuss these questions in the order listed.

(a) *The purpose of the public trust.*

The objective of the public trust has evolved in tandem with the changing public perception of the values and uses of waterways. As we observed in *Marks v. Whitney, supra*, 6 Ca1.3d 251, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374, "[p]ublic trust easements [were] traditionally defined in terms of navigation, commerce and fisheries. They have been held to include the right to fish, hunt, bathe, swim, to use for boating and general recreation purposes the navigable waters of the state, and to use the bottom of the navigable waters for anchoring, standing, or other purposes." (P. 259, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374.) We went on, however, to hold that the traditional triad of uses—navigation, commerce and fishing—did not limit the public interest in the trust res. In language of special importance to the present setting, we stated that "[t]he public uses to which tidelands are subject are sufficiently flexible to encompass changing public needs. In administering the trust the state is not burdened with an outmoded classification favoring one mode of utilization over another. [Citation.] There is a growing public recognition that one of the most important public uses of the tidelands—a use encompassed within the tidelands trust—is the preservation of those lands in their natural state, so that they may ***435** serve as ecological units for scientific study, as open space, and as environments which provide food and habitat for birds and marine life, and which favorably affect the scenery and climate of the area." (Pp. 259-260, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374.)

Mono Lake is a navigable waterway. (*City of Los Angeles v. Aitken, supra*, 10 Cal.App.2d 460, 466, 52 P.2d 585.) It supports a small local industry which harvests brine shrimp for sale as fish food, which endeavor probably qualifies the lake as a "fishery" under the traditional public trust cases. The principal values plaintiffs seek to protect, however, are recreational and ecological—the scenic views of the lake and its shore, the purity of the air, and the use of the lake for nesting and feeding by birds. Under Marks v. Whitney, supra, 6 Ca1.3d 251, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374, it is clear that protection of these values is among the purposes of the public trust.

(b) *The scope of the public trust.*

[5] [6] Early English decisions generally assumed the public trust was limited to tidal waters and the lands exposed and covered by the daily tides (see Stevens, op. cit. supra, 14 U.C.Davis L.Rev. 195, 201 and authorities there cited); many American decisions, including the leading California cases, also concern tidelands. (See, e.g., *City of Berkeley v. Superior Court* (1980) 26 Cal.3d 515, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362; *Marks v. Whitney, supra,* 6 Ca1.3d 251, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374; *People v. California Fish Co*. (1913) 166 Cal. 576, 138 P. 79.) It is, however, well settled in the United States generally and in California that the public trust is not limited by the reach of the tides, but encompasses all navigable lakes and streams. (See *Illinois Central Railroad Co. v. Illinois* (1892) 146 U.S. 387, 13 S.Ct. 110, 36 L.Ed. 1018 (Lake Michigan); *State of California v. Superior Court (Lyon)* (1981) 29 Ca1.3d 210, 172 Cal.Rptr. 696, 625 P.2d 239 (*Clear Lake); State of California v. Superior Court (Fogerty)* (1981) 29 Cal.3d 240, 172 Cal.Rptr. 713, 625 P.2d 256 *(Lake Tahoe); People v. Gold Run D. & M. Co.* (1884) 66 Cal. 138, 4 P. 1152 *(Sacramento River);* ****720** *Hitchings v. Del Rio Woods Recreation & Park Dist.* (1976) 55 Cal.App.3d 560, 127 Cal.Rptr. *830 (Russian River*).)[17]

Mono Lake is, as we have said, a navigable waterway. The beds, shores and waters of the lake are without question protected by the public trust. The streams diverted by DWP, however, are not themselves navigable. ***357** Accordingly, we must address in this case a question not discussed in any recent public trust case—whether the public trust limits conduct affecting nonnavigable tributaries to navigable waterways.

***436** This question was considered in two venerable California decisions. The first, *People v. Gold Run D. & M. Co.* (1884) 66 Cal. 138, 4 P. 1152, is one of the epochal decisions of California history, a signpost which marked the transition from a mining economy to one predominately commercial and agricultural. The Gold Run Ditch and Mining Company and other mining operators used huge water cannon to wash gold-bearing gravel from hillsides; in the process they dumped 600,000 cubic yards of sand and gravel annually into the north fork of the American River. The debris, washed downstream, raised the beds of the American and Sacramento Rivers, impairing navigation, polluting the waters, and creating the danger that in time of flood the rivers would turn from their channels and inundate nearby lands.

Although recognizing that its decision might destroy the remains of the state's gold mining industry, the court affirmed an injunction barring the dumping. The opinion stressed the harm to the navigability of the Sacramento River, "a great public highway, in which the people of the State have paramount and controlling rights." (P. 146, 4 P. 1152.) Defendant's dumping, the court said, was "an unauthorized invasion of the rights of the public to its navigation." (P. 147, 4 P. 1152.) Rejecting the argument that dumping was sanctioned by custom and legislative acquiescence, the opinion asserted that "the rights of the people in the navigable rivers of the State are paramount and controlling. The State holds the absolute right to all navigable waters and the soils under them .... The soil she holds as trustee of a public trust for the benefit of the people; and she may, by her legislature, grant it to an individual; but she cannot grant the rights of the people to the use of the navigable waters flowing over it ...." (Pp. 151-152, 4 P. 1152.)

In the second decision, *People v. Russ* (1901) 132 Cal. 102, 64 P. 111, the defendant erected dams on sloughs which adjoined a navigable river. Finding the sloughs nonnavigable, the trial court gave judgment for defendant. We reversed, directing the trial court to make a finding as to the effect of the dams on the navigability of the river. "Directly diverting waters in material quantities from a navigable stream may be enjoined as a public nuisance. Neither may the waters of a navigable stream be diverted in substantial quantities by drawing from its tributaries ....If the dams upon these sloughs result in the obstruction of Salt River as a navigable stream, they constitute a public nuisance." (P. 106, 64 P. 111.)

DWP points out that the Gold Run decision did not involve diversion of water, and that in Russ there had been no finding of impairment to navigation. But the principles recognized by those decisions apply fully to a case in which diversions from a nonnavigable, tributary impair the public trust in a downstream river or lake. "If the public trust doctrine applies to constrain *fills* which destroy navigation and other public trust uses in navigable waters, it should equally apply to constrain the extraction of water that destroys navigation and ***437** other public interests. Both actions result in the same damage to the public interest." (Johnson, *Public Trust Protection for Stream Flows and Luke Levels* (1980) 14 U.C.Davis L.Rev. 233, 257-258; see Dunning, *The Significance of California's Public Trust Easement for California* ****721** *Water Rights Law* (1980) 14 U.C.Davis L.Rev. 357, 359-360.)

[7] We conclude that the public trust doctrine, as recognized and developed in California decisions, protects navigable waters[18] from harm caused by diversion of nonnavigable tributaries.[19]

***358** (c) Duties and powers of the state as trustee.

In the following review of the authority and obligations of the state as administrator of the public trust, the dominant theme is the state's sovereign power and duty to exercise continued supervision over the trust. One consequence, of importance to this and many other cases, is that parties acquiring rights in trust property generally hold those rights subject to the trust, and can assert no vested right to use those rights in a manner harmful to the trust.

As we noted recently in *City of Berkeley v. Superior Court, supra,* 26 Cal.3d 515, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362, the decision of the United States Supreme Court in *Illinois Central Railroad Company v. Illinois, supra,* 146 U.S. 387, 13 S.Ct. 110, 36 L.td. 1018, "remains the primary authority even today, almost nine decades after it was decided." (26 Cal.3d 521, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362.) The Illinois Legislature in 1886 had granted the railroad in fee simple 1,000 acres of submerged lands, virtually the entire Chicago waterfront. Four years later it sought to revoke that grant. The Supreme Court upheld the revocatory legislation. Its opinion explained that lands under navigable waters conveyed to private parties for wharves, docks, and other structures in furtherance of trust purposes could be granted free of the trust because the conveyance is consistent with the purpose of the trust. But the legislature, it held, did not have the power to convey the entire city waterfront free

of trust, thus barring all future legislatures from protecting the public interest. The opinion declares that: "A grant of all the lands under the navigable waters of a State has never been adjudged to be within the legislative power; and any attempted grant of the kind would be held, if not absolutely void on its face, as subject to revocation. The State can no more abdicate its trust over property in which the whole people are interested, like navigable waters and soils under them, ... than it can abdicate its police powers in the administration of government and the preservation of ***438** the peace. In the administration of government the use of such powers may for a limited period be delegated to a municipality or other body, but there always remains with the State the right to revoke those powers and exercise them in a more direct manner, and one more conformable to its wishes. So with trusts connected with public property, or property of a special character, like lands under navigable waterways, they cannot be placed entirely beyond the direction and control of the State." (146 U.S. pp. 453-454, 13 S.Ct. p. 118.)

Turning to the Illinois Central grant, the court stated that: "Any grant of the kind is necessarily revocable, and the exercise of the trust by which the property was held by the State can be resumed at any time. Undoubtedly there may be expenses incurred in improvements made under such a grant which the State ought to pay; but, be that as it may, the power to resume the trust whenever the State judges best is, we think, incontrovertible.... The ownership of the navigable waters of the harbor and of the lands under them is a subject of public concern to the whole people of the State. The trust with which they are held, therefore, is governmental and cannot be alienated, except in those instances mentioned ****722** of parcels used in the improvement of the interest thus held, or when parcels can be disposed of without detriment to the public interest in the lands and waters remaining." (Pp. 455-456, 13 S.Ct. p. 119.)

The California Supreme Court indorsed the Illinois Central principles in *People v. California Fish Co.* (1913) 166 Cal. 576, 138 P. 79. *California Fish* concerned title to about 80,000 acres of tidelands conveyed by *****359** state commissioners pursuant to statutory authorization. The court first set out principles to govern the interpretation of statutes conveying that property: "[S]tatutes purporting to authorize an abandonment of ... public use will be carefully scanned to ascertain whether or not such was the legislative intention, and that intent must be clearly expressed or necessarily implied. It will not be implied if any other inference is reasonably possible. And if any interpretation of the statute is reasonably possible which would not involve a destruction of the public use or an intention to terminate it in violation of the trust, the courts will give the statute such interpretation." (*Id*., at p. 597, 138 P. 79.) Applying these principles, the court held that because the statute in question and the grants pursuant thereto were not made for trust purposes, the grantees did not acquire absolute title; instead, the grantees "own the soil, subject to the easement of the public for the public uses of navigation and commerce, and to the right of the state, as administrator and controller of these public uses and the public trust therefor, to enter upon and possess the same for the preservation and advancement of the public uses and to make such changes and improvements as may be deemed advisable for those purposes." (*Id*., at pp. 598-599, 138 P. 79.)

Finally, rejecting the claim of the tideland purchasers for compensation, the court stated they did not lose title, but retained it subject to the public trust. (See ***439** pp. 599-601.) While the state may not "retake the absolute title without compensation" (p. 599, 138 P. 79), it may without such payment erect improvements to further navigation and take other actions to promote the public trust.[20]

Boone v. Kingsbury (1928) 206 Cal. 148, 273 R 797, presents another aspect of this matter. The Legislature authorized the Surveyor-General to lease trust lands for oil drilling. Applying the principles of Illinois Central, the court upheld that statute on the ground that the derricks would not substantially interfere with the trust. Any licenses granted by the statute, moreover, remained subject to the trust: "The state may at any time remove [the] structures ..., even though they have been erected with its license or consent, if it subsequently determines them to be purprestures or finds that they substantially interfere with navigation or commerce." (Pp. 192-193, 273 P. 797.)[21]

*****360 **723** Finally, in our recent decision in City of *Berkeley v. Superior Court, supra,* 26 Ca1.3d 515, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362, we considered whether deeds executed by the Board of Tidelands Commissioners pursuant to an 1870 act conferred title free of the trust. Applying the principles of earlier decisions, we held that the grantees' title was subject to the trust, both because the Legislature had not made clear its intention to authorize a conveyance free of the trust and because the 1870 act and the conveyances under it were not intended to further trust purposes. ***440** Once again we rejected the claim that establishment of the public trust constituted a taking of property for which compensation was required: "We do not divest anyone of title to property; the consequence of our decision will be only that some landowners whose predecessors in interest acquired property under the 1870 act will, like the grantees in *California Fish*, hold it subject to the public trust." (P. 532, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362.)[22]

[8] **[9]** In summary, the foregoing cases amply demonstrate the continuing power of the state as administrator of the public trust, a power which extends to the revocation of previously granted rights or to the enforcement of the trust against lands long thought free of the trust (see *City of Berkeley v. Superior Court, supra,* 26 Ca1.3d 515, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362). Except for those rare instances in which a grantee may acquire a right to use former trust property free of trust restrictions, the grantee holds subject to the trust, and while he may assert a vested right to the servient estate (the right of use subject to the trust) and to any improvements he erects, he can claim no vested right to bar recognition of the trust or state action to carry out its purposes.

Since the public trust doctrine does not prevent the state from choosing between trust uses (*Colberg, Inc. v. State of California, supra,* 67 Cal.2d 408, 419, 62 Cal.Rptr. 401, 432 P.2d 3; *County of Orange v. Heim* (1973) 30 Cal.App.3d 694, 707, 106 Cal.Rptr. 825), the Attorney General of California, seeking to maximize state power under the trust, argues for a broad concept of trust uses. In his view, "trust uses" encompass all public uses, so

that in practical effect the doctrine would impose no restrictions on the state's ability to allocate trust property. We know of no authority which supports this view of the public trust, except perhaps the dissenting opinion in *Illinois Central R. Co. v. Illinois, supra,* 146 U.S. 387, 13 S.Ct. 110, 36 L.Ed. 1018. Most decisions and commentators assume that "trust uses" relate to uses and activities in the vicinity of the lake, stream, or tidal reach at issue (see, e.g., *City of Los Angeles v. Aitken, supra,* 10 Cal.App.2d 460, 468-469; State of Cal. ex rel. *State Lands Com. v. County of Orange, supra,* 134 Cal.App.3d 20, 184 Cal.Rptr. 423; Sax, ***724 op. cit. supra,* 68 Mich.L.Rev. 471, 542.) The tideland cases make this point clear; after *City of Berkeley v. Superior Court, supra.* 26 Cal.3d 515, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362, no one could contend that the state could grant tidelands free of the trust merely because the grant served some public purpose, such as increasing tax revenues, or because the grantee might put the property to a commercial use.

***441 [10]** Thus, the public trust is more than an affirmation of state power to use public property for public purposes. It is an affirmation *****361** of the duty of the state to protect the people's common heritage of streams, lakes, marshlands and tidelands, surrendering that right of protection only in rare cases when the abandonment of that right is consistent with the purposes of the trust.

3. *The California Water Rights System.*

"It is laid down by our law writers, that the right of property in water is usufructuary, and consists not so much of the fluid itself as the advantage of its use." (*Eddy v. Simpson* (1853) 3 Cal. 249, 252.) Hence, the cases do not speak of the ownership of water, but only of the right to its use. (*Rancho Santa Margarita v. Vail* (1938) 11 Cal.2d 501, 554-555, 81 P.2d 533; see generally Hutchins, The Cal.Law of Water Rights (1956) pp. 36-38; 1 Rogers & Nichols, Water for Cal. (1967) p. 191.) Accordingly, Water Code section 102 provides that "WI water within the State is the property of the people of the State, but the right to the use of water may be acquired by appropriation in the manner provided by law."

Our recent decision in *People v. Shirokow* (1980) 26 Cal.3d 301, 162 Cal.Rptr. 30, 605 P.2d 859, described the early history of the appropriative water rights system in California. We explained that "California operates under the so-called dual system of water rights which recognizes both the appropriation and the riparian doctrines. (Hutchins, The California Law of Water Rights, supra, at pp. 40, 55-67.) The riparian doctrine confers upon the owner of land contiguous to a watercourse the right to the reasonable and beneficial use of water on his land. The appropriation doctrine contemplates the diversion of water and applies to 'any taking of water for other than riparian or overlying uses.' (*City of Pasadena v. City of Alhambra* (1949) 33 Cal.2d 908, 925 [207 P.2d 17], and cases there cited.) ..."

"Common law appropriation originated in the gold rush days when miners diverted water necessary to work their placer mining claims. The miners adopted among themselves the priority rule of 'first in time, first in right,' and California courts looked to principles of equity and of real property law to adjudicate conflicting claims. [Citations.] Thus it was initially the law in this state that a person could appropriate water merely by diverting it and putting it to use.

***442** "The first appropriation statute was enacted in 1872 and provided for initiation of the appropriative right by the posting and recordation of notice. (Civ.Code, §§ 1410-1422.) The nonstatutory method retained its vitality and appropriative rights were acquired by following either procedure. [Citation.]

"Both methods were superseded by the 1913 enactment of the Water Commission Act, which created a Water Commission and provided a procedure for the appropriation of water for useful and beneficial purposes. The main purpose of the act was. 'to provide an orderly method for the appropriation of [unappropriated] waters.' (*Temescal Water Co. v. Dept. Public Works* (1955) 44 Ca1.2d 90, 95 [280 P.2d 1]; *Bloss v. Rahilly* (1940) 16 Cal.2d 70, 75 [104 P.2d 1049].) By amendment in 1923, the statutory procedure became the exclusive means of acquiring appropriative rights. (§ 1225, Stats.1923, ch. 87.) The provisions of the Water Commission Act, as amended from time to time, have been codified in Water Code, divisions 1 and 2. (Stats.1943, ch. 368.)" (Pp. 307-308, 162 Cal.Rptr. 30, 605 P.2d 859, fns. omitted.)

****725** The role of the Water Board under the 1913 Act, as *Shirokow* indicated, was a very limited one. The only water subject to appropriation under the act was water which was not then being applied to useful and beneficial purposes, and was not otherwise appropriated. (See Wat.Code, §1201, based upon Stats.1913, ch. 586, p. 1017, § 11.) Thus, appropriative rights acquired under the act were inferior to pre-existing rights such as riparian rights, pueblo rights, and prior prescriptive appropriations. (See *City of San Diego v. Cuyamaca Water Co.* (1.913) 209 Cal. 105, 287 P. 475.)

Judicial decisions confirmed this limited role. According to the courts, the function of the Water Board was restricted to determining *****362** if unappropriated water was available; if it was, and no competing appropriator submitted a claim, the grant of an appropriation was a ministerial act. (*Tulare Water Co. v. State Water Com.* (1921) 187 Cal. 533, 202 P. 874.)

In 1926, however, a decision of this court led. to a constitutional amendment which radically altered water law in California and led to an expansion of the powers of the board. In *Herminghaus v. South California Edison Co.* (1926) 200 Cal. 81, 252 P. 607, we held not only that riparian rights took priority over appropriations authorized by the Water Board, a point which had always been clear, but that as between the riparian and the appropriator, the former's use of water was not limited by the doctrine of reasonable use. (Pp. 100-101, 252 P. 607.) That decision led to a constitutional amendment which abolished the right of a riparian to devote water to unreasonable uses, and established the doctrine of reasonable use as an overriding feature of California water law. (*See Fullerton v. State Water Resources Control Bd.* (1979) 90 Cal.App.3d 590, 596, 153 Cal.Rptr. 518, and cases there cited.)

***443** Article X, section 2 (enacted in 1928 as art. XIV, § 3) reads in pertinent part as follows: "It is hereby declared that because of the conditions prevailing in this State the general welfare requires that the water

resources of the State be put to beneficial use to the fullest extent of which they are capable, and that the waste or unreasonable use or unreasonable method of use of water be prevented, and that the conservation of such waters is to be exercised with a view to the reasonable and beneficial use thereof in the interest of the people and for the public welfare. The right to water or to the use or flow of water in or from any natural stream or water course in this State is and shall be limited to such water as shall be reasonably required for the beneficial use to be served, and such right does not and shall not extend to the waste or unreasonable use or unreasonable method of use or unreasonable method of diversion of water.... This section shall be self-executing, and the Legislature may also enact laws in the furtherance of the policy in this section contained."

[11] This amendment does more than merely overturn *Herminghaus*—it establishes state water policy. All uses of water, including public trust uses, must now conform to the standard of reasonable use. (See *Peabody v. City of Vallejo* (1935) 2 Cal.2d 351, 367, 40 P.2d 486; People ex rel. State Water Resources Control Bd. v. Forta (1976) 54 Cal.App.3d 743, 749-750, 126 Cal.Rptr. 851.) [23]

The 1928 amendment did not declare whether the in-stream uses protected by the public trust could be considered reasonable and beneficial uses. In a 1936 case involving Mono Lake, however, the court squarely rejected DWP's argument that use of stream water to maintain the lake's scenic and recreational values violated the constitutional provision barring unreasonable uses. (*County of Los Angeles v. Aitken,* ****726** *supra,* I0 Cal.App.2d 460, 52 P.2d 685.) The point is now settled by statute, Water Code section 1243 providing that "[t]he use of water for recreation and preservation and enhancement of fish and wildlife resources is a beneficial use of water." (See also *Cal Trout, Inc. v. State Water Resources Control Bd.* (1979) 90 Cal.App.3d 816, 821, 153 Cal.Rptr. 672.)

The 1928 amendment itself did not expand the authority of the Water Board. The board remained, under controlling judicial decisions, a ministerial body with the limited task of determining priorities between claimants seeking to appropriate unclaimed water. More recent statutory and judicial developments, however, have greatly enhanced the power of the Water Board to oversee the ***444** reasonable use of water and, in the process, made clear its authority to weigh and protect public trust values.

*****363** In 1955, the Legislature declared that in acting on appropriative applications, "the board shall consider the relative benefit to be derived from (1) all beneficial uses of the water concerned including, but not limited to, use for domestic, irrigation, municipal, industrial, preservation and enhancement of fish and wildlife, recreational, mining and power purposes .... The board may subject such appropriations to such terms and conditions as in its judgment will best develop, conserve, and utilize in the public interest, the water sought to be appropriated." (Wat.Code, § 1257.) In 1959 it stated that "[t]he use of water for recreation and preservation and enhancement of fish and wildlife resources is a beneficial use of water." (Wat.Code, § 1243.) Finally in 1969 the Legislature instructed that determining the amount of water available for appropriation, the board shall take into account, whenever it is in the public interest, the amounts of water needed to remain in the source for protection of beneficial uses." (Wat.Code, § 1243.5.)

Judicial decisions have also expanded the powers of the Water Board. In *Temescal Water Co. v. Dept. Public Works* (1955) 44 Cal.2d 90, 280 P.2d 1, we rejected the holding of *Tulare Water Co. v. State Water Com., supra,* 187 Cal. 533, 202 P. 874, and held that the decision of the board to grant an application to appropriate water was a quasi-judicial decision, not a ministerial act. In *People v. Shirokow,,supra,* 26 Cal.3d 301, 162 Cal.Rptr. 30, 605 P.2d 859, we held that the board could enjoin diversion of water by the owner of a prescriptive right who refused to comply with water conservation programs, even though his right was not based on a board license. Our decision rested on the legislative intent "to vest in the board expansive powers to safeguard the scarce water resources of the state." (P. 309, 162 Cal.Rptr. 30, 605 P.2d 859; see also *Environmental Defense Fund, Inc. v. East Bay Mun. Utility Dist., supra,* 26 Cal.3d 183, 194-195, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1; *In re Waters of Long Valley Creek Stream System* (1979) 25 Cal.3d 339, 158 Cal.Rptr. 350, 599 P.2d 656.) Although the courts have refused to allow the board to appropriate water for in-stream uses, even those decisions have declared that the board has the power and duty to protect such uses by withholding water from appropriation. (*Fullerton v. State Water Resources Control Bd, supra,* 90 Cal.App.3d 590, 603-604, 153 Cal.Rptr. 518; *Cal. Trout, Inc. v. State Water Resources Control Bd., supra,* 90 Cal.App.3d 816, 821, 153 Cal.Rptr. 672.)

[12] Thus, the function of the Water Board has steadily evolved from the narrow role of deciding priorities between competing appropriators to the charge of comprehensive planning and allocation of waters. This change necessarily affects the board's responsibility with respect to the public trust. The board of limited powers of 1913 had neither the power nor duty to consider interests protected by the public trust; the present board, in undertaking planning and allocation of water resources, is required by statute to take those interests into account.

***445** 4. *The relationship between the Public Trust Doctrine and the California Water Rights System.*

As we have seen, the public trust doctrine and the appropriative water rights system ****727** administered by the Water Board developed independently of each other. Each developed comprehensive rules and principles which, if applied to the full extent of their scope, would occupy the field of allocation of stream waters to the exclusion of any competing system of legal thought. Plaintiffs, for example, argues that the public trust is antecedent to and thus limits all appropriative water rights, an argument which implies that most appropriative water rights in California were acquired and are presently being used unlawfully. [24] Defendant DWP, on the other hand, argues that the public trust doctrine as to stream *****364** waters has been "subsumed" into the appropriative water rights system and, absorbed by that body of law, quietly disappeared; according to DWP, the recipient of a board license enjoys a vested right in perpetuity to take water without concern for the consequences to the trust.

We are unable to accept either position. In our opinion, both the public trust doctrine and the water rights system embody important precepts which make the law more responsive to the diverse needs and interests involved in the planning and allocation of water resources. To embrace one system of thought and reject the other would lead to an unbalanced structure, one which would either decry as a breach of trust appropriations essential to the

economic development of this state, or deny any duty to protect or even consider the values promoted by the public trust. Therefore, seeking an accommodation which will make use of the pertinent principles of both the public trust doctrine and the appropriative water rights system, and drawing upon the history of the public trust and the water rights system, the body of judicial precedent, and the views of expert commentators, we reach the following conclusions:

[13] a. The state as sovereign retains continuing supervisory control over its navigable waters and the lands beneath those waters. This principle, fundamental to the concept of the public trust, applies to rights in flowing waters as well as to rights in tidelands and lakeshores; it prevents any party from acquiring a vested right to appropriate water in a manner harmful to the interests protected by the public trust. [25]

***446** [14] b. As a matter of current and historical necessity, the Legislature, acting directly or through an authorized agency such as the Water Board, has the power to grant usufructuary licenses that will permit an appropriator to take water from flowing streams and use that water in a distant part of the state, even though this taking does not promote, and may unavoidably harm, the trust uses at the source stream. The population and economy of this state depend upon the appropriation of vast quantities of water for uses unrelated to in-stream trust values. [26] California's Constitution (see art. X, § 2), its statutes (see Wat.Code, §§ 100, 104), decisions (see, e.g., *Waterford I. Dist. v. Turlock I Dist.* (1920) 50 Cal.App. 213, 220, 194 P. 757), and commentators (e.g., Hutchins, The Cal.Law of Water Rights, *op. cit. supra,* p. 11) all emphasize the need to make efficient use of California's limited water resources: all ****728** recognize, at least implicitly, that efficient use requires diverting water from in-stream uses. Now that the economy and population centers of this state have developed in reliance upon appropriated water, it would be disingenuous to hold that such appropriations are and have always been improper to the extent that they harm public trust uses, and can be justified only upon theories of reliance or estoppel.

[15] c. The state has an affirmative duty to take the public trust into account in the planning and allocation of water resources, and to protect public trust uses whenever feasible. [27] Just as the history of *****365** this state shows that appropriation may be necessary for efficient use of water despite unavoidable harm to public trust values, it demonstrates that an appropriative water rights system administered without consideration of the public trust may cause unnecessary and unjustified harm to trust interests. (See Johnson, *op. cit. supra,* 14 U.C. Davis L.Rev. 233, 256-257; Robie, *Some Reflections on Environmental Considerations in Water Rights Administration* (1972), 2 Ecology L.Q. 695, 710-711; Comment, *op. cit. supra,* 33 Hastings L.J. 653, 654.) As a matter of practical necessity the state may have to approve appropriations despite foreseeable harm to public trust uses. In so doing, however, the state must bear in mind its duty as trustee to consider the effect of the taking on the public trust (see ***447** *United Plainsmen v. N.D. State Water Con. Commission* (N.D.1976) 247 N.W.2d 457, 462-463), and to preserve, so far as consistent with the public interest, the uses protected by the trust.

[16] **[17]** Once the state has approved an appropriation, the public trust imposes a duty of continuing supervision over the taking and use of the appropriated water. In exercising its sovereign power to allocate water resources in the public interest, the state is not confined by past allocation decisions which may be incorrect in light of current knowledge or inconsistent with current needs.

[18] The state accordingly has the power to reconsider allocation decisions even though those decisions were made after due consideration of their effect on the public trust. 28 The case for reconsidering a particular decision, however, is even stronger when that decision failed to weigh and consider public trust uses. In the case before us, the salient fact is that no responsible body has ever determined the impact of diverting the entire flow of the Mono Lake tributaries into the Los Angeles Acqueduct. This is not a case in which the Legislature, the Water Board, or any judicial body has determined that the needs of Los Angeles outweigh the needs of the Mono Basin, that the benefit gained is worth the price. Neither has any responsible body determined whether some lesser taking would better balance the diverse interests. 29 Instead, ****729** DWP acquired rights to the entire flow in 1940 from a water board which believed it lacked both the power and the duty to protect the Mono Lake environment, and continues to exercise those rights in apparent disregard for the resulting damage to the scenery, ecology, and human uses of Mono Lake.

It is clear that some responsible body ought to reconsider the allocation of the waters of the Mono Basin. [30] No vested rights bar such reconsideration. We ***448** recognize *****366** the substantial concerns voiced by Los Angeles—the city's need for water, its reliance upon the 1940 board decision, the cost both in terms of money and environmental impact of obtaining water elsewhere. Such concerns must enter into any allocation decision. We hold only that they do not preclude a reconsideration and reallocation which also takes into account the impact of water diversion on the Mono Lake environment.

5. *Exhaustion of Administrative Remedies.*

On motion for summary judgment, the trial court held that plaintiffs must exhaust their administrative remedies before the Water Board prior to filing suit in superior court. Plaintiffs, supported on this point by DWP, contend that the courts and the board have concurrent jurisdiction over the merits of their claim, and thus that they had no duty to exhaust any administrative remedy before filing suit.

The first question we must face is whether plaintiffs had any Water Board remedy to exhaust. There appear to be two possible grounds upon which plaintiffs could initiate a board proceeding. First, they could claim that DWP was making an unreasonable use of water, in violation either of controlling constitutional and statutory provisions or of the terms of DWP's license. (See Cal.Admin.Code, tit. 23, § 764.10.) Plaintiffs, however, expressly disclaim any intent to charge unreasonable use, and announced instead their intent to found their action solely on the public trust doctrine, so this remedy is unavailable.

The only alternative method of bringing the issue before the board is a proceeding invoking Water Code section 2501, which provides that "[t]he board may determine, in the proceedings provided for in this chapter, all rights to water of a stream system whether based upon appropriation, riparian right, or other basis of right." We recognize certain difficulties in applying this remedy to the present case. It is unclear whether a claim based on the public trust is a "water right" in the technical sense of that term. (See Dunning, *op. cit. supra,* 14 U.C. Davis L.Rev. 357, 383; cf. *Fullerton v. State Water Resources Control Bd., supra,* 90 Cal.App.3d 590, 604, 153 Cal.Rptr. 518.) Also, the relevant chapter of the Water Code refers to petitions filed by "claimants to water" (see, e.g., Wat.Code, § 2525); it is uncertain whether a person asserting the interest of the public trust would be considered a "claimant."

***449 **730** In recent decisions, however, we have discerned a legislative intent to grant the Water Board a "broad," "open-ended," "expansive" authority to undertake comprehensive planning and allocation of water. resources. (In *re Waters of Long Valley Creek Stream System* (1979) 25 Cal.3d 339, 348-349, 350, fn. 5, 158 Cal.Rptr. 350, 599 P.2d 656; *People v. Shirokow, supra,* 26 Cal.3d 301, 309, 162 Cal.Rptr. 30, 605 P.2d 859.) Both cases emphasized the board's power to adjudicate all competing claims, even riparian claims (*Long Beach*) and prescriptive claims (*Shirokow*) which do not fall within the appropriative licensing system. Having construed section 2501 to give the board broad substantive powers—powers adequate to carry out the legislative mandate of comprehensive protection of water resources —it would be inconsistent to read that statute so narrowly that the board lacked jurisdiction to employ those powers.
[19] We therefore construe Water Code section 2501 to permit a person claiming *****367** that a use of water is harmful to interests protected by the public trust to seek a board determination of the allocation of water in a stream system, a determination which may include reconsideration of rights previously granted in that system. Under this interpretation of section 2501, plaintiffs have a remedy before the Water Board.

Must plaintiffs exhaust this administrative remedy before filing suit in superior court? A long line of decisions indicate that remedies before the Water Board are not exclusive, but that the courts have concurrent original jurisdiction.

As we observed earlier in this opinion (see *ante,* pp. 362-363 of 189 Cal.Rptr., pp. 725-726 of 658 P.2d), for much of its history the Water Board was an agency of limited scope and power. Many water right disputes, such as those involving riparian rights, pueblo rights, and prescriptive rights, did not fall within the jurisdiction of the board. But even in cases which arguably came within the board's limited jurisdiction, the parties often filed directly in the superior court, which assumed jurisdiction and decided the case. (See, e.g., *Allen v. California Water & Tel. Co.* (1946) 29 Cal.2d 466, 176 P.2d 8.) All public trust cases cited in this opinion were filed directly in the courts. Thus, a 1967 treatise on California water law could conclude that "[g]enerally, the superior courts of California have original jurisdiction over water rights controversies ..." but in some cases must share concurrent jurisdiction with administrative bodies. (1 Rogers & Nichols, *op. cit. supra,* at p. 528.)

Although prior cases had assumed jurisdictional concurrency, we first discussed that question in our decision in Environmental Defense Fund, Inc. v. East Bay ***450** *Mun. Utility Dist.* (1977) 20 Cal.3d 327, 142 Cal.Rptr. 904, 572 P.2d 1128 (EDF I), and our later decision in the same case on remand from the United States Supreme Court, *Environmental Defense Fund, Inc. v. East Bay Mun. Utility Dist., supra,* 26 Cal.3d 183, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d I (EDF II). Plaintiff in that case sued to enjoin performance of a contract for diversion of water from the American River on the ground that under the doctrine of reasonable use the utility district should instead use reclaimed waste water. Intervenor County of Sacramento claimed the diversion was an unreasonable use because the diversion point was too far upstream, and would deprive downstream users of the water.

In EDF *I* we held that the Legislature had intended to vest regulation of waste water reclamation in the Water Board because of the need for expert evaluation of the health and feasibility problems involved. We therefore concluded that the plaintiffs' superior court action to compel waste water reclamation was barred by failure to exhaust administrative remedies. (20 Cal.3d 327, 343-344, 142 Cal.Rptr. 904, 572 P.2d 1128.)

EDF *I* further held the intervener's claim concerning the diversion point was barred by federal preemption (p. 340), but the United States Supreme Court vacated our decision and remanded for reconsideration ****731** in light of *California v. United States* (1978) 438 U.S. 645, 98 S.Ct. 2985, 57 L.Ed.2d 1018. On remand, we found no federal preemption, and further held that intervener's claim was not defeated by failure to exhaust administrative remedies. Noting that "the courts [had] traditionally exercised jurisdiction of claims of unreasonable water use" (*EDF II,* 26 Ca1.3d 183, 199, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1), we stated that "[a]part from overriding considerations such as are presented by health and safety dangers involved in the reclamation of waste water, we are satisfied that the courts have concurrent jurisdiction with ... administrative agencies to enforce the self-executing provisions of article X, section 2." (P. 200, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1.) [31]

*****368** The present case involves the same considerations as those before us in the *EDF* cases. On the one hand, we have the board with experience and expert knowledge, not only in the intricacies of water law but in the economic and engineering problems involved in implementing water policy.[32] The board, moreover, is charged with a duty of comprehensive planning, a function difficult to perform if some cases bypass board jurisdiction. On the other hand, we ***451** have an established line of authority declaring the concurrent jurisdiction of the courts, and reliance upon that authority by the plaintiffs.

We have seriously considered whether, in light of the broad powers and duties which the Legislature has conferred on the Water Board, we should overrule *EDF II* and declare that henceforth the board has exclusive primary jurisdiction in matters falling within its purview. We perceive, however, that the Legislature has chosen an alternative means of reconciling board expertise and judicial precedent. Instead of granting the board exclusive primary jurisdiction, it has enacted a series of statutes designed to permit state courts, and even federal courts, to make use of the experience and expert knowledge of the board.

Water Code section 2000 provides that "[i]n any suit brought in any court of competent jurisdiction in this State for determination of rights to water, the court may order a reference to the board, as referee, of any or all issues involved in the suit." Section 2001 provides alternatively that the court "may refer the suit to the board for investigation of and report upon any or all of the physical facts involved." Finally, recognizing that some water cases will be filed in or transferred to federal courts, section 2075 provides that "[i]n case suit is brought in a federal court for determination of the rights to water within, or partially within, this State, the board may accept a reference of such suit as master or referee for the court."

These statutes necessarily imply that the superior court has concurrent original jurisdiction in suits to determine water rights, for a reference to the board as referee or master would rarely if ever be appropriate in a case filed originally with the board. The court, however, need not proceed in ignorance, nor need it invest the time required to acquire the skills and knowledge ****732** the board already possesses. When the case raises issues which should be considered by the board, the court may refer the case to the board. Thus the courts, through the exercise of sound discretion and the use of their reference powers, can substantially eliminate the danger that litigation will bypass the board's expert knowledge and frustrate its duty of comprehensive planning. [33]

***452** 6. *Conclusion*

This has been a long and involved answer to the two questions posed by the federal *****369** district court. In summarizing our opinion, we will essay a shorter version of our response.

The federal court inquired first of the interrelationship between the public trust doctrine and the California water rights system, asking whether the "public trust doctrine in this context [is] subsumed in the California water rights system, or ... function[s] independently of that system?" Our answer is -neither." The public trust doctrine and the appropriative water rights system are parts of an integrated system of water law. The public trust doctrine serves the function in that integrated system of preserving the continuing sovereign power of the state to protect public trust uses, a power which precludes anyone from acquiring a vested right to harm the public trust, and imposes a continuing duty on the state to take such uses into account in allocating water resources.

[20] Restating its question, the federal court asked: "[C]an the plaintiffs challenge the Department's permits and licenses by arguing that those permits and licenses are limited by the public trust doctrine, or must the plaintiffs ... [argue] that the water diversions and uses authorized thereunder are not `reasonable or beneficial' as required under the California water rights system?" We reply that plaintiffs can rely on the public trust doctrine in seeking reconsideration of the allocation of the waters of the Mono Basin.

[21] The federal court's second question asked whether plaintiffs must exhaust an administrative remedy before filing suit. Our response is "no." The courts and the Water Board have concurrent jurisdiction in cases of this kind. If the nature or complexity of the issues indicate that an initial determination by the board is appropriate, the courts may refer the matter to the board.

This opinion is but one step in the eventual resolution of the Mono Lake controversy. We do not dictate any particular allocation of water. Our objective is to resolve a legal conundrum in which two competing systems of thought—the public trust doctrine and the appropriative water rights system—existed independently of each other, espousing principles which seemingly suggested opposite results. We hope by integrating these two doctrines to clear away the legal barriers which have so far prevented either the Water Board or the courts from taking a new and objective look at the water resources of the Mono Basin. The human and environmental uses of Mono Lake—uses protected by the public trust doctrine—deserve to be taken into account. Such uses should not be destroyed because the state mistakenly thought itself powerless to protect them.

***453** Let a peremptory writ of mandate issue commanding the Superior Court of Alpine County to vacate its judgment in this action **733 and to enter a new judgment consistent with the views stated in this opinion. [34]

BIRD, C.J., and MOSK, KAUS and REYNOSO, JJ., concur.

KAUS, Justice, concurring.

I concur in the court's opinion. While i share Justice Richardson's reservations on the issue of concurrent jurisdiction, I doubt that the problem can be solved by making the question of exclusive board jurisdiction depend on such rather vague tests as those announced in *EDF I* and *EDF II*. If a majority of the court were inclined to reconsider the issue, I would respectfully suggest that the exclusive jurisdiction of the board should be broadened to include disputes such as the present one. This would, obviously, involve the overruling of certain precedents on which plaintiffs justifiably ****370* relied. The new rule should, therefore, not be applicable to them.

Since, however, the requisite majority interest in reconsidering the question of concurrent jurisdiction is lacking, I join the court's opinion.

RICHARDSON, Justice, concurring and dissenting.

I concur with parts 1 through 4 of the majority opinion and with its analysis of the relationship between the public trust doctrine and the water rights system in this state. I respectfully dissent, however, from part 5 of the opinion wherein the majority holds that the courts and the California Water Resources Board (Water Board) have concurrent jurisdiction in cases of this kind. In my view, there are several compelling reasons for holding that the Water Board has exclusive original jurisdiction over the present dispute, subject of course to judicial review of its decision.

As the majority recognizes, the matter of concurrent jurisdiction involves the related issue of exhaustion of administrative remedies. It is well settled that where an administrative remedy is provided by statute, that remedy must be pursued and exhausted before the courts will act. (*Albelleira v. District Court of Appeal* (1941) 17 Ca1.2d 280, 292, 109 P.2d 942.) This doctrine applies to disputes regarding water appropriated pursuant to permits issued by the Water Board. (*Temescal Water Co. v. Dept. Public Works* (1955) 44 Ca1.2d 90, 106, 280 P.2d l.) The majority concedes that plaintiffs had an administrative remedy available to them in the present case,

namely, a proceeding under Water Code section 2501 "to seek a board determination of the allocation of water in a stream system," including "reconsideration of rights previously granted in that system." (*Ante*, p. 367 of 189 Cal.Rptr., p. 730 of 658 P.2d.) Nevertheless, the majority ***454** concludes that prior cases of this court, together with certain statutory provisions *permitting* (but not requiring) reference of water disputes to the Water Board, both excuse plaintiffs' failure to exhaust their administrative remedy and allow the courts to exercise concurrent jurisdiction in cases of this kind. I reach a contrary conclusion.

As the majority explains (*ante*, p. 36'7 of 189 Cal.Rptr., p. 730 of 658 P.2d), earlier cases which held that the court shared concurrent jurisdiction with the Water Board were decided at a time when the board "was an agency of limited scope and power," without authority to consider many water right issues such as the application of the public trust. Indeed, the Water Board in the present case itself had assumed that it lacked jurisdiction over public trust issues; the board's 1940 decision granting appropriative permits reflects that assumption. (*Ante*, pp. 350-351 of 189 Cal.Rptr., pp. 713-714 of 658 P.2d.) If, as the majority now holds, the Water Board's jurisdiction extends to public trust issues, it is entirely proper to apply the exhaustion of ****734** remedies principle and insist that plaintiffs seek reconsideration from the board before litigating the matter in court.

The majority relies primarily upon *Environmental Defense Fund, Inc. v. East Bay Mun. Utility Dist.* (1980) 26 Ca1.3d 183, 198-200, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1 (*EDF II*), but our language in that case supports the view that, in cases of the kind now before us, the board has exclusive jurisdiction. In *EDF II*, we held that "Apart from overriding considerations," the courts have concurrent jurisdiction with the Water Board to enforce the self-executing constitutional proscriptions against unreasonable water use and diversion. (P. 200, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1.) Most of the "overriding considerations" referred to in *EDF II* are present here.

Thus, in that case we observed that waste water reclamation disputes require consideration of such complex and "transcendent" factors as the potential danger to public health and safety and the feasibility of reclamation, factors which would require deference to "appropriate administrative agencies," *****371** such as the Water Board, and would foreclose concurrent court jurisdiction. (P. 199, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1; see also *Environmental Defense Fund, Inc. v. East Bay Mun. Utility Dist.* (1977) 20 Ca1.3d 327, 343¬344, 142 Cal.Rptr. 904, 572 P.2d 1128 (*EDF I*).) We repeated our earlier observation that "private judicial litigation involves piecemeal adjudication determining only the relative rights of the parties before the court, whereas in administrative proceedings comprehensive adjudication considers the interests of other concerned persons who may not be parties to the court action." (*EDF II*, 26 Ca1.3d at p. 199, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d I; see *In re Waters of Long Valley Creek Stream System* (1979) 25 Ca1.3d 339, 359-360, 158 Cal.Rptr. 350, 599 P.2d 656.)

The same "overriding considerations" catalogued by us in *EDF II* seem applicable here. Although this case does not involve waste water reclamation, nevertheless the balancing of public trust values affecting Mono Lake and the ***455** water rights of a large metropolitan community presents similarly complex, overriding and "transcendent" issues which demand initial consideration by the Water Board. Only the board, which had issued the very licenses and permits now under challenge, possesses the experience and expertise needed to balance all of the various competing interests in reaching a fair and reasonable resolution of this vastly important litigation.

As we noted in *EDF I*, "The scope and technical complexity of issues concerning water resource management are unequalled by virtually any other type of activity presented to the courts." (20 Ca1.3d at p. 344, 142 Cal.Rptr. 904, 572 P.2d 1128.) As the majority opinion herein amply demonstrates, similar complexities are presented here. The majority concedes that (1) "The present case involves the same considerations as those before us in the *EDF* cases," (2) the Water Board possesses the expertise to resolve "the intricacies of water law" and "the economic and engineering problems involved in implementing water policy," and (3) the board "is charged with a duty of comprehensive planning, a function difficult to perform if some cases bypass board jurisdiction." (*Ante*, p. 368 of 189 Cal.Rptr., p. 731 of 658 P.2d.) Thus, the case for exclusive board jurisdiction seems to me truly overwhelming.

The majority's suggestion that various statutory provisions contemplate the exercise of concurrent jurisdiction in cases of this kind is unconvincing. These provisions (Wat.Code, §§ 2000, 2001, 2075) merely authorize the courts in water rights cases to refer the issues to the Water Board for its determination as a referee. Obviously, these provisions do not purport to excuse a prior failure to exhaust available administrative remedies before the Water Board. Moreover, these provisions do not attempt to resolve the question, presented in the *EDF* cases, whether "overriding considerations" dictate an exception to the general rule of concurrent jurisdiction.

As we said in *EDF I*, "When ... the statutory pattern regulating a subject matter integrates the administrative agency **735 into the regulatory scheme and the subject of the litigation demands a high level of expertise within the agency's special competence, we are satisfied that the litigation in the first instance must be addressed to the agency. [Citation.]" (20 Cal.3d at p. 344, 142 Cal.Rptr. 904, 572 P.2d 1128.) That principle seems fully applicable here.

I would affirm the judgment.

All Citations

33 Cal.3d 419, 658 P.2d 709, 189 Cal.Rptr. 346, 21 ERC 1490, 13 Envtl. L. Rep. 20,272,

Footnotes

1 For convenience we shall refer to the state agency with authority to grant appropriative rights as the Water Board or the board, without regard to the various names which this agency has borne since it was first created in 1913.

2 For discussion of the effect of diversions on the ecology of Mono Lake, see Young, The Troubled Waters of Mono Lake (Oct. 1981) **National** Geographic, at page 504; Jehl, Jr., Mono Lake: A Vital Way Station for the Wilson's Phalarope (Oct. 1981) **National** Geographic, at page 520; Hoff, The Legal Battle Over Mono Lake (Jan. 1982) Cal.Law., at page 28; (Cal. Dept. Water Resources, Rep. of the Interagency Task Force on Mono Lake (Dec. 1969) (hereafter Task Force Report)).

3 Ironically, among the decisions reviewed in preparing this opinion was one in which Los Angeles was held liable for permitting water to flow into Owens Lake, damaging mineral extraction facilities constructed in reliance on the city taking the entire flow of the Owens River. (Natural Soda Prod. Co. v. City of Los Angeles (1943) 23 Cal.2d 193, 143 P.2d 12.)

4 Between 1920 and 1934, the city purchased lands riparian to creeks feeding Mono Lake and riparian rights incident to such lands. In 1934, the city brought an eminent domain proceeding for condemnation of the rights of Mono Lake landowners. (City of Los Angeles v. Aitken, (1935) 10 Cal.App.2d 460, 52 P.2d 585.)

5 In theory, the board could have rejected the city's application on the ground that the waters of the streams were already being put to beneficial use or that the DWP proposed an unreasonable use of water in violation of article X, section 2 of the California Constitution. It does not appear that the board considered either proposition.

6 DWP calls our attention to a 1940 decision of the Water Board involving Rock Creek, a tributary of the Owens River, in which the board stated that "the Water Commission Act requires it to protect streams in recreational areas by guarding against depletion below some minimum amount consonant with the general recreational conditions and the character of the stream." (Div. Wat. Resources Dec. 3850 (Apr. 11, 1940), at p. 24.) The decision concluded that the board had insufficient information to decide what conditions, if any, to place upon DWP's application to divert water from Rock Creek for hydroelectric generation.

> We do not know why the board was seemingly more willing to limit diversions to protect recreational values for Rock Creek than for the creeks flowing into Mono Lake. (Neither do we know the eventual outcome of the Rock Creek application.) The language of the board's opinions suggests that the crucial distinction was that the application for the Mono Lake streams was for domestic use, the highest use under the Water Code, while the Rock Creek application was for power generation.

7 Plaintiffs submitted an interrogatory to the present Water Board, inquiring: "Do you contend that the predecessor of the Water Board, at the time it issued the DWP appropriation permit, held the view that, notwithstanding the protests based on environmental concerns, it had no alternative but to issue DWP the permits DWP sought to export water from the Mono Basin?"

> The Water Board replied: "The [Water] Board believes that its predecessor did hold the view that, notwithstanding protests based upon loss of land values resulting from diminished recreational opportunity, if unappropriated water is available, it had no alternative but to issue DWP the permits DWP sought in order to export water from the Mono Basin ...."

8 In 1974 the Water Board confirmed that DWP had perfected its appropriative right by the actual taking and beneficial use of water, and issued two permanent licenses (board licenses Nos. 10191 and 10192) authorizing DWP to divert up to 167,000 acre-feet annually (far more than the average annual flow) from Lee Vining, Walker, Parker and Rush Creeks. The Water Board viewed this action as a ministerial action, based on the 1940 decision, and held no hearings on the matter.

9 In 1979 the California Department of Water Resources and the United States Department of the Interior undertook a joint study of the Mono Basin. The study recommends that the level of Mono Lake be stabilized at 6,388 feet. To achieve this end it recommended that exports of water from the Mono Basin be reduced from the present average of 100,000 acre-feet annually to a limit of 15,000 acre-feet. (Task Force Report at pp. 36-55.) Legislation was introduced to implement this recommendation, but was not enacted.

10 In the face of rising salinity, birds can maintain such equilibrium only by increasing either their secretion of salts or their intake of fresh water. The former option is foreclosed, however, because Mono Lake is already so salty that the birds have reached their limit of salt secretion. Thus, the birds must drink more fresh water to maintain the osmotic equilibrium necessary to their survival. As the Task Force predicts, "[t]he need for more time and energy to obtain fresh water will mean reduced energy and time for other vital activities such as feeding, nesting, etc. Birds attempting to breed at Mono Lake ... are likely to suffer the most from direct salinity effects, since the adult birds must devote so much time to obtain fresh water that they may not be able to raise young successfully." (Task Force Report, at p. 19.)

11 DWP contended that plaintiffs lack standing to sue to enjoin violations of the public trust, citing Antioch v. Williams lrr. Dist. (1922) 188 Cal. 451, 205 P. 688 and Miller & Lux v. Enterprise Canal and Land Co. (1904) 142 Cal. 208, 75 P. 770, both of which held that only the state or the United States could sue to enjoin diversions which might imperil downstream navigability. Judicial decisions since those cases, however, have greatly expanded the right of a member of the public to sue as a taxpayer or private attorney general. (See Van Atta v. Scott (1980) 27 Cal.3d 424, 447-450, 166 Cal.Rptr. 149, 613 P.2d 210, and cases there cited.) Consistently with these decisions, Marks v. Whitney, supra, 6 Cal.3d 251, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374, expressly held that any member of the general public (p. 261, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374) has standing to raise a claim of harm to the public trust. (Pp. 261-262, 98 Cal.Rptr. 790, 491 P.2d 374; see also Environmental Defense Fund, Inc. v. East Bay Mun. Utility Dist. (1980) 26 Cal.3d 183, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1, in which we permitted a public interest organization to sue to enjoin allegedly unreasonable uses of water.) We conclude that plaintiffs have standing to sue to protect the public trust.

12 The federal practice of abstention sprang from the decision in Railroad Comm. of Texas v. Pullman Co. (1941) 312 U.S. 496, 61 S.Ct. 643, 85 L.Ed. 971. (See generally, Wright et al., Federal Practice and Procedure, § 4241 et seq.) In Pullman, the Supreme Court held that, where resolution of an open state question presented in a federal action might prevent the federal court from reaching a constitutional question in that action, the court should stay its proceedings and order the parties to seek resolution of the state question in state courts. In Pullman -type cases, the federal court retains jurisdiction so that it

may either apply the resolved state law, or resolve the state question itself if the state courts refuse to do so for any reason.

> Though federal abstention was originally limited to Pullman -type cases, the grounds for abstention were later expanded in accordance with the policies of federalism. Abstention is now "appropriate where there have been presented difficult questions of state law bearing on policy problems of substantial public import whose importance transcends the result in the case then at bar." (Colorado River Water Conservation Dist. v. United States (1976) 424 U.S. 800, 814, 96 S.Ct. 1236, 1244, 47 L.Ed.2d 483 citing Louisiana Power & Light Co. v. City of Thibodaux (1959) 360 U.S. 25, 79 S.Ct. 1070, 3 L.Ed.2d 1058 and Kaiser Steel Corp. v. W.S. Ranch Co. (1968) 391 U.S. 593, 88 S.Ct. 1753, 20 L.Ed.2d 835.) Kaiser Steel is similar to the case at bar. In that diversity case, W.S. Ranch Co. sued Kaiser Steel for trespass. Kaiser claimed that a New Mexico statute authorized it to trespass as necessary for use of its water rights granted by New Mexico. The ranch replied that if the statute so authorized Kaiser, the statute would violate the state constitution, which allowed the taking of private property only for "public use." Both the district court and the court of appeals reached the merits of the case after denying Kaiser's motion to stay the determination until conclusion of a declaratory relief action then pending in New Mexico courts. The United States Supreme Court reversed, reasoning in a per curiam opinion that "[t]he Court of Appeal erred in refusing to stay its hand. The state law issue which is crucial in this case is one of vital concern in the arid State of New Mexico, where water is one of the most valuable natural resources. The issue, moreover, is truly a novel one ... [, and] will eventually have to be resolved by the New Mexico courts .... Sound judicial administration requires that the parties in this case be given the benefit of the same rule of law which will apply to all other businesses and landowners concerned with the use of this vital state resource." (Kaiser Steel Corp. v. W.S. Ranch Co., supra, 391 U.S. at p. 594, 88 S.Ct. at p. 1754.)

13 DWP objected to the form of the abstention order, and petitioned the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit for leave to file an interlocutory appeal. The Ninth Circuit denied this petition.

14 DWP argues that the second superior court action, filed after the federal court's abstention order, constitutes a request for an advisory opinion and thus seeks relief beyond the jurisdiction of the California courts. (See Younger v. Superior Court (1978) 21 Cal.3d 102, 119-120, 145 Cal.Rptr. 674, 577 P.2d 1014, and cases there cited.) No California case has discussed the propriety of a declaratory relief action filed to resolve an unsettled issue of California law following a federal court abstention. A holding that such a suit is an improper attempt to obtain an advisory opinion, however, would constitute a decision by the California courts to refuse to cooperate in the federal abstention procedure. It would thus compel federal courts to decide unsettled questions of California law which under principles of sound judicial administration (see Kaiser Steel Corp. v. W.S. Ranch Co., supra, 391 U.S. 593, 594, 88 S.Ct. 1753, 1754) should be resolved by the state courts.

> The usual objections to advisory opinions do not apply to the present case. This is not a collusive suit (compare People v. Pratt (1866) 30 Cal. 223), nor an attempt to get the courts to resolve a hypothetical future disagreement (compare Younger v. Superior Court, supra, 21 Cal.3d 102, 145 Cal.Rptr. 674, 577 P.2d 1014). It is, rather, one phase of a hotly contested current controversy. The only conceivable basis for refusing to decide the present case is that our decision will not finally resolve that controversy, but will serve only as an interim resolution of some issues necessary to the final decision. That fact, however, is insufficient to render the issue nonjusticiable. As the Court of Appeal stated in response to a similar contention, it is in the interest of the parties and the public that a determination be made; "even if that determination be but one step in the process, it is a useful one." (Regents of University of California v. State Bd. of Equalization (1977) 73 Cal.App.3d 660, 664, 140 Cal.Rptr. 857.)
>
> If the issue of justiciability is in doubt, it should be resolved in favor of justiciability in cases of great public interest. (See, e.g., California Physicians' Service v. Garrison (1946) 28 Cal.2d 790, 801, 172 P.2d 4 [trial court's determination of justiciability will not be overturned on appeal absent clear showing of abuse of discretion]; Golden Gate Bridge etc. Dist. v. Felt (1931) 214 Cal. 308, 315-319, 5 P.2d 585 [jurisdiction retained over admittedly friendly suit of public importance, where dismissal would have delayed construction of Golden Gate Bridge]; California Water & Telephone Co. v. County of Los Angeles (1917) 253 Cal.App.2d 16, 26, 61 Cal.Rptr. 618 [doubts about the justiciability of a dispute should be resolved in favor of immediate adjudication, where "the public is interested in the settlement of the dispute."].)

15 Spanish law and subsequently Mexican law also recognized the public trust doctrine. (See City of Los Angeles v. Venice Peninsula Properties (1982) 31 Cal.3d 288, 297, 182 Cal.Rptr. 599, 644 P.2d 792.) Commentators have suggested that the public trust rights under Hispanic law, guaranteed by the Treaty of Guadalupe Hidalgo, serve as an independent basis for the public trust doctrine in California. (See Stevens, The Public Trust: A Sovereign's Ancient Prerogative Becomes the People's Environmental Right (1980) 14 U.C.Davis L.Rev. 195, 197; Dyer, California Beach Access: The Mexican Law and the Public Trust (1972) 2 Ecology L.Q. 571.)

16 For the history of the public trust doctrine, see generally Sax, The Public Trust Doctrine In Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention (1970) 68 Mich.L.Rev. 471; Stevens, op. cit. supra, 14 U.C.Davis L.Rev. 195.

17 A waterway usable only for pleasure boating is nevertheless a navigable waterway and protected by the public trust. (See People ex rel. Younger v. County of El Dorado (1979) 96 Cal.App.3d 403, 157 Cal.Rptr. 815, (South Fork of American River); People ex rel. Baker v. Mack (1971) 19 Cal:App.3d 1040, 97 Cal.Rptr. 448 (Fall River).)

18 For review of California decisions on navigability, see Dunning, op. cit. supra, 14 U.C.Davis L.Rev. 357, 384-386.

19 In view of the conclusion stated in the text, we need not consider the question whether the public trust extends for some purposes—such as protection of fishing, environmental values, and recreation interests —to nonnavigable streams. For discussion of this subject, see Walston, The Public Trust Doctrine in the Water Rights Context: The Wrong Environmental Remedy (1982) 22 Santa Clara L.Rev. 63, 85. 20 In Mallon v. City of Long Beach (1955) 44 Cal.2d 199, 282 P.2d 481, the court held that revenues derived from the use of trust property ordinarily must be used for trust purposes. (Pp. 205-206, 282 P.2d 481.) (See also City of Long Beach v. Morse (1947) 31 Cal.2d 254, 188 P.2d 17; State of California ex rel. State Lands Com. v. County of Orange (1982) 134 Cal.App.3d 20, 184 Cal.Rptr. 423.) The Legislature could abandon the trust.over the proceeds, the court said, absent evidence that the abandonment would impair the power of future legislatures to protect and promote trust uses. (44 Cal.2d p. 207, 282 P.2d 481.) So long as the tidelands themselves remained subject to the trust, however, future legislatures would have the power to revoke the abandonment and reestablish a trust on the revenues. (Ibid.) (See City of Coronado v. San Diego Unified Port District (1964) 227 Cal.App.2d 455, 473-474, 38 Cal.Rptr. 834.)

21 In Colberg, Inc. v. State of California, supra, 67 Cal.2d 408, 62 Cal.Rptr. 401, 432 P.2d 3, the state constructed a freeway bridge which partially impaired navigation in the Stockton Deep Water Ship Channel. Upstream shipyard owners, disclaiming any reliance on the public trust, filed suit for damages on a theory of inverse condemnation. The opinion stated that "the state, as trustee for the benefit of the people, has power to deal with its navigable waters in any manner consistent with the improvement of commercial intercourse, whether navigational or otherwise." (P. 419, 62 Cal.Rptr. 401, 432 P.2d 3.) It then concluded that lands littoral to navigable waters are burdened by a navigational servitude in favor of the state and, absent an actual taking of those lands, the owners cannot claim damages when the state acts within its powers.

> We agree with DWP and the state that Colberg demonstrates the power of the state, as administrator of the public trust, to prefer one trust use over another. We cannot agree, however, with DWP's further contention that Colberg proves the power of a state agency to abrogate the public trust merely by authorizing a use inconsistent with the trust. Not only did plaintiffs in Colberg deliberately decline to assert public trust rights, but the decision rests on the power of the state to promote one trust purpose (commerce) over another (navigation), not on any power to grant rights free of the trust. (See Dunning, op. cit. supra, 14 U.C.Davis L.Rev. 357, 382-388.)

22 We noted, however, that "any improvements made on such lands could not be appropriated by the state without compensation." (Pp. 533-534, 162 Cal.Rptr. 327, 606 P.2d 362, citing Illinois Central R. Co. v. Illinois, supra, 146 U.S. 387, 455, 13 S.Ct. 110, 119, 36 L.Ed. 1018.)

> In State of California v. Superior Court (Fogerty), supra, 29 Ca1.3d 240, 249, 172 Cal.Rptr. 713, 625 P.2d 256, we stated that owners of shoreline property in Lake Tahoe would be entitled to compensation if enforcement of the public trust required them to remove improvements. By implication, however, the determination that the property was subject to the trust, despite its implication as to future uses and improvements, was not considered a taking requiring compensation.

23 After the effective date of the 1928 amendment, no one can acquire a vested right to the unreasonable use of water. (See Joslin v. Marin Mun. Water Dist. (1967) 67 Cal.2d 132, 145, 60 Cal.Rptr. 377, 429 P.2d 889; 1 Rogers & Nichols, op. cit. supra, p. 413 and cases there cited.)

24 Plaintiffs suggest that appropriative rights expressly conferred by the Legislature would not be limited by the public trust doctrine. The Attorney General informs us, however, that the Legislature has rarely created water rights by express legislation, but instead has delegated that task to the Water Board.

25 As we discussed earlier (ante, p. 360 of 189 Cal.Rptr., p. 723 of 658 P.2d), there are rare exceptions to the rule stated in the text. It is unlikely that these exceptions will often apply to usufructuary water rights. (See discussion in Johnson, op. cit. supra, 14 U.C. Davis L.Rev. 233, 263-264.)

26 In contrast, the population and economy of this state does not depend on the conveyance of vast expanses of tidelands or other property underlying navigable waters. (See Comment, The Public Trust Doctrine and California Water Law: National Audubon Society v. Dept. of Water and Power (1982) 33 Hastings L.J. 653, 668.) Our opinion does not affect the restrictions imposed by the public trust.doctrine upon transfer of such properties free of the trust.

27 Amendments to the Water Code enacted in 1955 and subsequent years codify in part the duty of the Water Board to consider public trust uses of stream water. (See, ante, p. 363 of 189 Cal.Rptr., p. 726 of 658 P.2d).) The requirements of the California Environmental Quality Act (Pub. Resources Code, § 21000 et seq.) impose a similar obligation. (See Robie, op, cit. supra, 2 Ecology L.Q. 695.)

> These enactments do not render the judicially fashioned public trust doctrine superfluous. Aside from the possibility that statutory protections can be repealed, the noncodified public trust doctrine remains important both to confirm the state's sovereign supervision and to require consideration of public trust uses in cases filed directly in the courts without prior proceedings before the board.

28 The state Attorney General asserts that the Water Board could also reconsider the DWP water rights under the doctrine of unreasonable use under article X, section 2. DWP maintains, however, that its use of the water for domestic consumption is prima facie reasonable. The dispute centers on the test of unreasonable use—does it refer only to inordinate and wasteful use of water, as in Peabody v. City of Vallejo, supra, 2 Cal.2d 351, 40 P.2d 486, or to any use less than the optimum allocation of water? (On this question, see generally Joslin v. Mann Mun. Water Dist., supra, 67 Cal.2d 132, 138-141, 60

Cal.Rptr. 377, 429 P.2d 889.) In view of our reliance on the public trust doctrine as a basis for reconsideration of DWP's usufructuary rights, we need not resolve that controversy.

29 The one objective study which has been done to date, the Report of the Interagency Task Force on Mono Lake recommended a sharp curtailment in the diversion of water by the DWP. (See Task Force Report at pp. 36-40.) The task force, however, had only the authority to make recommendations, and lacked power to adjudicate disputed issues of fact or law or to allocate water.

30 In approving the DWP appropriative claim, the 1940 Water Board relied on Water Code section 106 which states that lilt is hereby declared to be the established policy of this State that the use of water for domestic purposes is the highest use of water and that the next highest use is for irrigation." DWP points to this section, and to a 1945 enactment which declares a policy of protecting municipal water rights (Wat.Code, § 106.5), and inquires into the role of these policy declarations in any reconsideration of DWP's rights in the Mono Lake tributaries.

> Although the primary function of these provisions, particularly section 106, is principles of California water policy applicable to any allocation of water resources. In the latter context, however, these policy declarations must be read in conjunction with later enactments requiring consideration of in-stream uses (Wat.Code, §§ 1243, 1257, quoted ante at pp. 44-45) and judicial decisions explaining the policy embodied in the public-trust doctrine. Thus, neither domestic and municipal uses nor in-stream uses can claim an absolute priority.

31 This case does not fall within the exception established in *EDF II* granting the board exclusive jurisdiction over reclamation of waste waters and other matters involving a potential danger to public health. (See *EDF II*, pp. 199-200, 161 Cal.Rptr. 466, 605 P.2d 1.) The issues involving Mono Lake are complex, and because the emerging lakebed may contribute to dust storms, the case includes a public health aspect. Nevertheless, those issues are more analogous to those typically decided by the courts under their concurrent jurisdiction (such as the claim of intervener in EDF II that the diversion point of water was too far upstream) than they are to the narrow and specialized problem of reclaiming waste water. If we read the exception in EDF II so broadly that any complex case with tangential effect on public health came within the board's exclusive jurisdiction, that exception would consume the rule of concurrent jurisdiction.

32 We noted in *EDF I* that "[t]he scope and technical complexity of issues concerning water resource management are unequalled by virtually any other type of activity presented to the courts." (*EDF I*, supra, 20 Ca1.3d 327, 344, 142 Cal.Rptr. 904, 572 P.2d 1128.)

33 The state Attorney General argues that even though the courts generally possess concurrent jurisdiction in water cases, the board should have exclusive jurisdiction over actions attacking a board-granted water right. In view of the reference power of the courts, we think this exception unnecessary. The court presently has the power to refer such cases to the board whenever reference is appropriate; a rule of exclusive jurisdiction, requiring all such cases to be initiated before the board, would not significantly improve the fairness or efficiency of the process. In some cases, including the present one, it would lead to unproductive controversy over whether the plaintiff is challenging a right granted by the board or merely asserting an alleged right of higher priority.

34. The superior court should determine whether plaintiffs are entitled to attorney fees under Code of Civil Procedure section 1021.5 and Woodland Hills Residents Ass'n, Inc. v. City Council (1979) 23 Ca1.3d 917, 938-940, 154 Cal.Rptr. 503, 593 P.2d 200.

বিভিন্ন দেশের আইনসভা কর্তৃক পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ

আমাদের জন্য এটা খুবই গৌরব এবং গর্বের বিষয় এই যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্র আমাদের দেশ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত এবং কার্যকর করে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতির পিতা পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি করেন।

অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অংগরাজ্য ১লা জানুযারী ১৮৭৪ সাল থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে সংবিধান সংশোধন করে পেনসিলভানিয়া অংগরাজ্যের আইনসভা ধারা ২৭ সংবিধানে যুক্ত করে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালে মনটানা (The state of Montana) রাজ্য তার সংবিধান সংশোধন করে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাতকে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করে।

Minnesota, Michigan সহ কিছু অংগরাজ্য পরিবেশ অধিকার আইন প্রণয়ন করে যেখানে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদকে বিধিবদ্ধ করে। ভার্মেন্ট (Verment) ২০০৮ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঘোষণা করে।

ইকুয়েডর সংবিধান ২০০৮ সালে ২০০৮ সালে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদকে সংবিধানে গ্রহণ করেন। যা নিম্নরূপঃ

" Rights of Nature Articles in Ecuador's Constitution

Title II
Fundamental Rights
Chapter I
Entitlement, Application and Interpretation Principles of the Fundamental Rights

Art. 10 Rights Entitlement,- " Person and people have the fundamental rights guaranted in this constitution and in the international human rights instrument.
Nnature is subject to those rights given by the constitution by and law
Chapter 7th : Rights for Nature

Art. 71. Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution.
Every person, people, community or nationality, will able to demand the recognitions of rights for nature before the public organisms. The application and interpretation of these rights will follow the related principles established in the Constitution.
The State will motivate natural and juridical persons as well as collectives to protect nature; it will promote respect towards all the elements that form an ecosystem.
Art. 72. Nature has the right to restoration this integral restoration is independent of the oblition on natural and juridical persons the State to indemnify the people and the collectives that defend on the natural systems.
In the cases of severe or permanent environmental impact, including the ones caused by the exploitation on non renewable natural resources, the state will establish the most efficient mechanisms for the restoration, and will adoped the adequate measures to eliminate or mitigate the harmful environmental consequences
Art. 73. The State will apply precaution and restriction measures in all the activities that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent alteration of the natural cycles.
The introduction of organisms and organic and inorganic material that can alter in a definitive way the national genetic patrimony is prohibited.

Art. 74. The persons, people, communities and nationalities will have the right to benefit from the environment and form natural wealth that will allow wellbeing.
The environmental services are cannot be appropriated; its production, provision, use and exploitation, will be regulated by the State."

বাংলাদেশ এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) তথা জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) সংরক্ষণ এবং রক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযুক্ত করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ নিম্নে অবিকল বাংলা এবং ইংরেজীতে অনুলিখন হলোঃ

> *"২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।*
> *(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।*
> *21.(1) It is the duty of every citizen to observe the Constitution and the laws, to maintain discipline, to perform public duties and to protect public property.*
> *(2) Every person in the service of the Republic has a duty to strive at all times to serve the people."*

উপরিল্লিখিত অনুচ্ছেদ ২১ সহজ সরল পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, জাতির পিতার নেতৃত্বে গণপরিষদ পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) আমাদের সংবিধানে বিধিবদ্ধ করেন। এটা আমাদের গৌরব এবং গর্বের বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রথম দেশ আমাদের বাংলাদেশ পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদকে সাংবিধানিকভাবে গ্রহণ করে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের বাস্তবায়নকারী প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল পর্যায়ে তিনি পরিবেশ এবং জলবায়ুকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম নীতির মধ্যে অনুচ্ছেদ ২১ অন্তর্ভূক্ত করেন।

অতঃপর রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'The Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973' জারী করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদে The Bangladesh Wild Life (Prevention) (Amendment) Act, 1973 (Act No. VII of 1973) প্রণয়ন করেন যা পরবর্তীতে The Bangladesh Wild Life (Prevention) (Amendment) Act, 1974 (Act No. XVII of 1974) হিসেবে সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে বণ্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দ্বারা এটি বাতিল হয়। তৎসত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উক্ত আইনটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ

THE BANGLADESH WILD LIFE (PRESERVATION)
ORDER, 1973
PRESIDENT'S ORDER NO. 23 OF 1973

[28TH March, 1973]

WHEREAS it is expedient to provide for the preservation conservation and management of wild life in Bnagladesh.

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 3 of the Fourth Schedule to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order:-

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Wild Life (Preservation) (Preservation) Order, 1973.
(2) It extends to the whole of Bangladesh.It shall come into force at once.
(3) It shall come into force at once.

2.In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "capture" means the taking alive of any wild animal;

(b) "dealer", in relation [1][to wild animals], trophies or meat, means any person who, in course of trade or business carried on by him whether on his own behalf or on behalf of any other person,-

(i) sells, purchases or barters [2][any wild animal], trophy or meat; or

(ii) cuts, carves, polishes, preserves, cleans, mounts or otherwise prepares [1][any wild animal's] trophy or meat; or

(iii) manufactures any article from trophies or meat;

(c) "game reserve" means an area declared by the Government as such for the protection of wild life and increase in the population of important species wherein capturing of wild animals shall be unlawful;

(d) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;

(e) "hunt" means-

(i) killing, capturing, poisoning, snaring and trapping of any wild animal and any attempt to do so; or

(ii) driving any wild animal for any of the purposes specified in sub-clause (i); or

(iii) injuring or destroying or taking any part of the body of such wild animal or taking of nests or eggs of wild birds and [2][reptiles];

(f) "licence", "special licence", "permit" and "special permit" mean, respectively, a licence, a special licence, a permit or a special permit granted or issued under this Order or the rules made thereunder;

(g) "meat" means fat, blood, flesh or any edible part of [3][a wild animal], whether fresh or preserved;

(h) "national park" means comparatively large areas of outstanding scenic and natural beauty with the primary object of protection and preservation of scenery, flora and fauna in the natural state to which access for public recreation and education and research may be allowed;

(i) "offence" means an offence punishable under this Order [1][or] any rule made thereunder;

(j) "officer" means any person appointed in this behalf to carry out all or any of the purposes of this Order or to do anything required by this Order or any rule made thereunder to be done by an officer, and includes a Forest Officer as defined in clause (2) of section 2 of the Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), and [2][such other persons as may be authorised by the Government] to carry out such purpose or to do such thing as the Government may specify;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order;

(l) "private game reserve" means an area or private land set aside by the owner thereof for the same purpose as a game reserve and declared as such

under Article 24;

(m) "schedule" means a Schedule appended to this Order;

(n) "trophy" means any [3][dead wild animal] or any horn, antler, tooth, tusk, bone, claw, hoof, skin, hair, feather, egg, shell or other durable part of [4][a wild animal] whether or not included in a manufactured or processed article;

(o) "wild animal" means any vertebrate creature, other than human beings and animals of usually domesticated species or fish, and includes the eggs of birds and reptiles; and

(p) "wild life sanctuary" means an area, closed to hunting, shooting or trapping of wild animals and declared as such under Article 23 by the Government as undisturbed breeding ground primarily for the protection of wild life inclusive of all natural resources, such as vegetation, soil, and water.

3. (1) The Government may, for the purposes of this Order, appoint such officers and honorary officers to assist the officers as it considers necessary.

(2) Except as otherwise prescribed, an honorary officer shall exercise all the powers of an officer and shall hold office for a period of three years unless his appointment is earlier revoked.

4. (1) As soon as may be, after the coming into force of this Order, the Government shall constitute, by notification in the *official Gazette*, a Board, to be called as the Bangladesh Wild Life Advisory Board, consisting of such members as the Government may deem necessary to appoint.

(2) The Bangladesh Wild Life Advisory Board shall perform such functions as the Government may assign to it.

5. (1) The wild animals specified in the First Schedule [1][* * *] shall be known as "game animals" and shall not be hunted, killed or captured, save in accordance with the terms of a permit [2][* * *].

(2) The wild animals specified in the Third Schedule [3][* * *] shall be known as "Protected Animals" and shall not be hunted, killed or captured save as otherwise expressly provided in this Order.

6. (1) No person shall –

a. (i) hunt any wild animal by means of a set-gun, drop spear, deadfall, gun trap, an explosive projectile bomb, grenade, electrical contrivances, a baited hook or any other trap whatsoever;

(ii) hunt any game animal by means of an automatic weapon of a calibre, used by the Bangladesh Army, Bangladesh Rifle or Police Force, a shot gun, rifle of 22 calibre or less, or a projectile containing any drug or chemical substance having the property of anesthetising, paralysing, stupifying or rendering [1][a wild animal] crippled whether partly or totally;

b. (i) use any motor vehicle, motor driven vessel, watercraft of any type or aircraft or any other manually or mechanically propelled vehicle of any type to pursue any game animal, or to drive or stampede game

animals for any purpose whatsoever;

(ii) use or have in his possession any poison or like injurious substance for the purpose of hunting a game animal;

(iii) shoot any game animal from any aircraft, motor vehicle, rail trolley cart, boats or any kind of watercraft or any other conveyance;

(iv) hunt with the help of live decoys, call birds or any other artificial contrivances;

c. construct or use or have in his possession any pitfall, game pit, trench or similar excavation or any fence or enclosure, or set fire to any vegetation or any other contrivance for the purpose of hunting any game animal.

(2) It shall not be an offence to use a motor vehicle or aircraft to drive any wild animal away from an aerodrome or airstrip when such action is necessary to ensure the safety of aircraft using that aerodrome.

(3)[1][An officer may] grant capture licence and allow employment of a method of hunting specified in clause (1).

7. No person shall possess or use Hawks for hawking, or possess or use dogs for coursing, the game animals specified in the First Schedule except under a special licence [2][* * *].

8. (1) If, in any place, any wild animal whether protected or game animal or meat or trophy of such wild animal which is found dead or dying or which has been killed or caught or bred in captivity or kept in possession of any body by any means otherwise than in accordance with the provisions of this Order shall be the property of the Government.

(2)No person shall, by any means, acquire or keep in his possession or custody or control, or transfer to any person by way of gift or sale, or destroy, or otherwise damage, such Government property without previous written permission from the [3][* * *] officer.

9. [4][(1) Any person having the control, custody or possession of any wild animal or meat or trophy of any wild animal shall, within such period as the Government may by notification in the *official Gazette* specify, declare to an officer [5][* * *] the number and description of such wild animal, meat or trophy and the place where it is kept.]

(2) On receipt of such declaration, the [1][* * *] officer shall enter upon the premises of such person in the prescribed manner and such person shall produce the declared wild animal, meat or trophy for inspection and verification before such officer; and if the declaration is found correct, the [2][* * *] officer shall fix upon or put such mark of registration on such wild animal, meat or trophy as may be prescribed as lawful possession.

(3) No person shall counterfeit, exchange or in any way interfere with any mark of registration fixed or put on by the [3][* * *] officer on any wild animal, meat or trophy.

(4) The [4][* * *] officer shall, on being satisfied

that the requirements of clauses (1) and (2) have been fulfilled, issue, in the prescribed manner, a Certificate of Lawful Possession of such wild animal, meat or trophy.

(5) The [5][* * *] officer may, pending legal action, seize any wild animal, meat or trophy which has not been legally acquired or imported under this Order.

10. Any person who-

a. fails to make a declaration under clause (1) of Article 9, or

b. conceals in such declaration any material fact, or

c. counterfeits, exchanges or in any way interferes with any mark of registration fixed or put on any wild animal, meat or trophy, for which a Certificate of Lawful Possession has been issued, or alters or in any way changes a certificate or ownership,

shall be guilty of an offence.

11. (1) No person shall transfer by gift, sale or otherwise to any other person any wild animal, meat or trophy of any kind unless he is in possession of a certificate of Lawful Possession in respect thereof.

(2) No person shall receive by gift, purchase or otherwise any wild animal, trophy or meat unless he receives at the same time a valid Certificate of Lawful Possession in respect thereof.

12. (1) No person shall import or attempt to import into Bangladesh any live wild animal of an endemic or exotic species, or any trophy or meat of a kind specified in the Second Schedule,-

(i) except through a customs port of entry;

(ii) unless he produces to the Customs Officer satisfactory proof that such wild animal, trophy or meat has been lawfully exported from the country of export;

(iii) unless he produces an Import Permit issued by the Government under this Order.

(2) It shall be the duty of a Customs Officer to detain any live wild animal or any trophy or meat of any kind specified in the Second Schedule until the documents required by clause (1) have been produced to him; and if those documents are not produced within a reasonable time, the wild animal, trophy or meat, shall be forfeited and disposed of [1][in such manner as may be prescribed].

13. (1) No person shall export or attempt to export any wild animal, trophy or meat except those mentioned in the First Schedule,-

(i) except through a customs port of exit;

(ii) unless he produces to the Customs Officer an Export Permit [1][issued by the Government under this Order].

(2) An officer [2][* * *] may issue, or refuse to issue without assigning any reason, an Export Permit to [3][the owner having the Certificate of Lawful] Possession of any wild animal, trophy or meat of any kind specified in the First Schedule, and in case of receipt of such Export Permit the owner of the wild animal, trophy or meat shall immediately surrender to the said officer the Certificate of Lawful Possession relating thereto.

14.(1) Nothing in this Order shall apply to any wild animal, trophy or meat in transit through Bangladesh:

Provided that [4][the wild animal], trophy or meat-

(i) shall be accompanied by the necessary transit customs documents;

(ii) shall be entered through a customs port of entry;

(iii) shall not be unloaded from the ship or motor vehicle or any carrier on which it is being carried, or in the case of air transport, it shall not leave the precincts of the airport at which it is landed or transhipped without being checked nor shall, except in the case of customs warehouse, remain in such precincts for more than 48 hours.

15. (1) No person shall, with a view to carrying on a profession, trade or business, buy, sell or otherwise deal in wild animals, trophies or meat, or process or manufacture goods or articles from such trophies or meat unless he is in possession of a valid permit, hereinafter called a Dealer's Permit, issued for the purpose by an officer [1][* * *].

(2) An officer [2][* * *] may grant, or refuse to grant without assigning any reason, a Dealer's Permit to any person to deal in any wild animal, trophy or meat, or any class of wild animals, trophies or meat specified in such permit.

(3) A Dealer's Permit shall be issued on payment of the prescribed fee and shall remain valid for a period of one year from the date of its issue unless earlier cancelled.

(4) (i) The holder of a Dealer's Permit shall maintain such register or record of his dealings as [3][may be prescribed] and shall produce it for inspection at any reasonable time when called upon to do so;

(ii) The officer [4][* * *] may suspend or cancel Dealer's Permit at any time and if he suspends or cancels it, he shall record in writing the reason therefore.

(5) Nothing in this Article shall be construed to exempt the holder of a Dealer's Permit from complying with the provisions of Articles 8, 9, 11, 12 and 13.

16. An officer [1][* * *] may stop any vehicle or vessel and may search without warrant any person, vessel, vehicle, animal, package, receptacle or covering or any suspected place to satisfy himself as to whether or not an offence against this Order has been committed.

17. An officer [2][* * *] may seize any wild animal together with any firearm, net, trap, snare, bow arrow or any vehicle or vessel or anything whatsoever used or suspected to have been used in the commission of an offence against this Order.

18. Every person in possession of an wild animal or trophy specified in the Second Schedule shall produce his Certificate of Lawful Possession on a demand made by an officer [3][* * *].

19. Every purchaser of forest [4][produce, persons serving under the] Public Works Department, Chaukidars, Dafadars, Village Watchmen, Village Headman, Chairman and members of Union Panchayet, Kanungo and Tahsildar shall be bound, in the absence of a reasonable excuse, to give to an officer or [5][* * *] information in respect of any snaring, trapping, netting, unauthorised killing or any other offence against this Order committed within the limits of his jurisdiction, as soon as the commission of such offence comes to his knowledge.

20. Notwithstanding anything contained in this

Order, [1][any property seized under Article 17 which is subject to speedy and natural decay, the officer seizing such property] may sell it and deal with the proceeds thereof in the same manner as he would have dealt with such property if it would not have been sold.

21. (1) Notwithstanding any other provisions of this Order, it shall not be an offence-

a. for any person to kill any wild animal by any means in defence of his own life or that of any other person;

b. for the owner of any standing crops or his employee to kill by any means within the bounds of such crops, any wild animal causing material damage to such crops;

c. for the owner of livestock or his employee to kill [2][any wild animal] causing damage to the livestock in any way within a reasonable distance of where that livestock is grazing or where it is enclosed for the night:

Provided that paragraphs (b) and (c) shall not apply to any unlawful occupation of, or cultivation in, a national park, wild life sanctuary, or a reserved or protected forest or to any livestock illegally grazing or herded therein.

(2) The killing under clause (1) of any wild animal specified in the First or Third Schedule shall be reported to the nearest officer immediately.

(3) The meat or trophy, or any protected or game animal killed under this Article shall be the property of the Government and shall be disposed of in such manner as [1][may be prescribed].

22. When in any proceedings taken under this Order or in consequence of anything done under this Order a question arises as to whether any wild animal, trophy or meat is the property of the Government, such wild animal, trophy or meat shall be presumed to be the property of the Government until the contrary is proved. Provided that the burden of proving that the accused is in lawful possession, custody or control of such wild animal, meat or trophy shall lie on such person.

23. (1) The Government may, by notification in the *official Gazette*, declare any area to be wild life sanctuary.

(2) No person shall-

(i) enter or reside in any wild life sanctuary; or
(ii) cultivate any land in any wild life sanctuary; or
(iii) damage or destroy any vegetation in any wild life sanctuary; or
(iv) hunt, kill or capture any wild animal in any wild life sanctuary or within one mile from the boundaries of a wild life sanctuary; or
(v) introduce any exotic species of animal into a wild life sanctuary; or
(vi) introduce any domestic animal or allow any domestic animal to stray into a wild life sanctuary; or
(vii) cause any fire in a wild life sanctuary; or
(viii) pollute water flowing in or through a wild life sanctuary:

Provided that Government may, for scientific purposes or for aesthetic enjoyment or betterment of scenery, relax all or any of the prohibitions specified above.

(3) The Government may declare any area to be a national park where the following acts shall not be allowed, namely:-

(i) hunting, killing or capturing any wild animal in a national park and within the radius of one mile outside its boundary;

(ii) firing any gun or doing any other act which may disturb

any wild animal or doing any act which may interfere with the breeding places of any wild animal;

(iii) felling, taping, burning or in any way damaging or destroying, taking, collecting or removing any plant or tree therefrom;

(iv) clearing or breaking up any land for cultivation, mining or for any other purpose;

(v) polluting water flowing in and through the national park:

Provided that the Government may, for scientific purposes or for betterment of the national park or for aesthetic enjoyment of scenery or for any other exceptional reasons, relax all or any of the prohibitions specified above.

(4) Construction of access roads, rest houses and hotels and provision of amenities for the public shall be so planned as may not impair, [1][the primary] object of the establishment of a national park.

(5) The Government may declare any area to be a game reserve and allow hunting and shooting of wild animals under a special permit wherein the maximum number of the wild animals to be killed and the area and the duration for which such permit shall remain valid shall be specified.

(6) Such alterations in the boundaries of wild life sanctuaries, national parks and game reserves may be affected as the Government may approve.

24. (1) Where the Government is satisfied that an area of private land has been dedicated by its owner to the same purposes as a game reserve, the Government, on an application of the owner, declare, by notification in the *official Gazette*, such area to be private game reserve.

(2) The owner of such private game reserve shall, within its boundary, exercise all the powers of an officer under this Order.

(3) If the Government is satisfied that a private game reserve does not meet the requirements for being treated as such, the [1][Government may, at] any time, declare, by notification in the *official Gazette*, that it has ceased to be a private game reserve from such date as may be specified in the notification.

25. Interference by any one in the discharge of the duties of [2][an officer] shall be an offence.

26. (1) If a person-

a. contravenes or attempts to contravene the provisions of Article 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 23, he shall be punished with imprisonment which may, subject to the minimum of six months, extend to one year and also with a fine which may, subject to the minimum of Taka five hundred, extend to Taka one thousand, and the hunting licence, gun licence under Arms Act, 1878, shooting permit or special permit issued to such person shall be cancelled and the firearms, vehicles, vessels, watercraft, appliances or anything used in the commission of the offence including the wild animals meat or trophy found in his possession shall be confiscated;

b. contravenes or attempts to contravene the provisions of Articles 6 and 25, he shall be punished with imprisonment which may, subject to the minimum of one year, extend to two years and also with a fine which may, subject to the minimum of Taka one

thousand, extend to Taka two thousand and the hunting licence, gun licence under Arms Act, 1878, shooting permit or special permit issued to such person shall be cancelled and the firearms, vehicles, vessels, watercrafts, appliances or anything used in the commission of the offence including the wild animal, meat or trophy found in his possession shall be confiscated;

c. contravenes or attempts to contravene the provisions of Articles 18 and 21, he shall be punished with a fine which may, subject to the minimum of Taka two hundred and fifty, extend to Taka five hundred.

(2) Any person who contravenes any provision of this Order or any rule made thereunder for the contravention of which no specific penalty has been provided, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both.

27. No court shall take cognizance of any offence under this Order except on the complaint of an officer [1][* * *].

28. Nothing contained in this Order shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act of commission or omission which constitutes an offence under this Order, or from being liable under any other law to any higher punishment or penalty than that provided by this Order.

29. When an offender is not known or cannot be found, any officer [2][* * *] may, if he finds that an offence has been committed, confiscate the property used in the commission of the offence.

30. The Government may, as and when considers it necessary, set up a mobile court for trying offences under this Order.

31. (1) Any officer [1][not below the rank of a Forester or Senior Wildlife Scout] may, without orders from a Magistrate and without a warrant, arrest any person against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any offence under this Order.

(2) Every officer making an arrest under this Article shall, without unnecessary delay and subject to the provisions of this Order as to release on bond, take or send the person arrested before the Magistrate having jurisdiction in the case or the officer-in-charge of the nearest police station.

32. Any officer not below the rank of Forest Ranger or Wild Life Supervisor [2][who, or whose subordinate,] has arrested any person under Article 31 may release such person on his executing a bond to appear, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction in the case or before the officer-in-charge of the nearest police station.

33. Every officer [3][* * *] shall be competent to take all lawful means to prevent the commission of any offence under this Order.

34. The offences under this Order shall be tried by a Magistrate of the First Class.

35. The District Magistrate or any Magistrate of the First Class specially empowered by the Government in this behalf may try an offence punishable under this Order summarily, under the Code of Criminal Procedure, 1898, subject to the [1][provisions] of Chapter XXII of that Code.

36. (1) The Government may, by notification in the *official Gazette*, empower an officer-

a. to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence under this Order a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed; and

b. to release any property which has been seized as liable to confiscation, on payment of such value thereof as may be estimated by such officer;

c. to discharge in such cases as may be prescribed the suspected person if he is in custody or to release the seized property on payment of such sum of money, or such value as compensation to such officer as may be determined and to withdraw the proceedings against such person or property.

(2) The sum of money accepted as compensation under sub-clause (a) of clause (1) shall not be less than Taka one thousand and shall not exceed Taka two thousand.

(3) No officer shall have power to compound a second and subsequent offence [2][committed by] the same person or persons under this Order.

37. Any person in possession of arms under a licence issued under the Arms Act, 1878, and residing within 5 miles from,

the boundary of a wild life sanctuary, national park or game reserve shall, within [1][such date as the Government may, by notification in the official Gazette, direct, apply to the nearest officer in the] prescribed form for the registration of his name.

38. The Government may vest in any officer [2][* * *] all or any of the following powers, namely:-

a. the power of a civil court to compel the attendance of witnesses and the production of documents and material objects;

b. the power to issue a search-warrant under the Code of Criminal Procedure, 1898;

c. the power to hold an inquiry into an offence under this Order and in the course of such inquiry to receive and record evidence; and

d. the power to prosecute a case before a Magistrate.

39. All officers under this Order shall be deemed to be public servants within the meaning of the section 21 of the Penal Code.

40. Under this Order, carrying of fire arms up to the rank of Junior Wild Life Scout shall be treated as part of the uniform.

41. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer for anything done in good faith or intended to be done in pursuance of any provisions of this Order or the rules made thereunder.

42. All police officers shall, upon request made by any person employed under this Order, assist him in the due discharge of his duties under this Order.

43. An officer may, in the course of his official duties, resort to the use of firearms in exercise of his right of private defence of person and properties when the situation and circumstances are beyond the physical control of such officer.

44. The Government may, by notification in the *official Gazette*, delegate all or any of the powers conferred

upon it under the provisions of this Order to any officer subordinate to it.

45. Notwithstanding anything contained in this Order, the Government may, in the interest of scientific or any public purpose, allow, by notifications in the *official Gazette*, killing or capturing of any wild animal in such place and by such means as may be specified in the notification.

46. The Government may, by notification in the *official Gazette*, in respect of any specified area-

(i) add to or exclude from a Schedule any wild bird or animal subject to such conditions as may be prescribed;

(ii) alter the period during which any wild bird or animal specified in the First Schedule may be killed.

47. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Order.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may prescribe-

(a) the powers and duties of the officers [1][* * *] ;

(b) the form in which, and the terms and conditions on which, a licence or a permit or a special licence or a special permit may be granted;

(c) the fees to be charged for any licence or permit or a special licence or special permit;

(d) in the case of any species of wild animals, the number and the sex that may be killed under a licence;

(e) rewards to be given to the persons who render help in the detection of offences under this Order;

(f) the authorities by whom licences may be issued; and

(g) the management of wild life sanctuaries, national parks and game reserves.

48. ***The enactments mentioned in the table below are hereby repealed to the extent specified in the third column thereof.***

TABLE
ENACTMENTS REPEALED

Year NO. Bengal Act.	Short Title.	Extent of repeal
1932 VIII	The Bengal Rhinoceros Preservation Act, 1932 -----	The whole
1912 VIII	The Wild Birds and Animals Protection Act, 1912---	Do
1879	The Elephant Preservation Act, 1879	Do

FIRST SCHEDULE
PART I,

List of Mammals, Reptiles and Birds of Bangladesh which are open to shooting and may be hunted on an ordinary gage hunting [permit].

English name	Bengali name	Scientific name
Pintail	……	Anas acuts
Shoveller	……	Anas clypeata
Widgeon	……	Anas penelope
Gadwall	……	Anas strepera
Grey leg ghoose	……	Anser anser.
Bar headed ghoose	……	Anser indicus.
Bear's pehard	……	Aytha baeri
Pochard or Dunbind	……	Aytha ferina
Lesser whistling teal	……	Dendrocygna javanica
Red crested pochard	……	Netta rufina
Brahminy duck		Tadorna ferruginea ARIDIEDAE

Pondheran or Paddy bird	কুচবগা, কালিবগ	Ardeola grayii.
Cattle egret	গোবগ, গো-বগলা	Bubulcus ibis.
Little egret	ধরবগ, বড়বগ, ধলাবগ	Egretta garazetta
		CARNIVORA
Fox	খেকশিয়াল	Vulpes bengalensis
		CHARADRIDAE
Pintail snipe		Capella strenura
Lettle ringed plover		Charadrius dubius
Curlew		Numenius phacopus
Eastern golden plovor		Pluvialis dominica
Grey plover		Phevialis squatorola
		CHARADRIDAE
Common sandsnipper		Tringa hupoleucos
Green shank		Tringa nebularia
Green sandsnipper		Tringa ochropus
Marsh sandsnipper		Tringa stangnatilis
Grey headed lapuring		Vanellus cinereus
		PODENTIA
Little grede	ডুবুরী, ডুবডুবী, ছেড়া ছেইরা	Podiceps ruficollis
Indian here	খরগোস	Lepus nigricollis
Himalyan mouse hare	খরগোস	Ochotona roylei
		THRESKIORNITHIDATE
Spoon bill	খুতেবগ	Platalea lencorodia
		UNGULATA
Indian wild bear	জংলী শুকর	Sus serofa

FIRST SCHEDULE
PART II

List of Mammals, Reptiles and Birds of Bangladesh for the hunting of which a special permit is required.

Name of animals	**Season when hunting is permitted**	**Loccalities where hunting is permitted.**
Mammals, Reptiles, and [1][Birds] population, increase of which threatens the balance of nature of a particular locality or becomes a threat to public life (as in cases of man eating tiger, [2][rogue] elephants, etc.).	As declared by the Chief Wild Life Warden from time to time	In places as declared by the Chief Wild Life Warden

SECOND SCHEDULE

Wild animals, trophies or meat for the possession, transfer or import of which a certificate of lawful possessin is required.

(1) Any live protected animal or game animal.

(2) Any trophy or meat derived from a protected animal.

(3) Horns and tusks, etc., of deer, samber, bison, gayal, gaur and elephant.

(4) Skins of bear, otter, tiger, leopard, jungle eat, lizard, deer, samber, pangolin, crocodile and python.

THIRD SCHEDULE

Protected animals, *i.e.*, animals which shall not be hunted, killed or captured

1. All animals, [5][reptiles] and birds when immature or not fully grown (except poisonous snakes, rats, mouse, fruit bats, pipistrelles, etc., which endanger public life).
2. All female game animals when-
   (a) pregnant.
   (b) in a condition that indicates they are suckling or feeding young.
   (c) accompanied by their immature off-spring.
3. All females of animals as per Part II of the First Schedule (except when declared as in case of a man-eating tigress, [rouge] elephant, etc)
4. All individuals of the following species of mammals:-

All individuals of the following races, species, genera or groups of mammals:

English Name	Bengali name	Scientific name
		CARNIVORA
Binturong	….	Arctictis binturong
Small toothed Palm Civet	....	Arcto galidia trivirgata
Dhole	জংলী কুকুর	Cuon alpinus
Leopard Cat	বন বিড়াল	Felis bengalensis
Junge Cat	বন বিড়াল	Felis chaus
Marbled Cat	....	Felis marmorata
Clouded leopard	. . .	Felis nebulosa
Golden Cat	. . . .	Felis nebulosa
Fishing Cat	মাছ বিড়াল	Felis veverrina
Sun Bear	. . .	Herpestes edwardsi
Common Mongoose	বেজী	edwardsi
Hyeana	হায়েনা	Hyeana hyeana
Sloth bear	ভাল্লুক	Melursus ursinus
Masked Palm Civet	....	Peguna larvata
Leopard	চিতাবাঘ	Panthera pardus
Bengal Tiger	বাঘ	Panthera tigris tigris
Pllm Civet	ভোদড়	Paradoxurus hemaphroditus
Asiatic Black Bear	ভাল্লুক	Salenarctos thibetanus
Small Indian Civet	গন্ধগোকুল	Viverricula indica
Panther	চিতাবাঘ	….
		CETACEA
Common Dolphin		Delphinus dielphis
Little Indian propoise		Neomeris phocasnoides
Gangetic Dolphin	শুশুক	Plantanista gangetica
		EDENTATA
Pangolin	বনরুই	Manis crassicaudata
Pangolin	বনরুই	Manis javanijca
	. . .	HYSTRICIDAE
Brush-tailed porcupine	... .	Atherurus macrourus
Indian restless Porcupine	সজারু	Hystrix hodgsonil
		INSECTIVORA
Phygmy shrew	---	Suncus etruscus
Common Musk Shrew	চিবগ	Suncus murinus
Kastem Mole	---	Talpa Micrura
		LOGMORPHA
Phygmy shrew	---	Suncus etruscus
Common Musk Shrew	চিবগ	Suncus murinus
Kastern Mole		Talpa Micrura
		LOGMORPHA
Assamcese rabbit	খরশোস	Caprimulgus hispidus
		MUSTELIDAE
Hag badger	----	Arctonyx Collaris
Clawless Otter	উদ বিড়ালী	Lutra cinerea
Common Otter	উদ বিড়ালী	Lutra lutra
Smooth Indian Otter	উদ বিড়ালী	Lutra perspicillata
Honey badger	লেজী	Mellivora capemsis
		PRIMATES
Hoolock	উল্লুক	Hylobates hoolock
Assamese Macaque	---	Macaca assamenasis
Crab-Eating Monkey	প্যারাইল্লা বানর	Macaca cynomolgus
Rhesus Monkey	বানর	Macaca Mulatta
Slow Loris	লজ্জাবতী বানর	Nycticbebus coucang
Langur	হনুমান	Presbutis entellus
Leaf monkey	--	Presbytis pileatus
Southern capped Langur	--	Presbutis pileatus durga
		RODENTIA
Pallas's Squirrel	কাঠ বিড়াল	Callosciurus erythracus
Orange-belli	---	
Hoary bellied Himalayan	----	Dreomys pygerythrus
Squirrel ---		
Orange-bellied Himalayan Squirrel	---	Dreomys lokrish
Indian Palm squirrel	---	Funambulus palmaram
Three striped squirrel		Funambulus tristriatus
Patricoloured flying squirrel		Hylopstep alboniger
Flying squirrel		Pataurista petaurista

Giant squirrel	কাঠ বিড়াল	Ratufa indica
		UNGULATA
Antilope (Indian)		Antelope corvicarpa
Spotted deer	চিতল, চিত্রা	Axis axis
Hog deer	নেতৃনী হরিণ	Axis porcimus
Banting	গৌর	Box benteng
Gaur, Bison	বনগরু	Bos gaurus
Gayal, Bison	গয়াল	Bos grontalis
Nilgai		Boselaphus gragocamalus
Serow		Capriconis sumatrezensis
Swamp deer	বায়শিঙ্গা	Cervus duvancelie
Samber	সম্বর	Cervus unicolor
Elephant	হাতি	Elephas maximus
Barking Deer	মায়ামৃগ	Muntiacus muntjak
Water buffalo	মহিষ	Probalus nubalis
Lesser one horned Rhinoceros		Rhinoceros spp

5. All individuals of the following species genera of families of reptiles:-

English name	Bengali name	Scientific name
Little Pink whale	তিমি	Balanenoptera acutoro strata
Great Indian Fin whale	তিমি	Balsenoptera musculus
Hamiltons Terrapin		Domonia hamiltonii
Flap shelled spotted Turtle	কচ্ছপ	Lissemys punctata Punctata
Bengal eyed terrapin		Morcnia ecellata
Roof Turtle		Machuga tecta tecta
Claw-tailed tortoise		Testudo elongata
Bengal three keeled land		Terrapin nocoria tricarinata
Terrapin Scared Black Mud Turtle	কাছিম	Trionyz nigricans
Ganges Soft Shell		Trionyx gangeticus
Bronwn Soft Shell		Trionyx hurum
		EMYDOSAURIA
Gharial		Garialis gangelicus
Estuarine crocodile	মেছোকুমীর	Crocodylus perosus
Marsh Crocodile	কুমীর	Crocodylus palustris
		SQUAMATA
Beaked Deep Sea Snake		Enbydrina schistoza
Merton's Tokay	তমাক	Gecko gecko azheri
Rock Phthon	অজগর	Python molurus
Reticulated Python		Python reticulatus
Diads Worm snake		Typholpa diardi
Grey Indian Monitor	গোসাপ	Varanus bengalensis
Ruddy Snub nosed Monitor	গোসাপশ সোনাগদী	Varanus flavescans
Tricolour Caspian Monitor	গোসাপ, রামগদী	Varanas Griscus Caspicu
Ocillated Water Monitor	গোসাপ	Varanus salvator
Black Lizard	কালাগদী	Varanus nebulosus

6. All individuals of the following species of BIRDS:

English Name	Bengali Name	Scientific name ACCIPITTRIDAE
Skira	তুর্কী বাজ	Accipter bedius
Crested Goshwk		Accipter trivirgatus
Imperial eagle		Aquila heliacal
Lesser spotted eagle		Aqila promarina
Tawmy eagle		Aquila rapax
Blyth's baza	বাজ	Avideda ierdoni
White eyed buzzard eagle		Butastur teesa
Short toed eagle		Circaetus gallicus
Marsh harrier		Circus aeruginosus
Pale harrier		Circus macrourus
Pied herrier	রাখাল ভুলানী	Circus melanoleucos
Montagu's harrier		Circus pygargus
Eastern march harrier		Circus spilonotus
Black winged kite	কাপাস্মি	Elanus Caeruleus
Larger falcon	শিকরে বাজ	Falco biarmicus
Shahree falcon		Falco peregrinator
Eastern peregrine falcon		Falco perigrinus
Oriental hobby		Falco serverus
Kesteel	সাপ ঘাউরী	Falcio tinnunculus
Eastern Reg-legged falcon		Falco vespertinus
White backed vulcher	শকুন	Gyps bengalensis
White bellied Sea-eagle		Haliasetus leucogaster
Palla's fishing eagle	মাছাল, কুড়া	Haliasetus leucoryphus
Bhahminy kite	শঙ্খচিল, লাল চিল	Haliastur indicus
Booted hawk eagle		Mieranetus pennatus
Grey headed fishing eagle	মাছ ঘোড়াল	Ichthyophaga ichthayaetus
Black eagle		Ictinaetus malayensis
Rufous bellied hawk eagle		Lophortriorchis Kienerii
White legged fulconet		Macrohierax melanoleucos
Pariah kite	কালা চিল	Milvus migruns
Osprey	কোড়ল, কুড়া	Pandion haliaetus
Indian honey buzzard	গৃধিনী	Pernis ruticollis
Crested serpent eagle	তিলাই বাজ, ধুম্বা	Spilomis Cheela
Changeable hawk eagle		Spizaetus limnaetus
Black or King Vulchar	রাজ শকুন, গিন্নি	Torgos calvus

		ALAUOIDE
Eastern skylark	ঐরত পাখী	Alauda gugula
Humes short toed lark		Calandrella acutirostris
Ashy crown tinch lark		Erenoperix grisca
Red winged bush lark		Mirafia ensthrostera
Singing winged bush lark		Mirafra assanica
Assam winged bush		Mirafra assamica
		ALCEDINIDAE
Common king fisher	ছোট মাছরাঙা	Aleedo atthis
Blythis Kingfisher		Alcedo Hercules
Blue eared kingfisher		Aleedo meninting
Three toed Kingfisher		Ceys erithacus
Greater pied Kingfisher		Ceyyle laugubris
		ALLEEDINIDAE
Lesser pied Kingfisher	পকড়া মাছরাঙা	Ceyyle rudis
Rudy Kingfisher		Haleyon Ceromenda
White coloured Kingfisher		Haleyon chloris
Black capped Kingfisher		Haleyon pileata
White breasted Kingfisher	সাদা বুক মাছরাঙা	Haleyon smynresis
Brown winged Kingfisher		Pelargopsis amauroptera
Storkbilled Kingfisher	এড় মাছরাঙা, খুরিয়াল	Pelargopsis capensis
		ANATIDAE
Common teal	পেড়ী হাস	Anas Crecoa
Spotbill or grey Duck		Anas heecilorbyncha
Mallard	নিল শির	Anas plantyrhynchos
Winged teal		Anas querguedula
Forest bean goose	রাজ হাস	Ansar Fabilis
Tupted pochard duch		Aytha Fuligola
White winged wood duch	ভদি হাঁস	Cairna Scutulata
Large whistling Teal	শরালী	Dendrocygna bicolor
Cotton Teal	বেলে হাঁস	Nattapus coromaudelianus
Puck teaded duck	গোলব শির	Rhoduessa Caryophyllacea
Mukta or Comb duck		Sarkidiornis molanotos
Shel duck	চকা, সাচক	Tadorma Tadorna
		APODIADAE
House swift	আবাবিল	Apus affinis
Alpine swift		Apus mella

White throated spine tailed swift		Chaetura candakut
Edible nest swift let		Collocalia innominata
Palm swift	বাতাস সিয়া, নাককাট্রি	Cypsiurus parvus
Crested swift		Hemiprocne longipennis
		ARDIEDAE
Grey Heron	অঞ্জন	Ardea cineoria
Giant white billed heron		Ardea imperialis
Purple heron	লাল কাক	Ardea purpuria
Chinese pond heron		Ardeala graii
Little Green heron		Butorides striatus
Black bittern	নল গোঙা	Dupetor flavicolis
Little egret	ঈর বক, বড় বক	Egretta alba
Indian reef beron		Egretta gularis
Smaller Egret	কোরচি বক	Egretta infermedia
Tiger bittern		Corsachius melanocephalus
Chest nut bittern	খয়রি বক, লাল বক	Ixobrychus Cinnamomeous
Yellow bittern		Ixobrychus sinersis
Night heron	ওয়াক, রাত চোরা	Nycticorax Mucticorax
		ARTAMIDAE
Ashy swallow shrike	লাটোরা	Artamus fascus
		BUCEROTIDAE
Fufous necked hornbill	ধনেশ	Accros nepalensis
Pied hornbill	ক্যাট ক্যাইটা ধনেশ	Anthracoceros maladaricus
Great hornbill	ধনেশ	Buceros bicornis
Wreathed hornbill	ধনেশ	Rhyliceos undulatus
		BURHINIDAE
Stone Curlew	বগুদি	Burhinus Cedicnemus
Great stone Curlew	বগুদি	Esacus magnirostris
Small Indian pratincole		Glareola lactea
Avocet	বাক চঞ্চু	Recurviresta avosetta
		CAMPEPHAGIDAE
Smaller Cuckoo shrike		C. Molaschistos
Large Cuckoo shrike		C. novaehbllandiae
Pied flycatcher shrike	পাবুদ, কাল কখ্যাতি	Hempipus picatus
Short billed minivet		Paricrocotus flammacus
Small minivet		Pericrocotus Cinnamomeus
Scarlet minivet		Pericrocotus hammacus

Yellow throated minivet		Pericrocotus solaris
Common wood shrike		Tephrodurnis pordicerionus
Large wood shrike		Tephrodurnis Virgatus
		CAPITONIDAE
Blue throated barbet	বড় বসন্ত বাউরী মেঘবেউ, ধনিয়া পাখী	Megalaima asiatica Megalaima australis
Blue eared barbet Crimson breasted barbet	ছোট বসন্ত বাউরী বসন্ত বাউরী	Megalaima baemacaphala Megalaima lineate.
Lincated barbet		CAPRIMULGIDAE
Franxlin's night jar Jungle night jar Long tailed night jar	.সন্ধ্যা পেঁচা কানা কুয়া দিন কানা	Caprimulgus affinis Caprimulgus indicus Caprimulgus macrurus
		CHARADIIDAE
Trunstone		Arenaria interpres
Sanderling		Calidris albus
Dunlin		Calidris alpinus
Little stint		Calidris minutus
Long toed stint		Calidris subminutus
Termminck's stint		Calidris temminckii
Eastern knot		Calidris tenuirostris
Curlew sent piper		Calidris testaceus
Gtrsy dmo[r	কাদা খোচা	Capella media
Jacl snipe		Capella minima
Solitary snipe	বন চাহা	Capella solitaria
Chines Kentish plover	বাটান	Charadrius alexandrinus
Large sand plover	ছোট বাটান	Charadrius alexandrinus
Lesser sand plover	বাটান	Charadrius mongolus
Long billed ring plover	বাটান	Charadrius placidus
Spoon billed sand piper		Eurynorhynehus pygmeum
Broad billed sandpiper		Linicola falcinellus
Black tailed godwit		Limosa limosa
Snipe billed godwit		Limondromus sunipalmatus
Ruft and Reeve		Philomachus pugnax
Avocet		REcurvirestra avosetta
Painted snipe	বেগ সারজী	Rostratula bengalensis
Wood cock		Scolopax rusticola

		CHARADRIIDAE
Wook sandpiper	বালু বাটান	Tringa glareda
Armstrongs Sandpiper		Tringa guttfar
Terek sandpiper		Tringa terek
Spotted red shank	মটরি	Tringa totanus
Red wattled Lapwing	হট টিটি	Vanellus indicus
White tailed Lapwing	টিটি	Vanellus leucurus
Spar Winged Lapwing		Vanellus spinosus
Lapwing	টিটি	Vanellus vanellus
		CICONIIDAE
Open billed stork	ঠোঁটে ভাঙ্গা, সামক খোল	Amas tomus oscitaus
Eastern white stork		Cinonia ciconia
White necked stork		Cinonia episcopus
Black stork		Cinonia Nigra
Painted stork	সোনা জম্মা	Ibis leucocephalus
Greater adjutant		Leptoptilos dubius
Lesser adjutant	ওদন চড়, মদন টাক	Leptoptilos javinicus
Black nacked stork	রাম শালিক	Xenorhynchus asiaticus
		COLOMBIDA
Emarald dove	রাজা ঘূঘু	Chalcophaps indica
Blue rock pigeon		Columba Livia
Purple Wood Pigeon	বেগুনী কবুতর	Columba Punicea
Green imperial Pigeon		Columba Ducula aenea
Bar-tailed Cuckoo dove		Macropygia unchall
Mountain Imperial Pigeon	ধুম কল	Ducula badia
Spotted dove		Streptopelia Chinensis
Rufous Turtle Dove	বন পরাবত, ঘুঘু	Streptopelia orientalis
Red Turtle Dove	লাল ঘুঘু	Streptopalia Tranquebarica
Thich billed green pigeon	হরিকল	Tyeran biceneta
Orange breasted pigeon	হরিকল	Tyeran biceneta
Orange breasted pigeon	হরিকল	Tyeran curvirostra
Yettow footed pigeon	হরিকল	Tyeran Phoeniciptera
Grey fronted pigeon	হরিকল	Tyeran pomdadora
		CORACIIDAE
Indian roller	নীল কণ্ঠ	Coracias benghalensis
Broad billed roller or blue tay	নীল কণ্ঠ	Eurystomus orientalis
		CORVIDAE

Jungle Crow	দাড় কাক	Corvus macrorhynchos
Grey tree-pie	কাট ময়ূর	Dendrocitta Formosa
Rufous Tree pie	হাড়ি চাচা, তাউরা	Dendrocitta Vagabunda
Green Magpie		Kitta chinesis
Red billed Green magpie		Kitta crythrorhyncha
		CUCULIDAE
Plaintive cuckoo	ছোট কোকিল	Cacomantis merulinus
Banded bay cuckoo		Cacomantis soneratii
Crow Pheasant	কানা কোককা, হারিকরি	Centropus Sinersis
Pied crested cuckoo	শাহী বুলবুল	Clamator jacobinus
The Cuckoo		Cuculus canorus
Hodgson's Hawk Cuckoo		Cuculus fugax
Indian Cuckoo		Cuculus micropterus
Small Cuckoo		Cuculus Poliocepbalus
Common hawk cuckoo	চোখ গেল, পাপিয়া	Cuculus varius
Koel	কোকিল	Endynanuys Scolopacea
Large Green billed malkoha	বন কোকিল	Rhopodytes tristis
Drongo Cuckoo		Surniculus lugubris
Sirkeer Cuckoo		Taccocua leschnaulti
		DICAEIDAE
Yellowvented flower pecker	মধুপায়ী	Dicaeum charysorrheum
Tickells vented floerpecker		Dicaeum erythrorhynchos
Planncoloured flowr pecker		Dicaeum concolor
Scarletbacked flower pecker		Dicaeum cruentatum
Orange bellied flower pecker		Dicaeum trigonostigma
		DiCRURIDAE
Black drongo	ফিঙে, ফেউচ্চা	Dicrurus adsimilis
Brongzed Drongo		Dicrurus aenena
Ashy drongo		Dicrurus Leucophacus
Grater racket tailed drongo	ধীরাজ, ভৃঙ্গঁরাজ	Dicrurus paradiscus
		EMBERIZIDAE
Deccan Crested bunting		Melophus lathami
Black faced bunting		Emberiza spodocephala
Yellow breasted bunting		Emberiza Sureola
Red Munia		Estrilda emandara
White throated munia		Lonchura malabarica
Chast nut munia		Lonchura Punctualata

Whitehacked Munia		Lonchura Striata
Spotted Munia	সবুজ মুনিয়া	Lonchura Punctulata
Gould's Broad billed		Serilophus lunatus
Common rosefinch		Carpodacus erythrinus
Demoiselle crane		Anthropoides Virgo
Masked Finfoot		Helippais personata
House martin	আবাবিল	Elichon Kashmiriense
Striated Swallow	নাকুটি চাতক	Hirundo daurica
Sand martin	আবাবিল	Hirundo daurica
Wire bailed Swallow	সূচ লেঞ্জা	Hirundo smitnii
Larger Straited Swallow	তাল চক্ষু, তাল চাটা	Hirundo Striolata
Plain Sand Martin	আবাবিল	Riparia paludicala
Collard Sand Martin	আবাবিল	Riparia riparia
Common lora		Aegithina tiphia
Gold fronted chloropsis	সবুজালী	Chloropsis aurifroms
Blue winged chloropsis	সবুজালী	Chloropsis Cochirchinensis
Orange billied Chloropsis	সবুজালী	Chloropsis hardwickil
Fairy blue bird		Irona puella
Pheasant tailed jacana	বেউয়া, বিল	Hydrophazianus chirurgus
Bronzed winged jacana	জল পিপি	Metropidius indicus
Brown Shrike	লাটোয়া	Lanius cristatus
Black headed shrike	লাটোয়া	Lanius schach
Tipetan Shrike	লাটোয়া	Lanius tephronotus
Large Cuckoo shrike	কাপস্সী	
Whiskered tern	গাঙচিল	Chlidonias hybrida
White winged black tern		Chlidonias lencoptera
Gull billed tern		Gelocheliden nilotica
Caspian tern		Hydroprogne caspia
Brown headed gull		Larus brunnicephalus
Lesser black backed owl		Larus fuscus
Great black head Gull		Larus ichthyaetus
Black headed Gull		Larus ridibundus
Indian Skimmer	গাঙচিল	Rychope albicollis
Black bellied tern	গাঙচিল	Sterna acuticauda
Large crested tern		Stena bergii
Common tern		Sterna hirundo
Little tern	গাঙচিল	Sterna Sibifrons

Indian River Tern		Sterna Surautia
		MEROPIDAE
Chestnut headed bee eater	বাঁশপতি	Merops leschenaultia
Green bee eater	সুইচোর	Merops Oricutalis
Blue tailed bee eater	বড়সুইচোর	Merops Philippinus
Blue bearded bee eater		Nyctyonis athertoni
		NOTACILLIDAE
Chinese three pipit		Anthus hodgsoni
Paddy field pipit		Anthus novaeseelandiae
Dark Pipit		Anthus Pelopus
Pied or White Wagtail		Anthus Motacilla alba
Grey wagtail		Motacilla Caspica
Yellow headed wantail		Motacilla Citreola
Yellow wagtail		Motacilla flava
		MUSCICAPIDAE
Paddy field warbbor		Acrocephalus Agricola
Blunt winged paddy field warbler		Acrocephalus Concinens
Blythis Reed Warbler		Acrocephalus dewatorum
Great reed warbler		Acrocephalaus Stentoeus
Napal babler		Alcippe Commoda
Red throated tit babbler		Alcippe Commoda
Spotted bush warbler		Bradypterus throraicus
Great necked laughing thrush		Carrulax moniligerus
White crested laughing thrush		Carrulax pectoralis
Bristiled grass warbler		Chaetornis strisatus
Yellow yed babbler		Chrysomma Sinensis
White tailed blue robin		Cinclidium leicurum
Yellow bellied fentail warbler		Cisticola exilis
Streaked fentail warbler		Cisticola juncidis
Magpie robin		Coysychus Saularis
Grey headed fly catcher	ফুটকী	Culicicafa ceybrensis
Black backed forktail		Enicurus immaculatus
Leschenaults forktail		Enicurus leschemsulti
Spotted forktail		Enicurus maculatus
Stay backed forktail		Encurus schistaceus
Blue chat		Erithacus brunneus
Ruby throat		Erithacus Calliope

Siberian blue chat		Erithacus cyane
Himalayan ruby throat		Erithacus pectoralis
Blue throat		Erithacus arecicus
Delesserts laughing thrush	বক গুর গুরালী	Garrulax delesserti
Yellow throated laughing thrush	বক গুর গুরালী	Garrulax galbanus
Crimson winged laughing thrush	বক গুর গুরালী	Garrulax phoeniceus
Rufous necked laughing thrush	বক গুর গুরালী	Garrulax ruficellis
Streaked laughing thrush		Garrulax virgatus
Large grass warbler		Graminicola lenghalensis
Booted warbler		Hippalais caligata
Slender billed scimitar babler		Kiphirhyncus superciliaris
Silver eard mosia		Leiothrix argentauris
Palla's grass hopper warbler		Locustella certhiola
Temminck's grass hopper warbler		Locustella lanceolata
Yellow breasted babbler		Macronous gularis
Straited marsh warbler		Megalurus palustris
Lesser scaly breasted Wren		Miroura pusilla
babbler		
Black naped flycatcher		Monarcha azurea
Blue rock thrush	পাথূরে দোয়েল	Monticola solitarius
Red breasted flycathcer		Muscicapa solitarius
Large billed blue fly Catcher		Muscipapa banyumas
Brooks fly Catcher		Muscicapa Poliogenys
Blue throated fly Catcher		Muscicapa rubeculoides
White browed Blue Flycatcher		Muscicapa superciliaris
Verditer Flycatcher		Muscicapa thalassina
Thickell's Blue Flycatcher		Muscicapa tickelliae
Golden headed tailor bird		Orthtomus cucullatus
Tailor bird	টুনটুনি	Orthtomus sutorius
Mangrove Whistler		Pachycophala Cinera
Red headed barrot bill		Pavadoxornis ruficeps
Black redstart		Phoenicurus ochrunus
Daurian Redstart		Phoenicurus suroreus
Thick billed Warbler		Phragmaticolca acdon
Thickell's leaf warbler		Phylloscopus affinis
Black browed leaf warbler		Phylloscopus cautator
Smoky willow Warbler		Phylloscopus fuligiventer

Dusky leaf Warbler		Phylloscopus fuscatus
Yellow browed leaf Warbler		Phylloscopus inornatus
Large billed laf warbler		Phlloscopus magnirostris
Phythis leaf warbler		Ph7loscopus reguloides
Dull green leaf Warbler		Phylloscopus trochiloides
Rustysheeked Scimitar Babbler		Pomatorhinus erythrogeny
Large Scimitar Babbler		Pomotorhinus hypoleucos
Rufous necked Scimitar Babbler		Pomatohinus ruficolis
Long tailed grass warbler		Prinia burnesi
Yellow bellied long tailed warbler		Prinia flaviventris
Streaked Longtailed Warbler		Prinia gracilus
Franklinis Longtailed Warbler		Prinia hodgsonii
Beavens Longlailed Warbler		Prinia rufescens
Ashy Longtailed Warbler		Prinia socialis
Tawny flanked Longtailed		Prinia subslara
Jungle Longtailed Warbler		Prinia sylvatica
Chestnut throated shrike Babbler		Pteruthius melanotis
White browed fantail flycatcher		Rhipidura albicollis
Yellow bellied fantail Flycatcher		Rhipidura hypoxantha
Phumbeoous Redstart		Ryhacornis fuliginonus
Long billed wren babbler		Rimator malacoptilus
Pied bush chat		Saxicola Caprata
Barkgrey bush chat		Saxicola ferrea
Jerdon’s bush chat		Saxicola jerdoni
Stone chat		Saxicola torguta
Yellow eyed Flycatcher Warbler		Seicecus burkei
Goldex headed Rubbler		Siachyris chrysaea
Red froned Babbler		Stachyris rufifrons
Paradise Flycatcher		Terpsiphone paradise
Abbot’s Babbler		Trichastoma abotti
Red capped Babbler		Timalia pileata
Straited Babbler		Turdoides earlei
Jungle Babbler		Turdoides striatus
Black throated thrush		Turdus ruficollis
Headed Yutina chestnut		Yuhina castaniceps
Yellow napped Yutina		Yuhina flavicollis
Black clinned yuhunia		Yuhina nigrementa

White bellied Yuhunia		Yuhina antholeuca
Golden mountain thrush		Zoothera dauma
Orange headed ground thrush		Zoothera eitrina
		NEOTARINIIDAE
Mrs. Gould's Sunbird		Aethopyga gouldiae
Yellowbacked Sunbird		Aethopyga siparaja
Purple Sunbird		Nectarinia Zeylonica
Little Spiderhunter		Arachnothera longirostris
Streaked Spiderhunter		Arachnothera megna
Van Hasselts Sunbird		Nectarinia sperata
Purplernumped Sunbird		Nectarinia asiatica
		OTIDIDAE
Bengal horican		Eupodotia bengalensis
		PARIDAE
Grey tit		Parus majer
Spotted billed pelican	গগন বেড়	Pelecenus philippensis
		PHALACROCORACIDE
Darter or sank bird	গয়ার	Anhinga rufa
Shag	পান কাউর	Phalacrocorax fuscieclis
White cheekad hill patridge		Arborephila atrogularia
Rufus throated hill patridge		Arborophila rufogularis
Bamboo patridge		Bambusicola fytetii
Blue breasted quail		Conturnix chinensis
Rain quail	তিতির	Coturnix coromandelica
Assam black patridge		Francolinus francotinus
Swamp patridge		Francolinus gularis
Red jungle fowl		Gallus gallus
Black breasted Kalij	মথুরা	Lophura leucomelana
Common pea fowl		Pavo cristatus
Burmese fowl		Pavo muticus
Peacock pheasant	কাটময়ূর	Polyplectron bicalearats
Peacock	ময়ূর	
		PICIDAE
Red eard Bay wood pecker	কাট ঠোকরা	Blythipicus pyrrhotis
Larga Golden becked woodpecker	কাট ঠোকরা	Chrysocolaptes lercidus
Stripe breasted pied wood pecker	কাট ঠোকরা	Dendrocopos atratui.
Grey crowned pigmy wood pecker	কাট ঠোকরা	Dendrocohos canicapillus

Yellow fronted pied wood pecker	কাট ঠোকরা	Dendrocops mabrattensis
Fulvous breasted pied wood pecker	কাট ঠোকরা	Dendrocopos macei
Pigmy wood pecker	কাট ঠোকরা	Dendrocopos namus
Lesser golden backed wood pecker	কাট ঠোকরা	Dinopium bengalensis
Golden backed three toed wood pecer	কাট ঠোকরা	Dinopium javanensis
Yellow fronted rised wood pecker	কাট ঠোকরা	Dinopium marnathensis
Pale headed wood pecker	কাট ঠোকরা	Gecinulus grautia
Heart spotted wood pecker	কাট ঠোকরা	Hemicircus cancute
Rufous bellied wood-pecker	কাট ঠোকরা	Hypicus hyperithrus
Wryneck wood-pecker	কাট ঠোকরা	Jynx torguilla
Rufous wood-pecker	কাট ঠোকরা	Micropternus breachyurus
Speckled piculet		Picumnus innominatus
Black napped green wood-pecker	কাট ঠোকরা	Picus canus
Small yellow-naped wood-pecker	কাট ঠোকরা	Picus chorolophus
Large Yellow-naped wood-pecker	কাট ঠোকরা	Picus harinucha
Little scaly billed green wood	কাট ঠোকরা	Picus myrmecophoneus
Pecker		
Rufous piculet		Sasia ochracea
		PITIDAE
Indian pitta		Pitta brachyuran
Blue pitta		Pitta cyanea
Blue winged pitta		Pitta moulccensis
Blue napped pitta		Pitta nepalensis
Green breasted pitta		Pitta sordida
		PLOCEIDAE
Black throated Baya		Ploceus bengalensis
Streaked Baya		Ploceus Manyar
Baya		Ploceus
		PODARCIDAE
Hodgson’s frognouth		Patrachostomus hodgsoni
		Patrachostomus hodgsoni
		PSITTACIDAE
Lorikeet	লট কল	Loriculus vernalis
Red breasted parakeet	টিয়া কাজলা	Psittacila alexandri
B lossom heoded parakeet	টিয়া কইরিদি	Psittacila cyanocephala
Large Indian parakeet	তোতা পাখি	Psittacila eupatria
Burmese slaty headed parakeet	টিয়া মানো	Psittaila finschil

Roseringed parakeet	টিয়া	Psittacila krameri
Eastern blossom headed parakeet	টিয়া	Psittacila roseata
		PTEROCLIDAE
Painted sandgrouse		Pterocles indicus
		PYCNONOTIDAE
White throated Bulbul	সিপাহী বুলবুল	Criniger flaveolus
Brown cared Bulbul		Hypsipetes flavalus
Black Bulbul		Hypsipetes Madagascariensis
Rufous bellied Bulbul		Hypsipetes Virescens
Olive Bulbul		Hypsipetes Viridiscens
Black peaded Bulbul		Pycnontus atriceps
Redvented Bulbul	সিপাহী বুলবুল	Pycnontus cafex
Blyth's Bulbul	সিপাহী বুলবুল	Pycnontus flavescens
Redwhiskered Bulbul	সিপাহী বুলবুল	Pycnontus jacosus
Black headed yellow Bulbul		Pycnontus Melanictorus
Pinch billed Bulbul	বুলবুল	Spizixos canifrons
		RALLIDAE
Brown Crane	কাগ	Amaurornis akool
Rudy Crane	পিঠা কাগ	Amaurornis fuscus
White breasted Waterhen	ডাহুক	Amaurornis phownicurus
Elwese crane	কাগ	Amaurornis spp
Coot	জল কুকুট	Falica atra
Water Cock, Kora	কোড়া	Gallierex Cinerea
Moorhen	তেল কুপি	Gallinula chloropus
Purple Moorhen		Porphyrio prophyrio
Water rail	জল মুরগী	Rallus aquaticus
Chestnut bellied Nuthatch	চোরা পাখী	Sitta castanea
Beautiful Nuthatch		Sitta Formosa
		SITTIDAEI
Velvelfronted Nuthatch		Sitta frontalis
		SITTIDAEI
Spotted Owlet	কোটরে পেচাঁ	Athene brama
Short earned Owl		Asio flammeus
Eagle Owl		Bubo bubo
Tawny fish Owl		Bubo flavipes
Forest eagle Owl		Bubo nipalensis

Brown fish Owl	ভুতম পেঁচা, ধুধু	Bubo zeylonensis
Pigmy Owlet		Glancidium brodii
Barred Owlet		Glaudidium cucucloides
Brown hawk owl		Ninox scutulata
Collard Scops Owl		Otus spilocephalus
Scops Owl		Otus Scops
Spootted Scops Owl		Otus spilocephalus
Bay Owl		Phodilus badius
Barn Owl	লক্ষী পেচাঁ	Tyto alba
Grass Owl		Tyto capensis
		STURNIDAE
Jungle Myna	বন শালিক	Acridotheres fusces
Bank Myna	গাঙ শালিক	Acridotheres ginginianus
Shot crested Myna	ঝুটি শালিক	Acridotheres
Common Myna	শালিক	Acridotheres tristis
Glossy Starling	জোয়ারী	Aplonis panayensis
Spotted winged stare		Saroglossa spiloptera
Pied Myna	গোশালিক	Sturnus contra
Grey Headed Myna	ফাঁট শালিক	Sturnus malabaricus
Brahminy Myna	লাল শালিক	Sturnus pagodarum
		THRESKIORNITHIDAE
Glossy ibis		Plegadis falcinellus
Black ibis	খয়রা	Pseudibis papillosa
White Ibis	সাদা দোচরা	Threskiornis melanocephala
		TROGONIDAE
Red headed trogon		Harpactes arythrocephalus
		TROGONIDAE
Common bustard quail	তিতির	Turnix suscitator
Little bustard quail		Turnix sylvatica
		UPUPIDAE
Hoopee	হুদহুদ	Upupa epops
White eye		Zosterops palpehrosa

অতঃপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার THE TERRITORIAL WATERS AND MARITIME ZONE ACT, 1974 প্রণয়ন করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় THE TERRITORIAL WATERS AND MARITIME ZONE ACT, 1974 (ACT NO. XXVI OF 1974) আইনটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

An Act to Provide for the declaration of the territorial waters and maritime zones.

WHEREAS clause (2) of Article 143 of the Constitution provides that Parliament may, from time to time, by law provide for the determination of the territorial waters and the continental shelf of Bangladesh;

AND WHEREAS it is necessary to provide fo the declaration of the territorial waters, continental shelf and other maritime zones and for matter ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:-

1. *This Act may be called the Territorial Waters and Short title Maritime Zones Act, 1974.*
2. *In this Act, unless there is anything repugnant to the Definitions subject or context,-*

(a) *"conservation zone" means a conservation zone established under section 6;*

(b) *"contiguous zone" means the zone of the high seas declared by section 4 to be the contiguous zone of Bangladesh;*

(c) *"continental shelf" means the continental shelf of Bangladesh referred to in section 7;*

(d) *"economic zone" means the zone of the high seas declared under section 5 to be the economic zone of Bangladesh;*

(e) *"territorial waters" means the limits of sea declared under section 3 to be the territorial waters of Bangladesh.*

3. *(1) The Government may, by notification in the officialGazette, declare the limits of the sea beyond the land territory and internal waters of Bangladesh which shall be the territorial waters of Bangladesh specifying in the notification the baseline-*

(a) From which such limits shall be measured; and

(b) The waters on the landward side of which shall form part of the internal waters of Bangladesh.

(2) Where a single island, rock or a composite group thereof constituting the part of the territory of Bangladesh is situated seawards from the main coast or baseline, territorial waters shall extend to the limits declared by notification under sub-section (1) measured from the low waterline along the coast of such island, rock or composite group.

(3) The sovereignty of the Republic exends to the territorial waters as well as to the air space over and the bed and subsoil of, such waters.

(4) No foreing ship shall, unless is enjoys the right of innocent passage, pass through the territorial waters.

(5) Foreing ship having the right of innocent passage through the territorial waters shall, while exercising such right, observe the laws and rules in force in Bangladesh.

(6) The Government may, by notification in the official Gazette, suspend, in the specified areas of the territorial waters, the innocent passage of any ship if it is of opinion that such suspension is necessary for the security of the Republic.

(7) No foreing warship shall pass through the territorial waters except with the previous permission of the Government.

(8) The Government may take such stekps as may be necessary-

(a) to prevent the passage through the territorial waters of any foreign ship having no right of innocent passage;

(b) to prevent and punish the contravention of any law or rule in force in Bangladesh by any foreign ship exercising the right of innocent passage;

(c) to prevent the passage of any foreign warship without previous permission of the Government; and

(d) to prevent and punish any activity which is prejudicial to the security or interest of the Republic.

Explanation.- *In this section "warship" includes any surface or sub-surface vessel or craft which is or may be used for the purpose of naval warfare.*

4.(1) The zone of the high seas contiguous to the territorial waters and extending seawards to a line six nautical miles measured from the outer limits of the territorial waters is hereby declared to be the contiguous zone of Bangladesh.

(2) The Government may exercise such powers and take such measures in or in respect of the contiguous zone as it may consider necessary to prevent and punish the contravention of, and attempt to contravene, any law or regulation in force in Bangaldesh relating to-

(a) the security of the Republic;

(b) the immigration and sanitation; and

(c) customs and other fiscal matters.

5.(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any zone of the high seas adjacent to the territorial waters to be the economic zone of Bangladesh specifying therein the limits of such zone.

(2) All narual resources within the economic zone, both living and non-living, on or under the seabed and subsoil or on the water surface or within the water column shall vest exclusively in the Republic.

(3) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to affect fishing within the economic zone by a citizen of Bangladesh who uses for the purpose vessels which are not mechanically propelled.

6. <u>The Government may, with a view to the maintenance of the productivity of the living resources of the sea, by notification in the official Gazette, established conservation zones in such areas of the sea adjacent to the territorial waters as may be specified in the notification and may take such conservation measures in any zone so established as it may deem appropriate for the purpose including measures to protect the living resources of the sea from indiscriminate exploitation, depletion or destruction</u>.

7.(1) The continental shelf of Bangladesh comprises-

(a) the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast of Bangladesh but beyond the limits of the territorial waters up to the outer limits of the continental margin bordering on the ocean basin or abyssal floor, and

(b) the seabed and subsoil of the analogous submarine areas adjacent to the coasts of any island, rock or any composite group thereof constituting part of the territory of Bangladesh.

(2) Subject to sub-section (1), the Government may, by notification in the Official Gazette, specify the limits thereof.
(3) No person shall, except under and in accordance with the terms of, a licence or permission granted by Government explore or exploit any resources of the continental shelf or carry out any search or excavation or conduct any research within the limits of the continental shelf;
Provided that no such licence of permission shall be necessary for fishing by a citizen of Bangladesh who uses for the purpose vessels which are not mechanically propelled.
Explanation.- Resources of the continental shelf include mineral and other non-living resources together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.
(4)The Government may construct, maintain or operate within the continental shelf installations and other devices necessary for the exploration and exploitation of its resources.
8. The Government may, with a view to preventing and controlling marine pollution and preserving the quality and ecological balance in the marine environment in the high seas adjacent to the territorial waters, take such measures as it may deem appropriate for the purpose.
9. (1) The Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide-
(a) for the regulation of the conduct of any person in or upon the territorial waters, contiguous zone, economic zone, conservation zone and continental shelf;
(b) for measures to protect, use and exploit the resources of the economic zone;
(c) for conservation measures to protect the living resources of the sea;
(d) for measures regulating the exploration and exploitation of resources within the continental shelf; and
(e) for measures designed to prevent and control of marine pollution of the high seas.
(3) In making any rule under this section the Government may provide that a contravention of the rule shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand taka.

অতঃপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার THE BANGLADESH PETROLEUM ACT, 1974 (ACT NO. LXIX OF 1974) প্রণয়ন করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর Section 6 (1) নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

6.(1) It shall be the duty of any person engaged in any petroleum operation-
(a) to ensure that such petroleum operation is carried on in a proper and workmanlike manner and in accordance with good oil-field practice;
(b) to carry on petroleum operation in any area in a manner that does not interfere with navigation, fishing, and conservation of resources of the sea and sea-bed;
(c) to consider factors connected with the ecology and environment.

অতঃপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশে বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.১৯৭৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় সমুদ্র তীরবর্তী ১০,০০০ একর সরকারী ভূমি বনায়নের জন্য বন মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করেন।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAND ADMINITRATION AND LAND REFORMS SECTION-V.

Memo No. 389-v-248/73-I. S. dated 9.8.74
To: The Addl. Deputy Commissioner (Rev),
Chittagong.

Sub:- Transfer of khas land in favour of Ministry of Forest Fisheries and Livestock for the purpose of costal Afftation.

Ref: His memoranda Nos. 3413/SA dated 11.10.74, 3431/SA dated 13.10.73, 3806/SA dated 24.11.73, 3826/SA dated 28.11.73 and 3874/SA dated 30.11.73.

The undersigned is directed to convey the sanction of Govt. to the transfer of khas lands measuring 9,925.04 acres a stated below and specified in his memoranda under reference to the Ministry of Forests, Fisheries and Livestock for the purpose Coastal Afforestation free of cost subject to the condition – the land shal revert to the Ministry of Land Admn. And Land Reforms when no longer required for the purpose for which they transferred.

Home of P.S.	Area
1. Teknaf	4,830.44 acres.
2. Chakaria	244.74 acres
3. Kutubdia	507.74 acres
4. Moincal	3,192.04 acres
5. Sandwip	523.11 acres
6. Sitakundu	627.00 acres
Total=	9,925.04 acres

2. Necessary action may please be taken to deliver possession of the lands to the local representative of the Ministry of Forests, Fisheries and Livestook immediately.

(Abdul Matlib)

Section Officer-V,
Ministry of Land Admn. And land

Memo No. 389/1(2)-V-248/73-L.S. dated 9.8.74.
Copy forwarded for information to:-

(1) The Divisional Forest officer, Coastal Afforestation, Chit
(2) Ministry of Forests, Fisheries and Livestock.

(Abdul Matlib)
Section Officer-V,
Ministry of Land Admn. And land Reforms.

উপরিল্লিখিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ এবং আইনসমূহ পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, যে সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদ সম্পর্কে তেমন অবগত ছিলেন না তেমনি এক সময় জাতির পিতা পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদকে সংবিধান ও আইনের অংশ করে প্রকৃতি, জলবায়ু এবং জনগণের সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তিকে রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যদি জাতির পিতা বেঁচে থাকতেন তাহলে অনেক আগেই বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরের চেয়েও সুন্দর রাষ্ট্রে পরিণত হত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (১৯৯৬-২০০০)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ৭ম সংসদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর পরিবেশ এবং জলবায়ুর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রথমবারের মত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি পরিবেশ এবং জলবায়ুর উন্নয়নকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার *পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭* প্রণয়নের মাধ্যমে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine)-কে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উক্ত *পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭* এর ধারা ৩, ৪, ৫, ১২, ১৩ এবং ১৭ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

*৩। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**।- (১) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করার নিমিত্ত সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথাঃ-*

(ক) মানববসতি;
(খ) প্রাচীন স্মৃতিসৌধ;
(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান;
(ঘ) অভয়ারণ্য;
(ঙ) জাতীয় উদ্যান;
(চ) গেম রিজার্ভ;
(ছ) বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল;
(জ) জলাভূমি;
(ঝ) ম্যানগ্রোভ;
(ঞ) বনাঞ্চল;
(ট) এলাকাভিত্তিক জীববৈচিত্র্য; এবং
(ঠ) এতদসংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

*৪। **স্বাস্থ্য হানিকর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী মোটরযান সম্পর্কিত ব্যবস্থা**।-(১) আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেট্রোল, ডিজেল বা গ্যাস চালিত প্রতিটি মোটরযানে (motor vehicle) ক্যাটালাইটিক*

কনভার্টার বা অক্সিডেশন ক্যাটালিষ্ট বা ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার বা মহা-পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত এমন কোন যন্ত্র বা কৌশল সংযোজন করিতে হইবে যেন উক্ত যান হইতে নিঃসরণের মানমাত্রা তফসিল-৬ এ বর্ণিত মানমাত্রা অতিক্রম না করে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংযোজন না করিয়া কোন মোটরযান চালানো হইলে উহাকে স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত যানে মালিক বা চালক বা যথাযথ ক্ষেত্রে উভয়ই আইনের ধারা ১৫(১) এর টেবিলের ক্রমিক নং ৩ এর বিপরীতে উল্লেখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত দন্ড আরোপ করা হইলে উহা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত আকারে ও তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট মোটরযানের দৃশ্যমান কোন অংশে বা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত কোন দলিলে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, প্রদর্শন করিতে হইবে।

*৫। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র।**-(১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্থ অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশাংকাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুসারে মহা-পরিচালকের নিকট আবেদন করিবেন।*

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মহা-পরিচালক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে আবেদনপত্রটি নিস্পত্তি করিবেন।

*১২। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ।**-ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বায়ু, পানি, শব্দ এবং ঘ্রাণসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা তফসিল-২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৮ এ উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।*

*১৩। **বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ।**- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তরল বজ্য নির্গমন এবং গ্যাসীয় নিঃসরণের পরিসীমা তফসিল- ৯, ১০ ও ১১ এবং শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমন এর মানমাত্রা তফসিল-১২ এ উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।*

*১৭। **বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ।**- কোন স্থানে নির্দিষ্টকৃত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোন দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোন কোন স্থান এইরূপ আশংকাযুক্ত হইলে সেই দূষণ ঘটনাধীন স্থান বা দূষণ আশংকাযুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষনিকভাবে ঘটনা বা আশংকিত ঘটনার বিষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।*

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০০ সালে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) প্রণয়ন করেন,[যা পরবর্তীতে পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৬ নং আইন) দ্বারা বাতিল করা হয়] যা নিম্নরূপঃ

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

২০০০ সনের ১১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হলোঃ-

*১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**- এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।*

*২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-*

(ক)"দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (ActV of 1908);

(খ)" পরিবেশ আইন" অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এবং কোন আইনে পরিবেশ আদালতে বিচারের জন্য কোন বিষয় নির্ধারিত থাকিলে উক্তরুপ আইনও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত;

(গ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত কোন পরিবেশ আদালত;

(ঘ)"পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

*৩। **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।*

*৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিবে।*

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে একটি পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ বিভাগীয় সদরের বাইরেও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন বিভাগে একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

*৫। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার।**- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং শুধু উক্ত আদালত বিচারার্থ গ্রহণ (Cognizance), বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহ উহার বিচার ও নিস্পত্তি হইবে।*

(২) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত "দন্ড আরোপ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবে।"

(৩) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ এই আইনের অধীন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে না এবং এইরুপ ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পরিবেশ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী এই উপ-ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরুপ লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে সরাসরি উক্ত অভিযোগকারীর আবেদনের ভিত্তিতে বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ, অভিযোগের ভিত্তিতে, আমলে নিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আপীল আদালত মামলার কোন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন বোধ করিলে, বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা অন্য কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর এবং এই প্রকার স্থানান্তরিত মামলা পুনরায় স্থানান্তরিত করিতে পারিবে।

*(৬) **প্রবেশ অধিকার ইত্যাদি।**- মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।*

*৭। **তদন্তের ক্ষমতা।**- (১) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি একইরুপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।*

(২) পরিবেশ আইনের অধীনে কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতির অতিরিক্ত বা কোন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রয়োজন থাকিলে সরকার এতদ্‌উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

*৮। **পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা।**- (১) এই আইনে ভিন্নরুপ কিছু না থাকিলে,এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলার নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।*

(২) ধারা ৫(৩) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন এবং আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আদালতে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) বিচারের জন্য মামলার শুনানী তিনবারের অধিক মূলতবী করা যাইবে না এবং একশত আশি দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত উক্ত মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত আশি দিনের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত একশত আশি দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

*৯। **অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রুপান্তর।**- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ডকে, প্রয়োজনবোধে, উক্ত আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।*

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণ দাবি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবি একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দন্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

*১০। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা।**- (১) মামলা যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংগঠনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।*

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরুপ সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেনা।

*১১। **আপীল।**- (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দন্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।*

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দন্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জগঠন সংক্রান্ত আদেশ, অপরাধ আমলে লওয়ার আদেশ ব্যতীত অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবেনা।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের অর্ধেক অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

*১২। **পরিবেশ আপীল আদালত।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।*

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্যে হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) পরিবেশ আপীল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে অবস্থিত থাকিবে।
(৪) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে সেশনস আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।
(৫) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।
*১৩। **বিচারাধীন মামলা।**- এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।*
*১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

যেহেতু দায়সারাভাবে প্রণীত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) ছিল একটি অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট আইন, সেহেতু উক্ত আইনকে যুগোপযোগী করার নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১২ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়, যা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০
২০০০ সনের ১২ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রাকাশিত]
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আই, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইলঃ-
*১।**সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**- এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, নামে ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।*
*২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।**- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরুপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-*
*"৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।**- (১) মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরুপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।*
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহাপরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।
(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদ দাখিলের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন" ।
*৩। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর (১) উপ-ধারার "অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উক্তরুপ দন্ডের অতিরিক্ত প্রতিকার হিসাবে আদালত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ডিক্রীও প্রদান করিতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।*
*৪। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারার সন্নিবেশ।**- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-*
" ১৫ক। ক্ষতিপূরণের দাবী।- এই আই বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগনের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।" ।
*৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরুপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-*
*" ১৭।**অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।**- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ (Cognizable) গ্রহণীয় হইবে।*
(২) মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।" ।

তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (বর্তমানেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পরিবেশ এবং জলবায়ুর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০ সালে

"মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত

স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন)" নামে একটি যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় "মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) " নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০
২০০০ সনের ৩৬ নং আইন
[১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০]

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:-

১। (১) এই আইন মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।
২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) "উদ্যান" অর্থ মাস্টার প্ল্যানে বা ভূমি জরিপ নক্সায় উদ্যান বা পার্ক হিসাবে চিহ্নিত বা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উদ্যান বা পার্ক হিসাবে ঘোষিত কোন স্থান;
(খ) "উন্মুক্ত স্থান" অর্থ মাস্টার প্ল্যানে উন্মুক্ত স্থান হিসাবে চিহ্নিত বা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উন্মুক্ত স্থান হিসাবে ঘোষিত এমন স্থান যাহা দীর্ঘদিন হইতে ঈদগাহ বা অন্য কোনভাবে জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার হইয়া আসিতেছে;
(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন এবং বিভাগীয় ও জেলা শহরের পৌরসভাসহ দেশের সকল পৌরসভা;
(ঘ) "খেলার মাঠ" অর্থ খেলাধুলা বা ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য মাস্টার প্ল্যানে খেলার মাঠ হিসাবে চিহ্নিত জায়গা;
(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
(চ) "প্রাকৃতিক জলাধার" অর্থ নদী, খাল, বিল, দীঘি, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে মাস্টার প্ল্যানে চিহ্নিত বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন জায়গা এবং সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(ছ) "মাস্টার প্ল্যান" অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্য কোন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় ও জেলা শহরসহ সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকারী আইনের অধীন প্রণীত মাস্টার প্ল্যান;
(জ) "শ্রেণী পরিবর্তন" অর্থ মাস্টার প্ল্যানে বা সরকারী গেজেটে সংশ্লিষ্ট জায়গার অবস্থা যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে বা বর্ণনা করা হইয়াছে বা সংশ্লিষ্ট জায়গা সাধারণতঃ যেভাবে থাকার কথা মাটি ভরাট, পাকা, আধা-পাকা বা কাঁচা ঘর-বাড়ী এবং অন্য যে কোন ধরণের ভবন নির্মাণসহ কোনভাবে সেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে এমন কিছু করাকে বুঝাইবে;
(ঝ) "সরকার" অর্থ এই আইনের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়।

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। (১) কোন মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের পর উহার কপি উক্তরুপ প্রণয়নের তারিখ হইতে অন্যূন এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের হেড অফিস এবং শাখা অফিস, যদি থাকে, এর নোটিশ বোর্ডে এমনভাবে লটকাইয়া রাখা হইবে যাহাতে উহা যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(২) কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে মাস্টার প্ল্যানের মুদ্রিত কপি বা মাস্টার প্ল্যানের এলাকাভিত্তিক নকশা জনসাধণের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করিবে।
(৩) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচিত অন্য যে কোন পদ্ধতিতে মাস্টার প্ল্যান এবং তৎসূত্রে জনগনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।
৫। এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্তরুপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরুপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।
ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কোন উদ্যানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এইরুপে উহার বৃক্ষরাজি নিধনকে উদ্যানটির শ্রেণী পরিবর্তনরুপে গণ্য করা হইবে।

৬। (১) ধারা ৫-এ বর্ণিত কোন জায়গা বা জায়গার অংশবিশেষের শ্রেনী পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইলে উক্ত জায়গার মালিক, প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি বিবেচনা করিয়া আবেদনাধীন জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন জনস্বার্থে সমীচীন হইবে কিনা সেই সম্পর্কে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ সহকারে আবেদনটি সরকার বরাবরে প্রেরণ করিবে, যথা:-

(ক) আবেদনাধীন জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে মাস্টার প্ল্যানের উদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিনা, হইলে উহার পরিমাণ; এবং

(খ) শ্রেণী পরিবর্তনজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়িবে কিনা বা বসবাসকারীগণের অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

(৩) শ্রেণী পরিবর্তনের জায়গা যদি সরকারী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোম্পানীর হয় সেক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন মতামত এবং সুপারিশ প্রদানের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইবে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিল চাহিতে পারিবে এবং আবেদনকারী উক্তরুপ তথ্য ও দলিল এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ দিন হইবে, এর মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না যদি উহার সহিত নির্ধারিত ফিস কর্তৃপক্ষের বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা করা রসিদ সংযুক্ত করা না হয়।

৭। (১) ধারা ৬-এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত এবং সুপারিশ বিবেচনা করিয়া, আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং আবেদনকারীকে, সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে, উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্রটি অননুমোদন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে সরকার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী সিদ্ধান্ত সম্বলিত স্মারক বা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সরকার বরাবরে উহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না যদি উহার সহিত নির্ধারিত ফিস সরকার বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা করার রসিদ সংযুক্ত করা না হয়।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আবেদনের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৮। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৫ বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) ধারা ৫ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন জায়গা বা জায়গায় অংশ বিশেষের শ্রেণী পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তনের কাজে বাধা প্রদান করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে অননুমোদিত নির্মাণকার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরুপ ভাংগিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

(৩) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন নির্মাণকার্য সম্পাদিত বা অবকাঠামো তৈরী হইয়া থাকে সেই সকল অবকাঠামো আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির উপর ধারা ৮ এর অধীনে অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান এলাকায় মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

১০। এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষের বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন কর্মকর্তা বা অপর কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১১। এই আইনের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

১২। (১) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা প্রধান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দন্ডনীয় অপরাধ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য (Cognizable) অপরাধ হইবে।

১৩। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (২০০৯- ২০১৮)

অতঃপর বিগত ইংরেজী ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা (বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) তাঁর দলের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ এবং জলবায়ু তথা পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) অন্তর্ভূক্ত করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর ২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে বিগত ইংরেজী ২০০৯ সালে **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি, ২০০৯) চূড়ান্ত করে।** উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম এই ধরনের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিসিসিএসপি ২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে** ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে **জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ)** গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশের অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে ***নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের তহবিল গঠন বিশ্বে প্রথম*** যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জলবায়ু ট্রাস্ট আইন-২০১০ প্রণয়ন করে। দেশ ও দেশের জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য তথা পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) পূর্ণভাবে কার্যকর করার জন্য এ ধরনের একটি আইন পাশ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এর ধারা ৩ মোতাবেক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু

পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এর জনবলসহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আওতায় গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ এ টাস্ট ফান্ডের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভিশন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার নিম্নবর্ণিত মিশন গ্রহণ করেনঃ

- *জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ অনুসারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।*
- *জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।*
- *কার্বন নিঃসরণের মান কমানোর লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।*

অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট আইন, ২০১০ এর ধারা ৫ মোতাবেক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (BCCT) গঠনের লক্ষ্য হলোঃ-

- *জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ অলের জনসাধারণে বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নন ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;*
- *জলবায়ু পরিবর্তন জণিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।*

অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট আইন, ২০১০ এর ধারা ৬ মোতাবেক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (BCCT) গঠনের উদ্দেশ্য হলোঃ-

- *সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের বাইরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ট্রাষ্ট তহবিল ব্যবহার;*
- *জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;*
- *জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমুল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;*
- *জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন, (Mitigation), প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer), এবং অর্থ বিনিয়োগ (Finance and Investment) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তারসহ পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;*
- *জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্থতা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;*
- *জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;*
- *জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট আইন, ২০১০ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১২, ২০১০
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই অক্টোবর, ২০১০ (২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০১০ সনের ৫৭ নং আইন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(২) ''ট্রাস্ট'' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট;
(৩) ''তহবিল'' অর্থ ধারা ১৫ এ উল্লিখিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল';
(৪) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(৫) ''ট্রস্টি বোর্ড'' অর্থ এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;
(৬) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
(৭) ''সদস্য'' অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অথবা কারিগরি কমিটির সদস্য;
(৮) ''কারিগরি কমিটি'' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কারিগরি কমিটি।

৩। **ট্রাস্ট গঠন।**- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার এই আইনের বিধান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ট্রাস্টের কার্যালয়।**- (১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ট্রাস্টি বোড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রামে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। ট্রাস্টের লক্ষ্য।- ট্রাস্টের লক্ষ্য হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ-

(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬। **ট্রাস্টের উদ্দেশ্য।**- ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ-

(ক) সরকারের উন্নয়ন বা অনুন্নয়ন বাজেটের বাহিরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এই ট্রাস্টের তহবিল ব্যবহার করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূর পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), প্রযুক্ত হস্তান্তর (Technology Transfer) এবং অর্থ ও বিনিয়োগ (Finance and Investment) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা (Action Research) করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তার (dissemination) সহ বা পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (Climate Change Unit) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জলবায়ু পরিবর্তন সেল (Climate Change Cell) বা ফোকাল পয়েন্ট (Focal Point)- কে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে সহায়তা করা;

(ছ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্থবায়নে সহায়তা করা;

(জ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৭। **প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।**- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থ দ্বারা নিম্নরুপ প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকারের চলমান উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কর্মসূচীর অতিরিক্ত হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সংস্থা এ সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়ন করে ট্রাস্টি বোর্ডে দাখিল করিবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ পালন করিয়া প্রকল্প বা কর্মসূচী তৈরী করা হইবে;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) এবং অর্থ ও বিনিয়োগ (Finance and Investment) এর জন্য ট্রস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে গবেষণামূলক কর্মকান্ডে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেনতামূলক প্রচার প্রচারণায় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে; এবং

(চ) টেকসই দুর্যোগ পুনরুদ্ধার (sustainable disaster recovery) এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস (disaster risk reduction) করিবার লক্ষ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং ইত্যাদির আয়োজনে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার অনুসরণে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

৮। **প্রশাসন ও পরিচালনা।**- ট্রাস্টের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসন ধারা ৯ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৯। **ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন।-** (১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঘ) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(ছ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(জ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(ঞ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;
(ট) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
(ঠ) গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক;
(ড) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
(ঢ) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;
(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ;
(ত) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।
(২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বা গঠিত ইউনিট ট্রাস্টি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।
(৩) উপ-ধারা (১) এর (ণ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।
(৪) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতার বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।
১০। **ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী**।- ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ-
(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;
(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টের তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী অনুমোদন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ এবং জমাকৃত শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ হইতে সুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচীর অনুকূলে ছাড়করণ;
(গ) তহবিলের জমাকৃত অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঘ) ট্রাস্টের তহবিলের অর্থে গৃহীতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা ও প্রকল্প বা কর্মসূচীর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;
(ঙ) দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং বাজেট পরিকল্পনা সম্পর্কে কারিগরি কমিটিকে দিক নির্দেশনা প্রদান;
(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিকারের ব্যবহারিক গবেষণা (action research) পরিচালনায় কারগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;
(ছ) সরকারের অর্থায়ন ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দাতা দেশ বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, অর্থায়ন প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;
(জ) সামগ্রিক মূল্যায়ন টিম গঠন (Evaluation Team) এবং প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিমার্জন ও অনুমোদন;
(ঝ) কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচীর সমস্যা নিরসন এবং এ লক্ষ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ-এর আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন;
(ঞ) প্রকল্প বা কর্মসূচীসমূহ কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান;
(ট) গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন;
(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(ড) এই ধারার অধীনে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য করা;
(ঢ) কোন আর্থিক বৎসরে যথাযথ প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্ভব না হইলে অব্যবহৃত অর্থ তহবিলে স্থানান্তকরণ;
(ণ) ট্রাস্টি বোর্ডের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ;
(ত) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
১১। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।-** (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নিধারণ করিতে পারিবে।
(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
(৪) ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একবার অথবা চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।
(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
(৬) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।
১২। **কারিগরি কমিটি**।- (১) ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-
(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;
(খ) যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;
(গ) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন সেল-এর প্রতিনিধি বা ফোকাল পয়েন্ট;
(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-এর প্রতিনিধি;
(চ) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি;
(ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর-এর দুইজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (পরিচালক, কারিগরি);
(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও/বিশেষজ্ঞ-এর দুইজন প্রতিনিধি;
(ঝ) Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এর একজন প্রতিনিধি;
(ঞ) বন বিভাগের একজন প্রতিনিধি;
(ট) উপ-সচিব (পরিবেশ-১), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।
(২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বা গঠিত ইউনিট কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।
(৩) উপ-ধারা (১) এর (জ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।
১৩। **কারিগরি কমিটির কার্যাবলী**। কারিগরি কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
(ক) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনা;
(খ) ট্রাস্টের অর্থ দ্বারা গৃহিতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা প্রস্তুতকরণে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;
(গ) গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়নে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;
(ঘ) ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত কর্মসূচী বা প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও সুপারিশকরণ;
(ঙ) যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত সাব কমিটি গঠন;
(চ) ট্রাস্টি বোর্ডের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা দান;

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং
(জ) কারিগরি কমিটির প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ;
১৪। **কারিগরি কমিটির সভা**। (১) কারিগরি কমিটির সভা, আহবায়কের সম্মতিক্রমে আহবান করা যাইবে এবং আহুবায়ক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(২) কারিগরি কমিটির আহবায়ক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
(৩) কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডকে অবহিত রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকিলে কমিটি তা অনুসরণ করিবে।
১৫। **ট্রাস্টের তহবিল**। (১) 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল' নামের ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ
(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় বাজেট হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
(খ) সরকার অনুমোদিত দাতা দেশ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
(গ) সরকার অনুমোদিত দেশী ও বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
(ঘ) তহবিলের বিনিয়োগ হইতে আহরিত অর্থ;
(ঙ) সরকার অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
(২) তহবিল ট্রাস্টের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উঠানো যাইবে।
(৩) প্রত্যেক বৎসর সরকারী অনুদান হইতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে ব্যয় করা যাইবে এবং নূন্যতম শতকরা ৩৪ ভাগ এবং অব্যায়িত অর্থ তহবিলে জমা হইবে।
(৪) তহবিলে জমাকৃত অর্থের মুনাফা বা অর্জিত সুদ হইতে মানসম্পন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হইবে।
(৫) তহবিল হইতে ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহ করা হইবে।
১৬। **ব্যাংক হিসাব**। (১) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক হিসাব খোলা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।
(২) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।
১৭। **বাজেট**। ট্রাস্ট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী (ট্রাস্ট সংক্রান্ত) সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।
১৮। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**। (১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।
(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।
(৪) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সংগে সংগে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।
(৫) সরকার প্রয়োজনমত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময়ে উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।
১৯। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**। (১) ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।
(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষনিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-
(ক) ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;
(খ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন;
(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন।
(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূণ্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।
২০। **ক্ষমতা অর্পণ**। ট্রাস্টি বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।
২১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য ট্রাস্টি বোর্ড বা কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।
২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
২৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
২৪। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**। এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।
(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
মঙ্গলবার, অক্টোবর ৫, ২০১০
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ৫ই অক্টোবর, ২০১০/২০শে আশ্বিন, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই অক্টোবর, ২০১০ (২০শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০১০ সনের ৫০ নং আইন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন প্রণীত আইন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়:

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইলঃ-

১। ***সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।***- *(১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, নামে ২০১০ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।*

২। ***১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।***- *বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর-*

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) ও (ককক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(কক) জলাধার অর্থ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দিঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে সরকারী ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি, বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমি;

(ককক) ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste) অর্থ যে কোন বর্জ্য যাহা নিজস্ব ভৌত বা রাসায়নিক গুণগত কারণে অথবা অন্য কোন বর্জ্য বা পদার্থের সংস্পর্শে আসার কারণে বিষক্রিয়া, জীবাণুসংক্রমণ, দহন, বিস্ফোরণক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়া, ক্ষয়ক্রিয়া বা অন্য কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিসাধনে সক্ষম;

(খ) দফা (চ) এর পর নিম্নরূপ দফা (চচ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

(চচ) পাহাড় ও টিলা অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূ-পৃষ্ট হইতে উচুঁ মাটি অথবা মাটি ও পাথর অথবা পাথর অথবা মাটি ও কাকঁড় অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত স্তুপ বা স্থান এবং সরকারি রেকর্ডপত্রে পাহাড় বা টিলা হিসাবে উল্লিখিত ভূমি;

(গ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

(ছছ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecoligically Critical Area) অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত এমন এলাকা যাহা অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড হইতে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;।

৩। ***১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।***- *উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-*

৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা।-(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecoligically Critical Area) ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও মানচিত্রসহ আইনগত বর্ণনার উল্লেখ থাকিবে এবং এই সকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পর সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বলিয়া ঘোষিত এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

৪। ***১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।***- *উক্ত আইনের ধারা ৬ক এর পর নিম্নরূপ ধারা ৬খ, ৬গ, ৬ঘ এবং ৬ঙ সংযোজিত হইবে, যথাঃ-*

" ৬খ। পাহাড় কাটা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (eutting and/or razing) করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।

*৬গ। **ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানী, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ-** পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে সরকার, অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal) ডাম্পিং ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।*

*৬ঘ। **জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**- কোন জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার ফলে কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি না হয় তাহা প্রত্যেক জাহাজের মালিক, আমদানিকারক এবং জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কাজে ইয়ার্ড ব্যবহারকারী নিশ্চিত করিতে বাধ্য থাকিবেন।*

*৬ঙ। **জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসাবে নিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না ঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, অপবিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

৫। ***১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।***- *উক্ত আইনের ধারা ৯ এর -*

(ক) উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরুপ উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

(১) যে ক্ষেত্রে কোন কাজ বা ঘটনা বা কর্মকান্ড বা কোন দুর্ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষন নির্গত হয় বা নির্গত হইবার আশংকা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তদ্রূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দখলকার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্ত, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।;

(খ) উপ-ধার (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

(৫) উপ-ধার (১) এর অধীন কোন কর্মকান্ডের ফলে নির্গত বর্জ্য বা দূষক মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিয়াছে প্রমাণিত হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে প্রহণযোগ্য হইবে।

৬। ***১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।-*** *উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-*

১২। পরিবেশগত ছাড়পত্র ।- (১) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যক্তিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ কার্যকরের পর অবিলম্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ে প্রণীত বিধিমালাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনমত যাচাই, এই সকল বিষয়ে জনগণের তথ্য প্রাপ্যতা, ছাড়পত্র প্রদানকারী কমিটি গঠন ও কর্মপদ্ধতি, ছাড়পত্রের নূন্যতম আবশ্যকীয় শর্তাবলী, আপীল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৫) অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের তালিকা প্রতি বছর ৩১ শে মার্চ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের তালিকা হালনাগাদ করিবে এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন প্রতিবেদন বা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার ন্যূনতম যোগ্যতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে ও এই সংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত, অনুমোদন এবং হালনাগাদ করিবে।

*৭। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-*

১৫। দন্ড।- (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উপহার বিপরীতে উল্লিখিত দন্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দন্ড
১।	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড: পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
২।	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড: পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
ক্রমিক নং	**অপরাধের বর্ণনা**	**আরোপণীয় দন্ড**
৮।	ধারা ৬ঙ এর বিধান লংঘন -	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড: পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৯।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড: পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১০।	ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে মহা-পরিচালক নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড: পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১১।	ধারা ১০ এর উপ-ধার (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা	অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড;

১২। ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	*অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ১ (লক্ষ) টাকা, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।*
১৩। এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃত বিলম্ব সৃষ্টি করা	*অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।*

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনেরর জন্য দন্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দন্ড ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের অতিরিক্ত হইবে না।''।

*৮। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ক এর সংশোধন।** উক্ত আইনের ধারা ১৫ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ক এবং ১৫ খ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-*

*''১৫ক। **ক্ষতিপূরণের দাবী।** এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।*

*১৫খ। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।** কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দন্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ , যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্ত অথবা বিনষ্টের জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।''।*

*৯। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।** উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর- (ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ*

''(১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী বা সমিতি বা সংঘ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বা সমিতি বা সংঘের মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা এজেন্ট, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।''

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ

''(৩) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি সরকারের কোন বিভাগ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হয়, তাহা হইলে সরকারের উক্ত বিভাগ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা এজেন্ট বা তাহারা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।''

*১০। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।** উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ*

''১৭। ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।''।

*১১। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।** (১) উক্ত আইনের ধারা ২০ এর*

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ''বিধি'' শব্দটির পরিবর্তে ''বিধিমালা'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ''বিধিতে'' শব্দটির পরিবর্তে ''বিধিমালায়'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা-

''(জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি, তথ্য প্রাপ্তি এবং অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ;'';

(ঘ) উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঝ), (ঞ), (ট), (ঠ) ও (ড) সংযোজিত হইবে, যথা-

''(ঝ) ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের তালিকা প্রণয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, ধারণ, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্ধারণ;

(ট) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

(ঠ) পরিবেশ গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণাগারের কার্যাবলী, গবেষণাগারে নমুনা সরবরাহের পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফল প্রকাশের ফরম, ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি, ফলাফল প্রাপ্তির জন্য ফি নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য অন্য যে কোন বিষয়;

(ড) গণশুনানী অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ধারণ।''।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব
ও
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৬ নং আইন) প্রণয়ন করেন। গুরুপ্বপূর্ণ বিধায় আইনটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০
২০১০ সনের ৫৬ নং আইন

১২ অক্টোবর, ২০১০

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন *১। (১) এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।*

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা *২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-*

(ক) " দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(খ) " পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(গ) " পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(ঘ) " পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আদালত;

(ঙ) " পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(চ) " ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ছ) " মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক;

(জ) " স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫(২) এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঝ) " স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

আইনের প্রাধান্য *৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।*

পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা *৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।*

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, যুগ্ম-জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত জেলা সদরে অবস্থিত থাকিবেঃ

তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ প্রশাসনিক জেলার যে কোন স্থানে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪)কোন জেলায় একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা *৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।*

(২) পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের মামলা বিচারের জন্য সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এখতিয়ার *৬। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচারের জন্য মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করিতে পারিবেন অথবা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে থানায় এজাহার দায়ের করিতে পারিবেন।*

(২) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্থ ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদানঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিবে।

(৩)পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই অথবা উক্ত অভিযোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার *৭। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্টেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মামলাসমূহ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার ও নিস্পত্তি হইবে।*

(২) পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য এই আইনে বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং তাহা উক্ত আদালতে বিচারার্থ গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ উহার বিচার ও নিস্পত্তি হইবে।

(৩) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৮(২) এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট

পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদানঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিবে।

(৪)পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দন্ড *৮। (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৬(২) এর অধীন - -*

(ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দন্ডে তিনি দন্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দন্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দন্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৭(৩) এর ---

(ক) দফা (ক) এর অধীন আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দন্ডে তিনি দন্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দন্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দন্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধের বিচার *৯। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা, অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্ত বা বিনষ্ট বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।*

(২) যদি পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্য আইনের অপরাধটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইলে পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও একই সঙ্গে একই মামলায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং অন্য আইনের অপরাধটি অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সমীপে প্রেরণ করিবেন।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি *১০। (১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে নাঃ*

তবে, আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাককালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০(একশত আশি) দিনের মধ্যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০(একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে, তবে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী পরিবেশ আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে কোনো মামলা যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক উক্ত মামলার বিচার নতুন করিয়া শুরু করিতে হইবে না, বরং পূর্ববর্তী স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবে এবং মামলা নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হইলে সেইজন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমার অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত করিয়া বা করাইয়া নির্ণয় করিবে এবং তদভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে পরিবেশ আপীল আদালতে দাখিল করিবে।

প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা *১১। (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয় পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।*

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশি পরওয়ানার ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশি, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিবেন।

অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি *১২। (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক অনুসন্ধান করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরনের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।*

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লিখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭(সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি এজাহার সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন যাহা অপরাধ সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অতঃপর উক্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, মহা-পরিচালক এর নিকট হইতে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের মূল কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৩ এর অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দলিলপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করা সম্ভব না হইলে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রিপোর্টের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(৮) উপধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বে অনুসন্ধান বা ক্ষেত্রমত, তদন্তকালে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে।

(৯) যদি পারিবেশ আইন এর অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইলে পরিবেশ আইন এর অধীন অপরাধের সহিত জড়িত পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(১০) পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর বহির্ভূত অন্য কোন কর্মকর্তাকে বা কোন শ্রেণীর কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে পারিবে।

(১১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট অনুষ্ঠানকালে পরিদর্শক বা এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই ধারায় বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে, পরিবেশ আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে অভিযোগ সরাসরি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট দায়ের করিতে পারিবেন এবং উহার ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে লইতে ও উহার বিচার করিতে অথবা ক্ষেত্রমত, বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ *১৩। ধারা ১২ ও ১৩ এর উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদানুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।*

পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা *১৪। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের ও বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে দায়রা আদালত কর্তৃক কোন মামলা নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলা বিচারার্থ গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।*

(২) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা মহা-পরিচালক কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবী পরিচালনা করিবেন এবং উক্তরূপে নিয়োজিত আইনজীবী অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ও দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্র বিশেষ সরকারী কৌশুলী বলিয়া গণ্য হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত আইনজীবীকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৫)যদি পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন তাহা হইলে পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও একই সঙ্গে একই মামলায় পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) পরিবেশ আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না, তবে আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(৮) অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে এবং ক্ষতিপূরণ দাবীর মামলায় ইস্যু নির্ধারণের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৯) উপ-ধারা (৮) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লেখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ দিনের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

তবে, বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর করার জন্য মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী পরিবেশ আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) অনুসারে কোনো মামলা যে পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক উক্ত মামলার বিচার নতুন করিয়া শুরু করিতে হইবে না, বরং পূর্ববর্তী পরিবেশ আদালত যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবেন এবং মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(১১) উপ-ধারা (৮), (৯), ও (১০) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হইলে সেইজন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত করিয়া বা করাইয়া নির্ণয় করিবে এবং তদ্‌ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তির আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(১২) উপ-ধারা (১১) এ উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে পরিবেশ আপীল আদালতে দাখিল করিবে।

অর্থদন্ড হইতে খরচ বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা *১৫।(১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা পরিবেশ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত অর্থদন্ড আদায় করিয়া তাহা হইতে সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করার জন্য বা ক্ষেত্রেমত, সংশ্লিষ্ট মামলায় বিচার্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট রায়ে আদেশ প্রদান করা যাইবে।*

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণের দাবী এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণ দাবী একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দন্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ বা পর্যাপ্ত না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করিতে পারিবে।

অর্থদন্ড আদায়ের পদ্ধতি *১৬। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ বা উক্ত আদালত কর্তৃক মামলার যে কোন পক্ষের উপর অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ বা উক্ত আদালত কর্তৃক মামলার যে কোন পক্ষের উপর অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্য কোন বাবদ ধার্য্যকৃত টাকা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এবং ৩৮৭ এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।*

পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা *১৭। (১) মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংঘটনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।*

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনাযোগ্য হইবে।

আপোস মীমাংসা *১৮। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর কতিপয় অপরাধ মহা-পরিচালকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, নিম্নরূপ পদ্ধতিতে আপোস মীমাংসা করা যাইবে, যথাঃ-*

(ক) উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণের ফলে সংঘটিত প্রথমবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ তামিল করিয়া তামিল প্রতিবেদন দাখিল এবং ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করিলে;

(খ) উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) এর লংঘনের ফলে সংঘটিত প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া তাহা পুনরায় চালু করা হইবে না মর্মে অংগীকারনামা দাখিল এবং ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করিলে;

(গ) মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমত দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত তামিল প্রতিবেদন বা অংগীকারনামা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হইয়া সংশ্লিষ্ট মামলা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া ক্ষেত্রমত তামিল প্রতিবেদন বা অংগীকারনামা দাখিল ও জরিমানা পরিশোধের তারিখ, যেইটি পরে হয়, হইতে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিলে।

(২) মামলা রুজু হওয়ার পর তদন্তকালে, অভিযোগপত্র দাখিলের পর মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুতিকালে, বিচার চলাকালে এবং আপীল বা রিভিশন চলাকালেও উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আপোস মীমাংসা করা যাইবে।

(৩) মহা-পরিচালক কর্তৃক কোন মামলায় আপোস মীমাংসা প্রতিবেদন আদালতে, ক্ষেত্রমত আপীল আদালতে দাখিল করিলে আদালত কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট মামলা যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় সমাপ্তি ঘোষণা করিবে এবং আসামী আটক থাকিলে তাহাকে মুক্তি দিবে, জামিনে থাকা আসামীকে জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি দিবে এবং পরোয়ানাধীন আসামীর পরোয়ানা বাতিল ঘোষণা করিয়া ফেরৎ তলব করিবে।

আপীল *১৯। (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দন্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।*

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দন্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দন্ডাদেশ, খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ২০ এর অধীন গঠিত আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতিবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে এবং অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈতধা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের ২৫% অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

পরিবেশ আপীল আদালত *২০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।*

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, --

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে, অথবা

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাঁহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবে।

(৩) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন দায়রা আদালত আপীল আদালত হিসাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন জেলা জজ আদালতে আপীল আদালত হিসাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

***মামলা স্থানান্তর** ২১। কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত*

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানাত্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃ স্থানান্তর করিতে পারিবে।

***বিচারাধীন মামলা** ২২। এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।*

***বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** ২৩। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

***রহিতকরণ ও হেফাজত** ২৪। (১) পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।*

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অতঃপর এস, আর, ও, নং ১০-আইন/২০১০ মাধ্যমে এবং Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর section ২৮A এর sub-section (৪) ও (৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ বিগত ২৮ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সংশোধন করেন।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার নোয়াখালী জেলার কতিপয় এলাকাকে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ "সংরক্ষিত বনভূমি" (Reserved Forest) হিসেবে ঘোষণা করেন যা নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৮, ২০১২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১২

নং পবম (বঃশাঃ-১)৩২/২০১২/৫৩০- যেহেতু বন আইন, ১৯২৭ এর ৪(ক)(১) ধারায় নিম্ন তফসিলভূক্ত ভূমি সংরক্ষিত বনভূমি (Reserved Forest) হিসেবে ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি (নোয়াখালী জেলার অধীন ২২° ৫৫ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯০°৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ২১°৩০ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯১°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে নতুন জেগে ওঠা চর/খাস ভূমি) বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশকরতঃ (বাংলাদেশ গেজেট সেপ্টেম্বর ২৮, সন ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসনক (রাজস্ব) নোয়াখালীকে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয় যিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter II) এর বিধানমতে বর্ণিত ভূমির উপর কাহারো কোন ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া থাকিলে তাহার তদন্ত করিয়া দেখিবার এবং এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখিবেন; এবং

যেহেতু বর্ণিত ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক উক্ত আইনের ৬ ধারার বিধানমতে (তাঁর কার্যালয়ের প্রসেস নং ১৩/এস. এ তারিখঃ ২৫.০৮.২০১১ খ্রিঃ) ৪ ধারার বিজ্ঞপ্তির (আংশিক) নিম্ন তফসিলভূক্ত ভূমির অবস্থান ও সীমানা নির্দিষ্ট করে বনটি সংরক্ষিত হলে তাহার ফলাফল কি হইবে

তাহার ব্যাখ্যাসহ উক্ত ভূমিতে কাহারো কোন দাবী-দাওয়া থাকিলে উহা নোটিশ জারীর তারিখ হইতে ৪ মাসের মধ্যে প্রমানিক দলিল পত্রসহ তাহার নিকট লিখিত বা মৌখিকভাবে উত্থাপন করিবার আহবান জানান; এবং

যেহেতু বর্ণিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে যে সমস্ত ভূমির বিপরীতে কোন দাবী-দাওয়া উপস্থাপিত হয় নাই অথবা দাবী-দাওয়া উপস্থাপিত হইবার পর আইন সংগতভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে;

সেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত ভূমি বন আইন, ১৯২৭ (The Forest Act, 1927) এর ২০ ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার তারিখ হইতে "সংরক্ষিত বনভূমি" (Reserved Forest) বলিয়া গণ্য হইবে মর্মে ঘোষণা করা হইলঃ

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জের নাম	ইউনিয়ন	মৌজা,জে এল নং/সিট নং	দাগ নং/চরের নাম	চৌহদ্দি	বনভূমির পরিমান (একর)	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নোয়াখালী	হাতিয়া	নলচিরা	চর ইশ্বর ইউনিয়ন	লক্ষ্মীদিয়া মৌজা জে, এল, নং-৪২	সিট নং রিভিশন-৫ দাগ নং ৯৮৭০-৯৮৭৭ এবং ১২১০৬	উত্তরে-হাতিয়া নদী দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর পূর্বে হাতিয়া নদী পশ্চিমে-মেঘনা নদী	২০১.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	ঐ	ঐ	নলচিরা ইউনিয়ন	জরীপ বিহীন	চর নুরুল ইসলাম	উত্তরে-মেঘনা নদী দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর পূর্বে মেঘনা নদী পশ্চিমে-মেঘনা নদী	২০০০.০০	বনায়ন উপযোগী ভূমি ও জনবসতি বিহীন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	ঐ	ঐ	সুখচর ইউনিয়ন	জরীপ বিহীন	চর জোনাক	উত্তরে-ঢাল চর দক্ষিণে-মেঘনা নদী পূর্বে মেঘনা নদী পশ্চিমে-মেঘনা নদী	৩০০.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান এলাকা ও জনবসতি হীন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	ঐ	ঐ	চর ইশ্বর ইউনিয়ন	জরীপ বিহীন	নিউ ওসখালী চর	উত্তরে-মেঘনা নদী দক্ষিণে-লক্ষ্মীদিয়া মৌজার বাগান পূর্বে- মেঘনা নদী পশ্চিমে-বাংলাবাজার	৩০০.০০	ম্যানগ্রোভ বাগান ও জনবসতি হীন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	ঐ	চর আলেকজান্ডার রেঞ্জ	হরণী ইউনিয়ন	জরিপ বিহীন	নিউ তেলীর চর	উত্তরে-মেঘনা নদীর খাল দক্ষিণে-মেঘনা নদী পূর্বে- মেঘনা নদী ও ঘাসিয়ার চর পশ্চিমে-মেঘনা নদী	২০০০.০০	নতুন বনায়ন আছে। বনায়ন উপযোগী জায়গাসহ	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নোয়াখালী	সুবর্ণ চর	হাবিবিয়া	পূর্ব চরবাটা ইউনিয়ন	জে.এল. নং ৩০৩	চর মজিদ দাগ নং ২১২৯ সিট নং-২	উত্তরে-বেড়ী বাঁধ দক্ষিণে-দক্ষিণ চর মজিদ পূর্বে- বাঁশখালী সুইচ পশ্চিমে-বসতি, খাস জমি	১.৩	বাগান ও বাগান সংলগ্ন বনায়ন উপযোগী খালী জায়গা অফিস কমপ্লেক্স	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	ঐ	ঐ	৫ নং চর জুবলী ইউনিয়ন	জে,এল,নং ৩০২	চর বাগ্যা দাগ নং ৪০,৪১, ৪২/৬, ৭, ৮; ৩৯, ৩৯/১; ৮১/৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩ (সিট নং-১)	উত্তরে-বেড়ী বাঁধ দক্ষিণে-বসতি, খাস জমি পূর্বে- বসতি, খাস জমি পশ্চিমে-বসতি, খাস জমি	৩.৪৭	বাগান ও অফিস	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	হাতিয়া	ঐ	হরিনী ইউনিয়ন	জে,এল, নং ২ (দিয়ারা-	চর রসিদ দাগ নং ১০১, ১০২, ১০৩	উত্তরে- দঃ চর মজিদ দক্ষিণে-বয়ার চর পূর্বে- চর আজমল	৭০.০০	নন-ম্যানগ্রোভ বন ও বন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫

				৬৫)	(সিট নং-১, ২)	পশ্চিমে- ভুইরার চর		সংলগ্ন বনায়ন উপযোগী খালী জায়গা	আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সিট নং-১০	ভুইরার চর দাগ নং- ৫০০১/২৩৪, ৫০০১/২৩৫, ৫০০১/২৪৫ ও ৫০০১/২৪৬	উত্তরে-ভুইরার চর মজিদ দক্ষিণে-ভুইরার চর বসতি পূর্বে-রাস্তা পশ্চিমে-বসতি	০.২৭	বাগান ও অফিস	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা
ঐ	হাতিয়া	ঐ	জনবসতি হীন বিধায় এখনও কোন ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্ত হয় নাই	জরীপবিহীন	জালিয়ার চর	উত্তরে-নদী, জাহাইজ্জার চর ও সন্দীপ দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর পূর্বে-বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে-মেঘনা নদী ও হাতিয়া	৫০০০.০০	বিদ্যমান ম্যানগ্রোভ বাগান ও বনায়ন উপযোগী নতুন জেগে উঠা চরভূমি/ জনবসতি হীন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নোয়াখালী	হাতিয়া	চর আলা উদ্দিন	চান্দনী	জরিপ বিহীন	চর আছিয়া (জাহাইজ্জার চর)	উত্তরে- মেঘনা নদী ও উড়ির চর দক্ষিণে-মেঘনা নদী ও চর নুরুল ইসলাম পূর্বে-মেঘনা নদী ও সন্দীপ পশ্চিমে-মেঘনা নদী	১০০০০.০০	ম্যানগ্রোভ বাগান ও বনায়ন উপযোগী ভূমি আছে জনবসতি হীন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	কোম্পানীগঞ্জ	কোম্পানী গঞ্জ	চর এলাহী ইউনিয়ন	জরীপ বিহীন	চর রমজান, চর উমেদ ও চর বালুয়া	উত্তরে- বাবনী নদী দক্ষিণে-চর এলাহী পূর্বে-ছোট ফেনী নদী পশ্চিমে-চর বালুয়া	৭০.০০	বনায়নকৃত ও বনায়ন উপযোগী চর এলাকা।	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	হাতিয়া	জাহাজমারা	জাহাজ মারা ইউনিয়ন	ঐ	চর কালাম	উত্তরে-চর মোক্তারিয়া, ম্যাকপার্শ্বন, মোহাম্মদপুর, বিরবিরি, পূর্ববিরবিরি ও কাদেরিয়া খাল। দক্ষিণে-চর রৌশন ও নতুন চর কালাম। পূর্বে-চর আলীম ও নতুন চর, পশ্চিমে-মোক্তারিয়া চ্যানেল।	১,৫২৮.২২	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান নতুন বাগান।	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চর রওশন	উত্তরে-চর কালাম। দক্ষিণে-চর বাহাউদ্দিন (দমার চর) পূর্বে-নতুন চর কালাম পশ্চিমে- নিঝুমদ্বীপ চ্যানেল।	১৫০০.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান নতুন বাগান	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নোয়াখালী	হাতিয়া	জাহাজমারা	নিঝুমদ্বীপ জাহাজমারা ইউনিয়ন	জরীপ বিহীন	চর বাহাউদ্দিন (দমারচর)	উত্তরে-চর রওশন দক্ষিণে-চর জোহান পূর্বে- খাজার চর পশ্চিমে-নিঝুমদ্বীপ চ্যানেল।	৩৬০.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান এলাকা ও নতুন চর।	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	নিঝুমদ্বীপ	ঐ	চর কবিরা ও নতুন চর	উত্তরে-হাতিয়া খাড়ী দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর পূর্বে-চর ওসমান ও চর কমলা পশ্চিমে-বঙ্গোপসাগর।	২০০০.০০	ম্যানগ্রোভ বনায়নকৃত নতুন চর ও বনায়ন উপযোগী চর এলাকা।	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বাল্যার চর	উত্তরে-চর ওসমান দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর	৫০০.০০	ম্যানগ্রোভ বনায়নকৃ	স্মারক নং-১৩/এস, এ

						পূর্বে-নিঝুমদ্বীপ চ্যানেল পশ্চিমে-বঙ্গোপসাগর		ত নতুন চর ও বনায়ন উপযোগী চর এলাকা।	তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	জাহাজ মারা ইউনিয়ন	ঐ	নতুন চর ইউনুছ	উত্তরে-নতুন চর জোনাক দক্ষিণে-দক্ষিণ মেঘনা নদী পূর্বে-সোনাদিয়া ও জাহাজমারা ইউনিয়ন পশ্চিমে-মনপুরা নদী	১৫০০.০০	ম্যানগ্রোভ বনায়নকৃত নতুন চর ও বনায়ন উপযোগী চর এলাকা।	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	খাজার চর	উত্তরে-চর কালাম দক্ষিণে-চর জোহান, চর বাহাউদ্দিন পূর্বে-নতুন চর, চর আউয়াল পশ্চিমে-চর বাহাউদ্দিন।	৫০০.০০	বনায়ন উপযোগী চর ও নতুন বন এলাকা।	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	নিঝুমদ্বীপ (ও চর ওসমান)	ঐ	চর কমলা (নিঝুমদ্বীপ)	উত্তরে-হাতিয়া ফাঁড়ি দক্ষিণে-চর ওসমান পূর্বে-হাতিয়াফাঁড়ি ও চর আফতাব পশ্চিমে-বঙ্গোপসাগর ও চর কবিরা।	৪৩৩৯.২৯	ম্যানগ্রোভ বাগান ও জাতীয় উদ্যান	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নোয়াখালী	হাতিয়া	জাহাজমারা	জাহাজমারা ইউনিয়ন	জরীপ বিহীন	চর ইউনুচ	উত্তরে- জাহাজমারা (অস্পষ্ট) সীমানা দক্ষিণে-হাতিয়া ফাঁড়ি মোক্তারিয়া (অস্পষ্ট) পূর্বে-চর হেয়ার ও জাহাজমারা পশ্চিমে-মনপুরা নদী।	১২০০.০০	পুরানো ম্যানগ্রোভ বাগান এলাকা	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চর জোহান	উত্তরে-চর বাহাউদ্দিন দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর পূর্বে-বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে-নিজুমদ্বীপ চ্যানেল।	৭০০.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান এলাকা	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চর মুগীদ	উত্তরে-চর ওসমান দক্ষিণে-নিঝুমদ্বীপ চ্যানেল ও বঙ্গোপসাগ পূর্বে নিঝুমদ্বীপ চ্যানেল পশ্চিমে-বাল্যার চর।	৩০০.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান এলাকা	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	সাগরিয়া	বুড়িরচর ইউনিয়ন	শুনেরচর জে,এল নং ৪৫	সিট নং-০৬ দাগ নং ৭২২৫, ৭৮৫৮	উত্তরে-চর ওসখালী দক্ষিণে বেহানিয়া মৌজা পূর্বে-মেঘনা নদী পশ্চিমে-কৃষি জমি	২৫৫৬	ম্যানগ্রোভ বাগান	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	বুড়ির চর ইউনিয়ন	বুড়ির চর জে,এল নং-৩৫	দাগ নং-৮৮৪১ সিট নং-৩	উত্তরে- রেহানিয়া দক্ষিণে-বড়দেইল মৌজা পূর্বে-মেঘনা নদী পশ্চিমে-কৃষি জমি	১০০.০০	ম্যানগ্রোভ বন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নোয়াখালী	হাতিয়া	সাগরিকা	বুড়ির চর ইউনিয়ন	রেহানিয়া জে,এল নং-৪৬	দাগ নং ৪৯০, ২০৩৮	উত্তরে-শূন্যেরচর মৌজা দক্ষিণে-বুড়িরচর পূর্বে -মেঘনা নদী পশ্চিমে-কাটাখালী খাল।	৩৬.৩৭	ম্যানগ্রোভ বন	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।
ঐ	ঐ	ঐ	বুড়ির চর	জরীপ বিহীন	এড় দেইল	উত্তরে-বুড়িরচর মৌজা দক্ষিণে-মেঘনা নদী পূর্বে-বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে-জাহাজামারা ইউনিয়ন	২০০০.০০	পুরনো ম্যানগ্রোভ বাগান এলাকা বনায়ন উপযোগী	স্মারক নং-১৩/এস, এ তাং-২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ মূলে ৬ ধারা।

								চর এলাকা। জনবসতি হীন	
						মোট	৩৭,১৬৫.৪৮		

২। এই প্রজ্ঞাপনটি জনস্বার্থে জারী করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ শফিকুল রহমান পাটোয়ারী
সচিব।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সরকারি জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহল ইজারা প্রদান সংক্রান্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন জলমহল ইজারা প্রদান কমিটি বিগত ইংরেজী ০৩.১০.২০১০ তারিখের সভায় **হাকালুকি হাওর এলাকাটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, মা মাছ সংরক্ষণ ও মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টির জন্য** সংরক্ষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এবং হাকালুকি হাওড়টি ইজারা প্রদান করা হলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাসহ মাছের বংশবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বিধায় এবং ইজারা প্রদান করা হলে এছাড়া এ সকল এলাকায় অতিথি পাখির বিচরণ হুমকির সম্মুখিন হবে এবং অতিথি পাখি শিকারের প্রবনতা বাড়বে বিবেচনা করে **মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে**।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) এর ১২ ধারা বলে ***"পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন"*** শিরোনামে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে তথা রাষ্ট্রের মূল নীতিতে নতুন এক অনুচ্ছেদ ১৮ক বাংলাদেশের সংবিধানে সংযুক্ত করেন যা নিম্নরূপঃ

> ***"১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"***

এবং এরই মাধ্যমে বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) গ্রহণ করে।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিগত ইংরেজী ২৫.০৭.২০১৩ তারিখের নোটিফিকেশন প্রকাশের মাধ্যমে ***"National Vulture Recovery Committee for Bangladesh"*** গঠন করেন। ২৩ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে বিগত ইংরেজী ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে প্রকাশের মাধ্যমে সিলেট, ঢাকা (আংশিক) ও চট্টগ্রাম বিভাগের আওতায় শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করেন। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ***"Bangladesh Vulture Conservation Action Plan 2016-2025"*** গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২
বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
রবিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০১২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৯ আগষ্ট ২০১২

এস.আর.ও নং ৩০২-আইন/২০১২। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

*১। **শিরোনাম**-এই বিধিমালা ''বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা, ২০১২'' নামে অভিহিত হইবে।*

*২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-*

(ক) 'অধিদপ্তর' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(গ) 'কমিটি' অর্থ গাইডলাইন এর অধীন গঠিত জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিসিসি), প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (আইবিসি), ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি);

(ঘ) 'কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব' Genetically Modified Organism (GMO) অর্থ জীব প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্ট কোন জীব।

(ঙ) 'কৌলিগত পরিবর্তিত দ্রব্যাদি' অর্থ কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব হইতে উৎপাদিত কোন পণ্য বা পণ্যসামগী;

(চ) 'গাইডলাইন' অর্থ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং পবম/পরিবেশ-৩/০১/সিবিবিডি-০৩/২০০৭/১৭ মূলে জারীকৃত Biosafety Guidelines of Bangladesh;

(ছ) 'জীব প্রযুক্তি' অর্থ এমন কোন প্রযুক্তি যাহা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন জীবে (উদ্ভিদ বা প্রাণীর বা অনুজীব) ঐ জীব বা ইহার কোন বুনো প্রজাতি বা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য কোন জীব হইতে প্রাপ্ত নতুন বৈশিষ্ট্য বা বংশগতির বাহক বা জীনের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া নতুন কৌলিগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব এর উদ্ভাবন করা হয়;

(জ) 'দূষণ' অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত দূষণ;

(ঝ) 'পরিবেশ' অর্থ আইনের ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

(ঞ) 'মহাপরিচালক' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

*৩। **কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানী ইত্যাদির বাধা নিষেধ**।-(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানি, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় বা উহাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে নাঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোন গবেষণা পরিচালনা বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, গবেষণালব্ধ ফলাফল বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যদি থাকে ইত্যাদির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) আওতায় অনুমোদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দেশে বিদ্যমান আমদানী রপ্তানী নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানী, রপ্তানী বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আইন এবং উহার অধীনে প্রণীত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, যদি থাকে, এবং গাইডলাইনের বিধানাবলী, ইত্যাদি অনুসরণ করিতে হইবে।

*৪। **গাইডলাইনের প্রয়োগ, ইত্যাদি**।- কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের উপর উহাদের ক্ষতিকর, বিরূপ প্রভাব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবেঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, এতদসংক্রান্ত কোন আইন বা বিধিমালার কোন বিধানের সাথে গাইডলাইনের কোন বিধান সাংঘর্ষিক বা অংসগতপূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালার বিধান প্রাধান্য পাইবে।

*৫। **পরিচিতি বা লেবেলিং প্রদান**। কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি বহনকারী বাক্স বা মোড়কের উপর উহা যে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি বা লেভেলিং থাকিতে হইবে যাহা এই বিষয়ে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তাহার অতিরিক্ত হইবে।*

*৬। **বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা গ্রহণ, ইত্যাদি**। (১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষণ ঘটিলে বা কোন প্রকার কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিলে উহা জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের বা, ক্ষেত্রমত, মোকাবেলার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কমিটি বা মহাপরিচালক যে কোন সময় যে কোন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, ইত্যাদির সহায়তা এবং সহযোগীতা চাহিতে পারিবে।*

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিটি বা মহাপরিচালক কর্তৃক সহায়তা বা সহযোগীতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বা অধিদপ্তর বাধ্য থাকিবে।

*৭। **দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, দায়িত্বে অবহেলা, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি**। (১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষিত হইলে বা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ গৃহীত ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রতিবেদন, বা তথ্যাদি যথাশীঘ্র সম্ভব, বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিবিসি) এবং ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি) কে অবহিত করিতে হইবে।*

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলাজনিত কারণে সংঘঠিত হইলে উক্তরূপ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), উপযুক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ সাপেক্ষে, যুক্তিসংগত প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশসহ আইনানুগ যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

*৮। **জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা**। (১)অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠ পরীক্ষণ এলাকায় সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা উক্ত এলাকার দূরবর্তী এলাকার সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি) কে উহার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ করিবার জন্য অবহিত করিতে হইবে।*

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের পরামর্শ এবং তাহাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয় জরুরী পরিকল্পনা পরিবীক্ষণে সক্ষম করিবার লক্ষ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রমধীন কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব-এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ধরণ, ব্যাপ্তি এবং কার্যক্রম এলাকা বহির্ভূত সম্ভাব্য প্রভাবসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি এফবিসিকে সরবরাহ করিতে হইবে।

*৯। **পরিবেশ দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজণিত অপরাধ।** কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হইলে উক্ত জীব বা দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানীকারক, আমদানীকারক, মজুদকারী, সরবরাহকারী, খুচরা ব্যবসায়ী সকলেই দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন, যদি না তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত দূষণ সৃষ্টিতে তাহার বা তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না।*

*১০। **অপরাধ ও দন্ড।** (১) কোনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিধি ৩ বা ৫ এর লঙ্ঘন বা ৯ এ বর্ণিত দূষণ সৃষ্টি হইলে আইনের ধারা এর উপ-ধারা ২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই বিধিমালার অধীনে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপরাধের জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।*

(২) বিধি ৯ এ উল্লিখিত দূষণ সৃষ্টিকারী হিসাবে যদি কোন কোম্পানীকে দায়ী করা হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৬ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১১। আপিল। বিধি ৭ এর আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের ধারা ১৪ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৯, ১০ এবং ১১ অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন।

১২। পুনর্বিবেচনা (রিভিউ)। (১) বিধি ৩ এর আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে-

(অ) অনুমোদন না পাওয়ার কারণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিকট, বা

(আ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট, পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্পত্তি করিবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করা সংক্রান্ত আদেশ আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১৩। প্রতিবেদন দাখিল। (১) প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক বা গাইডলাইনে গঠিত কমিটিসমূহ কর্তৃক এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলী বা বিষয়বলীর উপর প্রতিবেদন আহবান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
উপ-সচিব।

যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) এর ১২ ধারা বলে ***"পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন"*** শিরোনামে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে তথা রাষ্ট্রের মূল নীতিতে নতুন এক অনুচ্ছেদ ১৮ক বাংলাদেশের সংবিধানে সংযুক্ত করেন সেহেতু বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইনটিকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপঃ

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২
(২০১২ সনের ৩০ নং আইন)
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বনও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১। (১) এই আইন বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা ২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''অভয়ারণ্য'' অর্থ কোন এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ এবং মুখ্যত বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৩ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(২) ''অসম্পূর্ণ ট্রফি'' অর্থ কোন মৃত বা আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ যাহা পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় নাই এবং বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে;

(৩) ''আবদ্ধ প্রাণী'' অর্থ আবদ্ধ বা আটক বা বন্দী অবস্থায় বাচ্চার জন্ম দেয় এই রূপ প্রাণী;

(৪) ''ইকোপার্ক'' অর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রকৃতিক (ecological) আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকা যেখানে পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৯ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(৫) ''ইকোট্যুরিজম বা প্রকৃতি পর্যটন'' অর্থ প্রকৃতির কোন ক্ষতিসাধন না করিয়া প্রকৃতিতে ভ্রমণ এবং যাহার মাধ্যমে কোন প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত এলাকার পরিবেশগত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও স্থানীয় জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হইয়া থাকে;

(৬) ''উদ্ভিদ উদ্যান'' অর্থ কোন এলাকা যেখানে দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণ করা হয় অথবা অন্য আবাসস্থল হইতে আনিয়া শিক্ষা, গবেষণা, জিনপুল (gene-pool) উৎস সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৯ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(৭) ''কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা'' অর্থ কোন এলাকা যেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন অথবা কমিউনিটি বা সরকারি খাস জমিতে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৮ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(৮) ''কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি'' অর্থ পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৯২) যাহার মূল লক্ষ্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার এবং উহা হইতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৯) ''কর্মকর্তা'' অর্থ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য পালনের নিমিত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) এর section 2(2) এ সংজ্ঞায়িত বন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১০) ''করিডোর'' অর্থ রক্ষিত এলাকার প্রাপ্ত সীমানায় অবস্থিত চলাচল পথ বা এলাকা যাহার মধ্য দিয়া বন্যপ্রাণী এক বনাঞ্চল বা এলাকা হইতে অন্য বনাঞ্চল বা এলাকায় যাতায়াত করিয়া থাকে এবং যাহা এই আইনের ধারা ২০ এর অধীন করিডোর হিসাবে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(১১) ''কুঞ্জবন'' অর্থ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মের সমাহার, যাহা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রথাগত মূল্যবোধ রহিয়াছে এবং যাহা এই আইনের ধারা ২৩ এর অধীন কুঞ্জবন হিসাবে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(১২) ''কোর জোন'' অর্থ রক্ষিত এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যমান বন এলাকা, যাহা জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবৃদ্ধির জন্য সকল ধরনের বনজদ্রব্য আহরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং পর্যটক প্রবেশ সীমিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ২০ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(১৩) ''জলাভূমি'' অর্থ নিচু স্যাঁতস্যাঁতে জননিমগ্ন আবদ্ধ পিটভূমি অথবা মিঠা বা লোনা পানিযুক্ত প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাশয় যাহা সাধারণতঃ স্রোতহীন এবং পানির গভীরতা ৬ মিটারের নিম্নে থাকে এইরূপ এলাকা;

(১৪) ''জাতীয় উদ্যান'' অর্থ মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকা যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শিক্ষা, গবেষণা ও বিনোদনের অনুমতি প্রদান এবং উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৭ এর অধীন সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত কোন এলাকা;

(১৫) ''জীববৈচিত্র্য'' অর্থ জল, স্থল ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে বসবাসকারী সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বা উপ-প্রজাতিসমূহের মধ্যে জেনেটিক ও প্রজাতিগত ভিন্নতা অথবা তাহাদের ইকোসিস্টেমের ভিন্নতা;

(১৬) ''ট্রফি'' অর্থ কোন মৃত বা আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বা উহার কোন অংশ, যাহা পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত করিয়া স্বাভাবিকভাবে রাখা হয়, যেমন-

(ক) চামড়া, পশমের মোটা চাদর, সম্পূর্ণ বা আংশিক মাউন্টিং বন্যপ্রাণী অথবা ট্যাক্সিডার্মি করা অংশ; এবং

(খ) হরিণের শাখাযুক্ত শিং ও হাড়, কচ্ছপের শক্ত খোলস, শামুক ও ঝিনুকের খোল, হস্তীদন্ত, মৌচাক, পশম, পালক, নখ, দাঁত, খুর এবং ডিম;

(১৭) ''তফসিল'' অর্থ এই আইনের তফসিল;

(১৮) ''নমুনা'' অর্থ

(ক) জীবন্ত বা মৃত কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী; অথবা

(খ) কোন বন্যপ্রাণী বা সহজেই শনাক্তযোগ্য এমন প্রাণীর দেহাংশ বা উহা হইতে উৎপাদিত বস্তু; অথবা

(গ) তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য;

(১৯) ''নির্ধারিত'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(২০) ''পচনশীল বনজ দ্রব্য'' অর্থ মৃত বন্যপ্রাণী বা উহার অংশবিশেষ (হাড়, দাঁত, নখ ও শিং ব্যতীত), অপ্রক্রিয়াজাত কাঠ, বাশ, বেত, জ্বালানী কাঠ বা উহার অংশ বিশেষ বা উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য সামগ্রী, যাহা প্রাকৃতিকভাবে পঁচনশীল।

(২১) '' পবিত্র বৃক্ষ '' অর্থ কোন ধর্ম ও গোত্রের জনগোষ্ঠীর নিকট ধর্মীয় পবিত্র উদ্ভিদ হিসাবে স্বীকৃত কোন বৃক্ষ;

(২২) "পরিয়ারী প্রজাতি" অর্থ ঐ সকল বন্যপ্রাণী যাহারা এক বা একাধিক দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করিয়া বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় আসা-যাওয়া করিয়া থাকে;

(২৩) "প্রধান ওয়ার্ডেন", "অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন", "ওয়ার্ডেন" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন যথাক্রমে প্রধান ওয়ার্ডেন, অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন ও ওয়ার্ডেন হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(২৪) "বনজদ্রব্য" অর্থ ঐ সকল দ্রব্য যাহা ১৯২৭ সনের বন আইনের ধারা-২ এর উপ-ধারা (৪) এ অন্তর্ভূক্ত;

(২৫) "বন্যপ্রাণী" অর্থ বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা তাহাদের জীবনচক্র বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ যাহাদের উৎস বন্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে;

(২৬) "বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কেন্দ্র যেখানে বিরল, বিপন্ন বা মহাবিপদাপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী আটক বা উদ্ধার করিয়া পুনর্বাসনের নিমিত্ত রাখিয়া বংশ বৃদ্ধি করা হয়;

(২৭) " বাফার জোন" অর্থ কোন জোন ব্যতীত রক্ষিত এলাকার প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত বনভূমি অথবা লোকালয়ের পার্শ্বে অবক্ষয়িত বন এলাকা, যেখানে স্থানীয় জনসাধারণের বনজদ্রব্য আহরণের প্রবণতা আছে এবং যেখানে রক্ষিত এলাকার উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্বল্প মেয়াদী অংশীদারিত্ব বনায়নের সুযোগ আছে ও উহার উন্নয়নে জীববৈচিত্র সংরক্ষিত হইবে এবং যাহা এই আইনের ধারা ২০ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(২৮) " বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৯) " বিপদাপন্ন প্রজাতি" অর্থ কোন বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা মহাবিপদাপন্ন, বিপন্ন বা বিরল হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং যাহা বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির সম্মুখীন;

(৩০) " বিপন্ন প্রজাতি" অর্থ কোন বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা বর্তমানে মহাবিপদাপন্ন অবস্থায় না থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রহিয়াছে;

(৩১) " বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড;

(৩২) " বৈজ্ঞানিক কমিটি" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত বৈজ্ঞানিক কমিটি;

(৩৩) "ভারমিন" অর্থ তফসিল ৩ এ উল্লিখিত কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক প্রাণী;

(৩৪) " মহাবিপদাপন্ন" অর্থ কোন বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদ যাহা প্রকৃতিতে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে;

(৩৫) " লাইসেন্স" অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(৩৬) "ল্যান্ডস্কেপ জোন" অর্থ কোন স্বীকৃত অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ও ইকোপার্ক এর বাহিরে সরকারি বা বেসরকারি এলাকা, যাহা রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ও রক্ষিত এলাকার অবক্ষয়রোধে রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের সহিত মিল রাখিয়া ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা হয় এবং যাহা ধারা ২০ এর অধীন ল্যান্ডস্কেপ জোন হিসাবে ঘোষিত এলাকা;

(৩৭) "শিকার" অর্থ-

(ক) কোন বন্যপ্রাণীকে হত্যা করা, ধরা, বিষ প্রয়োগ করা বা অনুরূপ কোন উদ্যোগ; অথবা

(খ) উপ-দফা (ক) এ বর্ণিত কোন উদ্দেশ্য বন্যপ্রাণীকে তাড়াইয়া নেওয়া; অথবা

(গ) কোন বন্যপ্রাণীকে আহত বা ক্ষতি করা এবং কোন বন্যপ্রাণীর কোন অংশ নেওয়া বা বন্য পাখির বা সরীসৃপের বাসা বা ডিম সংগ্রহ বা ধ্বংস করা;

(৩৮) "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোন একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায় এবং যাহা ধারা ২১ এ উল্লিখিত সহ-সহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

(৩৯) "সাফারী পার্ক" অর্থ যেখানে দেশী-বিদেশী বন্যপ্রাণীসমূহ নূন্যতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পাইবে এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিবে এবং যাহা ধারা ১৯ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(৪০) "সাইটিস (CITES)" অর্থ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; (৪১) "স্মারক বৃক্ষ" অর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত মূল্য রহিয়াছে এইরূপ ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ বা পুরাতন বয়স্ক দেশীয় উদ্ভিদ বা শতবর্ষী বৃক্ষ;

(৪২) " রক্ষিত উদ্ভিদ" অর্থ তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ;

(৪৩) " রক্ষিত এলাকা" অর্থ এই আইনে চতুর্থ অধ্যায়ের ধারা ১৩, ১৭, ১৮, ও ১৯ অনুসারে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ও পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা ২২ অনুসারে গঠিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ধারা ২৩ অনুসারে গঠিত জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন;

(৪৪) " রক্ষিত বন্যপ্রাণী" অর্থ তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী;

(৪৫) " ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" অর্থ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ২(২) এ সংজ্ঞায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপদেষ্টা বোর্ড, বৈজ্ঞানিক কমিটি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড, ইত্যাদি ৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন চেয়ারম্যান এবং জীববৈচিত্র, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

(ক) জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

(খ) জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

(গ) জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপদেশ প্রদান করা;

(ঘ) এই আইনে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কারিগরি কমিটি, উপ-কমিটি বা অন্য যে কোন কমিটি গঠনের বিষয়ে প্রধান ওয়ার্ডেন কর্তৃক সরকারের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন করা;

(ঙ) প্রধান ওয়ার্ডেন কর্তৃক সরকারের নিকট উপস্থাপিত বাৎসরিক প্রতিবেদন সুপারিশসহ অনুমোদন করা;

(চ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত এতদসম্পর্কিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(৩) উপদেষ্টা বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৪) উপদেষ্টা বোর্ডের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

বৈজ্ঞানিক কমিটি *৪। সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বরেণ্য ও প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বিশারদগণের সমন্বয়ে অনধিক ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে কমিটির কার্যপরিধিও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।*

দায়িত্ব অর্পণ *৫। (১) দেশের জীববৈচিত্র, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যথাঃ*

(ক) প্রধানওয়ার্ডেন;

(খ) অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন;

(গ) ওয়ার্ডেন।

(২) বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন সংরক্ষক এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ পদাধিকারবলে যথাক্রমে প্রধান ওয়ার্ডেন, অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন এবং ওয়ার্ডেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রধান ওয়ার্ডেন, অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন এবং ওয়ার্ডেন এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং ক্ষেত্রমত, সরকার বা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তাহারা দয়িত্ব পালন করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা

বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা *৬। (১) এই আইনের অধীন লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমত, পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ ইচ্ছাকৃতভাবে উঠানো, উপড়ানো, ধ্বংস বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।*

(২) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট বা সকল বন্যপ্রাণী কোন নির্দিষ্ট বন বা এলাকা বা সমগ্র দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকার নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

বিপন্ন, বিপদাপন্ন ও মহা-বিপদাপন্ন প্রজাতি নির্ধারণ *৭। বৈজ্ঞানিক উপাত্ত এবং আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য বিধান বা প্রথা অনুসরণপূর্বক, প্রধান ওয়ার্ডেন, বৈজ্ঞানিক কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, তফসিল ১, ২,ও ৩ এ উল্লিখিত কোন কোন প্রজাতির বা উপ-প্রজাতির বন্যপ্রাণী বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বিপন্ন, বিপদাপন্ন বা মহা-বিপদাপন্ন তাহা নির্ধারণ করিবেন।*

বন্যপ্রাণী অপসারণ, ইত্যাদি *৮। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, কোন বন্যপ্রাণী*

(ক) মানুষের জীবন ও সম্পদের (গৃহপালিত পশু ও ফসলের) প্রতি হুমকির কারণ হইলে; অথবা

(খ) দৈহিকভাবে পঙ্গু বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইলে; অথবা

(গ) কোন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি হুমকির কারণ হইলে-

প্রধান ওয়ার্ডেন বা অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা ওয়ার্ডেন কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত বন্যপ্রাণী অপসারণ, হত্যা বা ক্ষেমত্রমত, পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি উপদেষ্টা বোর্ড ও বৈজ্ঞানিক কমিটিতে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করিবেন।

(২) কোন বিমানঘাটি বা বিমান ক্ষেত্রে উড়োজাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন বন্যপ্রাণীকে অপসারণের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ *৯। অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ধৃত, উদ্ধারকৃত বা জব্দকৃত নে বন্য প্রাণী খাঁচায় বা আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উহার জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হইলে উক্ত বন্য প্রাণীকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ অবমুক্ত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।*

পারমিট প্রদান *১০। কোন বন্য প্রাণীর দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি সংগ্রহ এবং তফসিল গ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করা, দখলে রাখা, অথবা উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্য কোন বন অথবা দেশের যে কোন স্থান হইতে পরিবহনের জন্য নিম্নবর্ণিত কারণে প্রধান ওয়ার্ডেন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষ পারমিট প্রদান করিতে পারিবেন, যথাঃ-*

(ক) শিক্ষা;

(খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা;

(গ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) কোন উদ্ভিদ উদ্যান, সাফারী পার্ক, স্বীকৃত চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, হার্বেরিয়াম অথবা একইরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;

(ঙ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরির জন্য উদ্ভিদ বা সাপের বিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বংশ বিস্তারের জন্য।

বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ নিবন্ধিকরণ এবং নিবন্ধন সনদ ইস্যু *১১। (১) এই আইন কার্যকর হইবার একশত আশি দিনের মধ্যে ওয়ার্ডেন তাহার এলাকাধীন কোন ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কোন বন্যপ্রাণী অথবা বন্যপ্রাণীদের অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্য নিবন্ধন করাইবেন, যথাযথ নিবন্ধনকরণ চিহ্ন প্রদান করিবেন এবং উহার সংখ্যা ও অবস্থান উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ প্রধান ওয়ার্ডেন এর নিকট প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করিবেনঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথাগতভাবে পূর্ব হইতেই কোন ব্যক্তির হেফাজতে কোন ট্রফি বা বন্যপ্রাণীর স্মৃতি চিহ্ন থাকিলে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে নাঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট রক্ষিত কোন ট্রফি বা বন্যপ্রাণীর স্মৃতি চিহ্ন থাকিলে তিনি উহা প্রধান ওয়ার্ডেন বা ওয়ার্ডেন বা উপজেলা ফরেস্ট অফিসার এর নিকট ঘোষণা করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিকরণ চিহ্ন প্রদানের পর উক্ত কর্মকর্তা বিধি ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত বন্যপ্রাণী, মাংস, ট্রফি, বা ক্ষেত্রমত, উদ্ভিদের আইনানুগ দখলের প্রমাণ স্বরূপ নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেনঃ

তর্বে শর্ত থাকে যে, লালন-পালনযোগ্য বন্যপ্রাণীর জন্য নিবন্ধন সনদ ইস্যুর পূর্বে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, আবেদনকারী আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং উক্ত বন্যপ্রাণী লালন-পালনের জন্য ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় স্থান, জলাধার, পরিবেশ, ফিডিং স্পট ও পরিচর্যাকারী লোকবল, লালন-পালন সম্পর্কে জ্ঞান ও সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে।

হস্তান্তর *১২। (১) নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ী, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, বন্যপ্রাণীর অংশবিশেষ (ভারমিন ছাড়া) অথবা তফসিল গ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দান, বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।*

(২) প্রধান ওয়ার্ডেন বা ক্ষেত্রমত, ওয়ার্ডেন এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এমন কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কাহারো নিকট, স্থানান্তর, হস্তান্তর বা পরিবহন করিতে পারিবেন।

(৩) চিড়িয়াখানার আবদ্ধ প্রাণী বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

রক্ষিত এলাকা

অভয়ারণ্য ঘোষণা ১৩। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় বননীতি ও বন মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং প্রকৃতি, ভূমিগঠনগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশগত গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কোন সরকারি বন, বনের অংশ, সরকারি ভূমি, জলাভূমি বা যে কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, অভয়ারণ্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত অভয়ারণ্যকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পাখি, অভয়ারণ্য, হাতি অভয়ারণ্য বা জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য, বা ক্ষেত্রমত, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) কোন জলাভূমি অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হইলে উক্ত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী, যেমন- জেলে, নৌকাচালক ইত্যাদি পেশাগত, প্রথাগত বা জীবন জীবিকার অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

অভয়ারণ্য সম্পর্কে বাধা নিষেধ ১৪। (১) কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যে-

(ক) চাষাবাদ করিতে পারিবেন না;

(খ) কোন শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না;

(গ) কোন উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ;

(ঘ) কোন প্রকার অগ্নিসংযোগ করিতে পারিবেন না;

(ঙ) প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক দমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না;

(চ) কোন বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করিতে বা ভয় দেখাইতে পারিবেনা কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাস্থল বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, বা অন্য কোন অস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(ছ) বিদেশী (ডীড়ঃরপ) প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ করাইতে পারিবেন না;

(জ) কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করাইতে বা কোন গৃহপালিত পশুকে নিরুদ্দিষ্ট রাখিতে পারিবেন না;

(ঝ) বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করিতে পারিবেন না;

(ঞ) কোন খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করিতে পারিবেন না;

(ট) উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সিলভিকালচারেল অপারেশন ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ কাটিতে পারিবেন না;

(ঠ) জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দূষিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(ড) কোন এলিয়েন (Alien) ও আগ্রাসী (Invasive) প্রজাতির উদ্ভিদ প্রবেশ করাইতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী এই আইন প্রবর্তনের পর অভয়ারণের সীমানার ২(দুই) কিলোমিটারের মধ্যে কোন শিল্প কারখানা বা ইট ভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

অভয়ারণ্যে প্রবেশ, ইত্যাদি -(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ অভয়ারণ্যে প্রবেশ অথবা অবস্থান করিতে পারিবেন না, যথাঃ-১৫

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তা;

(খ) প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(গ) বন অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সংরক্ষণ কাজের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি;

(ঘ) অভয়ারণ্যের মধ্যে নির্মিত মহাসড়ক, সড়ক বা জলপথে চলাচলরত কোন ব্যক্তি; এবং

(ঙ) অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবশ্যক ব্যক্তি, যিনি প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক ও ক্ষেত্রমত, প্রবেশ ফি আদায় সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অভয়ারণ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথাঃ

(ক) বন্যপ্রাণীর উপর প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক বিষয়ের উপর অধ্যয়ন বা অনুসন্ধান;

(খ) ছবি তোলা;

(গ) গবেষণা; ও

(ঘ) ইকোট্যুরিজম

অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা (১) প্রতিটি অভয়ারণ্যের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। ১৬।

(২) প্রধান ওয়ার্ডেন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে সীমিত আকারে অভয়ারণ্যের ভিতর-

(ক) কোন বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য কোন পর্যটক দোকান, কটেজ বা হোটেল নির্মাণ ব্যতীত রাস্তা, সেতু, ভবন, বেষ্টনী বা প্রতিবন্ধক প্রবেশ তোরণ নির্মাণ ও সীমানা চিহ্নিতকরণ অথবা এই ধরনের অন্যান্য কাজ যাহা অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আবশ্যক তাহা করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) বন্যপ্রাণী বা উহার আবাসস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) বন্যপ্রাণী রক্ষার স্বার্থে আবাসস্থল উন্নয়ন, প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা, প্রজননের সময় উপদ্রব মুক্তরাখা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সীমিত আকারে বন্যপ্রাণী খাদ্য উপযোগী বাগান সৃজন করিতে পারিবেন;

(ঘ) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, মাছ ধরা কার্যক্রম বা জলযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে কচ্ছপ, কুমির, ডলফিন, তিমি, শুশুক ইত্যাদি মিঠা ও লোনা পানির জলজ প্রাণী রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করিতে পারিবেন; অথবা

(ঙ) অভয়ারণ্য এলাকার সীমানা হইতে ২(দুই) কিলোমিটারের মধ্যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কর্মকান্ড চিহ্নিত করিয়া উহা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

জাতীয় উদ্যান ঘোষণা ১৭। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি বন, বনের অংশ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত সরকারি ভূমিকে, বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উন্নয়ন অথবা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় উদ্যান ঘোষণার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ বা ক্ষেত্রমত, বিবেচনা করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতিমালা বা মহা-পরিকল্পনা;

(খ) ভূমির গঠনগত বৈশিষ্ট্য; গুরুত্ব ;

(গ) ইকোলজি;

(ঘ) পরিবেশ।

(৩) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উল্লিখিত বিধানাবলী জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা ঘোষণা *১৮। (১) ল্যান্ডস্কেপ জোনের অন্তর্ভূক্ত নহে এইরূপ কোন জমি বা জলাভূমির মালিক কোন ব্যক্তি বা কমিউনিটি কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ এর প্রথাগত অথবা কৃষ্টিগত মূল্যবোধ বা ব্যবহার সংরক্ষণ এবং উক্ত জমি বা জলাভূমির টেকসই উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন করা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আবেদনে উল্লিখিত জমি বা জলাভূমিকে কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবেন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত এলাকার কোন ক্ষতিগ্রস্থ মালিককে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষণা *১৯।(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণীর স্বীয় আবাসস্থলে (in-situ) বা আবাসস্থলের বাহিরে অন্যত্র (ex-situ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা গবেষণা, জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে কোন সরকারি বনভূমিকে, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান বা ক্ষেত্রমত, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উল্লিখিত বিধানাবলী সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ, উদ্যান বা বন্যপ্রাণী প্রজজন কেন্দ্র এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সাফারী পার্কে চিত্তিবিনোদনের জন্য বিদেশী প্রজাতির প্রাণী প্রদর্শন করা যাইবে।

ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর, বাফার জোন ও কোর জোন ঘোষণা *(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২০। স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণপূর্বক ঘোষিত যে কোন এলাকা, রক্ষিত বা সংরক্ষিত বন এলাকার সীমানার বাহিরে কিন্তু উহার সংলগ্ন যে কোন সরকারি বা বেসরকারি এলাকাকে বন্যপ্রাণী চলাচলের উপযোগী বা বিশেষ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনে বা উক্ত এলাকার যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রক্ষিত এলাকা বা কোর জোন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজদ্রব্য আহরনের উপর চাপ হ্রাস ও রক্ষিত বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য কোর জোন ব্যতীত রক্ষিত বনের অভ্যন্তরে বা প্রাপ্ত সীমানায় অবস্থিত অবক্ষয়িত বন এলাকাকে বাফার জোন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের জন্য জনসাধারনের প্রবেশে নিয়ন্ত্রন বা বনজদ্রব্য আহরন বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকার কেন্দ্র স্থলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বন বা দীর্ঘ মেয়াদী বনকে, কোর জোন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (১) *সরকার অভয়ারণ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের ২১। সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তর, বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসাধারনের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিতে এবং উক্ত কমিটির কার্যপিরিধিও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিরে।

বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন এলাকা ঘোষণা *২২। (১) সরকার স্বীয় উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি ভূমি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বা বৃক্ষরাজি অথবা সংরক্ষিত বন, খাস জমি, জলাভূমি, নদী, সমুদ্র, খাল, দীঘি বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পুকুরকে উক্ত এলাকার প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষন সাপেক্ষে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উল্লিখিত বিধানাবলী বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণা *২৩। (১) সরকার, সরিকারি গেজেটে প্রজ্ঞপন দ্বারা, সরকারি বন, কোন সংস্থার অধীন ভূমি, খাস জমি বা কমিউনিটির মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ বা কুঞ্জবন যাহা সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, ধর্মীয় বা স্মৃতিস্মারক হিসাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত এবং যাহা বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণীর আবসাস্থল হিসাবে উক্ত এলাকায় পরিচিত তাহা উক্ত ভূমির মালিক, সংস্থা বা ব্যক্তির আবেদনক্রমে, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, কমিউনিটি বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬ এ উল্লিখিত বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ বা কুঞ্জবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আবদ্ধ প্রাণী, বন্যপ্রাণী, ট্রফি ইত্যাদির লাইসেন্স

লাইসেন্স *২৪। (১) কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী অথবা উহার দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ, আহরণ, উৎপাদন, লালন-পালন, আমদানি-রপ্তানি অথবা কোন বন্যপ্রাণী শিকার করিতে চাহিলে, প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকতৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।*

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী অথবা উহার দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদনপূর্বক মজুত করিয়া রাখিলে এই আইন কার্যকর হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যথাযথ পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হহলে মজুতকৃত বন্যপ্রাণী অথবা উহার দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদে সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদান করিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) লাইসেন্সের মেয়াদ প্রদানের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৫) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে।

লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ *২৫। কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লাইসেন্স গ্রহীতাকে যুক্তিসংগত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন।*

আপীল *২৬। (১) ধারা ২৪ ও ২৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।*

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপীল ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আপীলে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তথ্য সংরক্ষণ *২৭। প্রত্যেক লাইসেন্স গ্রহীতাকে লাইসেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত ফরম অথবা রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষন করিতে হইবে এবং উক্ত ফরম বা রেজিষ্ট্রার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় চাহিবামাত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।*

সপ্তম অধ্যায়
বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি

আমদানি *২৮। (১) কোন ব্যক্তি-*

(ক) আগমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং

(গ) লাইসেন্স ব্যতীত কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানি করিতে পারিবেন না।

(২) প্রতিটি আমদানি করা বন্যপ্রাণী বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য আগমন শুল্ক বন্দরে আসার পর আমদানিকৃত রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিতে হইবে।

রপ্তানি *২৯। কোন ব্যক্তি-*

(ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং

(গ) লাইসেন্স ব্যতীত-

কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃ রপ্তানি করিতে পারিবেন না।

বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র *৩০। সরকার কোন আহত, জব্দকৃত, বাজেয়াপ্ত, পরিত্যক্ত অথবা দানকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবা, খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে এবং উদ্ধার কেন্দ্র হইত বন্যপ্রাণী প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন *৩১। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেশন, প্রটোকল, চুক্তি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর, স্থল বন্দর বা সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শুল্ক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সরকার বিধি দাবারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অনুসন্ধান, জব্দ, ইত্যাদি

জব্দকরণ *৩২।(১) কোন কর্মকর্তা এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ করিতে পারিবেন, যথাঃ-*

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত শিকার করা, দখলে রাখা বা ধৃত বন্যপ্রাণী বা উহাদের আবদ্ধ অবস্থায় রাখিবার কারণে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণী;

(খ) দূর্ঘটনার কারণে মারা গিয়াছে বা মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে এইরূপ বন্যপ্রাণী;

(গ) এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত অথবা লাইসেন্স গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ কোন বন্যপ্রাণী বা উহার কোন অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য;

(ঘ) অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত অস্ত্র, বস্তু ও যন্ত্রপাতি;

(ঙ) ধারা ২৮ ও ২৯ অনুযায়ী আমদানী বা রপ্তানী করা হয় নাই এমন কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাগত, ঐতিহ্য বা দৈনন্দিন জীবন ধারণের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা স্মৃতি চিহ্ন এর ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জব্দকৃত সকল দ্রব্য বা সামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জব্দকৃত যে সকল দ্রব্য বা সামগ্রী দ্রুত এবং প্রাকৃতিকভাবে পঁচনশীল সে সকল দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দকারী কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয়, ধ্বংস, অপসারণ বা অন্য কোন পন্থায় নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা *(১) এই আইন বা বিধির বিধানাবলী যথাযথভাবে ৩৩। পালিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়ের জন্য প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।*

(২) এই ধারার আধীন তল্লাশি, আট বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বনজদ্রব্যের সকল ক্রেতা, সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সহিত জড়িত ব্যক্তি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, গণপূর্ত বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে কর্মরত ব্যক্তি, চৌকিদার, দফাদার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য, ভিলেজ হেডম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য, কানুনগো এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী এই আইন বা বিধির অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

নবম অধ্যায়

অপরাধ ও দন্ড

কতিপয় অপরাধের দন্ড *৩৪। কোন ব্যক্তি যদি-*

(ক) ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং প্রদত্ত নিবন্ধন চিহ্ন নকল, বিনিময় অথবা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন করেন; বা

(খ) লাইসেন্স অথবা পারিমট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বা বনজদ্রব্য বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানি-রপ্তানি করেন-

তাহা হইলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ

১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ১৪ এর বিধান লংঘনের দন্ড *৩৫। কোন ব্যক্তি ধারা ১৪ এ উল্লিখিত কোন নিষিদ্ধ কর্মকান্ড করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হইবেন এবং তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

বাঘ ও হাতি হত্যা, ইত্যাদির দন্ড *(১) কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ এর অধীন লাইসেন্স ৩৬। গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন বাঘ বা হাতি হত্যা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হইবেন এবং তিনি সর্বনিম্ন ২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

তবে শর্ত থাকে যে, বাঘ বা হাতি কর্তৃক কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হইলে এবং উহার ফলে তাহার জীবনাশঙ্কার সৃষ্টি হইলে জীবন রক্ষার্থে উক্ত আক্রমনকারী বাঘ বা হাতিকে হত্যার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে নাঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মামলা দায়েরের প্রশ্ন দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তা ওয়ার্ডেন এর সহিত পরামর্শক্রমে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ১০ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন বাঘ বা হাতির ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা, ইত্যাদির দন্ড *৩৭। (১) কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

তবে শর্ত থাকে যে, চিতা বাঘ বা কুমির কর্তৃক কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হইলে এবং উহার ফলে তাহার জীবনাশঙ্কার সৃষ্টি হইলে জীবন রক্ষার্থে উক্ত আক্রমনকারী চিতা বাঘ বা কুমিরকে হত্যার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মামলা দায়েরের প্রশ্ন দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তা ওয়ার্ডেন এর সহিত পরামর্শক্রমে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন এর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি মাংস দেহের অংশ, সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা, ইত্যাদির দন্ড *৩৮। (১) কোন ব্যক্তি তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোন পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। (২) কোন ব্যক্তি তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোন পাখি বা পরিযায়ী পাখির ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি মাংস দেহের অংশ, সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১২ এর বিধান লংঘনের দন্ড *৩৯। কোন ব্যক্তি ধারা ৬, ১০, ১১ বা ১২ এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

ধারা ২৪ ও ২৭ এর বিধান লংঘনের দন্ড *৪০। কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ বা ২৭ এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

অপরাধ সংঘটনের সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দন্ড *৪১। কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিলে বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের বা বেআইনীভাবে জব্দকরণের দন্ড *(১) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ৪২। কর্মকর্তা এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ বা কোন ব্যক্তিকে হয়রানি করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

(২) এই আইনের দায়েরকৃত কোন মামলায় আদালত শুনানী ও বিচারান্তে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করে এবং আদালত তাহার রায়ে সুসস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক, তাহা হইলে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, আমল অযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, জামিন অযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা *৪৩।ধারা ৩৬ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হইবে এবং উক্ত ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমল অ-যোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য।*

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার *৪৪। (১) ধারা ৪৩ এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা ক্ষতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।*

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষেত্রমত, Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 12 এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ বিচার্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এবং Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩৬ এ উল্লিখিত অপরাধের বিচার Courts of Sessions কর্তৃক বিচার্য হইবে। (৪) Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ *৪৫। এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।*

কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন *৪৬। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিত পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।*

(ক) '' কোম্পানী'' অর্থ কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত; এবং

(খ) '' পরিচালক'' অর্থ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভূক্ত।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

বাৎসরিক প্রতিবেদন *৪৭। প্রধান ওয়ার্ডেন রক্ষিত এলাকার বন্যপ্রাণীর প্রকৃতিগত অবস্থান বা স্ট্যাটাস ও সংরক্ষণ গতিধারার বিস্তারিত বিবরণসহ বাৎসরিক প্রতিবেদন পস্তুত করিয়া বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে উহা মুদ্রিত আকারে ও অন-লাইনে প্রকাশ করিবেন।*

বৈজ্ঞানিক গবেষণা *৪৮। কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোন বণ্যপ্রাণী বা বন্যপ্রাণীর আবাহ্বল বিষয়ে গবেষণা করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।*

এয়ারগান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা *৪৯। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের স্বার্থে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এয়ারগান আমদানি, বিক্রয়, ব্যবহার বা বহনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রজ্ঞাপনে জাতীয় স্যুটিং ফেডারেশন কর্তৃক নিবন্ধিত স্যুটিং ক্লাব ও বনাথ্চল সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তাহাদের নিরাপত্তা, দৈনন্দিন প্রয়োজন ও সামাজিক প্রথার কারণে উক্তরূপ নিষেধাজ্ঞার আওতার বহির্ভূত রাখিতে হইবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ *৫০। এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।*

তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা *৫১। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।*

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা *৫২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) লাইসেন্স বা পারমিট এর জন্য আবেদন ফরম, শর্তাবলী, ফি ইত্যাদি;

(খ) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, ক্ষমতা কার্যাবলী ও মেয়াদ;

(গ) অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, বাফার জোন, কোর জোন, ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক, পবিত্র বৃক্ষ, কুঞ্জবন, ইকোপার্ক, সাফারী পার্ক, মেরিন পার্ক, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র, উড্ডিদ উদ্যান, বেসরকারি বিনোদন পার্ক, চিয়িয়াখানা, পোষা পাখি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) বেসরকারি আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর প্রজনন খামার নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা এবং গনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার বা পদক ঘোষণা;

(চ) এই আইনের অধীন অপরাধ উদঘাটনে সহায়তা করিবার জন্য তথ্য প্রদানকারী বা বন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পুরস্কার বা পদক প্রদান;

(ছ) বেসরকারি বন্যপ্রানী খামার ও উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন;

(জ) বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ;

(ঝ) বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী;

(ঞ) জব্দকৃত দ্রব্য বা সামগ্রী বিক্রয়, ধ্বংস, অপসারণ বা অন্য কোন পন্থায় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ *৫৩। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞান দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।*

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত *৫৪। (১) Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (President's Order No. 23 of 1973), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।*

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও-

(ক) রহিত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত কোন কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিত আইনের বিধান অনুযায়ী এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই;

(খ) রহিত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নোটিশ, ইত্যাদি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন এর নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়, যা ১৯৮২ সালে তদানিন্তন সরকার বিলুপ্ত করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত প্রচেষ্টায় এক রেজুলেশনের মাধ্যমে ২০০০ সনে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড আবার গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের কেবিনেট সভায় এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ফলশ্রুতিতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অধিদপ্তর গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্পনা

(vision) হল বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের জনগণের টেকসই জীবনমান উন্নয়ন এবং অভিলক্ষ্য (mission) হল হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের জীববৈচিত্র সুরক্ষা, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের উন্নত জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে **জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নং আইন)** প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপঃ

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩
(২০১৩ সনের ২৯ নং আইন)

[২২ জুলাই, ২০১৩]

নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মান ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু নদীর অবৈধ দখল, পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মান ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়
সাধারণ

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন *১। (১) এই আইন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।*

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা *২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-*

(ক) ''কমিশন'' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;

(খ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;

(গ) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(ঙ) ''সদস্য'' অর্থ কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা *৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।*

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কমিশনের কার্যালয় *৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।*

কমিশন গঠন *৫। (১) চেয়ারম্যান ও অন্যূন একজন মহিলা সদস্যসহ অনধিক ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে;*

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিয়োগের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না;

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য সার্বক্ষনিক হইবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা, ইত্যাদি *৬। (১) জনপ্রশাসন, আইন, মানবাধিকার, নদী ব্যবস্থাপনা, নদী প্রকৌশল, নদী জরিপ পরিবেশ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিযুক্ত হইবেনঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে-

(ক) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন নদী বিশেষজ্ঞ বা পানি বিশেষজ্ঞ;

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ;

(গ) একজন নদী প্রকৌশলী বা নদী জরিপ বিশেষজ্ঞ বা নদী ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ; এবং

(ঘ) একজন মানবাধিকার কর্মী বা একজন পরিবেশবাদী সংগঠনের কর্মী বা একজন আইনজ্ঞ থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সদস্যগণের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

প্রধান নির্বাহী *৭। (১) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।*

(২) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষনিক সদস্য চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অযোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ *৮। (১) কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারম্যান বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না যদি-*

(ক) তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;

(খ) তিনি, চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষনিক সদস্যের ক্ষেত্রে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন;

(গ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হন; বা

(ঘ) তিনি নদী বা কমিশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পেশা বা ব্যবসার সাথে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হন।

(২) সরকার যুক্তিসংগত মনে করিলে, কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে;

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

সদস্যপদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া *৯। শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূণ্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তিও উত্থাপন করা যাইবে না।*

সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি *১০। (১) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষনিক সদস্যের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।*

(২) অবৈতনিক সদস্যগণ, কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

কমিশনের সভা *১১। (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।*

(২) চেয়ারম্যান, কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সার্বক্ষনিক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) সভাপতি এবং অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম হইবে।

(৪) প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমিশনের অন্যূন একটি সভা করিতে হইবে।

(৫) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের কার্যাবলি *১২। কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথাঃ-*

(ক) নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করা;

(খ) নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুনঃদখল রোধ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(গ) নদী ও নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) নদী পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঙ) বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(চ) নদী সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়নকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ছ) নদী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট যে কোন সুপারিশ করা;

(জ) নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঝ) নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঞ) নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(ট) নিয়মিত পরিদর্শন এবং নদী রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণক্রমে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঠ) নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে ও প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা; এবং

(ড) দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদয়-উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখিবার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা।

কমিশনের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন *১৩। (১) প্রতি বৎসরের ১ মার্চ এর মধ্যে কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার কারণ, কমিশন যতদূর অবগত ততদূর, লিপিবদ্ধ করিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ *১৪। (ক) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে;*

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং

(ঘ) সরকার কমিশনের অনুরোধক্রমে , প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

তহবিল *১৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তহবিল নামে কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-*

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(গ) কমিশন কর্তৃক ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সুদ।

(২) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।- "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা *১৬। (১) কমিশন যথাযথভাবে হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।*

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ

সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত কোন Chartered Accountant ফার্ম দ্বারা কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

জনসেবক *১৭। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কমিশনের দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section -21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।*

ক্ষমতা অর্পণ *১৮। কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশ নির্ধারিত শর্তাধীনে, এ আইনের অধীন উহার সকল ক্ষমতা কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পন করিতে পারিবে।*

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা *১৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা *২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ *২১। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।*

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেন যা যুগোপযোগী। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ১৪ নং আইন)

[মে ০২, ২০১৩]

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিধান করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়
সাধারণ

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ *১। (১) এই আইন বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।*

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে এবং এই আইনের বিভিন্ন ধারার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে এলাকা নির্ধারণ করিবে সেই এলাকায় এই আইন প্রযোজ্য হইবে এবং এই আইনের বিভিন্ন ধারার জন্য ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্ধারণ করা যাইবে।

এস,আর,ও নং ২০১-আইন/২০১৩, ১৬ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩০ জুন, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ উক্ত আইন-

(ক) উক্ত আইনের ধারা ১৬ ব্যতীত অবশিষ্ট ধারাসমূহ অবিলম্বে এবং ধারা ১৬, উক্ত ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, ধারা ৪৫ এর অধীন বিধিমালা জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে; এবং

(খ) উক্ত আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা *২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-*

"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ পানি আহরণকারী, পানি বিতরণকারী, পানি সরবরাহকারী, পানি সেবা প্রদানকারী বা পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ যাহা কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন দলিলের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত;

(২) "খাল" অর্থ পানির অন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহের কোন পথ;

(৩) "ছাড়পত্র" অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন ছাড়পত্র;

(৪) "জলস্রোত" অর্থ জলাধার হইতে প্রবাহিত কোন পানি;

(৫) "জলাধার" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বা কৃত্রিমভাবে খননকৃত কোন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, দীঘি, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা বা অনুরূপ কোন ধারক;

(৬) "জলাভূমি" অর্থ এমন কোন ভূমি যেখানে পানির উপরিতল ভূমিতলের সমান বা কাছাকাছি থাকে বা যাহা, সময়ে সময়ে, স্বল্প গভীরতায় নিমজ্জিত থাকে এবং যেখানে সাধারণত ভিজা মাটিতে জন্মায় এবং টিকিয়া থাকে এমন উদ্ভিদাদি জন্মায়;

(৭) "জাতীয় পানি নীতি" অর্থ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত জাতীয় পানি নীতি;

(৮) "জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা" অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা;

(৯) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(১০) "নিয়ন্ত্রণ" অর্থে নিষিদ্ধকরণ এবং শর্তারোপও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১১) "পরিদর্শক " অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন পরিদর্শক হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(১২) "পরিষদ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ;

(১৩) "পানি " অর্থ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন পানি;

(১৪) "পানি সম্পদ " অর্থ ভূপারিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি তথা বায়ুমন্ডলের পানি; এবং মোহনা, পানিধারক স্তর, প্লাবন ভূমি, জলাভূমি, জলাধার, ফোরশোর, উপকূল ও অনুরূপ কোন আধার বা স্থানের পানিও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১৫) "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প " অর্থ পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য গৃহীত কোন কার্যক্রম, কর্মসূচী, কর্মসূচী বা উদ্যোগ, যেমন সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও পানি নিস্কাশনের জন্য নির্মিত যেকোন ধরনের হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং বা অনুরূপ কোন কার্যক্রম, কর্মসূচী বা উদ্যোগ;

(১৬) "পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা " অর্থ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা;

(১৭) "পানি সংকটাপন্ন এলাকা " অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন ঘোষিত কোন এলাকা;

(১৮) "পানিধারক স্তর " (Aquifer) অর্থ ভূগর্ভস্থ শিলা বা মৃত্তিকা স্তরের এমন কোন স্তর যাহা পানি ধারণ এবং পরিবহণ করিতে পারে এবং যাহা হইতে পানি উত্তোলন করা যায়;

(১৯) "প্রতিপালন আদেশ " অর্থ ধারা ১২ এর অধীন ইস্যুকৃত কোন আদেশ;

(২০) "ফোরশোর " অর্থ বৎসরের যেকোন সময় ভরাকটাল (ordinary spring tide) এর সময় নদীর সর্বনিম্ন পানি স্তর (low water mark) হইতে সর্বোচ্চ পানি স্তর (high water mark) এর মধ্যবর্তী অংশ; এবং Ports Act, 1908 (Act. No. XV of 1908) অনুযায়ী ঘোষিত নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দর এলাকায় সর্বোচ্চ পানি স্তর হইতে নদীর তীর ৫০ (পঞ্চাশ) মিটার এবং অন্যান্য এলাকায় সর্বোচ্চ পানি স্তর হইতে ১০ (দশ) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা;

(২১) "ফৌজদারী কার্যবিধি " অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২২) "বাওর " অর্থ খুরাকৃতির এমন কোন হ্রদ যাহার জলস্রোত সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে;

(২৩) "বাধ" অর্থ মাটি বা অনুরূপ উপাদান দ্বারা নির্মিত কোন ড্যাম, ওয়াল (wall), ডাইক, বেড়িবাধ বা অনুরূপ কোন বাঁধ;

(২৪) "বিল" অর্থ প্রাকৃতিক নিচু জায়গা বা বৃত্তাকার এলাকা যাহা বৃষ্টিপাত বা নদীর পানির দ্বারা প্লাবিত হয় এবং যাহা সমগ্র বৎসর পানিতে নিমজ্জিত থাকে বা বৎসরের আংশিক সময় আংশিক বা পূর্ণ শুষ্ক থাকে;

(২৫) " ব্যক্তি " অর্থ কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোন সংস্থা ও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(২৬) " ভূগর্ভস্থ পানি " অর্থ ভূপৃষ্ঠের নীচের কোন পানি যাহা কোন জলাধারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বা ভূপৃষ্ঠের উপর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে উত্তোলন করা যায়;

(২৭) " ভূপরিস্থ পানি " অর্থ ভূমির উপরিভাগের জলাধারের কোন পানি;

(২৮) "ভূমি" অর্থ State Acquistion and Tenancy Act, 1950 (E.B. Act No. XXVIII of 1950) এর section 2(16) এ সংজ্ঞায়িত কোন land;

(২৯) "মহাপরিচালক" অর্থ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক;

(৩০) "মোহনা" অর্থ এমন কোন জলস্রোত যাহা স্থায়ীভাবে অথবা পর্যায়ক্রমে সমুদ্রমুখী যেখানে সমুদ্রের জলরাশি, যাহার বিস্তৃতি পরিমাপযোগ্য, ভূমি হইতে প্রবাহিত পানির সহিত মিশ্রিত হয়;

(৩১) " সরকার" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(৩২) " সংরক্ষণ" অর্থে পানি সম্পদের উপযোগীতা বৃদ্ধি, অপচয় ও ক্ষয় হ্রাসকরণ, পরিরক্ষণ ও সুরক্ষাও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩৩) " সুরক্ষা" অর্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বিধি নিষেধ বা শর্তারোপ;

(৩৪) " সুরক্ষা আদেশ" অর্থ ধারা ২৭ এর অধীন ইস্যুকৃত কোন আদেশ; এবং

(৩৫) " হাওর" অর্থ দুইটি ভিন্ন নদীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির বৃহদাকার কোন নিম্নভূমি।

পানির অধিকার ও উহার ব্যবহার *৩। (১) আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের সীমানাভূক্ত নিম্নবর্ণিত পানির সকল অধিকার জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের উপর অর্পিত থাকিবে, যথাঃ-*

(ক) ভূপরিস্থ পানি;

(খ) ভূগর্ভস্থ পানি;

(গ) সামুদ্রিক পানি;

(ঘ) বৃষ্টির পানি; এবং

(ঙ) বায়ুমন্ডলের পানি।

(২) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানির অধিকার সর্বাধিক হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির ভূপরিস্থ পানির সকল অধিকার উক্ত ভূমির মালিকের থাকিবে এবং তিনি এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পানির অপচয় ও অপব্যবহারের রোধকল্পে এবং উহার সুরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটি বৈষম্যহীনভাবে যেকোন ভূমির মালিকের প্রতি সুরক্ষা আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।

(৪) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোন আইন, বিধি, প্রবিধি, আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রথা বা রীতি, চুক্তি, লাইসেন্স বা পারমিটের অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে বারিত করিবে না এবং এই আইন দ্বারা সীমিত, বারিত, নিয়ন্ত্রিত বা বাতিল করা না হইলে পানির উক্তরূপ ব্যবহার চলমান ও অব্যাহত থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, পানির উক্তরূপ ব্যবহারের অধিকার উপযুক্ত কর্তৃক্ষের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পানি ব্যবহারের সুবিধার্থে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিমালিকানাধীন বা রাষ্ট্রীয় ভূমিতে বর্তস্বত্ব (easement) থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, জলাধারের তীরবর্তী কোন ভূমি মালিকের উহার তলদেশ এবং ফোরশোরের উপর কোন প্রকার অধিকার থাকিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ এবং উহার কার্যাবলী ও ক্ষমতা

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ *৪।(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উক্ত পরিষদ গঠন করিবে, যথাঃ-*

(ক) প্রধানমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারপারসনও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(চ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ছ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(জ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঝ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঞ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ট) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঠ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ড) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী (যদি থাকে);

(ঢ) জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি;

(ণ) মন্ত্রীপরিষদ সচিব;

(ত) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব;

(থ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত প্রশাসনিক বিভাগসমূহ হইতে একজন করিয়া সংসদ সদস্য;

(দ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(ধ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(ন) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(প) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(ফ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(ব) স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(ভ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(ম) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(য) পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য;

(র) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক;

(ল) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক;

(শ) যৌথ নদী কমিশনের সদস্য;

(ষ) ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট;

(স) ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট;

(হ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন পানি বিশেষজ্ঞ;

(ড়) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(ঢ়) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিষদের মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর, তবে মনোনীত কোন সদস্য, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যেকোন সময়, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং তদ্‌কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

***পরিষদের কার্যাবলী** ৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিষদ হইবে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ এবং তদুদ্দেশ্যে পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-*

(ক) পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার, নিরাপদ আহরণ, সুষম বন্টন, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান;

(গ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা অনুমোদন ও উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঘ) পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন করা।

***পরিষদের সভা** ৬। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।*

(২) পরিষদের সকল সভা চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থান ও সময়ে পরিষদের সদস্য সচিব কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারপারসন, বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের জ্যেষ্ঠ সদস্য।

(৪) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য থাকিবার অথবা পরিষদ গঠনে কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

***আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা আদান-প্রদান** ৭। (১) এই আইন ও আপাততঃ বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিষদ, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সহযোগিতা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, যেকোন বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার বা আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থার সহিত প্রয়োজনীয় সমঝোতা স্মারক, চুক্তি, কনভেশন, ট্রিটি বা অনুরূপ কোন ইন্সট্রুমেন্ট (instrument) সম্পাদন করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।*

(২) সরকার, পরিষদের পরামর্শক্রমে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যেকোন বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার বা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সহযোগিতা আদান-প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) অভিন্ন পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিনিময় ও বিশ্লেষণ;

(খ) আন্তর্জাতিক নদীর উপর যৌথ জরিপ, সমীক্ষা ও গবেষণা এবং উহার রাসায়নিক এবং জৈব দূষণ প্রতিরোধে যৌথ কার্যক্রম;

(গ) আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ ও বন্টন কার্যক্রম; এবং

(ঘ) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

***জাতীয় পানি নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা** ৮। (১) সরকার, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পানি সম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় পানি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার পানি সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংগঠনের মতামত গ্রহণের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণশুনানির আয়োজন করিবে এবং শুনানীতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনায় আনিয়া জাতীয় পানি নীতি চূড়ান্ত করিতে হইবে।

(৩) সরকার জাতীয় পানি নীতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পানির মূল্য নির্ধারণের নীতিমালা অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে এবং উহা অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবে, যথাঃ-

(ক) পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা ক্ষেত্র;

(খ) পানি সেবাভোগীর সামর্থ্য;

(গ) পানি আহরণ ও সরবরাহের প্রকৃত খরচ;

(ঘ) সেবাভোগী বা উহার শ্রেণী বিশেষের আর্থিক ক্ষমতা ও অনগ্রসারতা;

(ঙ) পানির চাহিদা ও সরবরাহ; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক বিবেচিত অন্য কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় পানি নীতি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় পানি নীতি, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাহী কমিটি এবং উহার দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা

***নিবার্হী কমিটি** ৯। পরিষদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উহার একটি নিবার্হী কমিটি থাকিবে এবং নিবার্হী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-*

(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(চ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ছ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী (যদি থাকে);
(জ) পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য;
(ঝ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ঞ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ট) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ঠ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ড) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ঢ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ণ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;
(ত) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;
(থ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক;
(দ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী;
(ধ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী;
(ন) যৌথ নদী কমিশনের সদস্য;
(প) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি বিশেষজ্ঞ;
(ফ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং
(ব) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য *১০। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-*
(ক) পানি সম্পদ বিষয়ে পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, সুপারিশ, ইত্যাদি প্রকাশ, প্রচার, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(খ) জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রচার, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(গ) পানি সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃখাত সমন্বয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঘ) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যাবৃত্তে পরিষদকে অবহিতকরণ ও পরামর্শ প্রদান;
(ঙ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আন্তঃসংস্থা বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং প্রয়োজনে উহা নিষ্পত্তিকরণ; এবং
(চ) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন।

নির্বাহী কমিটির সভা *১১। (১) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।*
(২) নির্বাহী কমিটির সকল সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থান ও সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) নির্বাহী কমিটির সভায় উহার সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।
(৪) নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যপদ শূণ্য থাকিবার অথবা নির্বাহী কমিটি গঠনে কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে নির্বাহী কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

প্রতিপালন আদেশ (compliance order) ইস্যু করিবার ক্ষমতা *১২। (১) যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে যদি নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ধারা ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪ ও ২৬ এ কোন বিধান বা ছাড়পত্রের কোন শর্ত বা সুরক্ষা আদেশের কোন বিধি-নিষেধ বা শর্ত প্রতিপালন বা পরিপালন করিতেছে না বা লংঘন বা লংঘনের চেষ্টা করিতেছে তাহা হইলে আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই আইন বা সুরক্ষা আদেশের কোন বিধি-নিষেধ বা শর্ত বা ছাড়পত্রের শর্ত প্রতিপালন করিবার জন্য প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।*
(২) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিপালন আদেশ, ধারা ৪২ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করিবে।
(৩) প্রতিপালন আদেশের মর্মানুযায়ী যদি কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি ব্যতীত) এই আইন বা সুরক্ষা আদেশের কোন বিধি-নিষেধ বা জর্ত বা ছাড়পত্রের শর্ত প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি, উক্ত কর্তৃপক্ষকে ধারা ২৯ এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণ বা জরিমানা আরোপ না করিয়া উহার প্রধানকে উক্তরূপ বিধি-বিধান বা শর্ত প্রতিপালন না করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য, এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিটির সভায় তলব করিতে পারিবে এবং উক্ত কারণ সন্তোষজনক না হইলে দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।
(৪) প্রতিপালন আদেশে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ-
(ক) বিধি-বিধান বা শর্ত লংঘনকারীর নাম ও ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ;
(খ) লংঘিত বিধি-বিধান বা শর্তাধীর বিবরণ;
(গ) প্রতিপালনের সময়সীমা; এবং
(ঘ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয়।
(৫) প্রতিপালন আদেশে আরও উল্লেখ থাকিবে যে, উক্তরূপ কারণ ব্যতীত উক্ত আদেশ প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক এবং উহা প্রতিপালন না করা জরিমানাযোগ্য এবং দন্ডনীয় একটি অপরাধ।
(৬) প্রতিপালন আদেশ ইস্যুর পূর্বে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনা করিবে।
(৭) প্রতিপালন আদেশ জারির বিষয়টি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা বহুল প্রকাশ ও সাধারণ্যে ব্যবস্থা করা যাইবে।

অপসারণ আদেশ (removal order) ইস্যু করিবার ক্ষমতা *১৩। (১) এই আইন বা সুরক্ষা আদেশের কোন বিধি-নিষেধ বা ছাড়পত্রের কোন শর্ত লংঘন করিয়া যদি কোন ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোন স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করেন যাহা জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত স্থাপনা অপসারণ বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ বা উপাদান অপসারণ করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উপর অপসারণ আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।*

(২) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপসারণ আদেশ, ধারা ৪২ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করিবে।

(৩) অপসারণ আদেশ ইস্যুর পূর্বে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনা করিবে।

(৪) অপসারণ আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্থাপনা অপসারণ বা ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করা না হইলে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি, জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিয়া উক্তরূপ স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ জলাধার হইতে অপরসারণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ স্থাপনা অপসারণ বা ভরাট কার্যক্রমের প্রকৃত খরচ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ধারা ৪৩ এর বিধান সাপেক্ষে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে পারিবে।

(৫) অপসারণ আদেশে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) স্থাপনা নির্মাণকারী বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ;

(খ) অবৈধ স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রমের বিবরণ;

(গ) অপসারণের সময়সীমা; এবং

(ঘ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টক্রত অন্য কোন বিষয়।

(৬) স্থাপনা অপসারণ বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ বা উপাদান অপসারণের প্রকৃত খরচ অপসারণ কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) অপসারর আদেশ জারির বিষয়টি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা বহুল প্রকাশ ও সাধারণ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

মহাপরিচালক কর্তৃক সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও পরিদর্শকের ক্ষমতা অর্পন *১৪। (১) মহাপরিচালক নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উহাকে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।*

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা-

(ক) পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করা;

(খ) পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে উহার সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত করা;

(গ) যে কোন স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

(ঘ) এই আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঙ) পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(৩) মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা অন্য কোন সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহার উপর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এ বর্ণিত দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিদর্শক নামে অভিহিত হইবেন।

(৪) পরিদর্শক উপ-ধারা (৩) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত যে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি বা আদেশ লংঘন সম্পর্কে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ

জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা অনুমোদন *১৫(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন তদকর্তৃক প্রণীতব্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিষদের নিকট উপস্থাপনা করিবে।*

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২ নং আইন) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ-

(ক) পানি সম্পদের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান ও মৌজা ম্যাপসহ উহার বিবরণ;

(খ) পানি সম্পদের অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ ও পরিবেশগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ;

(গ) পানি সম্পদের সকল তথ্য ও উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ;

(ঘ) পানি সম্পদের আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত সার্বিক পরিকল্পনা, কাঠামো প্রণয়ন ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ/ মেয়াদি দিক নির্দেশনা;

(ঙ) পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়;

(চ) পানি সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহার;

(ছ) বৃষ্টির পানির সর্বাত্মক ব্যবহারসহ ভূপরিস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার;

(জ) পানির লভ্যতা নিরূপন;

(ঝ) পানির গুনগত মান নির্ধারণ;

(ঞ) অববাহিকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা; এবং

(ট) পানি ব্যবহারের অগ্রাধিকার নিরূপণ।

(৩) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা, উপ-ধারা (১) এর অধীন, পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে নির্বাহী কমিটি আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করিবে যে, উহা এই আইন ও জাতীয় পানি নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথার্থ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর নির্বাহী কমিটি উক্ত পরিকল্পনা একটি খসড়া সর্বসাধারণের অভিমত গ্রহণের জন্য সরকারি গেজেটে প্রাক-প্রকাশ করিবে এবং ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় উহার বহুল প্রচারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির কোন মন্তব্য বা সুপারিশ থাকিলে উপ-ধারা (৪) এর অধীন গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কর্মকর্তা বা কার্যালয়ের নিকট উক্ত মন্তব্য বা সুপারিশ ডিজিটাল, লিখিতভাবে বা অন্য কোন উপায়ে দাখিল বা প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন প্রাপ্ত মন্তব্য বা সুপারিশ, যদি থাকে, বিশ্লেষকপূর্বক উহা বিবেচনায় লইয়া নির্বাহী কমিটি জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনাটি পুনঃপ্রস্তুত করিবে এবং উহা পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(৭) পরিষদ উহার সভায় জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার উপর যথাযথ আলোচনা করিয়া উহার যথার্থতার বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া উহা অনুমোদন করিতে পারিবে বা উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করিতে পারিবে বা প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবার জন্য নির্বাহী কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর নির্বাহী কমিটি জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনাটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচার করিবে।

(৯) উপ-ধারা (৭) এর অধীন জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত National Water Management Plan এই আইন ও জাতীয় পানি নীতির বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, বলবৎ থাকিবে।

(১০) নির্বাহী কমিটি চূড়ান্তকৃত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার একটি কপি পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী বা প্রণয়নকারী বা বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিবে এবং আইন ও জাতীয় পানি নীতির বিধানাবলি অনুসরণ এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার পরিসীমার মধ্যে থাকিয়া পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করিবে।

(১১) উপ-ধারা (১০) এর অধীন প্রদত্ত অনুরোধ পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত আরও উল্লেখ থাকিবে যে, এই আইন বা ছাড়পত্রের কোন শর্ত বা সুরক্ষা আদেশের কোন বিধি-নিষেধ বা শর্ত প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উহা প্রতিপালন না করা জরিমানাযোগ্য এবং একটি দন্ডনীয় অপরাধ।

(১২) এই আইনের অধীন জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হইবার পর পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী বা প্রণয়নকারী বা বাস্তবায়নকারী প্রত্যেক সংস্থা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্ত প্রকল্প গ্রহণ বা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে বাধ্য থাকিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়, '' অববাহিকা'' অর্থ বৃষ্টি, বরফ, তুষারপাত, ইত্যাদি হইতে সৃষ্ট প্রবাহ যে অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া জলাধারে পতিত হয়।

পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ *১৬। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা উহা নিশ্চিত করিবার জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী, প্রণয়নকারী বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বেই, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, নির্বাহী কমিটির নিকট আবেদন করিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নির্বাহী কমিটি উক্ত আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাগজাদি পর্যালোচনান্তে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সহিত আবেদনকৃত প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা উহা নিশ্চিত করিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিয়া ছাড়পত্র ইস্যু করিবে অথবা নামঞ্জুর করিয়া কারণ অবহিত করিবে।

(৩) যদি কোন পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী, প্রণয়নকারী বা বাস্তবায়নকারী কোন সংস্থা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ছাড়পত্রের কোন শর্ত লংঘন করে বা এই আইনের কোন বিধানাবলি লংঘন করে, তাহা হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া নির্বাহী কমিটি নিশ্চিত হইয়া উক্ত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত ছাড়পত্র প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রত্যাহারের বিষয়টি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বহুল প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ
এবং
পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ

পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা *১৭। (১) সরকার নির্বাহী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জলাধার বা পানিধারক স্তরের সুরক্ষার জন্য, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন এলাকা বা উহার অংশবিশেষ বা পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট যেকোন ভূমিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞানে মৌজা ম্যাপ ও দাগ নম্বর উল্লেখ করিয়া পানি সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটি পানি সংকটাপন্ন এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

পানি সংকটাপন্ন এলাকায় পানি সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যবহার ও অব্যাহতি *১৮। (১) আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাতীয় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, পানি সংকটাপন্ন এলাকার পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, নিম্ন ক্রমানুযায়ী পানির আহরণ বা ব্যবহার করিতে হইবে, যথাঃ-*

(ক) খাবার পানি;
(খ) গৃহস্থালী কাজ;
(গ) কৃষি কাজ;
(ঘ) মৎস্য চাষ;
(ঙ) পরিবেশের ভারসাম্য;
(চ) বন্য প্রাণী;
(ছ) নদীতে পানি প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা;
(জ) শিল্প খাত;
(ঝ) লবানাক্ততা নিয়ন্ত্রণ;
(ঞ) বিদ্যুৎ উৎপাদন;
(ট) বিনোদন; এবং
(ঠ) অন্যান্য।

(২) নির্বাহী কমিটি, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনগণের মতামতের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্রম পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পানি সংকটাপন্ন এলাকার পানির প্রাপ্যতার বিষয়ে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ডিজিটাল, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা বহুল প্রকাশ ও সাধারণ্যে প্রচার করিতে হইবে।

ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারন ও ভূগর্ভস্থ পানি আহরণে বিধি-নিষেধ *১৯। (১) আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা (safe yield) নির্ধারণ করিতে পারিবে।*

(২) ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা যে এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে সেই এলাকার মৌজা ম্যাপ ও দাগ নম্বর উল্লেখ করিয়া উহার সীমানা উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা ও বিদ্যমান অন্যান্য আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ভূগর্ভস্থ পানি আহরণের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করিতে পারিবে।

(৪) ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তর হইতে পানির নিরাপদ আহরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় ''নিরাপদ আহরণ সীমা'' অর্থ পানিধারক স্তর হইতে পানির এমন কোন পরিমাণ উত্তোলন যাহার ফলে পানিধারক স্তর নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে।

জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ *২০। (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, কোন জলাধারে, তীরবর্তী হউক বা না হউক, স্থাপনা নির্মাণ করিয়া বা জলাধার ভরাট করিয়া বা জলাধার হইতে মাটি বা বালু উত্তোলন*

করিয়া জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ বা উহার প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা উহার গতিপথ পরিবর্তন বা পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে পারিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জলাধারের উন্নয়নের স্বার্থে বা উহার তীরের ভাঙ্গন রোধকল্পে যথাযথ সমীক্ষার ভিত্তিতে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, জলাধারে যেকোন স্থাপনা নির্মান বা জলাধার সম্পূর্ণ বা উহার অংশ বিশেষ ভরাট করা যাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, প্রাকৃতিক বন্যার কবল হইতে জনসাধারণ ও তাহাদের সম্পদ রক্ষার্থে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, ধারা ২১ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া জলাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান করা যাইবে।

(২) জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সুরক্ষা *২১। (১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের স্থায়িত্ব রক্ষার স্বার্থে উহার উপর বা উহার পার্শ্বঢালে কোন ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, কোন প্রকার ঘরবাড়ি, স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মান করিতে পারিবেন না।*

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাঁধ মজবুতকরণ এবং সরকারের বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য, প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক, বাঁধের পার্শ্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপন করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাঁধের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, সড়ক বা রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর কোন প্রকার ঘর-বাড়ি, স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বিদ্যমান অন্যান্য আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপসারণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা *২২। (১) আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, নির্বাহী কমিটির নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে,*

(ক) কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় সুপেয় পানির উৎস হিসাবে কোন দীঘি, পুকুর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন; বা

(খ) অতিথি পাখির নিরাপদ অবস্থান, অবাধ বিচরণ এবং অভয়াশ্রম নিশ্চিত করিবার জন্য কোন হাওর, বাঁওর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন,-

তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি, সীমানা নির্ধারণ করিয়া, সুপেয় পানির উৎস হিসাবে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য উহার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ জলাধারের মৌজা ম্যাপ ও দাগ নম্বর উল্লেখ করিয়া উহার সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) জলাধারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

পানি অঞ্চলে বিভক্তিকরণ উহার ব্যবস্থাপনা *২৩। পানি কার্যকর এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার সহিত আলোচনা ও সমন্বয়পূর্বক নির্বাহী কমিটি, যথাযথ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন এলাকাকে নিম্নরূপ অঞ্চলে বিভক্তি করিতে পারিবে, যথাঃ-*

(ক) শিল্প পানি অঞ্চল;

(খ) কৃষি পানি অঞ্চল;

(গ) ঈষৎ লোনা পানিতে মৎস্য চাষ (ব্রাকিশ একুয়াকালচার) পানি অঞ্চল;

(ঘ) হ্যাচার পানি অঞ্চল।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পানি অঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপন করিতে পারিবে।

পানি মজুদকরণে বিধি-নিষেধ *২৪। (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং এই আইন অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন জলস্রোতের পানি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ধারকে মজুদ করিতে পারিবেন না।*

(২) পানি মজুতকরণ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যেকোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা *২৫। (১) বন্যার জলস্রোতের প্রবাহ নির্বিঘ্ন করিবার লক্ষ্যে যথাযথ অনুসন্ধান ও জরীপের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন জলাভূমিকে, জাতীয় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের মৌজা ম্যাপ ও দাগ নম্বর উল্লেখ করিয়া উহার সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য নির্বাহী কমিটি, সাধারণ ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আদেশ দ্বারা, উক্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়া বন্যার পানির প্রবাহে বাঁধা বা জলাধারের পানির প্রবাহ পরিবর্তনকারী যেকোন কর্মকান্ড নিষিদ্ধকরণ বা উহার উপর শর্তারোপ করিতে পারিবে।

জলাধারের সমগ্র পানি আহরণে বিধি-নিষেধ *২৬। আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন জলাধারের সমগ্র পানি আহরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যাইবে নাঃ*

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ব্যক্তিমালিকানাধীন জলাধারের পানি আহরণের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানবলি প্রযোজ্য হইবে না।

সুরক্ষা আদেশ ইস্যু ও উহার দ্বারা বিধি-নিষেধ বা শর্তারোপের ক্ষমতা *২৭। (১) আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ধারা ৪২ এর বিধান সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে ও জারি করিবে।*

(২) সুরক্ষা আদেশ প্রদানের পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদের বক্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) সুরক্ষা আদেশে অন্যান্য বিষয়ের সহিত আরও উল্লেখ থাকিবে যে, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উক্ত আদেশ প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক এবং উহা প্রতিপালন না করা জরিমানাযোগ্য এবং একটি দন্ডনীয় অপরাধ।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুরক্ষা আদেশ জারির বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ডিজিটাল, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা বহুল প্রকাশ ও সাধারণ্যে প্রচার করিতে হইবে।

পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ *২৮। পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষর আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।*

ব্যাখ্যাঃ "পানি দূষণ" অর্থ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পানির ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব গুনাবলির ক্ষতিকর কোন পরিবর্তন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অপরাধ, দন্ড ও বিচার

প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লংঘন করিবার দন্ড, অর্থদন্ড ও জরিমানা *২৯। (১) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইনের অধীন জারিকৃত কোন প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লংঘন করেন বা অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তিনি, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

(২) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ প্রথমবার লংঘন করেন বা অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্র, পদ্ধতি ও সীমা অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করিয়া প্রথমবার অপরাধের দায় অবলোপন করিতে পারিবে এবং দ্বিতীয়বার বা তৎপরবর্তীতে উক্ত আদেশ ভংগ বা অবজ্ঞার ক্ষেত্রে উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়, " জরিমানা" অর্থে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদন্ড অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

বাধা প্রদানে দন্ড *৩০। (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য প্রদান করেন অথবা উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন প্রতিষ্ঠান, ভূমি বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করিবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তার তলব অনুযায়ী তাহার সম্মুখে কোন রেজিস্টার, নথি বা দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে অথবা উক্তরূপ দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে হাজির হইতে বা তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করিলে বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিলে, তিনি অনধিক ৩(তিন) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ২(দুই) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়, " বাধা" অর্থে হুমকিও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মিথ্যা তথ্য প্রদানের দন্ড *৩১। যদি কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোন মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১(এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৩ (তিন) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।*

অপরাধের বিচার, আমলযোগ্যতা ইত্যাদি *৩২। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।*

(২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য (bailable) ও অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ *৩৩। এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যেকোন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।*

কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন *৩৪। কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বা কোন বিধান লঙ্ঘিত হইলে উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘনের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, নির্বাহী, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ বা লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ বা লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ বা লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।*

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়-

(ক) " কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান" অর্থে নির্গমিত বা নিবন্ধিত ইউক বা না হউক, যেকোন কোম্পানী, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বা সংস্থা অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(খ) " পরিচালক" অর্থে অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য অন্তর্ভূক্ত হইবে।

অপরাধের সহায়তাকারী *৩৫। যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনের সহায়তা বা সহযোগিতা করেন বা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটনকারীর ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধীর ন্যায় একইভাবে দায়ী হইবেন।*

অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ *৩৬। মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবে না।*

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

পানির মূল্য অব্যাহতির ক্ষমতা *৩৭। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় বা স্থানীয় স্বার্থে পানি সেবাভোগী যে কোন ব্যক্তি শ্রেণীকে কোন নির্দিষ্ট সময় বা এলাকার ক্ষেত্রে গৃহস্থালী ও সাধারণ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পানি মূল্য প্রদানের দায় হইতে বৈষম্য ব্যতিরেকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।*

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার *৩৮। এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, এই আইনে বিধৃত পদ্ধতির অতিরিক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে এবং উক্ত আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।*

ক্ষমতা অর্পণ *৩৯। পরিষদ, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার যেকোন ক্ষমতা বা কার্যাবলি প্রয়োজনবোধে এবং তৎনির্দিষ্টকৃত শর্ত সাপেক্ষে, নিবাহী কমিটি, নির্বাহী কমিটির সভাপতি, মহাপরিচালক, পরিদর্শক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।*

প্রবেশ রেকর্ডপত্র যাচনা, জিজ্ঞাসাবাদ, ইত্যাদির ক্ষমতা *৪০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ বা নির্বাহী কমিটি বা এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা বা পরিদর্শক নিম্ন বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ-*

(ক) যেকোন সরকারি বা বেসরকারি ভূমিতে বা প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ এবং যেকোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা রেকর্ডপত্র বা তথ্য উপাত্ত যাচনা ও পর্যালোচনা করা;

(খ) উক্ত ভূমি বা এলাকা বা উহাতে অবস্থিত যেকোন কিছু পরিদর্শন করা; এবং

(গ) উক্ত ভূমি বা এলাকায় যে কোন অনুসন্ধান বা নমুনা সংগ্রহ বা জরিপ পরিচালনা করা।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে সহায়তার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা *৪১। এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন সরকারি-বেসরকারি বা সংবিধিবদ্ধ*

কর্তৃপক্ষকে, বা উহাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

আদেশ জারি *৪২। এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত কোন নোটিশ বা আদেশ, কোন ব্যক্তির উপর জারি করা প্রয়োজন হইলে, উহা উক্ত ব্যক্তির উপরে যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা-*

(ক) উক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়;

(খ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাংলাদেশের বাসস্থানে বা ব্যবসায়ের স্থানে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়;

(গ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রেরণ বা প্রচার করা হয়; বা

(ঘ) বহুল প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।

অর্থ আদায়ের পদ্ধতি *৪৩। (১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির নিকট জরিমানার টাকা বা কোন পাওনা অনাদায়ী থাকিলে নির্বাহী কমিটি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা আদায় করিতে পারিবে।*

(২) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এই আইনের অধীন কোন পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে, নির্বাহী কমিটি, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করিবার জন্য যেকোন ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার *৪৪। প্রত্যেক ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিষদ বা নির্বাহী কমিটি বা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কার্য, প্রয়োগকৃত ক্ষমতা, পালনকৃত দায়িত্ব, গৃহীত ব্যবস্থা বা প্রদত্ত আদেশ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।*

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা *৪৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ *৪৬। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।*

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত *৪৭। (১) ধারা ৪ এবং ধারা ৯ এর অধীন যথাক্রমে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবার সংগে সংগে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটি গঠিত সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন রহিত হইবে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহের দ্বারা গঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত হইবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিলুপ্ত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ, ক্ষেত্রমত, নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কৃত কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরিল্লিখিত পরিবেশ তথা জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তথা পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) বাংলাদেশের আইন ও সংবিধান বিধিবদ্ধ করেন এবং সে মোতাবেক বিগত ইংরেজী ২০০৯ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুকরনীয় এবং অনুসরনীয় রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা পালন করার জন্য পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরষ্কার "United Nations Champions of the Earth Award" প্রাপ্ত হন। বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের ওয়েব সাইটে হেড লাইন ছিল (news.un.org)

"Prime Minister Sheikh Hasina of Bangladesh has been announced as one of the winners of the United Nations Champions of the Earth award in recognition of her country's initiatives to address climate change"

জাতিসংঘের ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের উপরিল্লিখিত শিরোনামে রিপোর্টটি নিম্নরূপঃ

"Serving as Prime Minister of Bangladesh- one of the world's least-developed countries- Sheikh Hasina has proven that investing in climate change is conducive to achieving social and economic development," said the <u>announcement</u> issued by the UN Environment Programme (UNEP), which confers awards.

UNEP noted that Bangladesh is one of the world's most populated countries, with over 159 million people. It is also one of the most vulnerable to the impacts of climate change. Cyclones, floods and droughts have long been part of the country's history, but they have intensified in recent years.

"Through a number of forward-looking policy initiatives and investments, Bangladesh has placed confronting the challenge of climate change at the core of its development," said UNEP Executive Director Achim Steiner.

"These initiatives, from climate change adaptation measures to ecosystem preservation legislation, mean that current and future generations of Bangladesh are better prepared to address climate change risks and reverse the impacts of environmental degradation."

He added that Sheikh Hasina has demonstrated " leadership and vision" in both making climate change an issue of national priority and advocating for an ambitious global response.

"As an early adopter and advocate of climate change adaptation policy, she continues to be an example to follow as world leaders seek to take action on climate change as part of the Sustainable Development Goals and the Paris climate conference in December."

The award cites, among other initiatives, the progressive Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan of 2009, which made the South Asian nation the first developing country to frame such a coordinated action plan. Bangladesh is also the first country to set up its own Climate Change Trust Fund, supported by nearly $300 million of domestic resources from 2009-2012.

Also noted is the fact that the Government currently earmarks 6 to 7 per cent of its annual budget – some $ 1 billion- on climate change adaptation, with only 25 per cent of this coming from international donors. In addition, under her leadership, the Bangladesh Constitution was amended in 2011 to include

a constitutional directive to the State to protect the environment and natural resources for current and future generations.

"As one of the most disaster-prone countries in the world, Bangladesh understands the importance of addressing the impact of climate change. The country is already experiencing its detrimental effects, and it is often the poorest and marginalized who feel it most," said Robert Watkins, Un Resident Coordinator in Bangladesh.

He noted that by 2050 it is estimated that one in every seven people in Bangladesh is likely to be displaced by climate change, and they are also likely to move to urban centres already burdened with meeting the needs of a dense population.

"I congratulate the Government of Bangladesh for being proactive in tackling climate change as a priority of the country. It is also a clarion call for the global community to take action today and to realize that climate change is not a problem of the future, it is already happening in our lifetime."

The awards will be handed out at a special ceremony on 27 September in New York at the close of the Sustainable Development Summit. In addition to Sheikh Hasina, the other winners announced so far are the National Geographic Society (Science and Innovation); Brazilian cosmetics firm Natura (Entrepreneurial Vision); and South Afica's Black Mamba Anti-Poaching Unit (Inspiration and Action).

২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক বৈঠকে ঢাকার চারপাশের নদী ও চট্রগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দূষণ রোধ ও নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নদী রক্ষায় টাস্কফোর্স গঠন করেন এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রাখেন।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ গেজেট
রবিবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ

এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০১৬।--*বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরুপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা-*

১। বিধিমালার নাম ও প্রবর্তন- (১) এই বিধিমালা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) আইন, অর্থ বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনেরর ১নং আইন)

(খ) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি অর্থ বিধি ১২ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ;

(গ) উপজেলা কমিটি অর্থ বিধি ৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা কমিটি ;

(ঘ) গ্রাম সংরক্ষণ দল অর্থ বিধি ১৩ এর অধীন গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ দল;

(ঙ) জাতীয় কমিটি অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি;

(চ) জেলা কমিটি অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি; এবং

(ছ) তহবিল অর্থ বিধি ২৩ এর অধীন গঠিত তহবিল ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩ । জাতীয় কমিটি ।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পুরণকল্পে , নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা-

(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(গ) প্রধান বন সংরক্ষক;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

(ত) ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ এর অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক; এবং

(দ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) এবং (দ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরুপ কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ কোনো সদস্য সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) অধিদপ্তর জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়ক প্রদান করিবে।

৪। জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।-(১) জাতীয় কমিটি স্ব উদ্যোগে অথবা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয়ে যে, কোনো এলাকার প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে জাতীয় কমিটি আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষনা করিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশ পেশ করিবার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমুহ বিবেচনা করিবে, যথা-

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকায় অবক্ষয়;

(খ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকিসমুহ;

(গ) দেশীয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(ঘ) অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত এলাকা বা উহার কোনো অংশকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করা হইলে উহার শর্তাবলি;

(ঙ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি;

(চ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(ছ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

ব্যাখ্যা।- *দফা (ক) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, জীববৈচিত্র্য অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ, এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (species diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (genetic diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (ecosystem diversity) ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।*

(৩) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবন-জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) জাতীয় কমিটির সভা- (১) জাতীয় কমিটি বৎসরে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জাতীয় কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জাতীয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জাতীয় কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক- তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা।

*৬। **জেলা কমিটি-(১)** উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা-*

(ক) ডেপুটি কমিশনার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ;

(গ) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)

(ঘ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর;

(ছ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(জ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(ঝ) বন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;

(ঞ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ;

(ঠ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;

(ড) জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঢ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ণ) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি;

(ত) সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব;

(থ) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড;

(দ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ধ) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক (৭) সাত জন ব্যক্তি; এবং

(ন) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কোনো প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা জেলায় অবস্থিত হইলে, বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

*৭। **জেলা কমিটির কার্যাবলি-** জেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরুপ, যথা-*

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ ও নির্দেশা প্রদান; এবং এতদসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে উপজেলা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জাতীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যাবেক্ষন;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন সমন্বয়ে কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক উপজেলায় অবস্থিত হইলে, উপজেলা কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

(ঝ) সরকারি বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

*৮। **জেলা কমিটির সভা-** (১) জেলা কমিটি বৎসরে তিনবার সভায় মিলিত হইবে।*

(২) জেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

*৯। **উপজেলা কমিটি-** প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা-*

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(গ) উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্ত;

(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা, বন বিভাগ, যদি থাকে;

(জ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ঢ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান;

(ণ) গ্রাম সংরক্ষণ দল দ্বারা গঠিত প্রত্যেক সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক ;

(ত) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫ (পাচঁ) জন ব্যক্তি; এবং

(থ) পরিবেশ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

*১০। **উপজেলা কমিটির কার্যাবলি-** উপজেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা-*

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) পতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিন পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কাজ করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) সমবায় সমিতি গঠন এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান;

(ঝ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ট) সরকার, জাতীয় কমিটি বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

*১১। **উপজেলা কমিটির সভা**।- (১) উপজেলা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে।*

(২) উপজেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) উপজেলা কমিটির সবার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) কেবল কোনো সদস্য পদে শূণ্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

*১২। **ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি**।- (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে ইউনিয়নে অবস্থিত সেই ইউনিয়নে ইউনিয়ন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় কমিটি একটি কমিটি থাকিবে।*

(২) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি ইহার সভাপতিত্ত হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা;

(ঘ) ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঙ) ফরেস্টার, বন বিভাগ (নিকটতম কার্যালয়ের কর্মকর্তা);

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য;

(ছ) গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫(পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং

(ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি-

(ক) গ্রাম সংরক্ষন দলসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে; এবং

(খ) গ্রাম সংরক্ষণ দল কর্তৃক উহার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করিবে।

***১৩। গ্রাম সংরক্ষণ দল**।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকা বা উহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন করা যাইবে।*

(২) গ্রাম সংরক্ষণ দলকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) সমবায় সমিতি হিসাবে এর অধীন নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হইলে, উহা বিধিমালার অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

*১৪। **গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি**- গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা-*

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাককা ঘোষনা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন বর্ণিত যে সকল কার্য করা যাইবে এবং যে সকল কার্যক্রম করা যাইবে না সেই সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তহবিল সংরক্ষণ;

(চ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ছ) সরকার, অধিদপ্তর জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

*১৫। **স্কীম, ইত্যাদি গ্রহণ**- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম সংরক্ষণ দল, অধিদপ্তরের সম্মতি এবং উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো স্কীম বা প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।*

*(১৬) **অবকাঠামো বা সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা**।- (১) সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষন ও উন্নয়নের উদ্দেশে প্রতিবেদশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা (facility) গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।*

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা ন্যস্ত করা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ দল উহার ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবে।

১৭। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পদ্ধতি, ইত্যাদি।**- (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে প্রজ্ঞাপনের খসড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং জাতীয় পর্যায়ের দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রাক-প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো মতামত প্রাপ্ত হইলে উক্ত মতামত বিবেচনার জন্য জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম ও জেএল নম্বর;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার সম্পূর্ণ অংশ না হইয়া উহার এক বা একাধিক দাগ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর, দাগ নম্বর;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার কোনো দাগ সম্পূর্ণ না হইয়া উহার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর, সংশ্লিষ্ট দাগ নম্বরের অংশ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলার নাম;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার কোনো অংশ ভূমি জরিপ বর্হিভূত হইলে উহার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বিষয়টি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রার্থণালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে লটকাইয়া প্রচার করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা, ক্ষেত্রমত, তহশীল অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। **পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কর্মকান্ড।**- (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে যে সকল ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না উহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলয়ি এলাকায় অবক্ষয়;

(খ) পরিবেশ ও প্রতিবেশের দূষণ ও অবক্ষয়;

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা;

(ঘ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকি;

(ঙ) দেশিয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(চ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, ধর্মীয় সামাজিক সংস্কৃতি;

(ছ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত প্রত্নতাত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(জ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ১২ এবং ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

১৯। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, ইত্যাদি।**- (১) প্রচলিত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, পরিপত্র বা আইনগত দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কোনো ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোনো ভূমি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টার ১-এর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক খতিয়ানে মন্তব্যের কলামে লিপিবদ্ধ করিবেন যে, ''পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি ব্যতীত ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নহে''।

২০। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা।**- (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অর্ন্তভুক্ত সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরের সহিত আলোচনাক্রমে, সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেমিকা জারি করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হইলে তদনুসারে সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

২১। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।**- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক (Site specific) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

২২। **সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা।** - (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা যাইবে।

(২) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত অলাভজনক কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে, উহাকে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া যদি উক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করিয়া চুক্তির খসড়া দাখিলের জন্য পত্রের মাধ্যমে উক্ত সংস্থাকে অনুরোধ করিবেন, যথা:-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রস্তাব;

(খ) সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের পরিমাণ ও পদ্ধতি;

(গ) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার।

(৪) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কোনো কমিটি বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোনো সদস্য প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবেন।

২৩। **তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার।** - প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি, বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোনো স্থানীয় ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;
(ঙ) এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত ফি; এবং
(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
(৩) তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।
(৪) তহবিলের অর্থ মহাপরিচালক এবং মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।
(৫) তহবিলের অর্থ হইতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে-
(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে; এবং
(খ) উপজেলা কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যাইবে।
(৬) উপ-বিধি (৫) (খ) এর অধীন অর্থ বরাদ্দ ও উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জারীকৃত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।
(৭) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হইলে উহা এই বিধিমালার অধীন বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

*২৪। **তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা।** - (১) অধিদপ্তর তহবিলের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।*
(২) বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।
(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে অধিদপ্তর এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।
(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা চার্টার্ড একাউনটেন্ট প্রয়োজনীয় রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংক গচ্ছিত অর্থ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।
(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

*২৫। **গ্রাম সংরক্ষণ দলের মূল্যায়ন।** প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের সংশ্লিষ্ট বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন মূল্যায়ন করিয়া উহাদের সফলতার বার্ষিক অবস্থান তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে।*

*২৬। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সমীক্ষা, গবেষণা, অনুসন্ধান, ইত্যাদি।** - কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;*
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

*২৭। **অপরাধ ও দন্ড।** - কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।*

*২৮। **প্রতিবেদন।** - (১) অধিদপ্তর সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে, যথা:-*
(ক) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন; এবং
(খ) প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশগত প্রতিবেদন।
(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার কোন নির্দেশনা প্রদান করিলে অধিদপ্তর উহা অনুসরণ করিবে।

*২৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।** - (১) এই বিধিমালা জারির পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে।*
(২) বাংলা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
খোরশেদা ইয়াসমীন
উপসচিব।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন, ২০১৭
বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২০১৭ সনের ০২ নং আইন
প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। (১) এই আইন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।
২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অনিবাসী" বলিতে Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 2(42) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী non-resident-কে বুঝাইবে;
(২) "ইউনিয়ন কমিটি" অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;
(৩) "উপজেলা কমিটি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;
(৪) "কমিটি" অর্থ, ক্ষেত্রমত, জাতীয় কমিটি, কারিগরি কমিটি, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, পৌরসভা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, দল, সমিতি বা উপ-কমিটি;

(৫) ''কালটিভার'' অর্থ এমন প্রকারের উদ্ভিদ, যাহার বিবর্তন হইয়াছে এবং চাষাবাদের মাধ্যমে টিকিয়া আছে, এবং চাষাবাদের প্রয়োজনে যাহাদের বংশ বৃদ্ধি করা হইতেছে;

(৬) ''কারিগরি কমিটি'' অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি;

(৭) ''গবেষণা'' অর্থ জীবসম্পদের উপর সমীক্ষা বা পদ্ধতিগত অনুসন্ধান অথবা জীবের বা উহার উপজাতের বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর গবেষণা;

(৮) ''জাতীয় কমিটি'' অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি;

(৯) ''জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা'' অর্থ ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা;

(১০) ''জেলা কমিটি'' অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন গঠিত জেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(১১) ''জীববৈচিত্র্য'' অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (Species Diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (Genetic Diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (Ecosystem Diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) ''জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান'' অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন জীববৈচিত্রা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;

(১৩) ''জীবসম্পদ'' অর্থ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব বা উহাদের অংশবিশেষ, বংশগত উপাদান ও উপজাতের (মূল সংযোজিত পন্য বা উপকরণ ব্যতীত) অন্তর্গত কৌলিসম্পদ (Genetic Resources) অথবা কোনো প্রতিবেশ ব্যবস্থার অন্তর্গত এইরূপ কোনো জীবজ উপাদান (Biotic Component), মানুষের নিকট যাহার প্রকৃত বা সম্ভাব্য ব্যবহার বা ব্যবহারিক মূল্য রহিয়াছে, তবে মানব জীন উপাদান উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৪) ''জীব-সমীক্ষা বা জীব-ব্যবহার'' অর্থ কোনো উদ্দেশ্যে প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি নির্বিশেষে জীবসম্পদের যে কোনো উপাদান, নির্যাস, কৌলিগত বৈশিষ্ট্য বা কোষ কলার বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ, নিরূপণ বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্য;

(১৫) ''টেকসই ব্যবহার'' অর্থ জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহের এইরূপ ব্যবহার পদ্ধতি, যাহা বা যে সকল কার্যক্রম জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়া থাকিবার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হুমকি সৃষ্টি না করিয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(১৬) ''তহবিল'' অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল;

(১৭) ''ন্যায্য হিস্যা বন্টন'' অর্থ ধারা ৩০ এর বিধান অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সম্পদের সুফলের ন্যায়সঙ্গত বন্টন;

(১৮) ''পৌরসভা কমিটি'' অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(১৯) ''বাণিজ্যিক ব্যবহার'' অর্থ বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে জীবসম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য তৈরি বা উৎপাদন যেমন; ঔষধ, শিল্পে ব্যবহার্য এনজাইম, খাদ্যের সুগন্ধি, মানবদেহে ব্যবহার্য সুগন্ধি ও প্রসাধনী, রং, ইমালসিফাইয়ার, ওলিওরেজিনস, প্রভৃতিসহ অনুজীব, শস্য, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের কৌলিগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অন্য জীব হইতে নির্যাস বা জিন সংগ্রহ করা;

(২০) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২১) ''বিপন্ন প্রজাতি'' অর্থ সেই সকল জীবসম্পদ বা উহাদের প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি, যাহা মহাবিপন্ন নয় কিন্তু অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে;

(২২) ''ব্যক্তি'' অর্থে যে কোন ধরনের কোম্পানী, সংঘ, সমিতি, অংশীদারি কারবার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসহ উহাদের প্রতিনিধিও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(২৩) ''ল্যান্ড রেইস'' অর্থ আদিম কালটিভার, যাহা প্রাচীনকাল হইতে কৃষক ও তাহাদের বংশধরদের দ্বারা বন্য অবস্থা হইতে মাঠে প্রসার লাভ হইতেছে;

(২৪) ''সিটি কর্পোরেশন কমিটি'' অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি; এবং

(২৫) ''সংস্থা'' অর্থে যে কোনো ধরনের কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার বা একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত সংঘ, সমিতি, সংগঠন বা সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য। আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্দ ফলাফল হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ, আবেদন অনুমোদন ও প্রত্যাখান

৪। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্দ ফলাফল হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ। জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত-

(ক) বাংলাদেশের অনিবাসী কোনো নাগরিক;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোনো ব্যক্তি;

(গ) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এমন কোনো সংস্থা-

(অ) কোনো জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ বা তদ্‌বিষয়ক প্রথাগত জ্ঞান (traditional knowledge) সংগ্রহ করিতে বা অধিকার লইতে পারিবেন না; অথবা

(আ) জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা, জীব-ব্যবহার বা জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা বা এতদ্বিষয়ক কোনো গবেষণা করিতে পারিবেন না; অথবা

(ই) জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের আহরণ সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না; অথবা

(ঈ) এর নিকট অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ হইতে গবেষণালব্দ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

৫। গবেষণালব্দ প্রবন্ধ প্রকাশ। সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী কোনো গবেষণালব্দ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, উহা কোনো সেমিনার বা কর্মশালায় উপস্থাপন বা প্রচার করা যাইবে এবং উহাতে প্রাপ্ত ফলাফল বা মতামত জাতীয় কমিটি উহার কার্যাবলী সম্পাদনকালে বিবেচনায় লইতে পারিবে।

৬। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদনে বিধি নিষেধ। (১) কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোনো জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব (Intelectual Property) অধিকারের জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) জাতীয় কমিটি, মেধাস্বত্ব অধিকারের আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বেনিফিট শেয়ারিং ফি বা রয়্যালটি বা উভয় অথবা উক্ত অধিকারের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত আর্থিক লভ্যাংশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করাসহ প্রয়োজনীয় শর্তাদি, আরোপ করিতে পারিবে।

৭। আবেদন অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান, ইত্যাদি। (১) এই আইনের ধারা ৪, ও ৬ এর অধীন যে কোনো বিষয়ে জাতীয় কমিটির অনুমোদন লাভের নিমিত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদানপূর্বক, আবেদন করিতে হইবে।

(২) জাতীয় কমিটি, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে উহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যাচাই-বাছাইপূর্বক, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; তবে, জাতীয় কমিটি প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি বা অন্য কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রাপ্ত প্রত্যেক আবেদন, উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তিকরত, ক্ষেত্রমত, উহা অনুমোদন বা প্রত্যাখানের বিষয়, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো আবেদন প্রত্যাখাত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর অধীন পুনর্বিবেচনার (Review) জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কোনো কমিটির আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রভুক্ত জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ এবং তদসংশ্লিষ্ট জ্ঞান, ইত্যাদি ব্যবহারের নিমিত্ত অধিকারে লওয়া বিষয়ক কোনো আবেদনপত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কমিটিসমূহের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

(৬) জাতীয় কমিটি, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সুনির্দিষ্ট শর্ত এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফি বা রয়্যালটি আরোপ করিতে পারিবে।

(৭) জাতীয় কমিটি, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন অনুমোদন করিলে, বিষয়টি জনগণকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কমিটি গঠন ও কার্যাবলী

৮। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন; তবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সকলেই বিদ্যমান সহ-সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) নিম্নবর্ণিত অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান-

(অ) বন অধিদপ্তর;

(আ) জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান;

(ই)) বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম;

(ঈ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(উ) বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ;

(ঊ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(ঞ) বন গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(ঢ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ণ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

*৯। **জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভা, ইত্যাদি**।-(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, জাতীয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।*

(২) প্রতি বৎসর জাতীয় কমিটির কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতি ও সদস্যগণের মধ্যে যিনি শীর্ষে অবস্থান করিবেন তিনি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণয়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে জাতীয় কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্‌সম্পর্কে আদালত বা অন্য কোথাও কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৮) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে পারিবে অথবা তাহাদিগকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলী। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত কোন আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারের সমন্বয়ে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে, জাতীয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(গ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন;

(ঘ) জীববৈচিত্র্য গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা চিহ্নিত করা এবং উক্ত এলাকাকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ঘোষনার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(চ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ছ) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(জ) স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, স্বীকৃতি প্রদান এবং উক্ত জ্ঞান সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ঝ) বিভিন্ন শ্রেণীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে যথাযথ সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত বা দায়িত্ব প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ঞ) সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিপণন করা হইয়া থাকে এইরূপ কোনো জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ট) কমিটিসমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারক এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান; এবং
(ঠ) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

১১। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন, ইত্যাদি। *(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কোনো বিষয় কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত থাকিলে, উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ''জীববৈচিত্র বিষয়ক কারিগরি কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।*
(২) কারিগরি কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ
(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকার সহিত সম্পর্কিত, জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের, একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;
(গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(৩) কারিগরি কমিটি স্বয়ং উহার সভার কার্যপদ্ধতিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

১২। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির কার্যাবলী। *জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-*
(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তদ্‌সম্পর্কিত কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
(খ) জাতীয় কমিটির কার্যাবলী বাস্তবায়নের উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
(গ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোনো আবেদনপত্র প্রেরিত হইলে উহা মূল্যায়নপূর্বক উক্ত কমিটি বরাবর সুপারিশ প্রেরণ; এবং
(ঘ) সরকার বা জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৩। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্রা ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-
(ক) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;
(গ) বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি;
(ঘ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি;
(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা;
(চ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নগর উন্নয়ন কর্মকর্তা;
(ছ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;
(জ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা;
(ঝ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(ঞ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ট) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(ঠ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয়;
(ড) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ঢ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি; এবং
(ণ) পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিচালক বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(২) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

১৪। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি। *(১) এই ধারা বিধানাবলী সাপেক্ষে, সিটি কর্পোরেশন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিরে।*
(২) প্রতি বৎসর সিটি কর্পোরেশন কমিটির কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কতৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
(৪) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।
(৫) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৫। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী। সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা-
(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;

(গ) সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জাতীয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ঙ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(চ) ওয়ার্ড জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দল বা সমিতি যদি থাকে, উহাদের কার্যাবলী তদারক এবং প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক নির্দেশনা প্রদান;
(ছ) সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অনতিবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(জ) সরকার ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা।
১৬। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে '' জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা;-
(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) পুলিশ সুপার;
(গ) জেলার বন বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা;
(ঘ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(ঙ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(চ) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা;
(ছ) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়;
(জ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ঝ) উপ-পরিচালক, জেলা কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর;
(ঞ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ বা সমাজসেবক;
(ট) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;
(ঠ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ড) জেলায় কর্মরত পরিবেশ অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।
(২) জেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
(৩) জেলার সংসদ-সদস্যগণ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।
১৭। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি। (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, জেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) প্রতি বৎসর জেলা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) জেলা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
(৪) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।
(৫) জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।
*১৮। **জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-*
(ক) উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত উপজেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টারের সমন্বয়ে, জেলার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;
(গ) জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচিন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জাতীয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ঙ) জেলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(চ) উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ জেলাধীন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী তদারক এবং প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক নির্দেশনা প্রদান;
(ছ) জেলার জীববৈচিত্র্য ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অনতিবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(জ) সরকার ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা।
১৯। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-
(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);
(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;
(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;
(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন), যদি থাকে;
(জ) উপজেলার আওতাধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ;

(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;
(ঢ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা;
(ণ) উপজেলাধীন পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর;
(ত) উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ;
(থ) উপজেলার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(দ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;
(ধ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ন) উপজেলায় কর্মরত পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা অথবা, তাহার অবর্তমানে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(২) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

২০। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি। (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপজেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) প্রতি বৎসর উপজেলা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
(৪) উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।
(৫) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণয়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।
২১। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
(ক) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ইউনিয়ন ও পৌরসভার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টারের সমন্বয়ে, উপজেলার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;
(গ) উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) উপজেলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(ঙ) উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অবহিতকরণ এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকরণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধকরণ;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ উপজেলাধীন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য দল বা সমিতি, যদি থাকে, উহাদের কার্যাবলী তদারক ও পর্যবেক্ষণ এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান;
(জ) উপজেলায় জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(ঝ) সরকার, জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটি কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করণ।
২২। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-
(ক) পৌরসভার মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(গ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(ঘ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন), এর একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;
(ঙ) পৌরসভার আওতাধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি;
(চ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
(ছ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(জ) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ঝ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ঞ) পৌরসভার কাউন্সিলরগণ;
(ট) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা;
(ঠ) উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন স্থানীয় সমাজসেবক;
(ড) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ; বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ঢ) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(২) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য, পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

২৩। **পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।** (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, পৌরসভা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর পৌরসভা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পৌরসভা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কতৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) পৌরসভা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণয়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৪। **পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির কার্যাবলী।** পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) পৌর এলাকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) নিম্নরূপ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, যথাঃ

(অ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার;

(আ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা, কালটিভার ও ল্যান্ড রেইস সংরক্ষণ; এবং

(ই) প্রাণী, দেশিয় মৎস্য প্রজাতি এবং অনুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক ও ব্রীড সংরক্ষণ; এবং

(ঈ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডকুমেন্টেশন;

(গ) পৌর এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহিতকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকরণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে উপজেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পৌর এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(জ) পৌরসভাধীন জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঝ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কারণে পৌর এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(ঞ) ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী তদারক এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(ট) পৌরসভাভুক্ত এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঠ) সরকার, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

২৫। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ''ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি'' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি দলনেতা;

(ঙ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন) এর একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ;

(ছ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ভেটেরিনারী ফিল্ড এসিসটেন্ট, যদি থাকে;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে আগ্রহী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা মহাবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক।

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোন ধর্মীয় নেতা।

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রাদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি।

(ট) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রমে রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি।

(ঠ) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

২৬। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, ইত্যাদি-(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইউনিয়ন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর ইউনিয়ন কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) ইউনিয়ন কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৭। **ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী।** ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) নিম্নরূপ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, যথাঃ

(অ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার;

(আ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা, কালটিভার ও ল্যান্ড রেইস সংরক্ষণ;

(ই) প্রাণী, দেশিয় মৎস্য প্রজাতি এবং অনুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক ও ব্রীড সংরক্ষণ; এবং

(ঈ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডকুমেন্টেশন;

(গ) ইউনিয়নের জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিনাম সম্পর্কে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উহার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহতিকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে উপজেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইউনিয়নে সাধারণভাবে করনীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(জ) ইউনিয়নের এলাকাধীন জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন;

(ঝ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কারণে ইউনিয়নে কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

***(ঞ)** ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদান;*

(ট) ইউনিয়নভুক্ত এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ;এবং

(ঠ) সরকার, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল, সমিতি ও উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি

২৮। তৃণমূল পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন, ইত্যাদি। (১) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরিখে, প্রতিবেশের উন্নয়নে সক্ষম ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গ্রাম, অঞ্চল, পেশা বা সম্প্রদায়ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দল বা সমিতির কার্যক্রম সমবায় সমিতি হিসাবে পরিচালনা করা যাইবে এবং তজ্জন্য উহাকে, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী সমবায় সমিত হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির সদস্যদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে তাহাদের অনুকূলে তহবিল হইতে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান হিসাবে বরাদ্দ করা যাইবে এবং উক্ত অনুদানের অর্থ কিরূপে ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করা হইবে তদবিষয়ে জাতীয় কমিটি, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সমিতি উহার সদস্যদের অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি হইতে বৎসরান্তে অর্জিত মুনাফার অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ পুনরায় বিনিয়োগ করিতে অথবা নিজেদের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির গঠন পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অথঞ্চলের জীববৈচিত্র ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) জীববৈচিত্র সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র কর্মকৌশল ও কর্মকপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অথঞ্চলের জনগণকে অবহিতকরণ এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন কমিটি বা পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অথঞ্চলের জনগণের সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনা সৃষ্টি।

(চ) সংশ্লিষ্ট এলাকা, সময় সময় সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অথঞ্চলে কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(জ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঝ) সরকার, জাতীয় কমিটি, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি বা ইউনি.য়ন কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

২৯। উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি।- সিটি কর্পোরেশন .কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে উহাকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপ-কমিটি গঠন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৌলি বা জীবসম্পদের ন্যায্য হিস্যা বন্টন

*৩০। **কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন**। (১) জাতীয় কমিটি, এই আইনের অধীন কোনো আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন নিশ্চিত করিবে, যথা-*

(ক) আবেদনকারী কর্তৃক জীবসম্পদ, কৌলিসম্পদ বা উহাদের উপজাতি দ্রব্যাদি অথবা তদ্‌সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন এবং উক্তরূপ সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান অধিকারে লইবার বা ব্যবহারের বিষয়ে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সম্পদের আইনসম্মত দাবিদারগণকে প্রাক-অবহিতকরণের মাধ্যমে তাহাদের সম্মত শর্তাধীনে;

(খ) দাবিদার সুনির্দিষ্ট থাকিলে তাহার অনুকূলে মেধাসম্পদের মালিকানা মঞ্জুর করা, অন্যথায় যৌথভাবে মেধাসম্পদের মালিকানা মঞ্জুর;

(গ) স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সুফলভোগীদের অনুকূলে জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) উৎপাদন, গবেষণা বা প্রকল্পের বিষয় যেন সুফলের দাবিদারগণের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয় তাহা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) জীবসম্পদের উন্নয়ন, জীবসমীক্ষা বা জীব-ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী বা তাহাদের সংগঠন এবং সুফলের দাবিদার ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণ; এবং

(চ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী, জ্ঞানধারণকারী এবং উদ্ভাবনকারীদেরকে, জাতীয় কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী, আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান।

(২) সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টনের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি আবেদনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো অর্থ আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারা উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি

*৩১। **জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি।** (১) জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং, সময় সময়, হালনাগাদ করিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথাঃ

(ক) জীববৈচিত্র্য সম্পদের সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ;

(খ) ইন-সিটু (In-Situ) এবং এক্স-সিটু (Ex-Situ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও নিয়মাবলী; এবং

(গ) জীববৈচিত্র্য বিষয়ে গবেষণামূলক ও শিক্ষা-সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

(৩) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ কোনো এলাকায় উক্ত সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ, অপব্যবহার বা অবহেলার ফলে উক্ত সম্পদ অবক্ষয় বা অবলুপ্তির দিকে যাইতেছে মর্মে সরকারের নিকট যুক্তিসঙ্গত ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ থাকিলে, সরকার উক্তরূপ অবক্ষয় বা অবলুপ্তি রোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৪) জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার উহার পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৫) কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে কোনো এলাকার জীববৈচিত্র্যর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উক্ত ক্ষতি বা হ্রাস বা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত এলাকার জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করিয়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন বা আগাম অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে হইবে।

(৬) সরকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক প্রচলিত জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

*৩২। **জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা, ইত্যাদি।** (১) সরকার কোনো স্থান বা এলাকার জীববৈচিত্র্যের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উক্ত স্থান বা এলাকাকে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ এতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষণনার পূর্বে স্থানীয় জনগণ ও কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো ঘোষণনার কারণে কোনো স্থান বা এলাকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাহাদিগকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান বা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে, সরকার বিশেষ প্রকল্প (project) বা পরিকল্প (scheme) গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থানের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

*৩৩। **বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি।** (১) বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের কোনো জীবসম্পদ বা উহাদের কোনো প্রজাতিকে বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।*

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত বিপন্ন প্রজাতির আহরণ বন্ধ ও উহাদের যথাযথ সংরক্ষণের উদ্যোগে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহা-

(ক) বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;

(খ) সঙ্কটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্থানিক সম্প্রদায়ের (ecological community) প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা

(গ) রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি দ্বারা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যের তালিকা নির্ধারণ করিবে।

*৩৪। **জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত সম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান।** (১) সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংরক্ষণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।*

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংগ্রহ এবং নমুনা প্রজাতির নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কোনো জীবসম্পদের নূতন কোনো প্রজাতি আবিষ্কৃত হইলে সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারক উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিকে উহা অবহিত করিবেন এবং আবিষ্কৃত প্রজাতির একটি নমুনা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবেন।

*৩৫। **সুনির্দিষ্ট জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান।** এই আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন , সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, স্বাভাবিকভাবে নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিপণন করা হইয়া থাকে এইরূপ কোনো জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।*

সপ্তম অধ্যায়

তহবিল গঠন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন

৩৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল গঠন, ইত্যাদি। (১) সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইহার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে "জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।

(২) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ জাতীয় কমিটির নামে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ

(ক) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ;

(খ) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এতিহ্যগত স্থান ঘোষণনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা পুনর্বাসন;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ।

(৫) জাতীয় কমিটি, জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কমিটিসমূহের চাহিদার আলোকে, সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় কমিটি, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন কমিটি বা পৌসসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত, দল বা সমিতিকে তহবিল হইতে ক্ষুদ্র মুলধন অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৩৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা। (১) জাতীয় কমিটি যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরনী প্রস্তুত করিরে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত "চার্টার্ড একাউন্টেন্ট" দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চাটার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশো মহা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদকর্তৃক এতদুদ্দশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা ক্ষেত্রমত, চাটার্ড একাউন্টেন্ট, কমিটির সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানাত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিটির যে কোনো সদস্য বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩৮। বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় কমিটি, প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে উক্ত কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উহার একটি কপি সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ, তদন্ত, বিচার ও দন্ড

৩৯। পূর্বানুমোদন ব্যতীত জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরের দন্ড। যদি ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন কোনো জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ বা তদবিষয়ক দেশিয় জ্ঞান সংগ্রহ করেন বা অধিকারে নেন অথবা উহাদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা বা জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন, উহাদের আহরণ কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হন অথবা বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ হইতে গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; তবে, জীববৈচিত্র্যের উপর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে অর্থদন্ডের পরিমান সে মোতাবেক বর্ধিত হইবে।

৪০। **অনুমোদন ব্যতীত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদনের দন্ড।** যদি কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশের জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব (Intelectual Property) অধিকারের জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার উক্তরূপ কর্ম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪১। **বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণের দন্ড।** যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যাহা-

(ক) বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;

(খ) সঙ্কটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্থানিক সম্প্রদায়ের (ecological community) প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা

(গ) রামসার কনভেশন অনুযায়ী জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে,

তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার উক্তরূপ কর্ম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪২। **সরকার বা কোনো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করিবার দন্ড।** যদি কোনো ব্যক্তি সরকার বা কোনো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করেন যাহার জন্য এই আইনে পৃথকভাবে শাস্তির বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে উক্তরূপ নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার বা পরবর্তীতে একই অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৩। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা। ধারা ৪২ এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ অআমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে এবং উক্ত ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, অজামিনযোগ্য ও অআপোষযোগ্য হইবে।

৪৪। মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দন্ড। এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় আদালত শুনানী ও বিচারান্তে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করে এবং আদালত তাহার রায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক, তাহা হইলে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৫। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, ইত্যাদি। কোনো আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না, যদি না-

(ক) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মামলা দায়ের করেন; বা

(খ) কোনো প্রত্যক্ষ সুফল প্রত্যাশি ব্যক্তি (benefit claimer) মামলা দায়ের করেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে মামলা করিবার অভিপ্রায় সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৪৬। ফৌজদারী কার্যবিধি (Act No. V of 1898) এর প্রয়োগ। এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোনো অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। সংস্থা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন। কোনো সংস্থা কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে বা কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘনের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত সংস্থার এমন প্রত্যেক পরিচালক, নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা প্রতিনিধি, যে নামেই অভিহিত হউক, উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

*ব্যাখ্যা। এই ধারায় **"পরিচালক"** অর্থে অংশীদারসহ পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।*

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৪৮। পুনর্বিবেচনা। (১) এই আইনের অধীন জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারা অধীন দাখিলকৃত আবেদন উহা দাখিলের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) এই ধারা অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫০। অসুবিধা দূরীকরণ। এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

৫১। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজী ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

অতঃপর সুন্দরবনের পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার সকল পূর্ণ ও আংশিক মৌজার নাম প্রকাশ করা হয় যা নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
মঙ্গলবার, জুন ৬, ২০১৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৪ মে, ২০১৭

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.১৩.০০৪.২০১৪-১৩৬- *প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন) এর ৫ নম্বর ধারার উপধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯৯ সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাকে সরকার কর্তৃক প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA/ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালের ১৩ জানুয়ারী তারিখে সুন্দরবন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মৌজাসমূহের নাম সন্নিবেশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনটি ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ২২.০০.০০০০.০৭৩.১৩.০০৪.২০১৪/১৩ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের স্থলাভিষিক্ত হল। সুন্দরবন পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সকল পূর্ণ ও আংশিক মৌজার নাম এ সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সন্নিবেশ করা হল। সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত ইসিএভুক্ত এলাকায় কোন পূর্ণ ও আংশিক মৌজার নাম বাদ পড়লে তা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তালিকাভুক্ত মৌজাসমূহে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ থাকবে।*

(১) প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা বা আহরণ;
(২) সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;
(৩) সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
(৪) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
(৫) ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট নষ্ট/ পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;
(৬) মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোনো প্রকার কার্যাবলী।

সর্বশেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি ***"বিশ্ব পানি দিবস-২০১৮"*** উপলক্ষ্যে বিগত ইংরেজী ২৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দ্ব্যর্থহীনভাবে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এর সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করেন। বিশ্ব পানি দিবস-২০১৮ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত ভাষণটি নিম্নরূপঃ

'World Water Day-2018'
Speech by
HE Sheikh Hasina
Prime Minister
Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangabandhu International Conference Center, Dhaka, Tuesday, 13 Chaitra 1424, 27 March 2018
Bismillahir Rahmanir Rahim

The Honorable Chairperson,
Dear Colleagues,
Distinguished guests and
Ladies and Gentlemen.

Assalamu Alaikum and a very good morning to all,

I welcome you all at the inaugural ceremony of the 'World Water Day-2018'.

I pay deep homage to the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I recall with gratitude the four national leaders, 3-million martyrs and 200 thousand women, who sacrificed their modesty for the cause of independence. I pay deep sympathy to the wounded freedom fighters and martyrs family members.

The United Nations adopted "Nature for Water" as the theme for World Water Day 2018 to encourage nature-based solutions for water problems. Importance of water is immense for environmental balance. Because, without water there will be no existence of living being.

Water, nature, environment and natural eco-system are dependent on each other. We know that any developmental activity has negative impact on environment. For this, formulation and implementation of environment-friendly development projects are required to preserve our nature and ecosystem. Therefore, investigation of the nature-based solutions for different kind of water problems is the demand of the present time and it must be encouraged. It is also required to maintain balance among water, nature and environment to meet the demand of present generation and to preserve the water and environment for future generation.

Potable water is not only essential for human being but also for the entire animal kingdom. Less than 1% water resource of the earth is considered as safe for drinking. As a result, the accessibility to drinkable water could not be ensured for about one billion people of the world till now. The form of water usage has been changed due to the increase of population, fast urbanization and technological differences. About 40 percent people of the world are suffering more or less from the problem of safe drinking water.

Our government has already made remarkable success in ensuring safe water for the people. As per MDG, 84% people were set to bring under safe water by 2015. But 87% people were brought under safe water supply in Bangladesh by the stipulated timeframe. At present, 98% urban population of Bangladesh is getting safe water.

Ladies and Gentlemen,

Bangladesh is a land of rivers. One-third of its total area is water resources. There are 405 small and big rivers, and 57 Trans-boundary rivers in our country. Bangladesh is also the lower riparian of the Ganges, Brahmaputra and Meghna river. The water resources management of the country largely depends on the upstream countries.

The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman established 'Bangladesh Water Development Board' as a separate organization for sustainable management of water resources and to accelerate the food production, land reclamation, poverty alleviation and employment generation. He also instructed to purchase 11 dredgers considering the importance of dredging for the maintenance of the river system.

In 1972, Bangabandhu formed 'Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission (JRC)' on a permanent basis for trans-boundary water management.

As a follow up, the Awami League Government with its utmost sincerity was able to sign the historic 30-year 'Ganges Water Treaty, in December, 1996 between Bangladesh and India to share the dry season flows of the Ganges.

Present government has almost finalized the "Bangladesh Delta Plan 2100" an environment-friendly, integrated and strategic water management Plan. The sustainable planning and development of water resources of Bangladesh actually depends on the equitable sharing and basin-wide management of the trans-boundary rivers- the Ganges, the Brahmaputra and the Barak/Meghna river basins. Our Government is perusing for regional cooperation for basin-wide water management of trans-boundary river waters.

A few significant programs among many such ones being implemented by our government in the water management are listed below:

- ***Formulation of National Water Policy 1999;***
- ***Bangladesh Water Act-2013 Formulation;***
- ***Formulation of the Environment Conservation Rules-1997;***
- ***National Policy for Safe Water Supply and Sanitation- 1998 formulation;***

- ***'Framework Agreement on Cooperation for Development' with India in 2011 to ensure the sustainable use of the water resources.***
- ***Bangladesh Water Development Board has completed 825 projects since inception which has brought about 64 lac hector area under the facilities of flood control, drainage and irrigation.***
- ***Additional 10 million metric tons of food grain is being produced annually which ensure the food-self –sufficiency of the country.***
- ***In addition, 1030 sq. kilometer of land has been reclaimed from estuaries and rivers.***
- ***We have constructed 139 polders in the coastal areas.***
- ***For this, 133 Upazillas under 19 districts have been protected from the intrusion of saline water which provides favorable environment for crop production in the coastal areas of Bangladesh.***
- ***Restoration of rivers and navigation route by dredging, prevention of river bank erosion.***
- ***Protecting the lives and properties of the people of coastal areas from cyclone and storm surges by constructing coastal embankment.***
- ***17 polders have been brought under rehabilitation program in the first phase.***
- ***Conserving environment, improving rural socio-economic conditions by arranging livelihood opportunities for the destitute people through 'char' development.***
- ***The government has invested BDT 15250 crore in the Annual Development program of water sector in last 5 years, A Total of 57 projects have been completed in last fiscal year.***
- ***The government has allocated BDT 4663 crore in the current fiscal year.***
- ***Government has increase allocation for water resource development***

Ladies and Gentlemen,

There are no alternative to nature-based solutions for facing the mounting challenges of water resources management.

We must not waste water. Ground water is limited. So, the use of ground water should be reduced for sustainable development. Irrigation in agriculture should be done by surface water.

The government since taking over has given special emphasis on the restoration and development of natural wetlands, revival of the river and navigation through dredging, strengthening the coastal embankments considering the consequences of climate change, maintaining the connectivity between the river and floodplain, creating buffer zone along the riverbank for the protection of environment and ecosystem.

A concept paper has been finalized for preparing 'dredging master plan' in order to dredge rivers, haors, baors, canals, ponds and wetlands of the whole country in a comprehensive manner.

The plan mandated Bangladesh Inland Water Transport Authority to dredge all the rivers dedicated for navigation except the Ganges-Padma, Brahmaputra-Jamuna and Meghna. Bangladesh Water Development Board to dredge all the rivers except the rivers related to navigation route and Local Government Engineering Department to dredge all the canals, ponds and wetlands.

Ladies and Gentlemen,

The mighty Jamuna and Padma Rivers have engulfed about 1600 sq. kilometer of land in last 50 years. The width has been increased from 6-7 kilometers to 12-18 kilometers during this time.

There is no fixed boundary between river and floodplain. Defining the river course, boundary between land and river, plane form and buffer zones are essential for the management of the major rivers. The government has almost finalized a long term plan for channelization and stabilization of the major rivers which will enable to reclaim about 1600 sq. kilometer of land the rivers. It will ensure safe and secure environment for economic activities, live and livelihood along the both banks, conserve water in the river for dry season, ensure adequate flow to the tributaries and distributaries, prevent riverbank erosion and protect water dependent environment and ecosystem.

We should introduce innovative nature-based solutions for water resources developments and management in addition to the conventional solutions. Water pollution and misuse should be prevented. We should conserve natural water reserves and rain water for daily use. I call you all to keep our natural water free pesticides, garbage and industrial byproducts.

I have been selected a member of the United Nations SDG affairs 'High Level Panel on Water' from the Asian countries for the outstanding performance in achieving the millennium Development Goals (MDG) by Bangladesh. This is a great honor for the country that enhanced our responsibility as well.

Ladies and Gentlemen,

Bangladesh is now a developing country. Our per capita income increased to USD 1610. Electricity Production Increased up to 16600 MW. We are providing electricity facilities to 90% of the people. GDP growth rate increased up to 7.28%. Padma Bridge is

being built with our own resources. Metro rail and tunnel under the river Karnaphuli are under construction.

We intend to celebrate our fiftieth anniversary of independence by emerging as middle income country by 2021 and a developed one by 2041.

The government desires for an integrated and sustainable development of water resources to supply safe water to all people along with the target of achieving ' Sustainable Development Goals 2030' before the SDG's timeframe 2030. By implementing Vision-2021, we shall ensure safer water supply for all within 2021.

With these few words, I declare open the programs of 'World Water Day 2018'.

Thank you all.

Khoda Hafez
Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

জাতিসংঘের পরিবেশ প্রোগ্রামের নির্বাহী পরিচালক অচিম স্টেইনার (Achim Steiner) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত ***"বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯"*** কে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বলেন এটি বিশ্বকে অবাক করেছে।

অচিম স্টেইনার (Achim Steiner) আরও বলেন যে, বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম দেশ যে কিনা নিজের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট গঠন করে নিজস্ব উৎস থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে যা একটি বিরল উদ্যোগ। তাইতো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববাসীর কাছে একজন অনুকরনীয় রাষ্ট্র নায়ক। তাই যথার্থভাবে জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ***United Nations Champions of the Earth*** হিসেবে ঘোষণা করে।

জাতিসংঘ কর্তৃক উপরিল্লিখিত পুরষ্কার এবং পুরষ্কার প্রদানের উপরিল্লিখিত যুক্তি সহজ সরল পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র, জলাভূমি তথা সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল এবং উন্মুক্ত জলাভূমি সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, বন, পাহাড়-পর্বত, টিলা এবং বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের নিমিত্তে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) প্রতিষ্ঠাসহ এর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। সম্ভবত তিনিই বিশ্বের প্রথম সরকার প্রধান যিনি পরিবেশ রক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবেশ, জলবায়ু ও পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) গ্রহণ করে এর রক্ষা এবং উন্নয়নে নিয়ত কাজ করে চলেছেন। তিনিই বর্তমানে পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদের শীর্ষস্থানীয় নেত্রী। পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদের তিনি বিশ্ব নেত্রী (world leader)। তাঁর ধারে কাছেও বিশ্বের আর কোন রাষ্ট্রনায়ককে আমরা দেখিনা। বরং দেখি প্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশকে জেনে, শুনে এবং বুঝে ধ্বংস করে সামরিক উন্নতির মাধ্যমে নিজেদের তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রচার করার হাস্যকর দম্ভ। যা খুবই দূর্ভাগ্যজনক।

আমাদের বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই গর্ব এবং আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুদীর্ঘ ২৫ (পঁচিশ) বছরের গৃহযুদ্ধ কার্যকরী ও সফলতার সাথে অবসান করেন যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ এবং পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরের গৃহযুদ্ধ অবসানের কারণে ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে "হুপে-বোয়ানি" (Houphouet- Boigny) শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার বিপরীতে বড় বড় রাষ্ট্রসমূহ তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পূরণের জন্য সারা বিশ্বের প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু এবং পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ধ্বংস করে চলেছে এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করছে। প্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কারণে জাতিসংঘ ২০১৫ সালে তাঁকে ***"United Nations Champions of the Earth"*** হিসেবে ঘোষণা করে। যাঁকে ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল *'Channel 4 News'* সেপ্টেম্বর, ২০১৭-এ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের মহৎ কর্মের জন্য ***"Mother of the Humanity"*** হিসেবে উপস্থাপন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর উপরিল্লিখিত কর্ম উদ্যোগে, সাহসী পদক্ষেপ এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বিশ্ববাসীর নিকট 'ধরিত্রী মা' তথা ***"Mother of the Earth"***।

তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনা, বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশ, জলবায়ু ও পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদের উন্নয়ন ইত্যাদিতে তাঁর চলার পথ মসৃন ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯ (উনিশ) বার তাঁর জীবনের উপর সশস্ত্র হামলা মোকাবিলা করতে হয়েছে, ৯(নয়) বার কারাবরণ করতে হয়েছে এবং অসংখ্যবার দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে।নির্দয়, হৃদয় ভাংগা, অমানবিক, জঘন্য মিথ্যা সমালোচনায় তাঁর হৃদয় মন ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করেছে এ দেশেরই গুটিকয়েক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি। কিন্তু বাংলাদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের দোয়া ও ভালবাসার বৃষ্টিতে স্নাত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল সশস্ত্র হামলা, কারাবরণ, সমালোচনা এবং ষড়যন্ত্রকে জয় করে প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু এবং পাবলিক ট্রাস্ট সম্পদ রক্ষায় দূর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন বৃত্তান্ত "বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন" হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরকারী ওয়েব সাইট থেকে অবিকল উদ্ধৃত হল (Pmo.gov.bd.)ঃ

"প্রধানমন্ত্রীর- জীবন-বৃত্তান্ত

শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ০৭ জানুয়ারী ২০১৯ শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ১২ জানুয়ারি শেখ হাসিনা তৃতীয়বারের মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তিনি প্রথম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে বছরের ১২ জুনের সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁর দল আওয়ামী লীগ পরাজয় বরণ করে। শেখ হাসিনা বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে বিএনপি-জামাত সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে জটিলতা সৃষ্টি করলে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। প্রায় ২ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ঐ সরকার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে । এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এর আগে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ৩টি সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই নির্বাচনের পরেই দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেখ হাসিনা নব্বইয়ের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং এই আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।

১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনা পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দলসহ সকলকে সংগঠিত করেন।

১৯৯৬ সালে বিএনপির ভোটারবিহীন নির্বাচনের বিরুদ্ধে তিনি গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের মুখে ৩০ মার্চ তৎকালীন খালেদা জিয়ার সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।

মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় শেখ হাসিনা সবসময়ই আপোষহীন। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনায় দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সরকার ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের আওতায় স্থাপিত ট্রাইবুনাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছে এবং রায় কার্যকর করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ৫ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শেখ হাসিনা। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট গার্লস

কলেজের ছাত্রসংসদের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি এই কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরের বছর সভাপতি ছিলেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং ছাত্রলীগের রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই শেখ হাসিনা সকল গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা সেসময় পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় বেঁচে যান। পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে ৬ বছর ভারতে অবস্থান করেন। ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডে থেকে তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ করে অবশেষে তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন।

১৯৮১ সালে দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পরপরই তিনি শাসকগোষ্ঠির রোষানলে পড়েন। তাঁকে বারবার কারান্তরীণ করা হয়। তাঁকে হত্যার জন্য কমপক্ষে ১৯ বার সশস্ত্র হামলা করা হয়।

১৯৮৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার তাঁকে আটক করে ১৫ দিন অন্তরীণ রাখে। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি এবং নভেম্বর মাসে তাঁকে দু বার গৃহবন্দী করা হয়। ১৯৮৫ সালের ২রা মার্চ তাঁকে আটক করে প্রায় ৩ মাস গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে তিনি ১৫ দিন গৃহবন্দী ছিলেন। ১৯৮৭ সালে ১১ নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে এক মাস অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৮৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা গ্রেফতার হয়ে গৃহবন্দী হন। ১৯৯০ সালে ২৭ নভেম্বর শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরীণ করা হয়। ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে সংসদ ভবন চত্বরে সাবজেলে পাঠায়। প্রায় ১ বছর পর ২০০৮ সালের ১১ জুন তিনি মুক্তিলাভ করেন।

শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য হামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে তাঁকে লক্ষ করে পুলিশের গুলিবর্ষণ। এতে যুবলীগ নেতা নূর হোসেন, বাবুল ও ফাত্তাহ নিহত হন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তাঁকেসহ তাঁর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে শেখ হাসিনাকে লক্ষ করে এরশাদ সরকারের পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় শেখ হাসিনা অক্ষত থাকলেও ৩০ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী শহীদ হন। লালদীঘি ময়দানে ভাষণদানকালে তাঁকে লক্ষ্য করে ২ বার গুলিবর্ষণ করা হয়। জনসভা শেষে ফেরার পথে আবারও তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য বারবার হামলা করা হয়। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন চলাকালে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে তাঁর কামরা লক্ষ্য করে অবিরাম গুলিবর্ষণ করা হয়। ২০০০ সালে কোটালীপাড়ায় হেলিপ্যাডে এবং শেখ হাসিনার জনসভাস্থলে ৭৬ কেজি ও ৮৪ কেজি ওজনের দুটি বোমা পুতে রাখা হয়। শেখ হাসিনা পৌছার পূর্বেই বোমাগুলো সনাক্ত হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বিএনপি সরকারের সময় সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা হয় ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট।

ঐদিন বঙ্গবন্ধু এভিন্যুয়ে এক জনসভায় বক্তব্য শেষ করার পরপরই তাকে লক্ষ করে এক ডজনেরও বেশি আর্জেস গ্রেনেড ছোড়া হয়। লোমহর্ষক সেই হামলায় শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেলেও আইভি রহমানসহ তার দলের ২২ নেতাকর্মী নিহত হন এবং ৫ শোর বেশি মানুষ আহত হন। শেখ হাসিনা নিজেও কানে আঘাত পান।

শত বাধা-বিপত্তি এবং হত্যার হুমকিসহ নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে শেখ হাসিনা ভাত-ভোট এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ অর্জন করেছে গণতন্ত্র ও বাক-স্বাধীনতা। বাংলাদেশ পেয়েছে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা। শেখ হাসিনার অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

শেখ হাসনির শাসনামলে আর্থ-সামাজিক খাতে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনা সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলো ছিল ভারতের সঙ্গে সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা নদীর পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মান এবং খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন। এছাড়া, তিনি কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভূমিহীন, দুস্থ মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্কদের জন্য শান্তি নিবাস, আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে শেখ হাসিনা সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,২৬০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ, গড়ে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন, ৫ কোটি মানুষকে মধ্যবিত্তে উন্নীতকরণ, ভাতর ও মায়ানমারের সঙ্গে সামুদ্রিক জলসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষর্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড এবং ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, বিনা জামানতে বর্গাচাষীদের ঋণ প্রদান, চিকিৎসাসেবার জন্য সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৩৮.৪ থেকে ২০১৩-১৪ বছরে ২৪.৩ শতাংশে হ্রাস, জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার শান্তির মডেল গ্রহণ ইত্যাদি।

২০১৪ সালের পর এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্থল সীমানা চুক্তির অনুমোদন এবং দুই দেশ কর্তৃক অনুসমর্থন, (এরফলে দুই দেশের মধ্যে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোদের অবসান হয়েছে), মাথাপিছু আয় ১,৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে হ্রাস, ৩২ বিলিয়ন ডলারের উপর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন শুরু ইত্যাদি।

শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশ্বের বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন ডিগ্রি এবং পুরস্কার প্রদান করে।

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কটল্যান্ডের অ্যাবারটে

বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের বিশ্বভারতী এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রাসেলসের বিশ্ববিখ্যাত ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, রাশিয়ার পিপলস ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব পিটার্সবার্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া ফ্রান্সের ডাওফি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডিপ্লোমা প্রদান করে।

সামাজিক কর্মকান্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো তাঁকে "হুপে-বোয়ানি" (Houphouet-Boigny) শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রানডলপ ম্যাকন উইমেন্স কলেজ ২০০০ সালের ৯ এপ্রিল মর্যাদাসূচক "Pearl S. Buck' ৯৯" পুরুস্কারে ভূষিত করে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে সম্মানজনক 'সেরেস' (CERES) মেডেল প্রদান করে। সর্বভারতীয় শান্তিসংঘ শেখ হাসিনাকে ১৯৯৮ সালে "মাদার টেরেসা" পদক প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক রোটারি ফাউন্ডেশন তাঁকে Paul Haris ফেলোশিপ প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় কংগ্রেস ১৯৯৭ সালে তাকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্মৃতি পদক প্রদান করে। আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব কর্তৃক ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে তিনি "Medal of Distinction" পদক ও ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে "Head of State" পদক লাভ করেন। ২০০৯ সালে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকা পালনের জন্য শেখ হাসিনাকে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বৃটেনের গ্লোবাল ডাইভারসিটি পুরস্কার এবং ২ বার সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৪ সালে ইউনেসকো তাঁকে 'শান্তিরবৃক্ষ' এবং ২০১৫ সালে উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশীপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভলপমেন্ট এক্সপো-২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে সয়ম্ভরতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে তাঁকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে।

জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশীপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ-২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এছাড়া, টেকসই ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য International Telecommunication Union (ITU) শেখ হাসিনাকে ICTs in Sustainable Development Award-2015 প্রদান করে।

শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচিয়তা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ "শেখ মুজিব আমার পিতা", ওরা টোকাই কেন?, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম", দারিদ্র্য বিমোচন, কিছু ভাবনা", "আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম", আমরা জনগণের কথা বলতে

এসেছি", "সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র", "সাদা কালো", "সবুজ মাঠ পেরিয়ে", Miles to Go, The Quest for Vision-2021 (two volumes)।

শেখ হাসিনা "জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" এর সভাপতি। তিনি গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে বিশ্বাসী এবং দরিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।"

যেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক তা হল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু এবং পাবলিক ট্রাস্ট সম্পদ সংশ্লিষ্টতায় পরিকল্পনা এবং উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের নিমিত্ত তিনি যে সকল আইন প্রণয়ন করেছেন, পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে আমাদের দেশের শতাধিক পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতে একটিও গবেষণা পত্র তৈরি করা হয় নাই, দেশীয় এবং বিদেশী পরিবেশ সমিতিসমূহ সভা সেমিনার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং পরিবেশের উপর কোন কলাম লেখক পত্রিকায় কোন বিশেষ লেখালেখি প্রকাশ করেন নাই। যদি প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু এবং পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে গবেষণা, লেখালেখি এবং সভা-সেমিনার হত তাহলে সারা বিশ্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপরিল্লিখিত কর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে অবহিত হয়ে উপকৃত হত এবং স্ব স্ব দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু উন্নয়নে সঠিক ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত।

প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদঃ

প্রকৃতির আইন হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ আইন। প্রকৃতির আইনের পরিপন্থীভাবে প্রণীত পৃথিবীর সকল দেশের আইন বাতিল।

নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্র, বন, বন্য প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, জীব বৈচিত্র্য এ সব কিছু নিয়ে আমাদের ধরিত্রি। কোন মানুষ নদ-নদী, সমুদ্র, বন, বন্যপ্রাণী, সামুদ্রিক প্রানী, পাখি সৃষ্টি করে নাই। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর সকল কর্মকান্ড শ্বাশত কাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে আসছে। কোন মানুষের বানানো নিয়মে এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস পানি জলবায়ু এবং পরিবেশ চলে না।

এটি এখন বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, বায়ুমন্ডল এবং জলবায়ুকে পরিবর্তন করার অধিকার কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাই। অপরদিকে বাংলাদেশ বায়ুমন্ডল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধের নিমিত্তে অঙ্গীকারবদ্ধ।

পরিবেশ আইন থাকা সত্ত্বেও মানবজাতি যথেচ্ছাচারভাবে প্রকৃতি তথা nature এর সকল স্থাপনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে। অথচ মানবজাতির টিকে থাকা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি তথা nature এর যে সব ধরনের আইনী অধিকার অছে তা স্বীকার করা এবং প্রকৃতি তথা nature এর সকল ধরনের আইনি

অধিকারসমূহ আমাদের আইনি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। শত শত বছর যাবৎ সারা বিশ্বে বিভিন্ন বিশেষ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি (indigenous) জনগণ প্রকৃতি তথা nature কে 'প্রথাগত আইন' (customary law) এর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র হল "*For every action, there is an equal and opposite reaction,*" অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। প্রকৃতিকে যথেচ্ছাভাবে দখল এবং দূষণ করলে প্রকৃতিও ছেড়ে কথা বলবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবজাতির বেআইনী ব্যবহার তথা অন্যায় আচরণের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি মানবজাতির উপর তাইতো সময়ে সময়ে সুনামী, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প এবং ভূমিধ্বসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রদান করে। কেউই বেআইনী ব্যবহার প্রত্যাশা করে না। প্রকৃতিও বেআইনী ব্যবহার আশা করে না। প্রকৃতি মানবজাতির কাছে আইনী ব্যবহার আশা করে এবং প্রকৃতি আইনী ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ প্রকৃতিরও আইনগত অধিকার আছে টিকে থাকার। আমরা যদি প্রকৃতির সাথে বেআইনী আচরণ করি তাহলে প্রকৃতিও আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সে তার রুদ্রমূর্তি দেখাবে যাতে আমাদের মানবজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

মানবজাতি কর্তৃক প্রণীত আইন মানার কোন বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যকতা প্রকৃতির নাই। বরং মানবজাতি অতি অবশ্য প্রকৃতির সকল প্রকার নিয়ম নীতি মেনে চলতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে 'অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হবে না'। আমরা মানবজাতি অপরাধ করব আর প্রকৃতি নিশ্চুপ থাকবে এটা আশা করা যায় না। আমরা মানবজাতি যে পরিমাণ অপরাধ করব প্রকৃতিও আমাদের সে পরিমাণ শাস্তি দিবে। সুতরাং মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে অনতিবিলম্বে প্রকৃতিকে তার যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে তথা তার আইনগত অধিকার প্রদান করতে হবে।

প্রকৃতির আইনগত অধিকার স্বীকার করে আমরা প্রকৃতিকে কোন দয়া করছিনা বরং আমরা মানবজাতি নিজেদের রক্ষা করছি মাত্র। যত দ্রুত প্রকৃতির আইনগত অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হবে ততই মানবজাতির জন্য মঙ্গল।

পরিবেশকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ একটি শক্তিশালী আইনী হাতিয়ার। পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সংজ্ঞায়িত করা সম্ভবও নয় যৌক্তিকও নয়; কারণ অনাগত ভবিষ্যতে আদালত কর্তৃক নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এবং সংসদ কর্তৃক নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এটি বিস্তারলাভ করবে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা হয় জনসাধারণের প্রয়োজনে। এর মাধ্যমে যে সব সম্পত্তিতে জনগণের স্বার্থ আছে সেসব সম্পত্তির কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ তথা দেখভাল এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তিত হয়। সম্পত্তি হস্তান্তর দ্বারা রাষ্ট্র জনগণের সেই অধিকার পরিত্যক্ত করতে পারবে না- এটি এই নীতির অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, ঝিল, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস এর গুরুত্ব মানুষের জন্য তথা মানবজাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এসব সম্পদকে ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদের পরিপন্থী। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, বন এবং বাতাস প্রকৃতি প্রদত্ত উপহার, প্রকৃতি প্রদত্ত আশির্বাদ। এসবকে অবশ্যই সকলের বাধাহীন ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। এ সকল সম্পত্তি হয় সকলের, নয়তো কারো নয়।

রাষ্ট্র হচ্ছে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণীর ন্যাস রক্ষক তথা ট্রাষ্টি (Trustee) । এখানে জনগণ হল আমানতকারী এবং রাষ্ট্র হল আমানত গ্রহীতা। রাষ্ট্র কোন অবস্থায়ই জনগণের আমানত খেয়ানত করবে না।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, (নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণী ইত্যাদি) সকল কিছু জনগণ কর্তৃক ব্যবহার ও উপভোগ করার জন্য এবং তা প্রকৃতি দ্বারা স্থিরকৃত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হল সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ট্রাষ্টি (Trustee) বা ন্যাস রক্ষক। ট্রাষ্টি (Trustee) হিসেবে রাষ্ট্রের আইনগত দায়িত্ব হল সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ জনগণের ব্যবহারের জন্য স্থিরকৃত সেহেতু এটি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরির্তন বা কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যায় না।

পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ রাষ্ট্রের উপর এরূপ দায়িত্ব অর্পন করে যে, পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি যেন কোনভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা না হয়।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস সাধারণ জনগণের মুক্ত এবং বাধাহীন ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা করবেন। এখানে রাষ্ট্র অছি বা **ন্যাসরক্ষক বা ট্রাষ্টি (trustee)** হিসেবে তথা আইনসম্মত রক্ষাকারী বা পরিচালক হিসেবে উক্ত পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র,

উন্মুক্ত জলাভূমি, বন, পাহাড়-পর্বত, টিলা ও বন্যপ্রাণী ইত্যাদি পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তির রক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নয়ন করবেন। এখানে জনগণ পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি গচ্ছিত প্রদানকারী।

বিনামূল্যে এবং বাধাহীনভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পদ সংরক্ষিত। আদালতের কর্তব্য হল উক্ত পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ যেন কোন ব্যক্তি কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরকার কর্তৃক কোনরূপ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা না হয় তার দেখভাল করা।

সংবিধান, পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বঃ

যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ আমাদের সংবিধানের অংশ সেহেতু নির্বাহী কর্তৃপক্ষ পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ অনুসরণ করে তার সকল কার্য করবে। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের নিমিত্ত কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করবে না।

প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পদ (Public Trust Property) রক্ষণ এবং সংরক্ষণ সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আইনগত দায়িত্বঃ

সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে মনে রাখতে হবে যে, তারা জনগণ কর্তৃক নিয়োগকৃত। আর জনগণ এ নিয়োগ তাকে দিয়েছে সরকারের সহায়তার মাধ্যমে। সুতরাং সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনগণের সম্পদের দেখভাল করতে বাধ্য এবং এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে জনগণের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। জনগণ এ কৈফিয়ত সরকারের মাধ্যমে, আদালতের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি আদায় করতে সকল সময়ে অধিকারী।

পরিবেশ, জলবায়ু এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন (Sustainable development)ঃ-

দ্রুত উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাপ থেকে পানি এবং পানি সম্পর্কিত সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ এবং রক্ষা করতে প্রাচীনকাল থেকে পাবলিক ট্রাষ্ট্র মতবাদ পৃথিবীব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, (নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন এবং বন্য প্রাণী) ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা ধ্বংস করা যাবে না।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণে সফলতা কিংবা সামর্থ্যের সাথে আপোষ না করে বর্তমানের প্রয়োজন পূরণার্থে উন্নয়নকে বলা হয় ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন *(Sustainable development)* তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন। আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন মতবাদ *(Principle of Sustainable Development*) অনুসরণ করতে হবে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশ দূষণ এর মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১৬ জুন ১৯৭২ সনে গৃহীত মানুষের/মানবজাতির পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলনে যে ঘোষণা প্রদান করা হয় যা স্টকহোম ঘোষণা (Stockholm Declaration) নামে খ্যাত তা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ-

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment

The United Nations Conference on the Human Environment, having met at Stockholm from 5 to 16 June 1972,having considered the need for a common outlook and for common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment, Proclaims that:

1. Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this planet a stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and technology, man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights the right to life itself.

2. The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.

3. Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating and advancing. In our time, man's capability to transform his surroundings, if used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment. We see around us growing evidence of man-made harm in many regions of the earth: dangerous levels of pollution in water, air, earth and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies, harmful to the physical, mental and social health of man, in the man-made environment, particularly in the living and working environment.

4. In the developing countries most of the environmental problems are caused by under-development. Millions continue to live far below the minimum levels required for a decent human existence, deprived of adequate food and clothing, shelter and education, health and sanitation. Therefore, the developing countries must direct their efforts to development, bearing in mind their priorities and the need to safeguard and improve the environment.

For the same purpose, the industrialized countries should make efforts to reduce the gap themselves and the developing countries. In the industrialized countries, environmental problems are generally related to industrialization and technological development.

5. The natural growth of population continuously presents problems for the preservation of the environment, and adequate policies and measures should be adopted, as appropriate, to face these problems. Of all things in the world, people are the most precious. It is the people that propel social progress, create social wealth, develop science and technology and, through their hard work, continuously transform the human environment. Along with social progress and the advance of production, science and technology, the capability of man to improve the environment increases with each passing day.

6. A point has been reached in history when we must shape our actions throughout the world with a more prudent care for their environmental consequences. Through ignorance or indifference we can do massive and irreversible harm to the earthly environment on which our life and well being depend. Conversely, through fuller knowledge and wiser action, we can achieve for ourselves and our posterity a better life in an environment more in keeping with human needs and hopes. There are broad vistas for the enhancement of environmental quality and the creation of a good life. What

is needed is an enthusiastic but calm state of mind and intense but orderly work. For the purpose of attaining freedom in the world of nature, man must use knowledge to build, in collaboration with nature, a better environment. To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind-a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and of worldwide economic and social development.

7. To achieve this environmental goal will demand the acceptance of responsibility by citizens and communities and by enterprises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, by their values and the sum of their actions, will shape the world environment of the future.

Local and national governments will bear the greatest burden for large-scale environmental policy and action within their jurisdictions. International cooperation is also needed in order to raise resources to support the developing countries in carrying out their responsibilities in this field. A growing class of environmental problems, because they are regional or global in extent or because they affect the common international realm, will require extensive cooperation among nations and action by international organizations in the common interest.

The Conference calls upon Governments and peoples to exert common efforts for the preservation and improvement of the human environment, for the benefit of all the people and for their posterity.

Principles

States the common conviction that:

Principle 1

Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.

Principle 2

The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.

Principle 3

The capacity of the earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever practicable, restored or improved.

Principle 4

Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development.

Principle 5

The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind.

Principle 6

The discharge of toxic substances or of other substances and the release of heat, in such quantities or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, must be halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not inflicted upon ecosystems. The just struggle of the peoples of ill countries against pollution should be supported.

Principle 7

States shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea.

Principle 8

Economic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life.

Principle 9

Environmental deficiencies generated by the conditions of under-development and natural disasters pose grave problems and can best be remedied by accelerated development through the transfer of substantial quantities of financial and technological assistance as a supplement to the domestic effort of the developing countries and such timely assistance as may be required.

Principle 10

For the developing countries, stability of prices and adequate earnings for primary commodities and raw materials are essential to environmental management, since economic factors as well as ecological processes must be taken into account.

Principle 11

The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries, nor should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and international organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures.

Principle 12

Resources should be made available to preserve and improve the environment, taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and any costs which may emanate-from their incorporating environmental safeguards into their development planning and the need for making available to them, upon their request, additional international technical and financial assistance for this purpose.

Principle 13

In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population.

Principle 14

Rational planning constitutes an essential tool for reconciling any conflict between the needs of development and the need to protect and improve the environment.

Principle 15

Planning must be applied to human settlements and urbanization with a view to avoiding adverse effects on the environment and obtaining maximum social, economic and environmental benefits for all. In this respect projects which are designed for colonialist and racist domination must be abandoned.

Principle 16

Demographic policies which are without prejudice to basic human rights and which are deemed appropriate by Governments concerned should be applied in those regions where the rate of population growth or excessive population concentrations are likely to have adverse effects on the environment of the human environment and impede development.

Principle 17

Appropriate national institutions must be entrusted with the task of planning, managing or controlling the 9 environmental resources of States with a view to enhancing environmental quality.

Principle 18

Science and technology, as part of their contribution to economic and social development, must be applied to the identification, avoidance and control of environmental risks and the solution of environmental problems and for the common good of mankind.

Principle 19

Education in environmental matters, for the younger generation as well as adults, giving due consideration to the underprivileged, is essential in order to broaden the basis for an enlightened opinion and responsible conduct by individuals, enterprises and communities in protecting and improving the environment in its full human dimension. It is also essential that mass media of communications avoid contributing to the deterioration of the environment, but, on the contrary, disseminates information of an

educational nature on the need to project and improve the environment in order to enable mal to develop in every respect.

Principle 20

Scientific research and development in the context of environmental problems, both national and multinational, must be promoted in all countries, especially the developing countries. In this connection, the free flow of up-to-date scientific information and transfer of experience must be supported and assisted, to facilitate the solution of environmental problems; environmental technologies should be made available to developing countries on terms which would encourage their wide dissemination without constituting an economic burden on the developing countries.

Principle 21

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility
to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Principle 22

States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction.

Principle 23

Without prejudice to such criteria as may be agreed upon by the international community, or to standards which will have to be determined nationally, it will be essential in all cases to consider the systems of values prevailing in each country, and the extent of the applicability of standards which are valid for the most advanced countries but which may be inappropriate and of unwarranted social cost for the developing countries.

Principle 24

International matters concerning the protection and improvement of the environment should be handled in a cooperative spirit by all countries, big and small, on an equal footing.

Cooperation through multilateral or bilateral arrangements or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all States.

Principle 25

States shall ensure that international organizations play a coordinated, efficient and dynamic role for the protection and improvement of the environment.

Principle 26

Man and his environment must be spared the effects of nuclear weapons and all other means of mass destruction. States must strive to reach prompt agreement, in the relevant international organs, on the elimination and complete destruction of such weapons.

21st plenary meeting
16 June 1972
Chapter 11

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর জাতিসংঘের ১৯৯২ সালের " রিও" ঘোষণা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

THE RIO DECLARATION
ON
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992)

PREAMBLE

The United Nations Conference on Environment and Development,

Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992,

Reaffirming the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, and seeking to build upon it,

With the goal of establishing a new and equitable global partnership through the creation of new levels of co-operation among States, key sectors of societies and people,

Working towards international agreements which respect the interests of all and protect the integrity of the global environmental and developmental system,

Recognizing the integral and interdependent nature of the Earth, our home,

Proclaims that:

PRINCIPLE 1

Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.

PRINCIPLE 2

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

PRINCIPLE 3

The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.

PRINCIPLE 4

In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.

PRINCIPLE 5

All States and all people shall co-operate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world.

PRINCIPLE 6

The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries.

PRINCIPLE 7

States shall co-operate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.

PRINCIPLE 8

To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies.

PRINCIPLE 9

States should co-operate to strengthen endogenous capacity-building for sustainable development by improving scientific understanding through exchanges of scientific and technological knowledge, and by enhancing the development, adaptation, diffusion and transfer of technologies, including new and innovative technologies.

PRINCIPLE 10

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

PRINCIPLE 11

States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.

PRINCIPLE 12

States should co-operate to promote a supportive and open international economic system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or global environmental problems should, as far as possible, be based on an international consensus.

PRINCIPLE 13

States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. States shall also co-operate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to
areas beyond their jurisdiction.

PRINCIPLE 14

States should effectively co-operate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.

PRINCIPLE 15

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

PRINCIPLE 16

National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.

PRINCIPLE 17

Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.

PRINCIPLE 18

States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those States. Every effort shall be made by the international community to help States so afflicted.

PRINCIPLE 19

States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected States on activities that may have a significant adverse transboundary environmental effect and shall consult with those States at an early stage and in good faith.

PRINCIPLE 20

Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development.

PRINCIPLE 21

The creativity, ideals and courage of the youth of the world should be mobilized to forge a global partnership in order to achieve sustainable development and ensure a better future for all.

PRINCIPLE 22

Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.

PRINCIPLE 23

The environment and natural resources of people under oppression, domination and occupation shall be protected.

PRINCIPLE 24

Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and co-operate in its further development, as necessary.

PRINCIPLE 25

Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.

PRINCIPLE 26

States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations.

PRINCIPLE 27

States and people shall co-operate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfilment of the principles embodied in this Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয়কে একে অন্যের সহমর্মিতার হাত ধরে চলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেন কোনভাবে অর্থনীতি এবং উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ না করে, তেমনিভাবে পরিবেশের বিনিময়ে কোন উন্নয়ন নয়। কেবলমাত্র পরিবেশের সঠিক এবং যথাযথ ভারসাম্য ও সুরক্ষা আবশ্যকভাবে নিশ্চিত করেই উন্নয়ন করতে হবে।

পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর **'রিও'** ঘোষণার নীতি- ১ (Principle-1) মোতাবেক মানবজাতি ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়, প্রকৃতির সাথে সংগতি / ভারসাম্য রেখে মানবজাতির স্বাস্থ্যসম্মত এবং সৃষ্টিশীল জীবন পাওয়ার অধিকারী। অপরদিকে **'রিও'** ঘোষণার নীতি-৪ (Principle-4) মোতাবেক

ভারসাম্যযুক্ত/ উন্নয়ন অর্জন করতে হলে পরিবেশ রক্ষাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে অবশ্যই গন্য করতে হবে।

পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর জাতিংঘের বিশ্ব কমিশন [The World Commission on Environment and Development (WCED)1987)] প্রথম একত্রিত হয় অক্টোবর, ১৯৮৪ সালে এবং ৯০০ দিন পর কমিশন তার ঐতিহাসিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এপ্রিল, ১৯৮৭ সালে। ***"আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ" (Our Common Future)*** শিরোনামের WCED এর প্রতিবেদন এর 3. Sustainable Development উপশিরোনাম অনুচ্ছেদ ২৭-এ ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়নকে নিম্নবর্ণিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

> *"27. Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that* ***it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs****. The concept of sustainable development does imply limits- not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make way for a new era of economic growth. The Commission believes that widespread poverty is no longer inevitable. Poverty is not only an evil in itself, but sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfil their aspirations for a better life. A world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and other catastrophes."*

<u>আগাম প্রতিরোধ নীতি (The precautionary principle)</u>

রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় *'আগাম প্রতিরোধ নীতি'* অবলম্বন করবে। রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সময় *'আগাম প্রতিরোধ নীতি'* গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর **রিও** ঘোষণার 'নীতি-১৫ (Principle -15)' মোতাবেক ***"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States*** *according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainly shall not be used as a reason for postponing cost- effective measures to prevent environmental degradation."*

<u>দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি (Polluter's Pay Principle)</u>

তুরাগ নদীতে ব্যাপকহারে যে দূষণ ও দখল হয়েছে তা পুনরুদ্ধারে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে সেটা কি জনগণের ঘামে ঝরা অর্থে পুনুরুদ্ধার করা হবে? না যিনি অবৈধ দখল বা দূষণ করেছেন তিনি দখল ও দূষণ পুনরুদ্ধারের সকল খরচ বহন করবেন? যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা পরিবেশ দূষণ করবে, নদ-নদী দূষণ ও দখল করবে তাকেই পরিবেশ দূষণের, নদ-নদী দূষণ ও দখল পুনরুদ্ধারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে

হবে। অর্থাৎ দূষণ পূর্ববর্তী অবস্থায় ফেরৎ যেতে যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দূষণকারী এবং দখলকারী প্রদান করবে। **'রিও'** ঘোষণার 'নীতি-১৬ (Principle-16)' মোতাবেক "*National authorities should endeavour to promote the internationalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the application that* ***the polluter should in principle bear the cost of pollution with due regard to the public interest*** *and without distorting international trade and investment."*

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ বলা হয়েছে ***"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"***

অর্থাৎ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি তথা সমুদ্র, সমুদ্রের তীর, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিলসহ সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল নাগরিকের জন্য সংরক্ষিত। এসব সম্পত্তির মালিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নাগরিকগণ। নাগরিকের এই মালিকানা সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত।

অপরদিকে অনুচ্ছেদ ২১ মোতাবেক ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) '*** রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিক জাতীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) '*** এবং ***পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property)*** সমার্থক। যা জাতীয় সম্পত্তি তাই পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি, আবার যা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি তাই জাতীয় সম্পত্তি। ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)'*** তথা ***পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property)*** সংশ্লিষ্টতায় সরকার ন্যাস রক্ষক বা ট্রাষ্টি (Trustee), মালিক নয়। ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) '*** তথা ***পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property)*** এর মালিক জনগণ। ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) '*** তথা ***পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property)*** সংশ্লিষ্টতায় সরকারের ভূমিকা হল) জনগণের উপকারার্থে ন্যাস রক্ষক বা ট্রাষ্টি (Trustee) স্বরূপ। ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) '*** তথা ***পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property)*** হল পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, খাল-বিলের পাড়, হাওর, বাওর, ঝিল, নালা, ঝিরি, সকল উন্মুক্ত জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, বন, বন্য প্রাণী, বাতাস ইত্যাদিসহ এমন সকল সম্পদ যা প্রকৃতির দান। এসব

সম্পত্তি সকলের এবং এসবের উপর প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। অর্থাৎ এসব সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল নাগরিক।

অনুচ্ছেদ ২১ উপ-অনুচ্ছেদ (২) মোতাবেক সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সুতরাং ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)'*** বা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন জনসেবার অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব। অর্থাৎ তাদের অবশ্য কর্তব্য হল ***'জাতীয় সম্পত্তি (Public Property)'*** বা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১-এ বলা হয়েছে *''আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।''*

সুতরাং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সম্পত্তির হানি ঘটানো যাবে না। জাতীয় সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার কেউ হরণ করতে পারবে না। যখনই কেউ হরণ করবে তখনই নাগরিকগণ তার উক্ত মৌলিক অধিকার আদায় করতে তথা বলবৎ করতে হাইকোর্ট বিভাগে অনুচ্ছেদ ১০২ এর আওতায় রীট পিটিশন দাখিল করার অধিকারী। যখনই জনগণের সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় কিংবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হবে তখনই প্রত্যেক নাগরিকের, সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি এবং আদালতের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল এসব সম্পত্তি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক, ২১, ৩১ এবং ৩২ একত্রে পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল নাগরিকের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ উপরিল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের উপর জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহের

যেকোনটি থেকে কোন নাগরিককে বঞ্চিত করা জনগণের মৌলিক অধিকার তথা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ এর পরিপন্থী।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ সংক্রান্তে যে কোন অধিকার যেহেতু প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি সেহেতু উক্ত সম্পত্তির হানি ঘটলে তথা বঞ্চিত করা হলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিক আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী এবং উপরিল্লিখিত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের ১ দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করিবার অধিকারী। নাগরিকের এই বলবৎযোগ্য অধিকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

জনপ্রতিনিধিগণ, সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সকল অফিসার এবং সৈনিক, বিচার বিভাগের সকল বিচারকসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য হল এসব জাতীয় সম্পত্তি তথা পাবলিক ট্রাস্ট সম্পত্তিকে ব্যক্তি মালিকানা কিংবা বাণিজ্যিক ব্যবহার হতে রক্ষা করা এবং সকল নাগরিকের সমভাবে ব্যবহারের নিমিত্ত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

সাংবিধানিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন তথা বেঁচে থাকার অধিকার *(right to life)* সংরক্ষিত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এ বলা হয়েছে যে, ***"আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।"*** অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে তার জীবন হতে বঞ্চিত করা যায় না। অপর কথায় বেঁচে থাকার অধিকার *(right to life)* প্রত্যেক ব্যক্তির সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার।

পরিবেশ আইনে জীবন (life) বা প্রাণ-কে এর বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা প্রদান করে পরিবেশকে এর অন্তর্ভূক্ত করে। এরূপে, প্রয়োজনের তাগিদে পরিবেশ আইনে জীবনের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করা হয়েছে। স্টকহোম ঘোষণার (Stockholm Declaration) এর ১ নং নীতি (Principle-1) মোতাবেক-

> ***"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life; in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being."***

অর্থাৎ জীবন শুধু একটা শরীর এবং তার ভিতর একটি আত্মা নয়। জীবন হল ভালভাবে সম্মানের সাথে সুস্থ সুন্দর উন্নত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার।

Asian Human Rights Charter (A Peoples' Charter Declared in Kwangju, South Korea on 17 May 1998) এর অনুচ্ছেদ ২.৯-এ বলা হয়েছে যে,

> *"2.9 Economic development must be sustainable. We must protect the environment against the avarice and depredations of commercial enterprises* ***to ensure that the quality of life does not decline just as the gross national product increases.*** *Technology must liberate, not enslave human beings. Natural resources must be used in a manner consistent with our obligation to future generations.* ***We must never forget that we are merely temporary custodians of the resources of nature.*** *Nor should we forget that these resources are given to all human kind, and consequently we have a joint responsibility for their responsible, fair and equitable use."*

প্রকৃতপক্ষে, আমরা মানবজাতি প্রকৃতির অভিভাবক। একজন অভিভাবক যেমনটি তার সন্তানকে রক্ষা ও উন্নত করতে সচেষ্ট থাকে তেমনি মানবজাতিকে প্রকৃতির অভিভাবক হিসেবে এর রক্ষা ও উন্নয়নে সচেষ্ট থাকতে হবে। এটাও দেখতে হবে যে ব্যাপক উন্নয়নের চাপে যার জন্য উন্নয়ন সেই মানবজাতির জীবনের সকল সুখ শান্তি ও সুস্থ পরিবেশ যেন নষ্ট না হয়।

অপরদিকে **'রিও'** ঘোষণার **১** নং নীতিটি পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান যে জীবন (life) এবং পরিবেশ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জীবন শব্দের অর্থ শরীর এবং আত্মা ছাড়াও আরও অনেক বিস্তৃত।

নদ-নদী দূষণ ও দখল হলে নদ-নদী বিলীন হয়ে যাবে। নদ-নদী বিলীন হয়ে গেলে পানি থাকবে না। পানি না থাকলে মৎস্য সম্পদ থাকবে না, কৃষি থাকবে না এবং সাথে সাথে মানুষের পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। সহজ ভাষায় পানি না থাকলে জীবন থাকে না। অর্থাৎ ব্যক্তি তাঁর বেঁচে থাকার সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার হারাবে।

সুতরাং এটা বলা যায় যে, দূষন মুক্ত পরিবেশ, সুপেয় পানির নিশ্চয়তা, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল, জলাভূমি, বন, বন্যপ্রাণী, বাতাস, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না। এসবের কোন একটির অভাব ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য হুমকি তথা এ সকল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না। এসব কিছু বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত হেতু এসবের উপর প্রত্যেক নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র, নদ-নদী, সমুদ্র তীর, নদীর পাড়, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন , বন্য প্রাণী এবং ভালভাবে সম্মানের সুস্থ সুন্দর ও উন্নত পরিবেশ জীবন (life) তথা বেঁচে থাকার (right to life) অন্যতম শর্ত যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে । সেহেতু পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহ ধ্বংসের যে কোন পদক্ষেপ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী তথা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ ধারার পরিপন্থী।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এ বলা হয়েছে যে, আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন হতে বঞ্চিত করা যাবে না। পরিবেশ দূষণের এবং পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহের ধ্বংসের কারণে প্রতিনিয়ত নাগরিকের তথা মানুষের জীবন হানি ঘটে চলেছে। সুতরাং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। আর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল- বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, সমুদ্র সৈকত, নদীর পাড়, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন এবং বাতাস পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তিসমূহের উপর সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে।

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, ঝিল, পাহাড়-পর্বত, টিলা, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এটা এখন বিশ্বব্যাপী সু-প্রতিষ্ঠিত মতবাদ যা বর্তমানে সকল দেশ কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৮ক এবং ২১ সংযোজন করে উক্ত পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ (Public Trust Doctrine) কে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি তথা জনগণের সম্পত্তি বা পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে জনগণের বলবৎযোগ্য অধিকার আছে।

নদীকে আইনী ব্যক্তি (legal person) এবং জীবন্ত সত্তা (living entity) ঘোষণাকারী আদালতঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নদীকে একটি ***স্বাধীন সত্তা*** (autonomous entity) হিসেবে ঘোষণা করে ২০১৬ সালে কলম্বিয়ার সাংবিধানিক আদালত। চোকো রাজ্যের (Choco Province) কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষায় আত্রাতো নদীর (Atrato River) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিবেচনায় এই নদী রক্ষায় কলম্বিয়ার সাংবিধানিক আদালত আত্রাতো নদী (Atrato River) কে স্বাধীন সত্তা (autonomous entity) ঘোষণা করে।

কলম্বিয়ার সাংবিধানিক আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা প্রদান করে রায় প্রদান করেন কলম্বিয়ার আদালতের ভাষা স্পেনিশ (Spanish) ভাষায়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে কলম্বিয়ার সাংবিধানিক আদালত তাদের গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহের মূল সিদ্ধান্তটি ইংরেজীতে প্রকাশ শুরু করে যা বর্তমানেও চলমান। প্রাসঙ্গিক বিধায় আত্রাতো নদীর সিদ্ধান্তটির সারবস্তু নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

"DECISION T-622/2016

THE ATRATO RIVER AS A " SUBJECT OF RIGHTS"

***"In this decision, the Colombian Constitutional Court ordered to protect the Atrato River as an autonomous entity subject to rights**. Following an ecocentric apporoach, the Court started from a basic premise: the earth does not belong to man but, on the contrary, man and all other species belong to the earth.*

"According to this view, the human species are just one more event within a long evolutionary chain that has endured for thousands of years and, therefore, they are in no way the owners of the other species, neither of the biodiversity or the natural resources, and they cannot determine the fate of the planet. Thus, this view sees nature as a real subject of rights that have to be recognized by the States and exercised under the supervision of its legal representatives, e. g. the communities who live in it or the communities who have a special relationship with it". On the basis of this reasoning, the protection of nature and environment constitutes a veritable constitutional challenge, because, as the Constitutional Court says, Colombia is the fifth most biologically diverse country on Earth. 54.871 species of animals live in this country.

After a long discussion about the importance of water throughout the history of humanity, starting with the civilizations settled in Mesopotamia, on the shores to the Tigris and Euphrates Rivers, the River Nile in Egypt, the River Ganges in India or the River Huang He in China, the ruling takes into account the foundational myth that is embodied by water. With this information, and returning to the domestic setting, the Court explained: " While the right to water is not expressly stated in the Constitution as a fundamental human right, the Constitutional Court regards it as such because it is part of the right to life under humanly dignified conditions not only when it is intended for human consumption but also because it is an essential part of the environment and it is necessary for the survival of multiple organisms and species that inhabit this planet. "

According to the Court, " the importance of the Nation's biological and cultural diversity for future generations and the survival of the planet creates in the states the need to adopt comprehensive public policies about conservation, preservation and cultural diversity." For this reason, the Atrato River constitutes an important factor of cultural identity in the Choco Province. However, the mining tradition in this area has been maintained for more than 500 years. It started with the establishment of Spanish mining colonies in Santa Maria la Antigua del Darien, a colonial town located in northern Choco province. Over the years, the area became synonymous with gold and wealth, as revealed through oral narrative made by great black inhabitants born in this area. These narratives spread quickly the legend of the land of gold. Today this is a no-man's land, or in other words, a disputed land."

(সূত্রঃ Internet site- English.Corteconstitucional.gov.co)

পৃথিবার ইতিহাসে নদীকে আইনগত ব্যক্তি (legal person) ঘোষণাকারী দ্বিতীয় আদালত হল ভারতের উত্তরখন্ড রাজ্যের হাইকোর্ট। মোঃ সেলিম বনাম উত্তরখন্ড রাজ্য ও অন্যান্য (Mohd. Salim –v- State of Uttararkhand and others) (Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014) মোকদ্দমায় উত্তরখন্ড হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিব শর্মা অভিমত প্রদান করেন যে,

"16. With the development of the society where the interaction of individuals fell short to upsurge the social development, the concept of juristic person was devised and created by human laws for the purposes of the society. A juristic person, like any other natural person is in law also conferred with rights and obligations and is dealt with in accordance with law. In other words, the entity acts like a natural person buy only through a designated person, as their Lordships have held in the judgments cited hereinabove, that for a bigger thrust of socio-political-scientific development, evolution of a fictional personality to be a juristic person becomes inevitable. This may be any entity, living inanimate, objects or things. It may be a religious institution or any such useful unit which may impel the Courts to recognise it. This recognition is for subserving the needs and faith of the society. Corpus Juris Secundum, vol. 6, page 778 explains the concept of juristic persons/ artificial persons thus: "Artificial persons. Such as are created and devised by human laws for the purposes of society and government, which are called corporations or bodies politic." A juristic person can be any subject matter other than a human being to which the law attributes personality for good and sufficient reasons. Juristic persons being the

arbitrary creations of law, as many kinds of juristic persons have been created by law as the society require for its development. (See salmond on Jurisprudence 12th Edition pages 305 and 306). Thus, to protect the recognition and the faith of society, Rivers Ganga and Yamuna are required to be declared as the legal persons/ living persons.

***17**. All the Hindus have deep Astha in rivers Ganga and Yamuna and they collectively connect with these rivers. Rivers Ganga and Yamuna are central to the existence of half of Indian population and their health and well being. The rivers have provided both physical and spiritual sustenance to all of us from time immemorial. Rivers Ganga and Yamuna have spiritual and physical sustenance. They support and assist both the life and natural resources and health and well-being of the entire community. Rivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining the communities from mountains to sea.*

***18**. The constitution of Ganga Management Board is necessary for the purpose of irrigation, rural and urban water supply, hydro power generation, navigation, industries. There is utmost expediency to give legal status as a living person/ legal entity to Rivers Ganga and Yamuna r/w Articles 48-A and 51A(g) of the Constitution of India.*

***19**. Accordingly, while exercising the parens patrie jurisdiction, **the Rivers Ganga and Yamuna, all their tributaries, streams, every natural water flowing with flow continuously or intermittently of these rivers, are declared as juristic/ legal persons/ living entities having the status of a legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person in order to preserve and conserve river Ganga and Yamuna.** The Director NAMAMI Gange, the Chief Secretary of the State of Uttarakhand and the Advocate General of the State of Uttarakhand are hereby declared persons in loco parentis as the human face to protect, conserve and preserve Rivers Ganga and Yamuna and their tributaries. These Officers are bound to uphold the status of Rivers Ganges and Yamuna and also to promote the health and well being of these rivers.*

20. The Advocate General shall represent at all legal proceedings to protect the interest of Rivers Ganges and Yamuna.

21. The presence of the Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvination is dispensed with."

নদীকে আইনগত ব্যক্তি **(legal person)** হিসেবে পৃথিবীর তৃতীয় ঘোষণা হল তুরাগ নদীকে আইনী ব্যক্তি ঘোষণাকারী আমাদের অত্র রায়টি।

অপরদিকে অদ্য রায় প্রদানের দিন পর্যন্ত নদীকে আইনী ব্যক্তি **(legal person)** ঘোষণাকারী পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র আইনসভা হল নিউজিল্যান্ড এর আইনসভা। নিউজিল্যান্ডের আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত আইনটি নিম্নরূপঃ

The Parliament of New Zealand enacts as follow:

1. ***Title***
   This Act is the Te-Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017.
2. ***Commencement***
   This Act comes into force on the day after the date on which it receives the Royal assent.

Part 1

Nga Panui Whakamarama –Preliminary provisions

3. ***Purpose***
   The purpose of this Act is-
   - *(a) To record the acknowledgements and apology given by the Crown to Whanganui Iwi in Ruruku Whakatupua – Te Mana to Te Iwi o Whanganui; and*
   - *(b) To give effect to the provisions of the deed of settlement that establish Te Pa Auroa na Te Awa Tupua; and*

(c) *To give effect to the provisions of the deed of settlement that settle the historical claims of Whanganui Iwi as those claims relate to the Whanganui River.*

4.---------
5.---------
6.--------
7.---------
8.---------
9.---------
10.--------
11.----------

Subpart-2 Te Awa Tupua
Te Awa Tupua and Tupua te Kawa

12. Te Awa Tupua recognition

Te Awa Tupua is an indivisible and living whole, comprising the Whanganui River from the mountains to the sea, incorporating all its physical and metaphysical elements.

13. Tupua te Kawa

Tupua te Kawa comprises the intrinsic values that represent the essence of Te Awa Tupua, namely-

Ko Te Kawa Tuatahi

(a) Ko te Awa te matapuna o te ora: the River is the source of spiritual and physical sustenance:
Te Awa Tupua is a spiritual and physical entity that supports and sustains both the life and natural resources within the Whanganui River and the health and well-being of the iwi, hapu, and other communities of the River.

Ko Te Kawa Tuarua

(b) E rere kau mai I te Awa mui mai i te Kahui Maunga ki Tangaroa: the great River flows from the mountains to the sea:
Te Awa Tupua is an indivisible and living whole from the mountains to the sea, incorporating the Whanganui River and all of its physical and metaphysical elements.

Ko Te Kawa Tuatoru

(c) Ko au te Awa, ko te Awa ko au: I am the River and the River is me:
The iwi and hapu of the Whanganui River have an inalienable connection with and responsibility to, Te Awa Tupua and its health and well-being.

Ko Te Kawa Tuawha

(d) Nga manga iti, nga manga nui e honohono kau ana, ka tupu hei Awa Tupua: the small and large streams that flow into one another form one River:
Te Awa Tupua is a singular entity comprised of many elements and communities, working collaboratively for the common purpose of the health and well-being of Te Awa Tupua.

Legal status of Te Awa Tupua

14. Te Awa Tupua declared to be legal person

(1) Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person.

(2) The rights, powers, and duties of Te Awa Tupua must be exercised or performed, and responsibility for its liabilities must be taken, by Te Pou Tupua on behalf of, and in the name of, Te Awa Tupua, in the manner provided for in this Part and in Ruruku Whakatupua- Te Mana o Te Awa Tupua.

নদীকে আইনী ব্যক্তি (legal person) ঘোষণা বিশ্বের উপরিল্লিখিত আদালতদ্বয় কর্তৃক একটি অভিনব চিন্তাধারা। উপরিল্লিখিত রায় দুটি এবং আইনটি পর্যালোচনায় এটা প্রতীয়মান যে, নদ-নদী দূষণ

বিশ্বব্যাপী এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে নদীকে বাঁচাতে আদালত এবং আইনসভা নদীকে আইনী ব্যক্তি (Legal Person) ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে।

কেন তুরাগকে জীবন্ত সত্ত্বা ঘোষণা করা প্রয়োজন?

বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইকেট্রনিক মিডিয়ার প্রতিবেদন হতে বাংলাদেশের জনগণ দেখছে কিভাবে তুরাগ নদীসহ বাংলাদেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্রের তীর, নদ-নদীর পাড়, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল এবং উন্মুক্ত জলাশয় বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানী, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা দূষণ করে এবং অবৈধভাবে মাটি ভরাট করে এবং ভবনাদি নির্মাণ করে দখল করেছে এবং উক্ত দূষণ, মাটি ভরাট এবং ভবনাদি নির্মাণ এখনও চলমান। বর্তমানে তুরাগ নদী অনেকাংশে খালে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি নালায় পরিণত হবে। অতঃপর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে হাউজিং কোম্পানীগুলো উহা ভরাট করে আবাসন প্রকল্প করবে। তুরাগ নদী থাকবে তখন ইতিহাসের পাতায়, থাকবে কবির কবিতায়। হয়ত কোন কবি লিখবে *"এখানে একদা প্রমত্তা তুরাগ নদী ছিল।"*

যেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০১ সাল এবং ২০০৯ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি রক্ষায় একের পর এক আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সারা বিশ্বে অনুসরনীয় এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন এবং বিশ্বের জাতিপুঞ্জের সংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে "***Champions of the Earth***" ঘোষণা করা হয়েছে অথচ তা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল কর্ম প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যাচ্ছে দেশ বিরোধী গুটি কয়েক অবৈধ দূষনকারী ও দখলদার এবং তাদের সহযোগী হাতে গোনা কিছু জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জন্য।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনপ্রনালী এবং অর্থনীতি প্রায় পুরোটাই/সম্পূর্ণটাই পানির উপর নির্ভরশীল। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রায় বেশিরভাগই সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, এর উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে সাশ্রয়ী তথা কম খরচের যোগাযোগ ব্যবস্থা হল নৌপথ। সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল সমুদ্র বা নদীর তীরবর্তী এলাকায়। নদীকে হত্যা করা প্রকারন্তরে আমাদের সকলের সম্মিলিত আত্মহত্যার নামান্তর। নদীকে হত্যা করার অর্থ হল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হত্যা। নদী দূষণ এবং দখলকারী দেশের শত্রু, নদী দূষণ এবং দখলকারী স্বাধীনতার শত্রু এবং নদী দূষণ এবং দখলকারী মানবতার শত্রু। নদী দূষণ এবং দখলকারী মানবজাতির হত্যাকারী। নদী দূষণ এবং দখলকারী সভ্যতা হত্যাকারী।

তুরাগ নদীর পরিষ্কার টলটল পানি, নৌ চলাচল, পানির নাব্যতা, নদীর উপরিস্থত বাতাস, তুরাগ নদীর অপরূপ সৌন্দর্য্য, নান্দনিক সৌন্দর্য্য (Scenic beauty), মাছের স্বাভাবিক চলাচল এবং বেড়ে উঠা, তুরাগ নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সব কিছুই মূল্যবান যা সংবিধান, বিধিবদ্ধ আইন এবং পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ দ্বারা সংরক্ষিত। তুরাগ নদীসহ বাংলাদেশের ৪০৫ নদীই মূল্যবান এবং একইভাবে সংবিধান, বিধিবদ্ধ আইন এবং পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদ দ্বারা সংরক্ষিত। তুরাগনদীসহ বাংলাদেশের সকল নদ-নদীকে অবশ্যই দূষণ ও দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক নৌ চলাচলের উপযোগী করতে হবে।

'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ না করলে অপূরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে যা কোনভাবেই পূরণ করা সম্ভব হবে না। বর্তমান বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আলোচ্য তুরাগ নদী দখল, দূষণ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, তুরাগ নদীকে বাঁচানোর শেষ উপায় হিসেবে আমরা এটিকে আইনী ব্যক্তি (Legal Person) ঘোষণা করছি।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হলো।

অবৈধ দূষণ ও দখল এবং মাটি ভরাট হতে তুরাগ নদীকে রক্ষা করতে প্রতিবাদী পক্ষগণের "নিষ্ক্রিয়তা" আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উক্ত নিষ্ক্রিয়তার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষণা করা হল এবং তুরাগ নদীতে অবৈধভাবে সংঘটিত দূষণ ভরাটকৃত মাটি এবং নির্মিত স্থাপনাদি দখলদারদের খরচে উত্তোলন আইনের দ্বারা প্রতিবাদীপক্ষগণের করণীয় কার্য হেতু নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আমরা, অতঃপর, নিম্নেবর্ণিত আদেশ এবং নির্দেশনাসমূহ প্রদান করলামঃ**

১। অত্র রায়ে যে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ *(Public Trust Doctrine)* এর বিশদ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা করা হলো তা আমাদের দেশের আইনের অংশ।

২। '*তুরাগ নদী*'-কে আইনি ব্যক্তি *(legal person)/*আইনি সত্তা *(legal entity)/* জীবন্ত সত্তা (living entity) ঘোষণা করা হল। বাংলাদেশের মধ্যে এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান সকল নদ-নদী একই মর্যাদা পাবে।

৩। '*নদী রক্ষা কমিশন*'-কে তুরাগ নদীসহ দেশের সকল নদ-নদী দূষণ ও দখলমুক্ত করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের নিমিত্ত আইনগত অভিভাবক *(person in loco parentis)* ঘোষণা করা হল। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায়, অদ্য হতে বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর দূষণ ও দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক নৌ চলাচলের উপযোগী করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধিসহ যাবতীয়

উন্নয়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাধ্য থাকবে। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নদী কমিশনকে সঠিক এবং যথাযথ সাহায্য ও সহযোগীতা দিতে বাধ্য থাকবে।

৪। আগাম প্রতিরোধের নীতি (The Precautionary Principle) এবং **দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি (Polluter's Pay Principle)** আমাদের দেশের আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হল।

৫। তুরাগ নদী সহ দেশের সকল নদ নদী খাল বিল জলাশয়ের ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিএডিসি সহ সকল সংস্থা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করবেন।

৬। ১০ থেকে ২৩ নং প্রতিবাদীপক্ষ আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নদীর অবৈধ দখল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেবেন। অন্যথায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ১০ থেকে ২৩ নং প্রতিবাদীপক্ষের খরচে তাদেরকে উচ্ছেদ করবে। নদী দখলকারী দখল উচ্ছেদের এবং নদী দখলের পূর্বাবস্থায় নদীকে ফিরিয়ে আনতে যাবতীয় খরচ বহন করবে।

৭। নদী দখলকে এবং নদী দূষণকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে এর কঠিন সাজা এবং বড় আকারের জরিমানা নির্ধারণ করতঃ এবং এই সংক্রান্তে মামলা দায়ের, তদন্ত এবং বিচারের পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ এবং এতদ্‌বিষয় কি পদক্ষেপ ১ নং প্রতিপক্ষ গ্রহণ করেছে তদ্‌বিষয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য ১নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৮। ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসপিএ, আরআর এসও সেটেলাইটের সাহায্যে আরএস /জিআইএস উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নদ নদী খাল বিল জলাশয়ের ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয় এবং জীব বৈচিত্র বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সকল ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার ম্যাপ প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব দপ্তর সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ড আকারে প্রদর্শন করবে এবং যেকোন নাগরিক নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে যেন উক্ত ডাটাবেজ বা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন এর কার্যালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৯। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে একটি কার্যকরি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার নিমিত্ত ১নং প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১০। বাংলাদেশের সকল সরকারী বেসরকারী স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বেসরকারী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিতে এবং বিভাগে প্রতি দুই মাস অন্তর একদিন এক ঘন্টার একটি নদীর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, রক্ষা, দূষণ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্লাস পরিচালনা এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় পর্দায় নদী, প্রকৃতি ও পরিবেশ এর উপর দেশী-বিদেশী ডকুমেন্টারী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এতদ্‌বিষয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্দেশ মোতাবেক ক্লাস নিচ্ছে কিনা তা তদারকী করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১১। ছোট বড় মাঝারি বৃহদাকার সকল দেশী বিদেশী সরকারী বেসরকারী শিল্প কারখানাসমূহকে তাদের সকল শ্রমিকদের অংশগ্রহণে প্রতি দুইমাস অন্তর একদিন এক ঘন্টার একটি নদী বিষয়ক ***'বৈঠক'*** অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করা হলো। এতদ্‌বিষয়ে সকল শিল্প কারখানা নির্দেশ মোতাবেক নদী বিষয়ক বৈঠক করেছে কিনা তা তদারকি করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১২। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় প্রতি তিন মাস অন্তর একদিন দিনব্যাপী নদী বিষয়ক র‍্যালি, চিত্র প্রদর্শনী ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগীতা, আলোচনা এবং সেমিনার করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলার চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১৩। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলার অন্তর্গত সকল নদ-নদী দখলদার এবং দূষণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এর নামের তালিকা প্রস্তুত করতঃ আগামী ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং জেলা কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে জনসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ড আকারে টাঙ্গানোর জন্য সকল ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসককে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১৪। যেহেতু পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল,ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) সেহেতু উক্ত ভূমি দখলের এবং দূষণের অভিযোগ কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে থাকলে উক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার ব্যাংক ঋণের অযোগ্য মর্মে

বাংলাদেশের তফসিলি সকল ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে সার্কুলার ইস্যু করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করা গেল। আগামী ৬ মাসের মধ্যে নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করা গেল।

১৫। যেহেতু পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল,ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি (Public Trust Property) তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি (Public Property) সেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখলকার এবং দূষণকারী হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগকে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অবহিত করণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১৬। নদী বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নদ-নদী সংরক্ষণ এবং দূষণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১৭। নদী, প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর নির্মিত দেশ বিদেশের ডকুমেন্টারী ফিল্ম বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি শুক্রবার ১ ঘন্টার ১টি পর্ব সম্প্রচার করার জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ টেলিভিশন-কে নির্দেশ প্রদান করা গেল। এছাড়াও নদী, প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর নির্মিত সপ্তাহে অন্তত ১ দিন ১ ঘন্টার একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রচারের জনা সকল বেসরকারী টিভি চ্যানেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রীট মোকদ্দমাটি একটি **চলমান আদেশ** ***(Continuing Mandamus)*** হিসেবে অব্যাহত থাকবে।

আরও আদেশ হয় যে, অত্র রীট মোকদ্দমায় প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা সম্পর্কে সংশয়ের উদ্রেক হলে দরখাস্তকারী, প্রতিবাদীগণ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ যে কোন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, সরকারী -বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিক হাইকোর্ট বিভাগে নির্দেশনা প্রার্থনা করে আবেদন বা দরখাস্ত দাখিল করতে পারবেন।

দরখাস্তকারীর এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ সংগে এ্যাডভোকেট মোঃ ছারওয়ার আহাদ চৌধুরি, এ্যাডভোকেট একলাছ উদ্দিন ভুইয়া, এ্যাডভোকেট রিপন বাড়ৈ এবং এ্যাডভোকেট সঞ্জয় মন্ডল সহ সকল প্রতিবাদী পক্ষের এ্যাডভোকেট সৈয়দ মফিজুর রহমান (২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট মোঃ ইমাম হাসান সংগে এ্যাডভোকেট মোঃ শাহিনুল ইসলাম (৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকির (৪ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট মোঃ হারুন-অর-রশিদ (১০নং প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট মোঃ

আসাদুজ্জামান (১২ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট এ,এম মাহবুব উদ্দিন সংগে এ্যাডভোকেট সাকিব মাহবুব (১৩-২১ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মেহেদী হাসান চৌধুরী সংগে এ্যাডভোকেট শেখ ফজলে নূর তাপস, এ্যাডভোকেট অপুর্ব কুমার বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট জুসনা পারভীন, এ্যাডভোকেট উপমা বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট সপ্নিল ভট্টাচারিয়া (২২-২৩ প্রতিপক্ষ পক্ষে), এ্যাডভোকেট মোঃ ইকরামুল হক, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট পুরবী রানী শর্মা, সহকারী এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট পুরবী সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল (৫নং প্রতিপক্ষ পক্ষে) অত্র মোকদ্দমায় আদালতকে সহায়তা প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হলো।

তুরাগ নদীর অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর জনাব মোঃ আসলাম জগলুল হোসেন এবং তাকে সহযোগতাকারী সকল সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী ও ব্যক্তিগণকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

তুরাগ নদীর ভয়াভহ অবস্থা সম্পর্কে সময় উপযোগী প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য The Daily Star পত্রিকা এবং এর রিপোর্টারকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হলো। নদী রক্ষায় সকল প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে ব্যাপক প্রচারনা এবং সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছে তা এক কথায় অতুলনীয়। অত্র রায়ের মাধ্যমে তাঁদের সকলকে অভিনন্দন।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান বরাবরে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI) তে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের একটি কপি আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল প্রতিবাদী পক্ষগণকে, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নদী রক্ষা কমিশন, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সকল জাতীয় সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পৌর মেয়র, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে দ্রুত অবহিত করা হউক।

অত্র রায়ের একটি অনুলিপি সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হোক, যাতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তুরাগ নদীসহ দেশের সকল নদ-নদী রক্ষায় জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত নদ-নদী রক্ষায় বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত আইনসমূহ ভংগকারী দেশ ও মানবতার শত্রু অবৈধ নদ-নদী দখলকারী এবং দূষণকারী এবং তাদের সহায়তাকারী সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অত্র রায়ের সহি মহরী অনুলিপি অতি সত্তর বই আকারে বাঁধাই করে রেজিস্ট্রার জেনারেল স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মুখে পেশ করবেন।

নদীসমূহ বাঁচা মরার উপর বাংলাদেশে অস্তিত্ব জড়িত। অত্র রায়ের যথাযথ বাস্তবায়ন তাই জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে নিশ্চিতভাবে আমাদের এ দেশটি সুখী, সমৃদ্ধ তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।

পুনশ্চঃ

নদীগুলো চলুক নিরবধি। জোয়ার-ভাটায় নদীগুলো তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে থাকুক। মাঝি মাল্লারা মনের সুখে আবার নদীতে প্রাণ খুলে ভাটিয়ালী গান গেয়ে উঠুক। বাংলার দামাল ছেলেরা নদীতে মনের সুখে আবার দাপাদাপি করুক । মৎস্যজীবীদের মুখের হাসি আবার ফিরে আসুক। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নৌকার মাঝিরা নিশ্চিন্তে ঘুমাক। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে দেশ বিদেশে হাওয়াই জাহাজে ঘুরে না বেড়িয়ে বাংলার জনগণ আবার পাল তোলা নৌকায় রূপালী রূপসী বাংলা দেখতে ঘুরে বেড়াক। পরিশেষে বলবঃ

বাঁচলে নদী বাঁচবে দেশ
বাঁচবে প্রিয় বাংলাদেশ।

বিচারপতি জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরীঃ

আমি একমত